لُغَةُ الْقُرْآن

আল-কুরআনের ভাষা

সংকলন

এস এম নাহিদ হাসান

সম্পাদনা

উস্তায ইমরান হেলাল

উস্তায রেদওয়ান মাহমুদ

উস্তায মাহমুদুল হাসান

আল-কুরআনের ভাষা

প্রকাশক

এস এম নাহিদ হাসান

ধ ব্লক, মিরপুর ১২, পল্লবী, ঢাকা

মোবাইলঃ ০১৭১২৫২৯২৯৮

©

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক

প্রচ্ছদ

প্রকৌশলী মোঃ নওয়াজিস ইসলাম

৭ম সংস্করণঃ আগস্ট ২০২৩

নির্ধারিত মূল্যঃ **৫০০.০০** টাকা মাত্র

যোগাযোগ

এস এম নাহিদ হাসান

ইমেইলঃ nahidce03@yahoo.com

www.alquranervasha.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তার রসূলের প্রতি।

লুগাতুল কুরআন বা আল কুরআনের ভাষা বইটি মূলত আরবী ভাষারীতি বা আরবী ব্যকরণ শিক্ষার বই। আরবী ব্যাকরণের মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে সহজ ও সাবলীলভাবে। আর প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে অনেক কুরআনের উদাহরণ যেহেতু অনেক পাঠকের উদ্দেশ্য থাকে কুরআন বোঝা।

বইটির ভাষারীতির আলোচনা কুরআন হাদিস সহ বিভিন্ন আরবী লেখা বিশদভাবে বুঝতে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ। তবে মনে রাখতে হবে যে ভাষা শিক্ষার প্রধান দিক হলো শব্দ ও তার ব্যবহার শেখা। শুধু গ্রামার বা ভাষারীতি শেখা কখনওই আপনাকে ভাষা বুঝতে ও প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে না। আরবীকে ভাষা হিসেবে শিখতে আমরা সংকলন করেছি “বিদায়াতুল আরাবিয়াহ” সিরিজ যেখানে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে আরবী ভাষা শেখানো হয়েছে।

এই বইটি পাঠ করার শুরুতে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে আপনি কুরআন পড়তে জানেন। এটা মূলত ভাষারীতি শিক্ষার বই। আরবী উচ্চারণের নিয়ম সংশ্লিষ্ট আলোচনা নেই।

আশা করি লুগাতুল কুরআন বইটি আপনাকে আরবী ভাষা শিক্ষার যাত্রায় একইসাথে একজন মেধাবী সহপাঠী ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে ইনশা আল্লাহ।

এস এম নাহিদ হাসান।

সূচীপত্র

ভূমিকা 2

আরবী ভাষা কেন শিখবো ও কিভাবে শিখবো 15

অধ্যায়–১ (আরবি ভাষারীতি, শব্দ ও বাক্য) **20**

১। আরবী ব্যাকরণ বা ভাষারীতি 20

২। আরবী শব্দ ও তার প্রকার (الكَلِمَةُ و أَقْسَامُهَا) 21

৩। আরবী বাক্য ও তার প্রকার (الجُملَةُ وأَقْسَامُهَا) 22

অধ্যায়–২ (ইসম সম্পর্কিত কিছু বিষয়) **24**

১। اِسْمٌ নামপদ 24

২। نَكِرَةٌ অনির্দিষ্ট مَعْرِفَةٌ নির্দিষ্ট 26

৩। اَلْمُذَكَّرُ পুরুষবাচক এবং اَلْمُؤَنَّثُ স্ত্রীবাচক 27

৪। الشَّخْصُ বা পুরুষ 30

৫। الإِعْرَابُ বা কারক 31

অধ্যায়–৩ (বচন) **36**

১। اَلْمُثَنَّى দ্বিবচন 36

২। الْجَمْعُ বহুবচন 38

৩। كلُّ جَمعٍ مُؤَنَّثٌ বুদ্ধিহীনদের বহুবচন 46

৪। اِسْمُ الجَمْعِ বহুবচনের ইসম 47

অধ্যায়–৪ (সর্বনাম) **52**

১। الضَّمِيْرُ সর্বনাম 52

২। اِسْمُ الإِشَارَةِ ইশারাবাচক বিশেষ্য 58

৩। الإِسْمُ الْمَوْصُولُ সম্বন্ধকারক বিশেষ্য 61

অধ্যায়–৫ (শব্দগুচ্ছ) **65**

১। الإِضَافَةُ দুই ইসমের সম্পর্ক 65

২। نَعْتٌ বিশেষণ 68

৩। بَدَلٌ ব্যাখ্যামূলক শব্দ 71

অধ্যায়–৬ (বিভিন্ন প্রকার ইসম) **75**

১। اِسْمُ الظَّرْف সময় ও স্থানবাচক ইসম 75

২। اِسْمُ الْفِعْلِ ক্রিয়াবাচক ইসম 78

৩। اِسْمُ الْكِنَايَةِ ইঙ্গিতবাচক ইসম 78

৪। اِسْمُ الإِسْتِفْهَام প্রশ্নবোধক ইসম 79

অধ্যায়–৭ (মাসদার) **83**

১। الْمَصْدَر ক্রিয়া বিশেষ্য 83

২। মাসদার সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় 87

৩। الْمَصْدَر الْمِيمِي মিমযুক্ত মাসদার 89

৪। اسْمُ الْمَصْدَرِ ইসমুল মাসদার 91

অধ্যায়–৮ (ক্রিয়া উদ্ভুত ইসম) **99**

১। اِسْمُ الْفَاعِلِ কর্তার নাম ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ কর্মের নাম 99

২। اِسْمُ الزَّمَانِ ও اِسْمُ الْمَكَانِ সময় ও স্থানবাচক বিশেষ্য 101

৩। اِسْمُ الآلَةِ ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ 102

৪। صِيَغُ الْمُبَالَغَة ইসমের তীব্রতার গঠন 103

৫। الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ কর্তার স্থায়ী গুণ 104

৬। اِسْمُ التَّفْضِيْلِ তুলনার্থে ব্যবহৃত বিশেষ্য 105

অধ্যায়–৯ (হারফ) **108**

১। حَرْفُ الْجَرِّ যের দানকারী অব্যয় 110

২। الحروف الْمُشَبَّة بِالفِعْل যবর দানকারী অব্যয় 111

৩। حَرْفُ العَطْفِ সংযোগকারী অব্যয় 112

৪। حَرْفُ النِّدَاءِ সম্বোধনের অব্যয় 113

৫। حَرْفُ التَّنْبِيْه বা সাবধানতার অব্যয় 114

৬। حَرْفُ التَّحْضِيْضِ والتنديم উৎসাহ ও ধিক্কারের অব্যয় 114

৭। حَرْفُ الزَّائِدَةِ অতিরিক্ত অব্যয় 115

৮। حَرْفُ الإِسْتِئْنافِ পুনরারম্ভ করার অব্যয় 116

৯। حَرْفُ الإِسْتِفْهَامِ প্রশ্নবোধক অব্যয় 116

১০। حَرْفُ الجوابِ জবাব দানের অব্যয় 116

১১। حَرْفُ التَّفْسِير ব্যাখ্যা দানের অব্যয় 117

১২। الحُرُوفُ الْمَصْدَرِيَّة মাসদারের অর্থ দানকারী অব্যয় 117

অধ্যায়–১০ (অতীত কালের ক্রিয়া) **120**

১। الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া 121

২। লিংগ ও বচনভেদে الفِعْلُ الْمَاضِي এর বিভিন্ন রূপ 124

৩। الفِعْلُ الْمَاضِي এর فَاعِلٌ বা কর্তা 126

৪। না বোধক অতীত 128

৫। অতীত কালের ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার 129

৬। ক্রিয়ার সাথে হারফ জার বা صِلَةٌ 132

অধ্যায়–১১ (বর্তমান কালের ক্রিয়া) **135**

১। الْمُضَارِعُ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া 135

২। লিংগ ও বচনভেদে الفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর বিভিন্ন রূপ 143

৩। الْمُضَارِعُ এর মারফু, মানসুব ও মাজ্জুম অবস্থা 147

৪। না - বোধক বর্তমান 148

৫। না বোধক ভবিষ্যত 148

৬। বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার 149

৭। لَمْ ، لَمَّا মুদারীকে অতীত অর্থ দেয় 151

৮। একসাথে ক্রিয়ার কাল 153

৯। অসমাপিকা ক্রিয়া 154

১০। لَامُ التَعْلِيْلِ কারন বোঝানোর লাম 155

১১। ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার 155

অধ্যায়–১২ (আদেশ ও নিষেধ) **159**

১। أَمْرٌ আদেশ 159

২। النَّهْيُ নিষেধ 160

৩। لَامُ الْأَمْرِ তৃতীয়পুরুষে ও প্রথমপুরুষে আদেশ ও নিষেধ 163

অধ্যায়–১৩ (ক্রিয়ার কর্ম) **167**

১। مَفْعُوْلٌ بِهِ ক্রিয়ার কর্ম 167

২। مَفْعُوْلٌ فِيْهِ ক্রিয়া সংঘটনের সময়/স্থান 170

৩। مَفْعُوْلٌ لَهُ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ 170

৪। مَفْعُوْلٌ مَعَهُ ক্রিয়া সংঘটনের সাথী 170

৫। مَفْعُول مُطْلَق সমধাতুজ কর্ম 171

অধ্যায়–১৪ (নিরেট ক্রিয়া ও দুর্বল ক্রিয়া) **177**

১। الفِعْلُ الصَّحِيْحُ নিরেট ক্রিয়া 177

২। الفِعْلُ الْمَهْمُوْزُ মাহমুজ ক্রিয়া 178

৩। الفِعْلُ الْمُضَاعَفُ মুদায়াফ ক্রিয়া 181

৪। التَّعْلِيْلُ বর্ণের রুপান্তর 184

৫। الفِعْلُ الْمُعْتَلُّ দুর্বল ক্রিয়া 187

৬। الْفِعلُ الْمِثَالُ মিছাল ক্রিয়া 188

৭। الْفِعلُ الْأَجْوَفُ আজওয়াফ ক্রিয়া 192

৮। الفِعْلُ النَّاقِصُ নাকিস ক্রিয়া 197

৯। الفِعْلُ اللَّفِيْفُ লাফিফ ক্রিয়া 204

অধ্যায়–১৫ (কর্মবাচ্যের ক্রিয়া) **210**

১। الْمَجْهُولُ لِلسَّالِمِ সালিম ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 217

২। الْمَجْهُولُ لِلمَهْمُوز মাহমুজ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 218

৩। الْمَجْهُولُ لِلمُضَعَّف মুদায়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 219

৪। الْمَجْهُولُ لِلمِثَال মিছাল ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 220

৫। الْمَجْهُولُ لِلأَجْوَف আজওয়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 221

৬। الْمَجْهُولُ لِلنَّاقِص নাকিস ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ 222

অধ্যায়–১৬ (ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন) **225**

১। الْمَزِيْدُ এবং الْمُجَرَّدُ 225

২। Form II فَعَّلَ 228

৩। Form III أَفْعَلَ 232
৪। Form IV فَاعَلَ 236
৫। Form V تَفَعَّلَ 238
৬। Form VI تَفَاعَلَ 241
৭। Form VII اِنْفَعَلَ 243
৮। Form VIII اِفْتَعَلَ 246
৯। Form IX اِفْعَلَّ 249
১০। Form X اِسْتَفْعَلَ 250
১১। اَلْفِعْلُ الرُّبَاعِيُّ মূলচার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া 252

অধ্যায়–১৭ (বাক্য) **260**
১। বাক্য جُمْلَةٌ 260
২। বিভিন্ন প্রকার خَبَرٌ বা বিধেয় 262
৩। এক শব্দ বিশিষ্ট খবর اَلْخَبَرُ الْمُفْرَدُ 263
৪। জার মাজরুর খবর جَارٌّ وَمَجْرُوْرٌ خَبَرٌ 265
৫। জারফ খবর ظَرْفٌ خَبَرٌ 267
৬। নামপ্রধান বাক্যের খবর اَلْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ خَبَرٌ 269
৭। ক্রিয়া প্রধান বাক্যের খবর اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ 270
৮। না-বাচক নাম প্রধান বাক্য 271

অধ্যায়–১৮ (প্রশ্নবোধক বাক্য) **275**
১। أَدَوَاتُ الاسْتِفْهَامِ প্রশ্নবোধক শব্দ 275
২। প্রশ্নের উত্তরে نَعَمْ ،لَا ،بَلَى ইত্যাদির ব্যবহার 276

৩। প্রশ্ন করতে أَيٌّ এবং كَمْ শব্দের ব্যবহার 277
৪। প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ও أ ব্যবহার 278
৫। প্রশ্নবোধক বাক্যের কয়েকটি বিষয় 278

অধ্যায়–১৯ (তুলনাবাচক বাক্য) **282**
১। দুইয়ের মধ্যে তুলনা করতে 282
২। সবার সাথে তুলনা 282

অধ্যায়–২০ (আশ্চর্যবোধক বাক্য) **288**
১। আশ্চর্যবোধক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় তিনটি বিষয় 288
২। আশ্চর্যবোধকের জন্য إِذَا এর ব্যবহার 289
৩। আশ্চর্যবোধকের জন্য كَمْ এর ব্যবহার 289

অধ্যায়–২১ (বাক্যে জোরদান) **291**
১। নাম প্রধান বাক্যে জোরদান 291
২। ক্রিয়া প্রধানবাক্যে জোরদান 293
৩। نُوْنُ التَّوْكِيْدِ জোর দেওয়ার নুন 294

অধ্যায়–২২ (ব্যতিতসূচক বাক্য) **298**
১। اَلْاِسْتِثْنَاءُ ব্যতীত 298
২। غَيْرُ ও سِوَى এর পরবর্তী মুসতাসনা 300
৩। مَاخَلَا ও مَاعَدَا এর পরবর্তী মুসতাসনা 301

অধ্যায়–২৩ (শর্তসূচক বাক্য) **302**
১। الطَّلَبُ তলব ও جَوَابُ الطَّلَبِ তলবের উত্তর 302
২। الجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ শর্তযুক্ত বাক্য 302

অধ্যায়–২৪ (তামিজ) **308**
১। اَلتَّمْيِيْزُ স্পষ্টকরণ 308

অধ্যায়–২৫ (হাল) **311**
১। اَلحَالُ কর্তা ও কর্মের অবস্থা 311
২। نَعْتٌ এবং حَالٌ এর মধ্যে পার্থক্য 313

অধ্যায়–২৬ (রঙ ও সময়) **315**
১। اللَّوْنُ রঙ 315
২। وَقْتٌ সময় 316

অধ্যায়–২৭ (নাম্বার) **320**
১। العَدَدُ নম্বর 320
২। أَلْفٌ ও مِائَةٌ 328
৩। ক্রমবাচক সংখ্যা 328
৪। ভগ্নাংশ 331

অধ্যায়–২৮ (বিভক্তি) **337**
১। ইসমের মারফু অবস্থা 337
২। ইসমের মাজরুর অবস্থা 337
৩। ইসমের মানসুব অবস্থা 337
৪। ক্রিয়ার মানসুব অবস্থা 338
৫। ক্রিয়ার মাজ্জুম অবস্থা 339

অধ্যায়–২৯ (বিবিধ বিষয়) **342**
১। هَمْزَةُ الْوَصْلِ এবং هَمْزَةُ الْقَطْعِ 342

২। اِلتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ দুই সাকিনের মিলন 343
৩। مُبْتَدَأٌ উদ্দেশ্য ও خَبَرٌ বিধেয় 344
৪। اَلْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ মাবনী 346
৫। مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ আংশিক পরিবর্তনশীল ইসম 347
৬। اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য 350
৭। اَلْمَنْقُوْصُ মানকুস 350
৮। ضَمِيْرُ الفَصْلِ পৃথকীকরণ সর্বনাম 351
৯। الاِخْتِصَاصُ বা সর্বনামকে নির্দিষ্ট করণ 352
১০। মুক্ত সর্বনামগুলোর মানসুব অবস্থা 353
১১। اَلتَّصغِيرُ ক্ষুদ্রতর অর্থে ইসম 354
১৪। لَا النَّافِيَّةُ لِلْجِنْسِ সমষ্টিগতভাবে না বোঝাতে 355
১৫। لَامُ الجُحُوْدِ অস্বীকার করার না 356
১৬। بَدَلٌ এর প্রকারভেদ 356
১৭। نَعْتٌ এর প্রকারভেদ 357
১৮। اَلنَّعْتُ السَّبَبِيُّ নিমিত্তবাচক বিশেষণ 358
১৯। اَلْمَنْسُوْبُ সম্পৃক্ত বিশেষ্য 359
২০। الفاءُ السَّبَبِيَّةُ কারন বাচক فَ 360
২১। أَفْعَالُ الشُّرُوْعِ শুরু করার ক্রিয়া 361
২২। أَفعَالُ الْمَدْحِ والذَمِّ প্রশংসা ও ঘৃনা প্রকাশক ক্রিয়া 362
২৩। عَلامَاتُ الإِعْرَابِ বিভক্তির আলামত 362
২৪। দ্বিবচনের কয়েকটি নিয়ম 363
২৫। বহুবচনের কয়েকটি নিয়ম 364

২৬। جَمْعُ الجَمْعِ বহুবচনের বহুবচন...366
২৭। جَمْعُ الكَثْرَةِ এবং جَمْعُ القِلَّةِ...368
২৮। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে আলিফ এর রুপ...369
২৯। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে ء এর চেয়ার...371

অধ্যায়-৩০ (বিবিধ শব্দের ব্যবহার)...**372**
১। كَانَ এর ব্যবহার...372
২। لَيْسَ এর ব্যবহার...375
৪। عَسَى এর ব্যবহার...376
৫। ذُوْ এর ব্যবহার...377
৬। الْ এর বিভিন্ন ব্যবহার...379
৭। كُلُّ এর ব্যবহার...380
৮। بَلْ শব্দের ব্যবহার...381
৯। أَمَّا এর ব্যবহার...382
১০। إِنَّمَا এর ব্যবহার...382
১১। حَتَّى শব্দের ব্যবহার...383
১২। وَ এর বিভিন্ন ব্যবহার...384
১৩। مَا এর বিভিন্ন ব্যবহার।...386
১৪। كَ এর ব্যবহার...388
১৫। أَوْ এবং أَمْ এর ব্যবহার...388
১৬। فَإِنَّ ও لِأَنَّ এর ব্যবহার...389
১৭। آخَرُ ও أُخْرَى এর ব্যবহার...390

১৮। وَإِمَّا ... إِمَّا এর ব্যবহার 390
১৯। كِلَا এবং كِلْتَا এর ব্যবহার 391
২০। إِيَّاكَ সাবধান করতে 392
২১। لَا بُدَّ এর ব্যবহার 393
২২। تَعَالَ শব্দের ব্যবহার 393
২৩। هَاتِ এর ব্যবহার 394
২৪। كَلَّا এবং هَلاَّ এর ব্যবহার 394
২৫। إِذَنْ শব্দের ব্যবহার 395
২৬। فَ এর বিভিন্ন ব্যবহার 396
২৭। لام এর বিভিন্ন ব্যবহার 398
২৮। أَنْ، أَنَّ، إِنْ، إِنَّ এর বিভিন্ন ব্যবহার 399

অধ্যায়–৩১ (আলংকারিক বাক্য) 404
১। التَّشْبِيه তুলনামুলক কথা 406
২। الْمَجَازُ রূপক কথা 407
৩। الكِنَايَةُ ইংগিতপূর্ন কথা 409
৪। الخَبَرُ খবর 411
৫। الإِنْشَاءُ ইনশা 412
৬। الإِيجَازُ সংক্ষিপ্তকরণ 414
৭। الإِطنَابُ অতিরিক্ত শব্দ যোগ 418
৮। الإِبْدَالُ বদল 419
৯। التَّقْدِيمُ و التَّأخِيرُ শব্দের স্থান পরিবর্তন 420

১০। الْمُنَاسَبَةُ যথাযথ শব্দ 420
১১। কিছু শব্দের ব্যতিক্রমি ব্যবহার 423
১২। অনির্দিষ্টতার বিভিন্ন অর্থ 424
১৩। বিপরীত লিঙ্গের কর্তা 424
১৪। الجِنَاس একই শব্দের একাধিক প্রয়োগ 425
১৫। السَّجْعُ ছন্দ মিল 426
১৬। الطِّبَاقُ والْمُقَابَلَةُ বিপরীত অর্থের শব্দ প্রয়োগ 428
১৭। التَّهَكُّمُ ঠাট্টা বিদ্রুপ 428
১৮। أُسلُوبُ الحَكِيمِ অবাক করা উত্তর 429
১৯। الإلْتِفَاتُ দৃষ্টি আকর্ষণ 429

অধ্যায়–৩২ (**এক নজরে আরবি ভাষা**) **432**
১। বর্ণ حَرْفٌ 432
২। শব্দ كَلِمَةٌ 433
৩। বাক্য جُمْلَةٌ 436

অধ্যায়–৩৩ (**কুরআন থেকে নির্বাচিত ইরাব ও অনুবাদ**) **438**
১। নির্বাচিত ইরাব 438
২। নির্বাচিত অনুবাদ 456

আরবী ভাষা কেন শিখবো ও কিভাবে শিখবো

পার্থিব লাভ কিংবা আগ্রহ যেটাই হোকনা কেন মাতৃভাষার বাইরেও আমরা অনেক ভাষা শিখে থাকি। তবে এর মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয় যেহেতু আমরা এটা শিক্ষা করার লাভ সম্পর্কে অবগত নই অথবা তেমনভাবে চিন্তা করে দেখিনি। সেক্ষেত্রে আসুন আমরা প্রথমেই দেখি আরবী ভাষা শিখলে আমাদের কি ধরণের উপকার হতে পারে।

প্রথমটা অবশ্যই কুরআনকে বুঝতে পারা। মহান আল্লাহ কুরআনে যেখানে আরবী ভাষার উল্লেখ করেছেন সেখানে আরবী ভাষার মর্যাদা বর্ণনা করেননি বরং মূলত এটা বুঝিয়েছেন যে তোমাদের জানা আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তিনি বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই আমি একে করেছি আরবী কোরআন যাতে তোমরা বোঝ। [৪৩-৩]

অন্যান্য কিতাবগুলোও স্ব স্ব নাবীর মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছে। ভাষাটা এখানে মুখ্য নয়। মুখ্য হল বার্তা বা সংবাদ যা মহান আল্লাহ তার বান্দাদের বোঝাতে চান। আরবীকে এজন্যই কুরআনের ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন আরববাসীরা তা বুঝতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

এমনি ভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন। [৪২-৭]

তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, যে সকল অনারবদের ভাষা আরবী নয় তারা কিভাবে বুঝবে! উত্তর খুব সহজ তাদেরকে এটা শিখতে হবে। আর যেহেতু এই কাজটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই করতে হবে এজন্য মহান আল্লাহ এর শিক্ষাকে সহজ করেছেন। তিনি বারংবার কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। [৫৪: ১৭]

দ্বিতীয়ত, আরবী জানলে কুরআনের আয়াত বা হাদিস মুখস্ত করা অনেক সহজ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরুপ আমরা ক্বদরের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি লক্ষ্য করি,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [١:٩٧] وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ [٢:٩٧] لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [٣:٩٧]

প্রথম আয়াতে আমরা দেখছি "লাইলাতিল ক্বাদরি" পরের আয়াতগুলোতে "লাইলাতুল ক্বাদরি" । যারা আরবী জানেন না তারা মনে রাখেন এভাবে যে প্রথমে "লাইলাতিল" ও পরের দুটিতে "লাইলাতুল"। এমনিভাবে কুরআনে আপনি দেখবেন কোথাও মু'মিনুন আবার কোথাও মু'মিনিন। সাধারনভাবে মুখস্ত রাখা অনেক কষ্টসাধ্য কিন্তু আরবী জানা থাকলে বাক্যের গঠনই আপনাকে বলে দেবে কোথায় কি হবে।

তৃতীয়ত, কুরআন হাদিসের উপস্থাপন সহজ ও প্রাণবন্ত হবে যখন আপনি ভাষার প্রয়োগ ও প্রকাশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। আরবী না জানলে আপনাকে আলাদা করে পুরো বাক্যের অর্থ মুখস্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন দ্বিগুণ সময় ও শ্রম প্রয়োজন তেমনি আয়াত বা হাদিসের শব্দে শব্দে বিচরণ করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, কুরআনের অনেকগুলো অলৌকিকত্বের মধ্যে একটা হলো তার ভাষা। যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, অন্তর দিয়ে দেখতে হয়। আরবী ভাষা বোঝা ব্যতীত এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কুরআনের অলঙ্কার, ছন্দ ও তথ্যের উপস্থাপন এমন যে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছেন যে কেউ এর মত একটা সুরাও রচনা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। [২: ২৩]

মানুষ ও জ্বীন উভয়ে মিলেও কেন কুরআনের একটা সুরা রচনা করতে পারবে না? কি এমন গভীরতা এর মাঝে যেখানে কেউ কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে অবশ্যই আরবী জানতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা অনুবাদ কখনই আল্লাহর কালাম নয়। একটা ভাষার অনুবাদ কখনোই অনুবাদকৃত ভাষাকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে যদিও কবিতার ভাবার্থ বোঝা যায় কিন্তু কখনই কবিতার আসল স্বাদ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না।

সবকিছু বিবেচনায় মহান আল্লাহর কালামকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হলে আরবী জানার বিকল্প নাই।

কিভাবে একটা ভাষা শিখবেন তার প্রথমেই আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে আপনি ভাষাটা কেন শিখবেন? কারন উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে আপনি ঠিক কিভাবে শুরু করলে সবচেয়ে সহজ ও সঠিক পন্থায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ধরুন আরবি ভাষার কথাই বলি, আপনি আরবি শিখতে চাচ্ছেন। যেহেতু আপনি আপনার সমাজ আরবিকে ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন না তাহলে এটা কেন শিখবেন? এর মুলত তিনটি উদ্দেশ্যে থাকতে পারে,

১) আরবীতে কোন কিছু পড়ে বোঝা। যেমন কুরআন, হাদিস বা অন্য কোন আরবী বই। এক্ষেত্রে আরবি বলা ও শুনে বোঝার বিষয়টা গৌন। কারন বলা শোনার ভালো যোগ্যতা ছাড়াও এই উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়।

২) আরবীতে কথা বলা ও আরবী শুনে বোঝা। এক্ষেত্রে আরবি পড়ে বোঝার বিষয়টা গৌন। কারন পড়ার যোগ্যতা ছাড়াও এই উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়।

৩) কেবল কুরআন পড়ে আরবীতে বুঝতে চান।

অথবা আপনি সবগুলোই চান। এখন বলছি কোন ক্ষেত্রে আপনাকে কোন পথে এগোতে হবে। যদি আপনি আরবি বলতে চান বা শুনে বুঝতে চান তাহলে এমন কারও থেকে আরবি শিখতে হবে যে আপনার মাতৃভাষাও বলতে পারে আবার আরবি ভাষাও বলতে পারে। সে আপনাকে পড়াবে আরবীতে। কেবল প্রয়োজন হলেই বাংলা বলবে। এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আপনাকে প্রচুর শুনতে হবে, বলতে হবে। শুনে শুনে নিজে নিজে রিপিট করতে হবে। অনেক ব্যাকরণ শেখাটা এতে খুব একটা কাজে দেয় না। অল্প কিছু নিয়ম জেনে নিলেই যথেষ্ট হয়।

যদি আপনি আরবী বই পুস্তক পড়ে বুঝতে চান, শুদ্ধ আরবি লিখতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ভাষারীতি বা ব্যাকরণ শিখতে হবে। আর সাথে প্রচুর আরবী বই পড়তে হবে। গল্প কবিতা ইত্যাদি পড়ার সাথে শব্দ শিখতে হবে। ডিকশনারি ঘাটাঘাটির অভ্যাস তৈরি করতে হবে। অনেক পড়ার মধ্য দিয়ে পড়ার যোগ্যতা তৈরি হবে। কারন আরবির একটা জটিলতা হলো এতে স্বরধ্বনি বা হরকত দেওয়া নাই। এটা বুঝে নিতে হয় বা মুখস্থ জানা থাকতে হয়। বাক্যরীতি শিখে ফিকহ আর উসুলের দুই একটা বই ভালো করে পড়বেন। এধরণের বইগুলোতে একই টাইপের লেখা বা পরিভাষা থাকে।

আর যারা কেবল কুরআন আরবীতে বুঝতে চান তাদের কাজটা উপরের সব কাজ থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ এখানে অনেক বই পড়তে হয় না। শুধু কুরআনের শব্দ আর বাক্যরীতি শিখলেই হয়। সাথে কুরানের অনুবাদ কয়েকবার ভালো করে পড়তে হবে। আর এটা সহজ মুলত এই কারণে যে এখানে হরকত দেওয়া থাকে এবং শব্দ ও বাক্য সংখ্যা নির্দিষ্ট। হ্যা, যদিও কুরআনের বাক্যগঠন বেশ ক্যারিশমাটিক তবে সহজ। আল্লাহই সহজ করেছেন। এখানে আপনি কেবল নাহু সরফ বালাগার মৌলিক বিষয় শিখবেন, শব্দ শিখবেন, কয়েকবার অনুবাদ পড়বেন। ব্যাস বোঝার যোগ্যতা তৈরি হবে। সাথে যারা হাদিস বুঝতে চান। তাদেরও একই কথা। বাক্যরীতি শেখার পরে অনেক হাদিস পড়বেন। রিয়াযুস সালেহীন বা মিশকাত। একটা ভালো করে পড়লে দেখবেন বাকি হাদিসগুলো সহজ হয়ে যাবে।

তাহলে খুব সহজভাবে এভাবে বলা যায়। বলতে হলে বলা, শুনতে হলে শোনা, পড়তে হলে পড়া, লিখতে হলে লেখা। অনেক সময় দিতে হবে। ধৈর্য্য আর একনিষ্ঠতা থাকতে হবে।

কৃতজ্ঞতাঃ

মূলত বইটির রচনা একটি সমন্বিত প্রয়াস যা গড়ে উঠেছে ডঃ ভি. আব্দুর রহীম এর Madina Book series, দারুস সালামের Learning Arabic Language of The Quran, করাচীর আল বুশরা পাবলিকেশন্সের Lisan-ul-Quran কে অনুসরণ করে। রেফারেন্স হিসেবে আরও ব্যবহৃত হয়েছে মাসুদ রাঙ্গিনওয়ালার Essential of quranic Arabic এবং ডঃ ফজলুর রহমান স্যারের "আরবী ব্যাকরণ", কাওয়ায়িদুল লুগাতিল আরাবিয়া, এম এম শহীদুল মিল্লাতের "আধুনিক আরবী ব্যাকরন" ইত্যাদি।

রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে এতো বেশি লোক জড়িত হয়ে পড়েছে যে সবার নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব না! আমাদের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত সেই সকল ভাই ও বোনদেরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমরা আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শাইখ আব্দুল মতিন, ডঃ শাহরিয়ার সাদউল্লাহ, উস্তায রেজা করিম, উস্তায ডাঃ ইমরান হেলাল, উস্তায রেদওয়ান মাহমুদ, উস্তায মাহমুদুল হাসান সহ সকল উস্তাযগনের। আর তাদের সাথে আমাদের সহপাঠী ও ছাত্র-ছাত্রীদের যাদের আলোচনা ও পরামর্শ সর্বদা প্রেরণার উৎস হয়েছে।

হে আল্লাহ! আপনি সকলের মেহনতকে কবুল করুন। আমীন।

অধ্যায়-১ (আরবি ভাষারীতি, শব্দ ও বাক্য)

১। আরবী ব্যাকরণ বা ভাষারীতি

ব্যাকরণ বা قَوَاعِد العَرَبِيَّة হলো এমন শিক্ষা যা একটা ভাষাকে শুদ্ধরূপে জানতে সাহায্য করে। আরবি ভাষা ভালোকরে রপ্ত করতে আমাদের ব্যাকরণের তিনটি মৌলিক শাখা পড়তে হয়।

১। নাহু النَّحْوُ

এই শাস্ত্রে বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। যেমন قَتَلَ دَاوُوْدُ جَالُوْتَ বাক্যে দাউদ হলো কর্তা ও জালুত হলো কর্ম। আর قَتَلَ دَاوُوْدَ جَالُوْتُ বাক্যে দাউদ কর্ম আর জালুত কর্তা। শেষ বর্ণের হরকত দিয়ে আলাদা করে বোঝা যায়।

২। সরফ الصَّرْفُ

এই শাস্ত্রে শব্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পরিবর্তন, রুপান্তর সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। قَالَ، قَالُوا قَوْلٌ، قِيْلَ، قُلْ، শব্দগুলো সব একই ক্রিয়ামূল থেকে উতপন্ন।

৩। বালাগাহ اَلبَلاَغَةُ

এই শাস্ত্রে স্থান,কাল ও পাত্র অনুযায়ী মনের ভাষা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার কৌশল আলোচনা করা হয়। রুপক বর্ণনা করে অনেক সময় বলা হয়। যেমন, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ আয়াতে ‘আকাবা’ দ্বারা গিরিপথ না বুঝিয়ে দ্বীনের কঠিন বিষয়গুলো বুঝানো হয়েছে আর “ইক্তাহামা” দ্বারা ঝাপিয়ে পড়া না বুঝিয়ে অবলম্বন করা বোঝানো হয়েছে।

২। আরবী শব্দ ও তার প্রকার (الكَلِمَةُ و أَقْسَامُهَا)

ভাষা হলো মূলত শব্দের ব্যবহার। বিভিন্ন শব্দমালা পাশাপাশি বসে একটা বাক্য তৈরী হয়। আর বিভিন্ন বাক্য দিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। যেমন আমরা নিচের শব্দগুলো সাজিয়ে কিছু বাক্য বলছি,

هٰذَا كِتَابٌ. الكِتَابُ عَلَى الْمَكْتَبِ. أَقْرَأُ الكِتَابَ فِي الْمَدْرَسَةِ

এটা একটা বই। বইটি টেবিলের উপরে। আমি মাদ্রাসায় বই পড়ি।

কথাটিতে তিনটি বাক্য আছে। বাক্যগুলো আবার আছে কতগুলো শব্দ । আরবীতে শব্দ বা পদকে বলা হয় كَلِمَةٌ । আরবী শব্দগুলো তিন প্রকারের। اِسْمٌ বা নামপদ (Noun), حَرْفٌ বা অব্যয়পদ (Particle), এবং فِعْلٌ বা ক্রিয়াপদ (Verb)। যেমন উপরের বাক্যটিতে مَدْرَسَة, مَكْتَب, كِتَابٌ ইত্যাদি হলো اِسْمٌ । عَلَى, فِي হলো حَرْفٌ আর أَقْرَأُ হলো فِعْلٌ

كَلِمَةٌ					
حَرْفٌ		فِعْلٌ		اِسْمٌ	
অব্যয়		ক্রিয়া		নামপদ	
এবং	وَ	সে গেলো,	ذَهَبَ	মসজিদ	مَسْجِدٌ
মধ্যে	فِيْ	সে বের হলো,	خَرَجَ	হামিদ	حَامِدٌ
থেকে	مِنْ	সে দেখলো	رَأَى	নতুন	جَدِيْدٌ
জন্য	لِ	সে খেলো	أَكَلَ	সে	هُوَ
উপরে	عَلَى	সে পড়লো	قَرَأَ	যিনি	اَلَّذِيْ

৩। আরবী বাক্য ও তার প্রকার (الجُملَةُ وأَقْسَامُهَا)

একাধিক শব্দ মিলিত হয়ে যদি পূর্ণ অর্থ দেয় তবে তা বাক্য جُمْلَةٌ বা كَلَامٌ । একে অর্থপূর্ণ শব্দগুচ্ছ বা مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ বলা যায়। অর্থানুযায়ী বাক্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়।

১) যে বাক্যকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায় তাকে সংবাদমূলক বাক্য الجُمْلَةُ الخَبَرِيَّةُ বলে। যেমন,

এটা একটা বই	هٰذا كِتَابٌ	নামপ্রধান
আমি বইটি পড়েছি	قَرَأْتُ الكِتَابَ	ক্রিয়া প্রধান

২) যে বাক্যকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায় না তাকে রচনামূলক বাক্য الجُمْلَةُ الإنْشَائِيَّةُ বলে। যেমন,

এটা কি?	مَا هٰذا ؟	প্রশ্নসূচক বাক্য
ফেরাউনের কাছে যাও	اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ	আদেশ
শয়তানের উপাসনা করো না	لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ	নিষেধ
কত সুন্দর গাড়ি!	مَا أَجْمَلَ السَّيَّارَةَ!	আশ্চর্যবাচক বাক্য
আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি যায়েদকে মারবো।	وَاللهِ لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا	শপথমূলক বাক্য

এছাড়া গঠনানুযায়ী আরবী বাক্য দুই প্রকার।

১) যখন কোন বাক্য اِسْمٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে নামপ্রধান বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ বলে। যেমন, اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ বইটি নতুন ২) যখন কোন বাক্য فِعْلٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে ক্রিয়া প্রধান বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ বলে। যেমন, خَرَجَ خَالِدٌ খালিদ বের হলো।

কখনও এমন হয় যে একাধিক শব্দ পাশাপাশি বসে কিন্তু পূর্ণ অর্থ দেয় না। তখন তাকে আমরা বলি শব্দগুচ্ছ বা مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٌ যেমন,

هٰذا القَلَمُ	قَلَمٌ جَدِيْدٌ	قَلَمُ حَامِدٍ	على الْمَكْتَبِ
এই কলমটি...	...একটি নতুন কলম	হামিদের কলম...	টেবিলের উপর...

بَيْتُ حَامِدٍ	قَلَمٌ جَدِيْدٌ	مُرَكَّبٌ غَيرُ مُفِيْدٌ
হামিদের বাড়ি...	একটি নতুন কলম...	অপূর্ণ অর্থের শব্দগুচ্ছ
بَيْتُ حَامِدٍ كَبِيرٌ	عَلَى الْمَكْتَبِ قَلَمٌ جَدِيْدٌ	مُرَكَّبٌ مُفِيْدٌ (جُمْلَةٌ)
হামিদের বাড়িটি বড়	টেবিলের উপর একটি নতুন কলম	পূর্ণ অর্থের শব্দগুচ্ছ

কুরআনীয় উদাহরণ (বিভিন্ন প্রকার বাক্য)

বাক্যের প্রকার	অর্থ	আয়াতাংশ
নামপ্রধান	আল্লাহ অমুখাপেক্ষী	اللهُ الصَّمَدُ
ক্রিয়া প্রধান	তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
আদেশ	বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়,	قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
নিষেধ	শয়তানের ইবাদত করো না	لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ
প্রশ্নসূচক	তোমার কাছে মুসার খবর এসেছে কি?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ
আশ্চর্যবোধক	ধ্বংস হোক মানুষ সে কতই না অকৃতজ্ঞ	قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ
জোরদান	নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে	إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
আকাঙ্ক্ষা বাচক বাক্য	হায় আফসোস! যদি মৃত্যু হতো	يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

অধ্যায়-২ (ইসম সম্পর্কিত কিছু বিষয়)

বন্ধুরা ইতোমধ্যে আমরা প্রথম অধ্যায়ে শব্দের প্রকারভেদ সম্পর্কে মোটামুটি দেখেছি। এই অধ্যায়ে আমরা ইসম সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় দেখবো ইনশা আল্লাহ।

১। اِسْمٌ নামপদ

ইসম হলো বিভিন্ন বিষয়ের নাম। হতে পারে সেটা মানুষ, কোন প্রাণী, উদ্ভিত, সময়, গুন বা জড় বস্তু ইত্যাদি। আমরা যদি বাংলা ও ইংরেজীর সাথে তুলনা করি তাহলে ঠিক কোনগুলোকে আমরা ইসম বলছি তা বুঝতে সহজ হবে।

اِسْمٌ				
مُحَمَّدٌ بَشَرٌ	মুহাম্মাদ মানুষ	**বিশেষ্য**	Muhammad, Man	**Noun**
هُوَ، نَحْنُ، هٰذَا	সে, আমরা, এই	**সর্বনাম**	He, we, this	**Pronoun**
طَيِّبٌ، جَدِيدٌ	ভালো, নতুন	**বিশেষণ**	Good, New	**Adjective**
عَاجِلًا، سَيِّئًا	দ্রুত, খারাপভাবে	**ক্রিয়া বিশেষণ**	Quickly, badly	**Adverb**

কোন কিছুর নির্দিষ্ট নামকে اِسْمُ الْعَلَمِ বলে যেমন زَيْدٌ، بِلَالٌ، مَرْيَمُ ইত্যাদি। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিবাচক নাম, স্থানের নাম, জাতির নাম ইত্যাদি। ইংরেজীতে এদেরকে আমরা বলি Proper Noun. আর কোন কিছুর জাতিবাচক নামকে বলা হয় اِسْمُ الْجِنْسِ । ইংরেজীতে বলা হয় Common noun যেমন,

اِسْمُ العَلَمِ		اِسْمُ الجِنْسِ		قِسْمٌ	
নির্দিষ্ট নাম		জাতিবাচক নাম		প্রকার	
মুহাম্মাদ	مُحَمَّدٌ	লোক	رَجُلٌ	মানুষ	إنسانٌ
		সিংহ	أَسَدٌ	প্রাণী	حَيوَانٌ
কাটা গাছ	زَقُّومٌ	গাছ	شَجَرٌ	উদ্ভিত	نَبَاتٌ
মক্কা	مَكَّةٌ	গ্রাম	قَرْيَةٌ	স্থান	مَكَانٌ
লুগাতুল কুরআন	لُغَةُ القرآن	বই	كِتَابٌ	বস্তু	جَمَادٌ
রমাদান	رَمَضَانُ	মাস	شَهرٌ	সময়	زَمَانٌ
কালো	أَسْوَدُ	রঙ	لَوْنٌ	গুন	صِفَةٌ

আরবীতে একটা ইসমের সাথে বেশ কিছু বিষয় জড়িত। যেমন লিংঙ্গ Gender বা جِنْسٌ, বচন Number বা عَدَدٌ, কারক Case বা إِعْرَابٌ, নির্দিষ্টতা Definiteness বা تَعَرُّفٌ ইত্যাদি। যেমন আমরা مُسْلِمٌ "একজন মুসলিম" ইসমটি লক্ষ্য করি।

২। نَكِرَةٌ অনির্দিষ্ট مَعْرِفَةٌ নির্দিষ্ট

কিছু ব্যতিক্রম বাদে ইসমের শেষে সাধারণত تَنْوِيْنٌ থাকে। ইসমের শেষে تَنْوِيْنٌ থাকলে সেটা অনির্দিষ্ট (Indefinite) ও একবচন (Singular) বোঝায়। যেমন, كِتَابٌ একটি বই, كُرْسِيٌّ একটি চেয়ার, بَيتٌ একটি বাড়ি ইত্যাদি। অনির্দিষ্ট اِسْمٌ কে নির্দিষ্ট (Definite) করতে اَلْ হারফটি যুক্ত করতে হয়। সেক্ষেত্রে تَنْوِيْنٌ এর এক হরকত উঠে যায়।

চাবিটি	اَلْمِفْتَاحُ	একটি চাবি	مِفْتَاحٌ
কলমটি	اَلْقَلَمُ	একটি কলম	قَلَمٌ
লোকটি	الرَّجُلُ	একটি লোক	رَجُلٌ
বিড়ালটি	اَلْقِطُّ	একটি বিড়াল	قِطٌّ
সিংহটি	الأَسَدُ	একটি সিংহ	أَسَدٌ
গাছটি	الشَّجَرُ	একটি গাছ	شَجَرٌ
গ্রামটি	القَرْيَةُ	একটি গ্রাম	قَرْيَةٌ
বইটি	الكِتَابُ	একটি বই	كِتَابٌ
মাসটি	الشَّهرُ	একটি মাস	شَهرٌ

মনে রাখতে হবে, নির্দিষ্ট নামবাচক ইসমের শেষে তানয়ীন থাকলেও সেটা নির্দিষ্ট। যেমন زَيْدٌ । জায়েদ" এর শেষে তানয়ীন থাকা সত্ত্বেও তা নির্দিষ্ট। আবার কিছু অনির্দিষ্ট ইসমের শেষেও একপেশ থাকতে পারে যেমন أَبْيَضُ، أَجمَلُ، مَسَاجِدُ ইত্যাদি। অনির্দিষ্ট অর্থে একজন, জনৈক, কোন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

৩। الْمُذَكَّرُ পুরুষবাচক এবং الْمُؤَنَّثُ স্ত্রীবাচক

আরবীতে প্রত্যেকটা اِسْمٌ হয় الْمُذَكَّرُ পুরুষবাচক (Male) অথবা الْمُؤَنَّثُ স্ত্রীবাচক (Female) ধরা হয়। ক্লীব লিঙ্গ বলে কিছু নাই। স্ত্রীবাচক শব্দ কয়েকভাবে হতে পারে, ১) জৈবিক দিক দিয়ে ২) স্ত্রীবাচক আলামতের মাধ্যমে ৩) আলামত ছাড়াই কেবল ব্যবহারের জন্য।

১ .স্ত্রীবাচক নামঃ

سُعَادُ	زَيْنَبُ	مَرْيَمُ	فَاطِمَةُ	خَدِجَةُ	عَائِشَةُ
সুয়াদু	যায়নাবু	মারইয়ামু	ফাতিমা	খাদিজা	আয়িশা

২ .স্ত্রীবাচক সম্পর্কঃ

حَامِلٌ	بِنْتٌ	أُخْتٌ	عَرُوْسٌ	أُمٌّ
গর্ভবতী	কন্যা	বোন	বধূ	মা

৩ .শেষে তা التَّاءُ الْمَرْبُوْطَةُ বিশিষ্টঃ

زَوجَةٌ	دَرَّاجَةٌ	بَقَرَةٌ	حَقِيْبَةٌ	قَرْيَةٌ
স্ত্রী	সাইকেল	গাভী	ব্যাগ	গ্রাম

কিছু শব্দে শেষে ة থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন عَلَّامَةٌ ، خَلِيْفَةٌ

৪. শেষে الأَلِفُ الْمَقْصُوْرَةُ বিশিষ্টঃ

كُبْرَى	سَلْمَى	لَيْلَى	بُشْرَى	حُبْلَى	دُنْيَا	عَطْشَى
বড় (মহিলা)	সালমা	লায়লা	সুসংবাদ	গর্ভবতী	নিকটবর্তী	পিপাশার্ত

কিছু শব্দে শেষে ى থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমনঃ يَتَمَى، أَعْمَى، أَعْلَى، مَعْنَى ইত্যাদি

৫.শেষে الأَلِفُ الْمَمْدُوْدَةُ বিশিষ্টঃ اء

حَسْنَاءُ	خَضْرَاءُ	حَمْرَاءُ	سَمَاءٌ
সুন্দরী নারী	সবুজ	লাল	আকাশ

কিছু শব্দে শেষে اء থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন شُهَدَاءُ ، فُقَرَاءُ ، عُلَمَاءُ

৬ .পুরুষবাচক শব্দের শেষে ة যোগ করে

قَرِيْبَةٌ	قَرِيبٌ	নিকটবর্তী	غَنِيَّةٌ	غَنِيٌّ	ধনী
سَعِيْدَةٌ	سَعِيدٌ	নেতা	كَافِرَةٌ	كَافِرٌ	অবিশ্বাসী
مُغْلَقَةٌ	مُغْلَقٌ	বন্ধ	خَادِمَةٌ	خَادِمٌ	সেবক
مَيِّتَةٌ	مَيِّتٌ	মৃত	عَالِمَةٌ	عَالِمٌ	জ্ঞানী
اِبْنَةٌ	اِبْنٌ	পুত্র	قَصِيرَةٌ	قَصِيرٌ	খাটো
			مُهَنْدِسَةٌ	مُهَنْدِسٌ	প্রকৌশলী

৭ .দেহের যে অঙ্গসমুহ দুটো করে আছেঃ

عَقِبٌ	قَدَمٌ	كَتِفٌ	شَفَةٌ	أُذُنٌ	عَيْنٌ
গোড়ালী	পায়ের পাতা	কাঁধ	ঠোঁট	কান	চোখ
رُكْبَةٌ	رِجْلٌ	فَخِذٌ	كَفٌّ	ذِرَاعٌ	يَدٌ
হাটু	পা	উরু	হাতের তালু	বাহু	হাত

কিছু অংগ দুটো করে থাকলেও স্ত্রীবাচক নয়। যেমন حَاجِبٌ، خَدٌّ، مِرْفَقٌ، إصبَعٌ،

৮. আগুনের কিছু নাম

جَهَنَّمُ	نَارٌ	سَعِيْرٌ	جَحِيْمٌ	سَقَرٌ
জাহান্নাম	আগুন	সায়ির	জাহিম	সাকার

৯. বাতাসের কিছু নাম

رِيْحٌ	سَمُوْمٌ	صَرْصَرٌ	عَاصِفٌ
বাতাস	ঘুর্ণি ঝড়	হিমবাহ	ঝড়ো বাতাস

১০. কিছু দৈনন্দিন শব্দ ও দেশ , শহর বা গোত্রের নাম

خَمْرٌ	دَارٌ	طَرِيْقٌ	نَفْسٌ	أَرْضٌ
মদ	বাড়ি	পথ	সত্তা	মাটি
شَمْسٌ	حَرْبٌ	مِصْرُ	دِمَشْقُ	قُرَيْشٌ
সূর্য	যুদ্ধ	মিশর	দামেস্ক	কোরাইশ

কিছু শব্দ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ

سُوْقٌ	حَالٌ	رُوْحٌ	نَفْسٌ	بَلَدٌ	طَرِيْقٌ	إِصبَعٌ
বাজার	অবস্থা	রূহ	আত্মা	দেশ	পথ	আঙ্গুল
مِلحٌ	لِسَانٌ	كَبِدٌ	عُنُقٌ	عَسَلٌ	رَحِمٌ	سَمَاءٌ
লবন	জিহবা	যকৃত	ঘাড়	মধু	গর্ভ	আকাশ
قِدْرٌ	قَوسٌ	سِلَاحٌ	سِكِّينٌ	سَبِيلٌ	خَمْرٌ	دَلْوٌ
পাতিল	ধনুক	অস্ত্র	ছুরি	পথ	মদ	বালতি

স্ত্রীবাচক শব্দগুলো আবার দুই প্রকার।

১) আক্ষরিকভাবে স্ত্রীবাচক যাদের বিপরীতে পুরুষবাচক প্রাণী আছে। এদেরকে বলা হয় حَقِيْقِي যেমন

أُمٌّ , دَجَاجَةٌ , إِمْرَأَةٌ , بِنْتٌ

২) আক্ষরিকভাবে স্ত্রীবাচক নয় অর্থাৎ যাদের বিপরীতে পুরুষবাচক প্রাণী নাই। এদেরকে বলা হয় : غَيْرُ

حَقِيْقِيّ যেমন, حَقِيبَةٌ، جَنَّةٌ، قَوْسٌ، قِدْرٌ , سَمَاءٌ , أَرْضٌ , شَمْسٌ , مِروَحَةٌ

৪। الشَّخْصُ বা পুরুষ

বাংলা ও ইংরেজীর মতো আরবীতেও পুরুষ (Person) তিন প্রকার। যেমন, ১) উত্তম পুরুষ (First Pesrson) বা الْمُتَكَلِّمُ ২) মধ্যম পুরুষ (Second Person) বা الْحَاضِرُ বা الْمُخَاطَبُ ৩) নাম পুরুষ (Third person) বা الغَائِبُ

الغَائِبُ	الْحَاضِرُ	الْمُتَكَلِّمُ
তৃতীয় পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
Third person	Second Person	First Pesrson
هُوَ	أَنْتَ	أَنَا
সে	তুমি	আমি
هُمْ	أَنْتُمْ	نَحْنُ
তাঁরা	তোমরা	আমরা
يَذْهَبُ	تَذْهَبُ	أَذْهَبُ
সে যায়	তুমি যাও	আমি যাই
يَذْهَبُونَ	تَذْهَبُونَ	نَذْهَبُ
তাঁরা যায়	তোমরা যাও	আমরা যাই

৫। الإِعْرَابُ বা কারক

مَجْرُوْرٌ	مَنْصُوبٌ	مَرْفُوْعٌ	
সম্বন্ধবাচক	কর্মবাচক	কর্তৃবাচক	
حَامِدٍ	قَلَمَ	خَالِدٌ	رَأَى
হামিদের	কলম (কে)	খালিদ	দেখেছে

একটা বাক্যে ইসমগুলো কখনও কর্তৃবাচক কখনও কর্মবাচক আবার কখনও সম্বন্ধবাচক রুপে আসে। এগুলোকে الإِعْرَابُ বা কারক বিভক্তি (Case) দ্বারা আলোচনা করা হয়। যেমন উপরের বাক্যটিতে خَالِدٌ বাক্যের কর্তা অর্থাৎ যে ক্রিয়াটি করেছে। এটা হলো কর্তৃবাচক (Subjective) । একে ইসমের مَرْفُوْعٌ অবস্থা বলে। বাক্যের উদ্দেশ্য (subject) ، বিধেয় (predicate) এবং ক্রিয়ার কর্তা (doer) ইত্যাদি মারফু হয়। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষণ হলো শেষে পেশ থাকা। নিচে আরো দুটি উদাহরণ দেখি,

الكِتَابُ উদ্দেশ্য ও جَدِيدٌ বিধেয় তাই উভয়ই মারফু	বইটি নতুন	الكِتَابُ جَدِيدٌ
بِلَالٌ ক্রিয়ার কর্তা তাই মারফু	বেলাল পড়েছে	قَرَأَ بِلَالٌ

বাক্যে قَلَمَ ক্রিয়ার কর্ম অর্থাৎ কর্মবাচক (Accusative)। একে ইসমের مَنْصُوْبٌ অবস্থা বলে। ক্রিয়ার কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো (مَفَاعِيلُ/objects of verb) ও কিছু হারফের পরে ইসম মানসুব হয়। যেমন ক্রিয়ার কর্ম, ক্রিয়ার কারন, ক্রিয়ার স্থান ও কাল, কর্তা বা কর্মের অবস্থা ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষণ হলো শেষে যবর থাকা।

كتابًا কর্ম	আমি একটি বই পড়ি	أَقرأُ كتابًا
طلَبًا ক্রিয়ার কারন	আমি জ্ঞান অন্বেষনের জন্য পড়ি	أقرأُ طلَبًا لِلْعِلْمِ
مَسَاءً ক্রিয়ার সময়	আমি সন্ধ্যায় পড়ি	أَقرأُ مَسَاءً
قَاعِدًا কর্তার অবস্থা	আমি বসে পড়ি	أَقْرَأُ قَاعِدًا
الإِنْسَانَ হারফ إِنَّ এর পরে	নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ	إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ

* শব্দের শেষে দুই যবর হলে একটা অতিরিক্ত আলিফ যোগ হয়। যেমনঃ شَيْئًا مُحَمَّدًا حَامِدًا
তবে শেষ ء এর পুর্বে আলিফ থাকলে এবং ة এর ক্ষেত্রে হবে না। যেমনঃ مَاءً جَزَاءً جَنَّةً حَقِيْبَةً

উপরের বাক্যে কলমটাকে হামিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। তাই حَامِدٍ সম্বন্ধবাচক (Genitive)। একে ইসমের مَجْرُوْرٌ অবস্থা বলে। সম্পর্কিত শব্দগুলো আর কিছু হারফের পরে ইসম মাজরুর হয়। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষণ হলো শেষে যের থাকা।

كتابٍ এর সাথে সম্পর্ক	এটি একটি বইয়ের পাতা	هذه صَفْحَةُ كتابٍ
الكِتَابِ হারফ عَلَى এর পরে	বইটির উপর একটি চশমা	عَلَى الكِتَابِ نظَّارَةٌ

আমাদের পরিচিত কয়েকটি বাক্য লক্ষ্য করি,

مَجْرُوْرٌ	مَنْصُوْبٌ	مَرْفُوْعٌ
نَارُ **اللهِ** الْمُوقَدَةُ	فَاتَّقُوا **اللهَ**	**اللهُ** الصَّمَدُ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى **مُحَمَّدٍ**	آتِ **مُحَمَّدًا** الْوَسِيْلَةَ	**مُحَمَّدٌ** رَسُولُ اللهِ

আমরা মনে রাখবো,

(مَجْرُوْرٌ)	(مَنْصُوْبٌ)	(مَرْفُوْعٌ)
সম্বন্ধবাচক	কর্মবাচক	কর্তৃবাচক
مُحَمَّدٍ	مُحَمَّدًا	مُحَمَّدٌ
মুহাম্মাদের	মুহাম্মাদকে	মুহাম্মাদ
هَاشِمٍ	هَاشِمًا	هَاشِمٌ
হাশিমের	হাশিমকে	হাশিম
الوَلَدِ	الوَلَدَ	الوَلَدُ
বালকটির	বালকটিকে	বালকটি
مُدَرِّسٍ	مُدَرِّسًا	مُدَرِّسٌ
একজন শিক্ষকের	একজন শিক্ষককে	একজন শিক্ষক

এ ধরনের ইসমগুলো যার শেষ বর্ণের হরকত পরিবর্তন হয় তাদেরকে বলা হয় مُعْرَبٌ বা পরিবর্তনশীল ইসম (fully flexible) । তবে কিছু কিছু ইসমের পরিবর্তন দুইরকম। এরা মারফু অবস্থায় শেষে পেশ আর মানসুব অবস্থায় যবর নেয় কিন্তু মাজরুর অবস্থায় যেরের বদলে যবর নেয়। এদেরকে "مَمْنُوعٌ مِن الصَّرف" বা দ্বিত্ব (partialy flexible) বলে। এদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। যেমনঃ মেয়েদের নাম فَاطِمَةُ، مَرْيَمُ আবার কিছু ছেলেদের নাম, أَحْمَدُ، عُمَرُ ইত্যাদি। এসকল ইসমের শেষে এক পেশ থাকে।

أَحْمَدَ	أَحْمَدَ	أَحْمَدُ
আহমাদের	আহমাদকে	আহমাদ
(مَجْرُوْرٌ)	(مَنْصُوْبٌ)	(مَرْفُوْعٌ)

আবার কিছু ইসমের শেষ বর্ণের হরকত পরিবর্তন হয় না এদেরকে "مَبۡنِيٌّ" বলে। যেমনঃ هٰذَا

هٰذَا	هٰذَا	هٰذَا
এটার	এটাকে	এটা
(مَجْرُوْرٌ)	(مَنْصُوْبٌ)	(مَرْفُوْعٌ)

কুরআনীয় উদাহরণ (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট ইসম)

নির্দিষ্ট/ অনির্দিষ্ট	অর্থ	আয়াত
নির্দিষ্ট	শপথ কলমের আর যা সে লেখে	وَ **الْقَلَمِ** وَمَا يَسْطُرُونَ
অনির্দিষ্ট	যদি তার একটা ছেলে থাকে	إِنْ كَانَ لَهُ **وَلَدٌ**
নির্দিষ্ট	আর আমরা বর্ষণ করেছি আসমান থেকে পবিত্র পানি	وَأَنْزَلْنَا مِنَ **السَّمَاءِ** مَاءً طَهُورًا
নির্দিষ্ট	স্বর্ণ আর রৌপ্য থেকে	مِنَ **الذَّهَبِ** وَالْفِضَّةِ
অনির্দিষ্ট	সমদ্রের মধ্যে সুরঙ্গ করে	فِي الْبَحْرِ **سَرَبًا**
নির্দিষ্ট	তিনি রাতকে তোমাদের জন্য করেছেন আবরণ স্বরুপ	جَعَلَ لَكُمُ **اللَّيْلَ** لِبَاسًا

কুরআনীয় উদাহরণ (মারফু, মানসুব, মাজরুর)

ইরাব	অর্থ	আয়াত
মারফু	আল্লাহ সবচেয়ে মহান	**اَللهُ** أَكْبَرُ
মাজরুর	মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসুল	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ **اللهِ**
মানসুব	নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	اِنَّ **اللهَ** غَفُوْرٌ
মারফু	আর মানুষ বলবে তার কি হয়েছে?	وَقَالَ **الْإِنسَانُ** مَا لَهَا

মানসুব	আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ **الْإِنسَانَ**
মাজরুর	নাকি মানুষের জন্য রয়েছে যা সে কামনা করে	أَمْ **لِلْإِنسَانِ** مَا تَمَنَّىٰ
মারফু	ইব্রাহীম ইহুদী ছিলো না	مَا كَانَ **إِبْرَاهِيمُ** يَهُودِيًّا
মাজরুর	ইব্রাহিমের উপর সালাম	سَلَامٌ عَلَىٰ **إِبْرَاهِيمَ**
মানসুব	নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ধৈর্য্যশীল	إِنَّ **إِبْرَاهِيمَ** لَحَلِيمٌ
মারফু	সেইদিন মানুষ তার রবের সামনে দাঁড়াবে	يَوْمَ يَقُومُ **النَّاسُ** لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
মাজরুর	মানুষের মালিকের	مَلِكِ **النَّاسِ**
মানসুব	ছেয়ে যাবে মানুষকে	يَغْشَى **النَّاسَ**
মারফু	মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসুল	**مُحَمَّدٌ** رَّسُولُ اللَّهِ
মাজরুর	আর ইমান আনো তাতে যা মুহাম্মাদের উপর নাযিল হয়েছে	وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ **مُحَمَّدٍ**
মাজরুর	আর শপথ বায়তুল মামুরের	**وَالْبَيْتِ** الْمَعْمُورِ
মারফু	সবচেয়ে দুর্বল ঘর মাকড়শার ঘর	أَوْهَنَ الْبُيُوتِ **لَبَيْتُ** الْعَنكَبُوتِ
মানসুব	যখন তিনি ঘরটিকে মানুষের মিলনস্থল করলেন	وَإِذْ جَعَلْنَا **الْبَيْتَ** مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

অধ্যায়-৩ (বচন)

১। الْمُثَنَّى দ্বিবচন

ইসমের শেষে তানয়ীন থাকলে একবচন (Singular) নির্দেশ করে। যেমন كِتَابٌ একটি বই। حَقِيْبَةٌ একটি ব্যাগ ইত্যাদি। ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اَنِ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে يْنِ যোগ করে দ্বিবচন (Dual) করতে হয়। দ্বিবচনে ال যুক্ত হলে শেষে কোন পরিবর্তন নাই।

مَنْصُوْبٌ / مَجْرُوْرٌ	مَرْفُوْعٌ	مَرْفُوْعٌ
كِتَابَيْنِ	كِتَابَانِ	كِتَابٌ
দুটি বইয়ের / দুটি বইকে	দুটি বই	একটি বই
الكِتَابَيْنِ	الكِتَابَانِ	الكِتَابُ
বই দুটির/ বই দুটিকে	বই দুটি	বইটি
طَالِبَيْنِ	طَالِبَانِ	طَالِبٌ
দুজন ছাত্রকে/দুজন ছাত্রের	দুজন ছাত্র	একজন ছাত্র
طَالِبَتَيْنِ	طَالِبَتَانِ	طَالِبَةٌ
দুজন ছাত্রীকে/দুজন ছাত্রীর	দুজন ছাত্রী	একজন ছাত্রী
خَصْمَينِ	خَصْمَانِ	خَصْمٌ
বিবাদমান দুটি পক্ষের/পক্ষকে	বিবাদমান দুটি পক্ষ	বিবাদী

কারক	الْمُثَنَّى	الْمُفْرَدُ
مَرْفُوْعٌ	عِنْدِيْ كِتَابَانِ আমার কাছে দুইটি বই	عِنْدِيْ كِتَابٌ আমার কাছে একটি বই আছে
مَنْصُوْبٌ	رَأَيْتُ طَالِبَيْنِ দুজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ طَالِبًا একজন ছাত্রকে দেখেছিলাম
مَجْرُوْرٌ	هٰذَا لِطَالِبَيْنِ এটা দুজন ছাত্রের জন্য	هٰذَا لِطَالِبٍ এটা একজন ছাত্রের জন্য
مَرْفُوْعٌ	عِنْدِيْ حَقِيْبَتَانِ আমার কাছে দুইটি ব্যাগ	عِنْدِيْ حَقِيْبَةٌ আমার কাছে একটি ব্যাগ আছে
مَنْصُوْبٌ	رَأَيْتُ طَالِبَتَيْنِ দুজন ছাত্রীকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ طَالِبَةً একজন ছাত্রীকে দেখেছিলাম
مَجْرُوْرٌ	هٰذَا لِطَالِبَتَيْنِ এটা দুজন ছাত্রীর জন্য	هٰذَا لِطَالِبَةٍ এটা একজন ছাত্রীর জন্য

দ্বিবচনের ব্যবহারগুলো লক্ষ্য করি।

جَاءَ الطَّالِبَانِ مَعَ الْحَقِيْبَتَيْنِ إِلَى الْمُدَرِّسَيْنِ. سَأَلَ الْمُدَرِّسَانِ الطَّالِبَيْنِ عَنِ الدِّرَاسَةِ. قَرَأَ الطَّالِبَانِ الكِتَابَيْنِ الْجَدِيْدَيْنِ.

দু'জন ছাত্র দুটি ব্যাগ নিয়ে দুইজন শিক্ষকের কাছে আসল। শিক্ষকদ্বয় ছাত্রদ্বয়কে পাঠের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। ছাত্রদ্বয় নতুন কিতাব দুটি পড়ল।

فِيْ هٰذَا الفَصْلِ بَابَانِ وَنَافِذَتَانِ. اَلْبَابَانِ مَغْلُوْقَانِ وَالنَّافِذَتَانِ مَفْتُوْحَتَانِ. فَتَحَ الوَالِدَانِ البَابَيْنِ وَأَغْلَقَ الوَالِدَانِ النَّافِذَتَيْنِ وَسَطَ الغُرْفَةِ مَكْتَبَانِ. عَلَى الْمَكْتَبَيْنِ كِتَابَانِ وَقَلَمَانِ. اَلْقَلَمَانِ جَدِيْدَانِ وَالْكِتَابَانِ قَدِيْمَانِ.

এই রুমটিতে দুটি দরজা ও দুটি জানালা আছে। দরজা দুটি বন্ধ এবং জানালা দুটি খোলা। দুটি ছেলে দরজা দুটি খুলল আর দুটি ছেলে জানালা দুটি বন্ধ করল। রুমের মাঝখানে দুটি টেবিল রয়েছে। দুই টেবিলের উপর দুটি বই আর দুটি কলম রয়েছে। কলম দুটি নতুন আর বই দুটি পুরাতন।

تَلْعَبُ الْبِنْتَانِ بِاللُّعْبَتَيْنِ. اللُّعْبَتَانِ جَمِيْلَتَانِ جِدًّا. اِشْتَرَىْ أَبُوْهُمَا اللُّعْبَتَيْنِ مِنَ الدُّكَّانَيْنِ الكَبِيْرَيْنِ.

দুটি মেয়ে দুইটি খেলনা নিয়ে খেলছে। খেলনা দুটো খুব সুন্দর। তাদের বাবা খেলনা দুটি কিনেছে দুটি বড় দোকান থেকে ।

২। اَلْجَمْعُ বহুবচন

আরবীতে বহুবচন (Plural) দুপ্রকার ১। جَمْعُ السَّالِمِ সুগঠিত বহুবচন (Sound Plural) ২। جَمْعُ التَّكْسِيرِ ভঙ্গুর বহুবচন (Broken Plural) । সুগঠিত বহুবচন দুই প্রকারঃ ১) পুরুষবাচক সুগঠিত বহুবচন جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ ও ২) স্ত্রীবাচক সুগঠিত বহুবচন جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ

সুগঠিত পুরুষবাচক বহুবচন جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ

পুরুষবাচক সুগঠিত বহুবচন এর ক্ষেত্রে ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে وْنَ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে يْنَ যোগ করে বহুবচন করতে হয়। শুধুমাত্র আকলবিশিষ্ট পুরুষবাচক ইসম (যা সুনির্দিষ্ট নাম ও গুনবাচক হয়) সেগুলোতে সুগঠিত পুরুষবাচক বহুবচন হয়। বস্তুবাচকের ক্ষেত্রে পুরুষ বাচক সুগঠিত বহুবচন হয় না।

مَنْصُوْبٌ + مَجْرُوْرٌ	مَرْفُوْعٌ	مَرْفُوْعٌ
مُحَمَّدِيْن	مُحَمَّدُوْنَ	مُحَمَّدٌ
মুহাম্মাদদের/মুহাম্মাদদেরকে	মুহাম্মাদরা	মুহাম্মাদ
مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمٌ
মুসলিমদের/মুসলিমদেরকে	মুসলিমগণ	একজন মুসলিম
مُؤْمِنِيْنَ	مُؤْمِنُوْنَ	مُؤْمِنٌ
বিশ্বাসীদের/ বিশ্বাসীদেরকে	বিশ্বাসীগণ	একজন বিশ্বাসী
مُنَافِقِيْنَ	مُنَافِقُوْنَ	مُنَافِقٌ
কপটদের/ কপটদেরকে	কপটরা	একজন কপট
قَانِتِينَ	قَانِتُونَ	قَانِتٌ
অনুগতদের/ অনুগতদেরকে	অনুগতরা	একজন অনুগত
صَادِقِينَ	صَادِقُونَ	صَادِقٌ
সত্যবাদীদের/ সত্যবাদীদেরকে	সত্যবাদীগণ	একজন সত্যবাদী
صَابِرِينَ	صَابِرُونَ	صَابِرٌ
ধর্য্যশীলদের/ ধর্য্যশীলদেরকে	ধর্য্যশীলগণ	একজন ধর্য্যশীল
خَاشِعِينَ	خَاشِعُونَ	خَاشِعٌ
ভীতদের/ভীতদেরকে	ভীতরা	একজন ভীত
مُتَصَدِّقِينَ	مُتَصَدِّقُونَ	مُتَصَدِّقٌ
দানশীলদের/ দানশীলদেরকে	দানশীলগণ	একজন দানশীল
حَامِدِينَ	حَامِدُونَ	حَامِدٌ

- তবে নামের শেষে ة থাকলে হবে না। যেমন, طلحة (طلحات) ، حمزة (حمزات)

الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ
هُمْ مُسْلِمُوْنَ তারা মুসলিম	هُوَ مُسْلِمٌ সে একজন মুসলিম
رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ মুসলিমদেরকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ مُسْلِمًا একজন মুসলিমকে দেখেছিলাম
هٰذَا لِمُهَنْدِسِيْنَ এটা প্রকৌশলীদের জন্য	هٰذَا لِمُهَنْدِسٍ এটা একজন প্রকৌশলীর জন্য

স্ত্রীবাচক সুগঠিত বহুবচন جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ

স্ত্রীবাচক সুগঠিত বহুবচন এর ক্ষেত্রে ইসম مَرْفُوْعٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اتٌ যোগ করে এবং مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ অবস্থায় থাকলে তার শেষে اتٍ যোগ করে বহুবচন করতে হয়। স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ة থাকলে সাধারণত স্ত্রীবাচক সুগঠিত বহুবচন হয়।

مَنْصُوْبٌ + مَجْرُوْرٌ	مَرْفُوْعٌ	مَرْفُوْعٌ
مُسْلِماتٍ	مُسْلِمَاتٌ	مُسْلِمَةٌ
মুসলিমাদের/মুসলিমাদেরকে	মুসলিমাগণ	একজন মুসলিমাহ
مُؤْمِنَاتٍ	مُؤْمِنَاتٌ	مُؤْمِنَةٌ
বিশ্বাসীনীদের/ বিশ্বাসীনীদেরকে	বিশ্বাসীনীগণ	একজন বিশ্বাসীনী
مُنَافِقاتٍ	مُنَافِقاتٌ	مُنَافِقَةٌ
কপট নারীদের/ কপট নারীদেরকে	কপটর নারীরা	একজন কপট নারী

جَنَّاتٍ	جَنَّاتٌ	جَنَّةٌ
বাগানগুলির/ বাগানগুলিকে	বাগানগুলো	একটি বাগান
طَالِبَاتٍ	طَالِبَاتٌ	طَالِبَةٌ
ছাত্রীদের/ছাত্রীদেরকে	ছাত্রীরা	একজন ছাত্রী
قَانِتَاتٍ	قَانِتَاتٌ	قَانِتَةٌ
অনুগত নারীদের/ অনুগত নারীদেরকে	অনুগত নারীরা	একজন অনুগত নারী
صَادِقَاتٍ	صَادِقَاتٌ	صَادِقَةٌ
সত্যবাদী নারীদের/ সত্যবাদী নারীদেরকে	সত্যবাদী নারীরা	একজন সত্যবাদী নারী

কিছু ব্যতিক্রম আছে যেমন, أَمَةٌ (إِمَاءٌ) ، اِمْرَأَةٌ (نِسَاء) ، شاةٌ (شَيَاةٌ) ، شَفَةٌ (شفَاهٌ)

الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ
هُنَّ مُسْلِمَاتٌ তারা মুসলিমা	هِيَ مُسْلِمَةٌ সে একজন মুসলিমা
رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ মুসলিমাদের দেখেছিলাম	رَأَيْتُ مُسْلِمَةً একজন মুসলিমাকে দেখেছিলাম
هٰذَا لِمُهَنْدِسَاتٍ এটা নারী প্রকৈশলীদের জন্য	هٰذَا لِمُهَنْدِسَةٍ এটা একজন নারী প্রকৌশলীর জন্য

جَمْعُ التَّكْسِيرِ ভঙ্গুর বহুবচনঃ এক্ষেত্রে মূল শব্দ ভেঙ্গে যায়। এর বিভিন্ন গঠন আছে। যেমন,

অর্থ	اَلْجَمْعُ	اَلْمُفْرَدُ	অর্থ	اَلْجَمْعُ	اَلْمُفْرَدُ	গঠন
শহর	مُدُنٌ	مَدِيْنَةٌ	নতুন	جُدُدٌ	جَدِيْدٌ	**فُعُلٌ**
নৌকা	سُفُنٌ	سَفِيْنَةٌ	বই	كُتُبٌ	كِتَابٌ	
নিষিদ্ধ	حُرُمٌ	حَرَامٌ	রসূল	رُسُلٌ	رَسُوْلٌ	
মাস	شُهُوْرٌ	شَهْرٌ	পাঠ	دُرُوْسٌ	دَرْسٌ	**فُعُوْلٌ**
চোখ	عُيُونٌ	عَيْنٌ	ক্লাসরুম	فُصُوْلٌ	فَصْلٌ	
তলোয়ার	سُيُوفٌ	سَيْفٌ	বাড়ি	بُيُوْتٌ	بَيْتٌ	
পাঠ	دُرُوسٌ	دَرسٌ	কাজ	أُمُوْرٌ	أَمْرٌ	
ভাই	إِخْوَةٌ	أَخٌ	যুবক	فِتْيَةٌ	فَتًى	**فِعْلَةٌ**
পাঠক	قُرَّاءٌ	قَارِئٌ	লেখক	كُتَّابٌ	كَاتِبٌ	**فُعَّالٌ**
বয়স্ক	كِبارٌ	كَبِيْرٌ	দেশ	بِلَادٌ	بَلَدٌ	**فِعَالٌ**
পাহাড়	جِبالٌ	جَبَلٌ	লোক	رِجَالٌ	رَجُلٌ	
অফিস	مَكَاتِبُ	مَكْتَبٌ	ফ্যাক্টরি	مَصَانِعُ	مَصْنَعٌ	**مَفَاعِلُ**
মাঠ	مَلاعِبُ	مَلعَبٌ	স্কুল	مَدَارِسُ	مَدْرَسَةٌ	
বাক্য	جُمَلٌ	جُمْلَةٌ	পরিবার	أُسَرٌ	أُسْرَةٌ	**فُعَلٌ**
ছোট	صغَرٌ	صُغْرى	রুম	غُرَفٌ	غُرْفَةٌ	
উত্তর	أَجْوِبَةٌ	جَوَابٌ	প্রশ্ন	أَسْئِلَةٌ	سُؤَالٌ	**أَفْعِلَةٌ**

রূহ	أَرْوَاحٌ	رُوْحٌ	বালক	أَوْلَادٌ	وَلَدٌ	**أَفْعَالٌ**
সম্পদ	أَمْوَالٌ	مَالٌ	পুত্র	أَبْنَاءٌ	اِبْنٌ	
নদী	أَنْهَارٌ	نَهْرٌ	চাচা	أَعْمَامٌ	عَمٌّ	
সঙ্গী	أَزْوَاجٌ	زَوْجٌ	রব	أَرْبَابٌ	رَبٌّ	
অপরিচিত	غُرَبَاءُ	غَرِيبٌ	সহপাঠি	زُمَلَاءُ	زَمِيْلٌ	**فُعَلَاءُ**
দরিদ্র	فُقَرَاءُ	فَقِيرٌ	জ্ঞানী	حُكَمَاءُ	حَكِيْمٌ	
ধনী	أَغْنِيَاءُ	غَنِيٌّ	আত্মীয়	أَقْرِبَاءُ	قَرِيْبٌ	**أَفْعِلَاءُ**
নবী	أَنْبِيَاءُ	نَبِيٌّ	বন্ধু	أَصْدِقَاءُ	صَدِيقٌ	
মাস	أَشْهُرٌ	شَهْرٌ	জিহবা	أَلْسُنٌ	لِسَانٌ	**أَفْعُلٌ**
চোখ	أَعْيُنٌ	عَيْنٌ	পা	أَرْجُلٌ	رِجْلٌ	

নিচে আমরা কুরআনে ব্যবহৃত কিছু জামউ তাকছিরের উদাহরণ দেখি,

অর্থ	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ	অর্থ	الْجَمْعُ	الْمُفْرَدُ
কবরস্থান	مَقَابِرُ	مَقْبَرَةٌ	কীলক	أَوْتَادٌ	وَتَدٌ
অন্তর	أَفْئِدَةٌ	فُؤَادٌ	পাহাড়	جِبَالٌ	جَبَلٌ
ঝাকে ঝাকে পাখী	أَبَابِيْلُ	إِبَّوَالٌ	জোড়া, স্ত্রী, স্বামী,	أَزْوَاجٌ	زَوْجٌ
পাথর	حِجَرَةٌ	حَجَرٌ	অনির্দিষ্ট রাত	لَيَالٍ	لَيْلٌ
গিট	عُقَدٌ	عُقْدَةٌ	কঠোর, কঠিন	شِدَادٌ	شَدِيْدٌ
বই, কিতাব	كُتُبٌ	كِتَابٌ	ঘনসন্নিবিষ্ট	أَلْفَافٌ	لَفٌّ
একনিষ্ঠ, খাঁটি	حُنَفَآءُ	حَنِيْفٌ	ফৌজ, দল	أَفْوَاجٌ	فَوْجٌ

ভার	أَثْقَالٌ	ثِقْلٌ	দরজা	أَبْوَابٌ	بَابٌ
দলে দলে ভাগ হয়ে	أَشْتَاتٌ	شَتٌّ	যুগ যুগ সময়	أَحْقَابٌ	حُقُبٌ
মথ	فَرَاشٌ (اسم جمع)	فَرَاشَةٌ	বাগান	حَدَآئِقُ	حَدِيْقَةٌ
পরিমাপ যন্ত্র	مَوَازِيْنُ	مِيْزَانٌ	উন্নত-বক্ষা	كَوَاعِبُ	كَاعِبٌ
এক নির্দিষ্ট রাত	لَيَالٍ	لَيْلَةٌ	সমবয়স্কা	أَتْرَابٌ	تِرْبٌ
স্তম্ভ, খুঁটি	عَمَدٌ	عِمَادٌ	হাড়	عِظَامٌ	عَظْمٌ
দেশ, শহর, নগর	بِلَادٌ	بَلَدٌ	সহীফাহ, কিতাব	صُحُفٌ	صَحِيْفَةٌ
পাথর	صَخْرٌ	صَخْرَةٌ	সফরকারী, ফেরেস্তা	سَفَرَةٌ	سَافِرٌ
বান্দা	عِبَادٌ	عَبْدٌ	সৎ, স্থলভাগ	بَرَرَةٌ، أَبْرَارٌ	بَرٌّ، بَارٌّ
চোখ, ঝর্ণা	أَعْيُنٌ، عُيُوْنٌ	عَيْنٌ	সম্মানিত	كِرَامٌ	كَرِيْمٌ
আলাদা	شَتَّى	شَتِيْتٌ	ঘন উদ্যান	غُلْبٌ	غَلْبَآءُ
জাহান্নামের প্রহরী	زَبَانِيَّةٌ	زِبْنِيَةٌ	পাপাচারী	فُجَّارٌ	فَاجِرٌ
ব্যক্তি	أَنْفُسٌ	نَفْسٌ	পাপাচারী	فَجَرَةٌ	فَاجِرٌ
সাক্ষ্যদাতা	شُهُوْدٌ	شَاهِدٌ	অবিশ্বাসী	كَفَرَةٌ	كَافِرٌ
সাক্ষ্যদাতা	أَشْهَادٌ	شَاهِدٌ	অবিশ্বাসী	كُفَّارٌ	كَافِرٌ
সেনা, সৈন্যবাহিনী	جُنُوْدٌ	جُنْدٌ	নক্ষত্র, তারা	نُجُوْمٌ	نَجْمٌ
বক্ষ, পাঁজর	تَرَائِبُ	تَرِيْبَةٌ	পূর্ণ গর্ভবতী উট	عِشَارٌ	عُشَرَاءُ
গোপন বিষয়াবলী	سَرَائِرُ	سَرِيْرَةٌ	বন্যপশু	وُحُوْشٌ	وَحْشٌ
মুখমন্ডল, সত্তা	وُجُوْهٌ	وَجْهٌ	সমুদ্র, সাগর	بِحَارٌ، أَبْحُرٌ	بَحْرٌ

নৌযান	جَوَارٍ	جَارِيَةٌ	ব্যক্তি ,আত্মা	نُفُوْسٌ	نَفْسٌ
পানপাত্র	أَكْوَابٌ	كُوْبٌ	লেখক	كُتَّابٌ	كَاتِبٌ
তাকিয়া, গদি	نَمَارِقُ	نُمْرُقٌ	পশ্চাদপসরণকারী	خُنَّسٌ	خَنَّاسٌ
গালিচা	زَرَابِيُّ	زُرْبِيَّةٌ	আত্মগোপনকারী	كُنَّسٌ	كَانِسٌ
আসন	أَرَائِكُ	أَرِيْكَةٌ	তারা	كَوَاكِبُ	كَوْكَبٌ
কেল্লা, রাশিচক্র,	بُرُوْجٌ	بُرْجٌ	কবর	قُبُوْرٌ	قَبْرٌ
বন্ধু, অধিবাসী	أَصْحَابٌ	صَاحِبٌ	রূপকথা, গল্পগাঁথা	أَسَاطِيْرُ	أُسْطُوْرَةٌ

বুদ্ধিমান পুরুষবাচক ভঙ্গুর বহুবচনগুলো স্ত্রীবাচক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন নিচের আয়াতে দেখি, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ এই রসূলগণ-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি।

মারফু অবস্থায় এসকল বহুবচন পেশ, মানসুব অবস্থায় যবর এবং মাজরুর অবস্থায় যের নেয়। তবে أَفْعِلَاءُ فُعَلَاءُ مَفَاعِلُ এবং مَفَاعِيلُ এই চারটি গঠন ব্যতিক্রম। এরা মাজরুর অবস্থায় যবর নেয়। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি।

দ্বিত্ব		**মুরাব**		**ক্ষেত্র**
তারা অপরিচিত	هُمْ غُرَباءُ	তারা কর্মী	هُمْ عُمَّالٌ	مَرْفُوْعٌ
অপরিচিতদের দেখেছিলাম	رَأَيْتُ غُرَباءَ	কর্মীদেরকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ عُمَّالًا	مَنْصُوْبٌ
এটা অপরিচিতদের জন্য	هٰذَا لِغُرَباءَ	এটা কর্মীদের জন্য	هٰذَا لِعُمَّالٍ	مَجْرُوْرٌ

কিছু শব্দে ة একবচন নির্দেশক। ة উঠে গেলে সাধারণভাবে জাতীবাচক বোঝায়। যেমনঃ

খেজুর গাছ	نَخْلٌ	একটি খেজুর গাছ	نَخْلَةٌ
পাথর	حَجَرٌ	একটি পাথর	حَجَرَةٌ
আপেল	تُفَّاحٌ	একটি আপেল	تُفَّاحَةٌ
বৃক্ষ	شَجَرٌ	একটি বৃক্ষ	شَجَرَةٌ
মাছ	سَمَكٌ	একটি মাছ	سَمَكَةٌ

৩। كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ বুদ্ধিহীনদের বহুবচন

কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সাধারণত বুদ্ধিহীন বহুবচনকে নির্দেশ করতে স্ত্রীবাচক একবচন ইসম ব্যবহৃত হয়।

এই কলমগুলো কার জন্য?	لِمَنْ هٰذِهِ الْأَقْلَامُ ؟
মসজিদটির দরজাগুলি খোলা	أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوْحَةٌ
বইগুলো নতুন	الْكُتُبُ جَدِيْدَةٌ
বাড়িগুলো সুন্দর	الْبُيُوْتُ جَمِيْلَةٌ
বাগানগুলো বড়	الجَنَّاتُ كَبِيرَةٌ

তবে বহুবচনও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমনঃ

পাহাড়গুলো উঁচু	الجِبَالُ عَالِيَاتٌ
হজ্জে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

৪। اِسْمُ الجَمْعِ বহুবচনের ইসম

কিছু শব্দ নিজেই বহুবচন অর্থ দেয়। এরা অর্থানুযায়ী বহুবচন শব্দগত দিক থেকে একবচন। তাই তাদের আবার বহুবচনও আছে। যেমন, [ব্রাকেটে বহুবচন দেওয়া হলো]

جَيْشٌ (جُيُوشٌ)	شَعْبٌ (شُعُوبٌ)	قَوْمٌ (أَقْوَامٌ)	نَاسٌ (أُنَاسٌ)
সেনাবাহিনী	জাতি	জাতি	মানুষ

এদেরকে একবচন ও বহুবচন দুইভাবেই ব্যবহার করা যায়।

القَوْمُ صَالِحٌ	اَلقَوْمُ صَالِحُوْنَ	জাতিটি নেককার
اَلجَيْشُ كَبِيرٌ	الجَيْشُ كِبَارٌ	সেনাদলটি বড়
أَنَا بَشَرٌ	نَحْنُ بَشَرٌ	আমি একজন মানুষ

বহুবচনের ব্যবহারগুলো লক্ষ্য করি

هٰؤُلاءِ الطُّلابُ مُسْلِمُوْنَ وَهٰؤُلاءِ الطَّالِبَاتُ مُسْلِمَاتٌ. الْمُسْلِمُوْنَ إِخْوَةٌ. هُمْ صَادِقُوْنَ إِيْمَانًا صَالِحُوْنَ أَعْمَالًا. تَرَى الْمُسْلِمِيْنَ حَافِظِيْنَ لِصَلاتِهِمْ. لَا تَجِدِ الْمُنَافِقِيْنَ خَاشِعِيْنَ فِيْ عِبَادَتِهِمْ. النِّسَاءُ الْمُسْلِمَاتُ مُتَحَجِّبَاتٌ. هُنَّ قَانِتَاتٌ لله. لَا تَرَاهُنَّ مُتَبَرِّجَاتٍ. بَشَّرَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ الجَنَّاتِ. فَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنَاتِ الصَّالِحَاتِ. لَعْنَةُ اللهُ عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَالظَّالِمَاتِ وَالكَافِرِيْنَ وَالكَافِرَاتِ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ.

এই ছাত্ররা মুসলিম আর এই ছাত্রীরা মুসলিমাহ। মুসলিমরা ভাই ভাই। তারা বিশ্বাসে সত্যবাদী, আমলসমূহে সৎ। তুমি মুসলিমদের নামাযে যত্নশীল দেখবে। তুমি মুনাফিকদের ইবাদাতে খোদাভীরু

পাবেনা। মুসলিম নারীরা পর্দানশীল। তারা আল্লাহর অনুগত। তুমি তাদের সৌন্দর্য প্রকাশকারীরূপে দেখবে না। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং সুসংবাদ সৎ মুমিনাদের! অত্যাচারীদের ও অত্যাচারীনীদের, অবিশ্বাসীদের ও অবিশ্বাসীনিদের, কপটদের ও কপটনারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

يَلْعَبُ فِيْ الْمَلَاعِبِ رِجَالٌ كَثِيْرُوْنَ. تَجْرِيْ فِيْ الشَّوَارِعِ سَيَّارَاتٌ كَثِيْرَةٌ. تَفَتَّحَتْ الزَّهَرَاتُ فِيْ الحَدَائِقِ الوَاسِعَةِ. هَلْ تَلْعَبُ مَعَ أَصْدِقَائِكَ؟ هَلْ تَدْرُسُ مَعَ زُمَلَائِكَ؟ هَلْ تَزُوْرُ بُيُوْتَ الأَقْرِبَاءِ؟ هَلْ فِيْ بِلَادِكُمْ أَنْهَارٌ كَثِيْرَةٌ وَجِبَالٌ شَاهِقَةٌ؟

খেলার মাঠগুলোতে অনেক পুরুষেরা খেলছে। রাস্তাগুলোতে অনেক গাড়ি চলছে। প্রশস্ত বাগানগুলোতে ফুল ফুটেছে। তুমি কি তোমার বন্ধুদের সাথে খেল? তুমি কি তোমার সহপাঠীদের সাথে পড়? তুমি কি আত্মীয়দের বাড়ীতে বেড়াতে যাও? তোমাদের দেশগুলোতে কি অনেক নদী আর সুউচ্চ পাহাড় আছে?

কুরআনীয় উদাহরণ (দ্বিবচন)

যারা ভয় করে তাদের মধ্যে **দুইজন লোক** বললো	قَالَ **رَجُلَانِ** مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ
তাদের কাছে **দুই ব্যক্তির** উদাহরণ বর্ণনা করুন	وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا **رَّجُلَيْنِ**
দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে	**جَنَّتَانِ** عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ
উভয় বাগানই ফলদান করে	كِلْتَا **الْجَنَّتَيْنِ** آتَتْ أُكُلَهَا
আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে **দুটি হৃদয়** স্থাপন করেননি	مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن **قَلْبَيْنِ** فِي جَوْفِهِ
অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দুদিনে	فَمَن تَعَجَّلَ فِي **يَوْمَيْنِ**
বিবাদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছে	**خَصْمَانِ** بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ
উভয় উদ্যানে আছে বহমান **দুই প্রস্রবন**।	فِيهِمَا **عَيْنَانِ** تَجْرِيَانِ
আমি কি তাকে দেইনি **চক্ষুদ্বয়,**	أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ **عَيْنَيْنِ**

আমি রাত্রি ও দিনকে **দুটি নিদর্শন** করেছি	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ **آيَتَيْنِ**
তিনি দুই **উদয়াচল** ও দুই **অস্তাচলের** মালিক।	رَبُّ **الْمَشْرِقَيْنِ** وَرَبُّ **الْمَغْرِبَيْنِ**
তখন **দুই ধনুকের** ব্যবধান ছিল	فَكَانَ قَابَ **قَوْسَيْنِ**
তারা বললো নিশ্চয়ই এরা **দুজন যাদুকর**	قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ **لَسَاحِرَانِ**
অতঃপর **দুইবার** তুমি দৃষ্টি ফেরাও	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ **كَرَّتَيْنِ**

কুরআনীয় উদাহরণ (বহুবচন)

নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ **الْمُعْتَدِينَ**
আর এভাবেই কাফিরের প্রতিদান	كَذَٰلِكَ جَزَاءُ **الْكَافِرِينَ**
সুতরাং যালিম ব্যতীত সীমালংঘন নাই	فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى **الظَّالِمِينَ**
আর জেনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন	وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ **الْمُتَّقِينَ**
নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ **الْمُحْسِنِينَ**
আর শয়তানের পদাংকগুলো অনুসরণ করো না	وَلَا تَتَّبِعُوا **خُطُوَاتِ** الشَّيْطَانِ
নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।	إِنَّ **الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ** فُرُوجَهُمْ

	وَ**الْحَافِظَاتِ** وَ**الذَّاكِرِينَ** اللَّهَ كَثِيرًا وَ**الذَّاكِرَاتِ** أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
এবং **জান্নাত সমূহ,** যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নদী সমূহ	وَ**جَنَّاتٌ** تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

কুরআনীয় উদাহরণ (ভঙ্গুর বহুবচন)

আর ঐ **দিনগুলো,** আমি তা মানুষের মধ্যে আবর্তন করি	وَتِلْكَ **الْأَيَّامُ** نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, নাকি আল্লাহ?	**أَأَرْبَابٌ** مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ
এবং **পর্বতমালাকে** পেরেকরূপে (করেছি)	وَ**الْجِبَالَ** أَوْتَادًا
এবং **বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি** ফিরআওনের প্রতি	وَفِرْعَوْنَ ذِي **الْأَوْتَادِ**
নিশ্চয়ই তোমাদের **স্ত্রী** ও **সন্তানদের** থেকে রয়েছে তোমাদের শত্রু	إِنَّ مِنْ **أَزْوَاجِكُمْ** وَ**أَوْلَادِكُمْ** عَدُوًّا لَّكُمْ
তাদের রয়েছে **অন্তর** সমূহ, তার বিবেচনা করে না তা দিয়ে	لَهُمْ **قُلُوبٌ** لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا
আকাশ বিদীর্ণ হবে; তারপর তা হবে **বহু দরজা** বিশিষ্ট	وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ **أَبْوَابًا**
সে কি **বহু উপাস্যকে** এক উপাস্য করেছে?	أَجَعَلَ **الْآلِهَةَ** إِلَٰهًا وَاحِدًا
এরপর আমি তাদের পরে অন্য অনেক **সম্প্রদায়** সৃষ্টি করেছি	ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ **قُرُونًا** آخَرِينَ
তাহলে তোমার পূর্বেও **বহু নবীকে** মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে	فَقَدْ كُذِّبَ **رُسُلٌ** مِّن قَبْلِكَ

কুরআনীয় উদাহরণ (বুদ্ধিহীনদের বহুবচন)

অতঃপর ওগুলোই তাদের বাড়ীঘর জনশূন্য	**فَتِلْكَ** بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً
সুতরাং ওগুলোই এখন তাদের বাড়ীঘর	**فَتِلْكَ** مَسَاكِنُهُمْ
নিশ্চয়ই এটা রয়েছে পূর্ববতী কিতাবসমূহে	إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ **الْأُولَىٰ**
হজ্জের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে।	الْحَجُّ أَشْهُرٌ **مَّعْلُومَاتٌ**
আর ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানগুলো	وَحَدَائِقَ غُلْبًا [أَغْلَبُ (ج) غُلْبٌ]

অধ্যায়-৪ (সর্বনাম)

১। الضَّمِيْرُ সর্বনাম

একটা নামের পরিবর্তে বাক্যে সর্বনাম (Pronoun) ব্যবহৃত হয়। যেমন নিচের বাক্যগুলো খেয়াল করি,

আমার নাম বেলাল	اِسْمِيْ بِلَالٌ	আমি একজন মুসলিম	أَنَا مُسْلِمٌ
আমাদের রব আল্লাহ	رَبُّنَا اَللّٰهُ	সে একজন ইঞ্জিনিয়ার	هُوَ مُهَنْدِسٌ
তোমার উপরে শান্তি	السَّلَامُ عَلَيْكَ	তুমি একজন ডাক্তার	أنت طبيبٌ
তোমার নবী কে?	مَنْ نَبِيُّكَ	সে একজন শিক্ষিকা	هِيَ مُعَلِّمَةٌ
তার জামাটি সুন্দর	قَمِيْصُهُ جَمِيْلٌ	আমার মাদ্রাসা নিকটে	مَدْرَسَتِيْ قَرِيْبَةٌ
তাদের ঘর সুন্দর	بَيْتُهُمْ جَمِيلٌ	আমদের ধর্ম ইসলাম	دِينُنَا الإِسْلَامُ
তার নাম জামিলা	اسمها جميلةٌ	তার ছেলে একজন ডাক্তার	اِبْنُهَا طَبِيْبٌ
তোমার বাড়ি কোথায়	أين بيتك؟	তোমার জামাটি সুন্দর	قَمِيصُكَ جَمِيلٌ
তাঁরা ভারত থেকে	هُم مِنَ الهندِ	তার বাড়িটি বড়	بيتهُ كبيرٌ

আরবীতে সর্বনাম কে বলা হয় ضَمِيْرٌ। এরা প্রধানত দুই প্রকার। এক প্রকার সর্বনাম কোন শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে মুক্তাবস্থায় বসে এদেরকে মুক্তসর্বনাম (Dittached Pronoun) ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ বলে আর অন্য প্রকার সর্বনামগুলো ইসম বা ক্রিয়ার সাথে যুক্তাবস্থায় বসে এদেরকে সংযুক্ত সর্বনাম (Attached Pronoun) ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ বলে । সর্বনামগুলোকে নির্দিষ্ট ধরা হয়।

ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ মুক্তসর্বনাম						
	বহুবচন		দ্বিবচন		একবচন	
তারা	هُمْ	তারা দুজন	هُمَا	সে	هُوَ	পুং
তারা	هُنَّ	তারা দুজন	هُمَا	সে	هِيَ	স্ত্রী
তোমরা	أَنْتُمْ	তোমরা দুজন	أَنْتُمَا	তুমি	أَنْتَ	পুং
তোমরা	أَنْتُنَّ	তোমরা দুজন	أَنْتُمَا	তুমি	أَنْتِ	স্ত্রী
আমরা	نَحْنُ	আমরা দুজন	نَحْنُ	আমি	أَنَا	উভয়

ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ সংযুক্ত সর্বনাম						
	বহুবচন		দ্বিবচন		একবচন	
তাদের/ তাদেরকে	هُمْ	তাদের দুজনের/ তাদের দুজনকে	هُمَا	তার/ তাকে	هُ	পুং
তাদের/ তাদেরকে	هُنَّ	তাদের দুজনের/ তাদের দুজনকে	هُمَا	তার/ তাকে	هَا	স্ত্রী
তোমাদের/ তোমাদেরকে	كُمْ	তোমাদের দুজনের/ তোমাদের দুজনকে	كُمَا	তোমার/ তোমাকে	كَ	পুং
তোমাদের/ তোমাদেরকে	كُنَّ	তোমাদের দুজনের/ তোমাদের দুজনকে	كُمَا	তোমার/ তোমাকে	كِ	স্ত্রী
আমাদের/ আমাদেরকে	نَا	আমাদের দুজনের/ আমাদের দুজনকে	نَا	আমার/ আমাকে	ي	উভয়

الْجَمْعُ	الْمُثَنَّى	الْمُفْرَدُ
هُمْ مُسْلِمُوْنَ	هُمَا مُسْلِمَانِ	هُوَ مُسْلِمٌ
তারা সকলে মুসলিম	তারা দু’জন মুসলিম	সে একজন মুসলিম
هُنَّ مُسْلِمَاتٌ	هُمَا مُسْلِمَتَانِ	هِيَ مُسْلِمَةٌ
তারা সকলে মহিলা মুসলিম	তারা দু’জন মহিলা মুসলিম	সে একজন মহিলা মুসলিম
هُمْ مُؤْمِنُوْنَ	هُمَا مُؤْمِنَانِ	هُوَ مُؤْمِنٌ
তারা সকলে বিশ্বাসী	তারা দু’জন বিশ্বাসী	সে একজন বিশ্বাসী
هُنَّ مُؤْمِنَاتٌ	هُمَا مُؤْمِنَتَانِ	هِيَ مُؤْمِنَةٌ
তারা সকলে বিশ্বাসীনী	তারা দু’জন বিশ্বাসীনী	সে একজন বিশ্বাসীনী
هُمْ كَافِرُوْنَ	هُمَا كَافِرَانِ	هُوَ كَافِرٌ
তারা সকলে অবিশ্বাসী	তারা দু’জন অবিশ্বাসী	সে একজন অবিশ্বাসী
هُنَّ كَافِرَاتٌ	هُمَا كَافِرَتَانِ	هِيَ كَافِرَةٌ
তারা সকলে অবিশ্বাসীনী	তারা দু’জন অবিশ্বাসীনী	সে একজন অবিশ্বসীনী

সংযুক্ত সর্বনামগুলো ক্রিয়ার সাথে কর্ম হিসেবে মানসুব অবস্থায় আসে এবং হারফ বা ইসমের পরে সম্পর্কিত শব্দ হিসেবে মাজরুর অবস্থায় আসে। ইসমের সাথে সংযুক্ত সর্বনামগুলোর ব্যবহার,

بَيْتُهُمْ	بَيْتُهُمَا	بَيْتُهُ
তাদের বাড়ি	তাদের দুজনের বাড়ি	তার বাড়ি
بَيْتُهُنَّ	بَيْتُهُمَا	بَيْتُهَا
তাদের বাড়ি	তাদের দুজনের বাড়ি	তার বাড়ি
بَيْتُكُمْ	بَيْتُكُمَا	بَيْتُكَ
তোমাদের বাড়ি	তোমাদের দুজনের বাড়ি	তোমার বাড়ি
بَيْتُكُنَّ	بَيْتُكُمَا	بَيْتُكِ

তোমাদের বাড়ি	তোমাদের দুজনের বাড়ি	তোমার বাড়ি
بَيتُنَا	بَيتُنَا	* بَيْتِي
আমাদের বাড়ি	আমাদের দুজনের বাড়ি	আমার বাড়ি

ي কে বলা হয় "ইয়া মুতাকাল্লিম"। "ইয়া মুতাকাল্লিম" এর পূর্বে যের/যবর/পেশ আসলে এতে সাকিন হয় এবং এর পূর্বের বর্ণে যের হয়। যেমনঃ

قَلَمِ+يْ = قَلَمِيْ	قَلَمَ+يْ = قَلَمِيْ	قَلَمُ+يْ = قَلَمِيْ
আমার কলমের	আমার কলমকে	আমার কলম

ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত সর্বনামগুলোর ব্যবহার। (رَأَيْتُ = আমি দেখেছি, رَأَيْتَ = তুমি দেখেছ)

رَأَيْتُهُمْ	رَأَيْتُهُمَا	رَأَيْتُهُ
তাদেরকে দেখেছি	তাদের দুজনকে দেখেছি	তাকে দেখেছি
رَأَيْتُهُنَّ	رَأَيْتُهُمَا	رَأَيْتُهَا
তাদেরকে দেখেছি	তাদের দুজনকে দেখেছি	তাকে দেখেছি
رَأَيْتُكُمْ	رَأَيْتُكُمَا	رَأَيْتُكَ
তোমাদেরকে দেখেছি	তোমাদের দুজনকে দেখেছি	তোমাকে দেখেছি
رَأَيْتُكُنَّ	رَأَيْتُكُمَا	رَأَيْتُكِ
তোমাদেরকে দেখেছি	তোমাদের দুজনকে দেখেছি	তোমাকে দেখেছি
رَأَيْتَنَا	رَأَيْتَنَا	رَأَيْتَنِي*
আমাদেরকে দেখেছ	আমাদের দুজনকে দেখেছ	আমাকে দেখেছ

* ইয়া মুতাকাল্লিম" ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হলে পুর্বে একটা نِ আসে, তখন হয় نِيْ যেমনঃ رَأَيْتَنِيْ

আবার অনেক সময় نِيْ এর يْ বাদ যায়। যেমন,

তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (دِيْنِيْ)

বিভিন্ন হারফের সাথে মাজরুর অবস্থায় সংযুক্ত সর্বনামের কিছু উদাহরণঃ

[فِيْ= মধ্যে, مِنْ = থেকে, لِ = জন্য, عَلَى = উপরে]

مِنْهُمْ	مِنهُمَا	مِنْهُ
তাদের থেকে	তাদের দুইজন থেকে	তার থেকে
مِنْهُنَّ	مِنهُمَا	مِنْهَا
তাদের থেকে	তাদের দুইজন থেকে	তার থেকে
مِنْكُمْ	مِنْكُمَا	مِنْكَ
তোমাদের থেকে	তোমাদের দুইজন থেকে	তোমার থেকে
مِنْكُنَّ	مِنْكُمَا	مِنْكِ
তোমাদের থেকে	তোমাদের দুইজন থেকে	তোমার থেকে
مِنَّا		مِنِّيْ
আমাদের থেকে		আমার থেকে

فِيْهِمْ	فِيهِمَا	فِيْهِ
তাদের মধ্যে	তাদের দুজনের মধ্যে	তার মধ্যে
فِيْهِنَّ	فِيهِمَا	فِيْهَا
তাদের মধ্যে	তাদের দুজনের মধ্যে	তার মধ্যে
فِيْكُمْ	فِيكُمَا	فِيْكَ
তোমাদের মধ্যে	তোমাদের দুজনের মধ্যে	তোমার মধ্যে
فِيْكُنَّ	فِيكُمَا	فِيْكِ

তোমাদের মধ্যে	তোমাদের দুজনের মধ্যে	তোমার মধ্যে
فِيْنَا		فِيَّ
আমাদের মধ্যে		আমার মধ্যে

لَهُمْ	لَهُمَا	لَهُ
তাদের জন্য	তাদের দুজনের জন্য	তার জন্য
لَهُنَّ	لَهُمَا	لَهَا
তাদের জন্য	তাদের দুজনের জন্য	তার জন্য
لَكُم	لَكُمَا	لَكَ
তোমাদের জন্য	তোমাদের দুজনের জন্য	তোমার জন্য
لَكُنَّ	لَكُمَا	لَكِ
তোমাদের জন্য	তোমাদের দুজনের জন্য	তোমার জন্য
لَنَا		لِيْ
আমাদের জন্য		আমার জন্য

عَلَيهِمْ	عَلَيهِمَا	عَلَيْهِ
তাদের উপর	তাদের দুজনের উপর	তার উপর
عَلَيهِنَّ	عَلَيهِمَا	عَلَيْهَا
তাদের উপর	তাদের দুজনের উপর	তার উপর
عَلَيكُمْ	عَلَيكُمَا	عَلَيْكَ
তোমাদের উপর	তোমাদের দুজনের উপর	তোমার উপর
عَلَيكُنَّ	عَلَيكُمَا	عَلَيْكِ
তোমাদের উপর	তোমাদের দুজনের উপর	তোমার উপর

عَلَيْنَا		عَلَيَّ
আমাদের উপর		আমার উপর

লক্ষ্যনীয়ঃ

- هُنَّ هُمْ هُمَا هُ এই চারটি সর্বনামের আগে যের বা ي আসলে এদের প্রথম অক্ষর যের বিশিষ্ট হয়। যেমনঃ فِيْهِنَّ، بِهِمْ، إِلَيْهِمْ ، عَلَيْهِمْ، فِيْهِ، بِهِ، ইত্যাদি।
- لِ+هُ=لَهُ ইত্যাদি উচ্চারণের সুবিধার্থে
- ى এর পর কোন বর্ণ যোগ হলে তা ي তে পরিণত হয়। যেমনঃ عَلَى+ كَ = عَلَيكَ
- "ইয়া মুতাকাল্লিম" এর পূর্বে ا বা ى আসলে এতে যবর হয়। যেমনঃ عَلَى+يْ = عَلَيْيَ = عَلَيَّ

২। اِسْمُ الإِشَارَةِ ইশারাবাচক বিশেষ্য

ইশারাবাচক বিশেষ্য (Demonstrative Pronoun) কে আরবীতে বলা হয় اِسْمُ الإِشَارَةِ । পুরুষবাচক নিকটস্থ কোন কিছুকে নির্দেশ করতে هٰذَا (এটা) এবং দুরবর্তী কিছুকে নির্দেশ করতে ذٰلِكَ (ঐটা) ব্যবহৃত হয়। নিচে আমরা পুরুষ বাচক কিছু ইসমকে নির্দেশ করা শিখি,

এই বাড়িটি	هٰذَا البَيْتُ	এই একটি বাড়ি	هٰذَا بَيْتٌ
এই চাবিটি	هٰذَا الْمِفْتَاحُ	এই একটি চাবি	هٰذَا مِفْتَاحٌ
এটা দিনটি	هٰذَا اليَوْمُ	এটা একটা দিন	هٰذَا يَوْمٌ
এই পাহাড়টি	هٰذَا الجَبَلُ	এই একটি পাহাড়	هٰذَا جَبَلٌ

স্ত্রীবাচক নিকটস্থ কোন কিছুকে নির্দেশ করতে هٰذِهِ (এটা) এবং দুরবর্তী কিছুকে নির্দেশ করতে تِلْكَ (ঐটা) ব্যবহৃত হয়। নিচে আমরা স্ত্রী বাচক কিছু ইসমকে নির্দেশ করা শিখি,

এই ডাস্টারটি	هٰذِهِ الخِرْقَةُ	এই একটি ডাস্টার	هٰذِهِ خِرْقَةٌ
এই ব্যাগটি	هٰذِهِ الحَقِيبَةُ	এই একটি ব্যাগ	هٰذِهِ حَقِيبَةٌ
এটা গাছটি	هٰذِهِ الشَّجَرَةُ	এটা একটা গাছ	هٰذِهِ شَجَرَةٌ
এই বাগানটি	هٰذِهِ الحَدِيقَةُ	এই একটি বাগান	هٰذِهِ حَدِيقَةٌ

লিঙ্গ ও বচন ভেদে এর বাকী রূপগুলো,

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
هٰؤُلَاءِ	هٰذَانِ/ هٰذَيْنِ	هٰذَا
এইগুলো/এইগুলোর/ এইগুলোকে (উভয়)	এই দুটি/দুটির/দুটিকে (পুং)	এটি/এটির/এটিকে (পুং)
	هَاتَانِ/ هَاتَيْنِ	هٰذِهِ
	এই দুটি/দুটির/দুটিকে (স্ত্রী)	এটি/এটির/এটিকে (স্ত্রী)
أُولَئِكَ	ذٰنِكَ/ذَيْنِكَ	ذٰلِكَ
ঐগুলো/ ঐগুলোর/ ঐগুলোকে (উভয়)	ঐ দুটি/দুটির/দুটিকে (পুং)	ওটি/ওটির/ওটিকে (পুং)
	تَانِكَ/ تَيْنِكَ	تِلْكَ
	ঐ দুটি/দুটির/দুটিকে (স্ত্রী)	ওটি/ওটির/ওটিকে (স্ত্রী)

নির্দেশক সর্বনামের কিছু ব্যবহার লক্ষ্য করি।

هٰذِهِ كُتُبٌ	هٰذَانِ كِتَابَانِ	هٰذَا كِتَابٌ
এগুলো কিতাব	এই দুইটি কিতাব	এটি একটি কিতাব
هٰذِهِ أَقْلَامٌ	هٰذَانِ قَلَمَانِ	هٰذَا قَلَمٌ

এগুলো কলম	এই দুইটি কলম	এটি একটি কলম
هٰذِهِ بُيُوْتٌ	هٰذَانِ بَيْتَانِ	هٰذَا بَيْتٌ
এগুলো বাড়ি	এই দুইটি বাড়ি	এটি একটি বাড়ি
هٰذِهِ أَبْوَابٌ	هٰذَانِ بَابَانِ	هٰذَا بَابٌ
এগুলো বাড়ি	এই দুইটি বাড়ি	এটি একটি বাড়ি
هٰذِهِ جَنَّاتٌ	هَاتَانِ جَنَّتَانِ	هٰذِهِ جَنَّةٌ
এগুলো বাগান	এই দুইটি বাগান	এটি একটি বাগান
أُوْلَئِكَ النِسَاءُ مُحَجَّبَاتٌ	أُوْلَئِكَ الرِّجَالُ الْمعَلِّمُوْنَ	هٰذَا طَالِبٌ
ঐ মহিলারা পর্দানশীল	ঐ সকল লোক শিক্ষক	এই একজন ছাত্র
هٰذِهِ فَاكِهَةٌ	هٰذَا حِزْبٌ	ذٰنِكَ البَابَانِ مُغْلَقَانِ
এটি একটি ফল	এটা একটা দল	ঐ দুটি দরজা বন্ধ
أُوْلَئِكَ الرِّجَالُ فُقَرَاءُ	تِلْكَ فَاكِهَةٌ	هَاتَانِ الطَالِبَتَانِ جَاهِلَتَانِ
ঐ লোকগুলো গরীব	ওটা একটা ফল	এই ছাত্রী দুটি মুর্খ

স্থানের জন্য ব্যবহৃত ইসমুল ইশারাগুলো হলো,

ثَمَّةَ	ثَمَّ	هُنَالِكَ	هُنَاكَ	هٰهُنا
ওখানে	ওখানে	ওখানে	ওখানে	এখানে

ذٰلِكَ ، تِلْكَ ، أُولٰئِكَ এর كَ কে كِ، كُمْ، كُنَّ দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে। যেমন,

ওটা তোমাদের জন্য ভাল	ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
তোমাদের অবিশ্বাসীরা কি তাদের চেয়ে ভালো ?	أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلٰئِكُمْ؟
তোমাদের ঐ ঘড়িটি সুন্দর হে বোনেরা	تِلْكُنَّ السَّاعَةُ جَمِيْلَةٌ يَا أَخَوَاتُ
তিনি বললেন ওভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন	قَالَ كَذٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

৩। الاِسْمُ الْمَوْصُولُ সম্বন্ধকারক বিশেষ্য

আরবীতে কিছু সর্বনাম রয়েছে যেগুলো তার পরবর্তীতে যুক্ত হওয়া বাক্য ছাড়া পূর্ণ অর্থ দিতে পারে না। এদেরকে সম্বন্ধকারক বিশেষ্য (Relative Pronoun) الاِسْمُ الْمَوْصُولُ বলে। এদের মধ্যে রয়েছে রয়েছে,

ذُوْ	أَيَّةٌ	أَيُّ	مَنْ	مَا	الَّذِي
যিনি/যা (পুরুষ)	কোন (স্ত্রী)	কোন (পুরুষ)	(যিনি/যাকে/যার-ব্যক্তির জন্য)	(যা/যাকে/যার-বস্তুর জন্য)	যিনি/যা/যার/যাকে (ব্যক্তি ও বস্তুর জন্য)

الاِسْمُ الْمَوْصُولُ এর পরবর্তী বাক্যকে (صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ) বলা হয়। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি,

	صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ	الاِسْمُ الْمَوْصُولُ	
مُدَرِّسٌ	وَاقِفٌ هُنَا	الَّذِي	الرَّجُلُ
একজন শিক্ষক	এখানে দাঁড়ানো	যিনি	লোকটি
مُجْتَهِدٌ	نَجَحَ	الَّذِي	هَذَا
পরিশ্রমী	পাস করেছে	তিনি যিনি	ইনি
	تَعْبُدُونَ	مَا	لَا أَعْبُدُ
	তোমরা ইবাদত করো	যাকে	আমি ইবাদত করিনা
	جَاهَدَ	مَنْ	نَجَحَ
	চেষ্টা করেছে	যে	সে পাস করেছে

লিংগ ও বচন ভেদে اَلَّذِي এর রূপ

বহুবচন	দ্বিবচন		একবচন	
মারফু/মানসুব/মাজরুর	মানসুব বা মাজরুর	মারফু	মারফু/মানসুব/মাজরুর	
اَلَّذِيْنَ	اَلَّذَيْنِ	اَلَّذَانِ	اَلَّذِي	(পুং)
যারা/যাদেরকে/যাদের	যে দুজনকে/যে দুজনের	যে দুজন	যে/যাকে/যার	
اَلَّاتِيْ	اَلَّتَيْنِ	اَلَّتَانِ	اَلَّتِي	(স্ত্রী)
যারা/যাদেরকে/যাদের	যে দুজনকে/যে দুজনের	যে দুজন	যে/যাকে/যার	

অর্থ	বাক্য
ইনি যিনি সফল হয়েছেন	هَٰذَا الَّذِي نَجَحَ
দরজাটি যেটি মসজিদের সামনে সেটি ভাঙ্গা	اَلْبَابُ الَّذِي أَمَامَ الْمَسْجِدِ مَكْسُورٌ
বিড়ালটি যেটি খাটের নিচে বসা সেটি আমার	اَلْقِطُّ الَّذِي جَلَسَ تَحْتَ السَّرِيرِ لِي
সে বাড়িটির মালিক যে ঘরটি থেকে বের হয়েছে	هُوَ مَالِكُ الْمَنْزِلِ الَّذِي خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ
তারা সে সকল লোক, যারা পরীক্ষায় নকল করে	هُمُ الَّذِيْنَ يَغُشُّونَ فِي الامْتِحَانِ
যিনি গতকাল এসেছিলেন তিনি একজন শিক্ষক	الَّذِي جَاءَ أَمْسِ مُدَرِّسٌ
আমি তাকে দেখেছি যিনি পরীক্ষায় সফল হয়েছেন	رَأَيْتُ الَّذِي نَجَحَ فِي الْامْتِحَانِ
আমি তাকে চিনি যিনি মাহফিলে খুৎবা দিয়েছে	أَعْرِفُ الَّذِي خَطَبَ فِي الْمَحْفِلِ
যে দুজন ছাত্র বসা তাঁরা পাকিস্তান থেকে আগত	الطَّالبَان الذَان جالِسَان من باكِستَان
আমি সেদুটি বই কিনেছি যে দুটি বই তুমি চেয়েছো	اِشْتَرِيتُ الكِتابَينِ الذَينِ أَرَدْتَهُمَا
সে বাগানদুটিতে প্রবেশ করেছি যারা তোমার বাড়ির সামনে	دَخَلْتُ الحَديقَتَينِ التين أمام بيتك

কিন্তু অনিৰ্দিষ্ট ইসমের ক্ষেত্রে الاِسْمُ الْمَوْصُولُ দরকার হয় না। যেমনঃ

আমার এক বন্ধু (আছে) যে ভারত থেকে (এসেছে)	لِيْ زَمِيْلٌ مِنَ الهِنْدِ
যে তা বলেছিল সে একজন শিক্ষক হামিদ	حَامِدٌ مُدَرِّسٌ قَالَ ذٰلِكَ
(এটি) একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি	كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
তিনি একজন নতুন শিক্ষক যিনি পাকিস্তান হতে	هُوَ مُدَرِّسٌ جَدِيدٌ مِنْ بَاكِسْتَانَ
আমি ভারত হতে (আগত) একজন ছাত্র	أَنَا طَالِبٌ مِنْ الهِندِ

কুরআনীয় উদাহরণ (সর্বনাম)

বলুন, **তিনি** আল্লাহ, এক	قُلْ **هُوَ** اللَّهُ أَحَدٌ
যখন **তারা** তার কিনারায় বসেছিল	إِذْ **هُمْ** عَلَيْهَا قُعُودٌ
তিনি আমাদের বলে দিন যে, **সেটা** কিরূপ	يُبَيِّن لَّنَا مَا **هِيَ**
হে মানুষ, তোমরা **তোমাদের পালনকর্তার** এবাদত কর	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا **رَبَّكُمْ**
তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক	اسْكُنْ **أَنتَ** وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
এমতাবস্থায় যে, **সে** ভয় করে	وَ**هُوَ** يَخْشَىٰ
তার মধ্যে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ	**فِيهِنَّ** خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
আমি কি **আপনার জন্য** আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি	أَلَمْ نَشْرَحْ **لَكَ** صَدْرَكَ
আল্লাহ **তোমাকে** নির্বাচন করেছেন	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا**كَ**
তারা বলে, **আমরা** তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি	قَالُوا إِنَّمَا **نَحْنُ** مُصْلِحُونَ
এবং **আমি** এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর	وَلَا **أَنَا** عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

কুরআনীয় উদাহরণ (ইশারাবাচক সর্বনাম)

অতএব তারা যেন এবাদত করে **এই** ঘরের পালনকর্তার	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ **هَٰذَا** الْبَيْتِ
ওটাই বিরাট সাফল্য	**ذَٰلِكَ** الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে।	**هَٰذَانِ** خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
ওরাই সে সমস্ত লোক, যারা গোমরাহী ক্রয় করেছে	**أُولَٰئِكَ** الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ
ঐ দু'টি প্রমাণ তোমার পালনকর্তার থেকে	**فَذَانِكَ** بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ

কুরআনীয় উদাহরণ (সম্মন্ধবাচক সর্বনাম)

তিনিই যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন	هُوَ **الَّذِي** أَرْسَلَ رَسُولَهُ
যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে।	**الَّذِي** هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে	**الَّذِينَ** آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
আমাদের রব! আমাদেরকে যারা পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের দুজনকে দেখিয়ে দাও	رَبَّنَا أَرِنَا **اللَّذَيْنِ** أَضَلَّانَا
তাই দিয়ে জবাব দিন যা উৎকৃষ্ট	ادْفَعْ **بِالَّتِي** هِيَ أَحْسَنُ
তিনি তা জানেন যা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে আছে	يَعْلَمُ **مَا** فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে	**مَنْ** عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
আমি ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো	لَا أَعْبُدُ **مَا** تَعْبُدُونَ

অধ্যায়-৫ (শব্দগুচ্ছ)

১। الإِضَافَةُ দুই ইসমের সম্পর্ক

দুটি اِسْمٌ এর মধ্যে সম্পর্ক (Relation) হলে সম্পর্কিত ইসমটিকে مُضَافٌ এবং যার সাথে সম্পর্কিত হয় তাকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলা হয়। مُضَافٌ এবং مُضَافٌ إِلَيْهِ সর্বদা পরপর আসে। مُضَافٌ কখনো ال এবং তানয়ীন বিশিষ্ট হয় না এবং مُضَافٌ إِلَيْهِ সর্বদা مَجْرُوْرٌ হবে। আমরা কিছু উদাহরণ দেখি,

বাংলা অর্থ	مُضَافٌ و مُضَافٌ إليه	শব্দের সম্পর্ক
হামিদের কলম	قَلَمُ حَامِدٍ	قَلَمٌ + حَامِدٌ
একজন ব্যবসায়ীর বাড়ি	بَيْتُ تَاجِرٍ	بَيْتٌ + تَاجِرٌ
ব্যবসায়ীটির বাড়ি	بَيْتُ التَّاجِرِ	بَيْتٌ + التَّاجِرُ
মানবজাতির প্রতিপালক	رَبُّ النَّاسِ	رَبٌّ + النَّاسُ
আল্লাহর ঘর	بَيْتُ اللهِ	بَيْتٌ + اللهُ
শিক্ষকটির নাম	اِسْمُ الْمُدَرِّسِ	اِسْمٌ + الْمُدَرِّسُ
জান্নাতটির দরজা	بَابُ الجَنَّةِ	بَابٌ + الجَنَّةُ
গাছটির পাতা	وَرَقَةُ الشَّجَرَةِ	وَرَقَةٌ + الشَّجَرَةُ
অদৃশ্যের জ্ঞানী	عَالِمُ الغَيْبِ	عَالِمٌ + الغَيْبُ
ছাত্রটির নাম	اِسمُ الطَّالِبِ	اِسْمٌ + الطَّالِبُ
একজন ব্যবসায়ীর দোকান	دُكَّانُ تَاجِرٍ	دُكَّانٌ + تَاجِرٌ

একটা ইসমে সাধারণত تَنْوِيْنٌ থাকলে অনির্দিষ্ট এবং ال থাকলে নির্দিষ্ট। কিন্তু খেয়াল করেছেন যে মুদাফে ‘ ال ’ এবং ‘তানয়ীন’ কোনটাই নাই। তাহলে সেটা নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট বুঝবো কিভাবে? মূলত مُضَافٌ এর নির্দিষ্টতা নির্ভর করে مُضَافٌ إِلَيْهِ এর নির্দিষ্টতার উপর। مُضَافٌ إِلَيْهِ নির্দিষ্ট হলে مُضَافٌ নির্দিষ্ট। যেমন প্রথম লাইনে قَلَمُ নির্দিষ্ট যেহেতু হামিদ নির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে بَيْتُ অনির্দিষ্ট কারন ব্যবসায়ী অনির্দিষ্ট। তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে অনেক সময় রুপকভাবে অর্থগত দিক দিয়ে দুটি ইসমের ইদাফা হতে পারে। সেক্ষেত্রে মুদাফে ال হবে। যেমন, الْمُقِيْمِي الصَّلَاةِ

দ্বিবচন আর সুগঠিত বহুবচন মুদাফ হিসেবে আসলে শেষের ن উঠে যায়। যেমন,

বেলালের দুই কন্যা কোথায় ?	أَيْنَ بِنْتَا بِلَالٍ؟	দুই কন্যা	بِنْتَانِ
বেলালের দুই কন্যাকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ بِنْتَيْ بِلَالٍ	দুই কন্যাকে	بِنْتَيْنِ
বেলালের দুই কন্যাদের খুঁজছি	أَبْحَثُ عَنْ بِنْتَيْ بِلَالٍ	দুই কন্যাদের	بِنْتَيْنِ
মাদ্রাসার শিক্ষকগণ কোথায় ?	أَيْنَ مُدَرِّسُو الْمَدْرَسَةِ؟	শিক্ষকগণ	مُدَرِّسُونَ
মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ مُدَرِّسِي الْمَدْرَسَةِ	শিক্ষকগণকে	مُدَرِّسِيْنَ
এটা মাদ্রাসার শিক্ষকগনের জন্য	هٰذَا لِمُدَرِّسِي الْمَدْرَسَةِ	শিক্ষকগনের	مُدَرِّسِيْنَ

اِقْرَأْ وَاكْتُبْ পড় ও লিখ

هٰذَانِ قَمِيْصَا الْمُعَلِّمِ. غَسَلَهُمَا اِبْنَا الْخَادِمَتَيْنِ. أَعْطَى الْمُعَلِّمُ اِبْنَيِ الْخَادِمَتَيْنِ هَدِيَّتَيْنِ غَالِيَتَيْنِ . فِي قَمِيْصَيِ الْمُعَلِّمِ جَيْبَانِ صَغِيْرَانِ.

এই জামা দুটো শিক্ষকের। খাদেমার দুই ছেলে সেগুলো ধুয়েছে। শিক্ষক খাদেমার পুত্রদ্বয়কে দুটি মূল্যবান জিনিস উপহার দিয়েছে। শিক্ষকের জামা দুটিতে দুটি ছোট পকেট রয়েছে।

هَاتَانِ بِنْتَا بِلاَلٍ. أَعْرِفُ بِنْتَيْ بِلاَلٍ. سَافَرْتُ مَعَ بِنْتَيْ بِلاَلٍ. هُمَا بِنْتَانِ ذَكِيَّتَانِ. تَدْرُسُ بِنْتَا بِلاَلٍ فِى الْمَدرَسَتَيْنِ. إِحْدَاهُمَا قَرِيْبَةٌ مِنَ البَيْتِ وَالأُخْرَي بَعِيْدَةٌ مِنَ الْبَيْتِ

এরা দু'জন বেলালের মেয়ে। আমি বেলালের মেয়ে দুটোকে চিনি। আমি বেলালের মেয়েদের সাথে সফর করেছি। তারা দু'জন মেধাবী কন্যা। বেলালের মেয়ে দুটো দুটি মাদরাসায় পড়াশোনা করে। তাদের একটি বাড়ির পাশে আর অন্যটি বাড়ি থেকে দূরে।

فِىْ بَلَدِنَا أَشْجَارٌ كَثِيْرَةٌ. يَعْمَلُ فِىْ حُقُوْلِهَا فَلَّاحُوْ الْقُرَى. هَلْ تَعْرِفُ فَلَّاحِي الْقُرَى؟ لَا تَجِدُهُمْ فِىْ قُصُوْرِ الْمُدُنِ. فِي مَحَلِّنَا تَجِدُ أَطِبَّاءَ و مُهَندِسِينَ و مُدَرِّسِينَ و مُؤَلِّفِينَ أَيْضًا. يعِيشُ كُلُّهُمْ إِخْوَانًا.

আমাদের দেশে অনেক গাছ আছে। তার ক্ষেতগুলোতে গ্রামের চাষীরা কাজ করে। তুমি কি গ্রামের চাষীদের চেন? তাদেরকে তুমি শহরের অট্টালিকাগুলোতে পাবেনা। আমাদের এলাকায় তুমি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক আর লেখকদেরও পাবে। তাদের সবাই ভাই ভাই হয়ে বসবাস করে।

২। نَعْتٌ বিশেষণ

যখন একটা اِسْمٌ বা বাক্য অন্য কোন اِسْمٌ এর দোষ-গুন বর্ণনা করে তখন তাকে نَعْتٌ (Adjective) বলে। যার গুণ বর্ণনা করা হয় তাকে مَنْعُوتٌ বলে। نَعْتٌ ও مَنْعُوتٌ এর মধ্যে চারটি বিষয়ে মিল থাকতে হবে যেমন,

১ .লিঙ্গ اَلْمُذَكَّرُ/اَلْمُؤَنَّثُ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	مَنْعُوتٌ	
সে একজন মেধাবী ছাত্র	ذَكِيٌّ	طَالِبٌ	هُوَ
সে একজন মেধাবী ছাত্রী	ذَكِيَّةٌ	طَالِبَةٌ	هِيَ

২ .এর সমাপ্তি مَرْفُوْعٌ/مَنْصُوْبٌ/ مَجْرُوْرٌ

বাংলা অর্থ	نَعْتٌ	مَنْعُوتٌ	
কলমটি ছোট ব্যাগটির মধ্যে	الصَّغِيرَةِ	الْحَقِيبَةِ	اَلْقَلَمُ فِي
ইনি একজন নতুন শিক্ষক	جَدِيدٌ	مُدَرِّسٌ	هَذَا
আমি একজন মেধাবী ছাত্রকে দেখেছি	ذَكِيًا	طَالِبًا	رَأَيتُ

৩ .এর নির্দিষ্টতা مَعْرِفَةٌ / نَكِرَةٌ

বাংলা অর্থ		نَعْتٌ	مَنْعُوتٌ
নতুন শিক্ষকটি লম্বা	طَوِيْلٌ	الْجَدِيْدُ	اَلْمُدَرِّسُ

৪. বচন الْمُفْرَدُ / التَّثْنِيَّةُ / الْجَمْعُ

	مَنْعُوتٌ	نَعْتٌ	বাংলা অর্থ
هُوَ	طَالِبٌ	جَدِيْدٌ	সে একজন নতুন ছাত্র
هُمَا	طَالِبَانِ	جَدِيْدَانِ	তারা দুজন নতুন ছাত্র
هُمْ	طُلَّابٌ	جُدُدٌ	তারা নতুন ছাত্র

আরবী	বাক্য	نَعْتٌ	مَنْعُوتٌ
عَلِيٌّ عَامِلٌ مُجْتَهِدٌ	আলি একজন কর্মঠ কর্মচারী	مُجْتَهِدٌ	عَامِلٌ
التَّاجِرُ الْأَمِيْنُ مُحِبٌّ إِلَى اللهِ	বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়	الْأَمِيْنُ	التَّاجِرُ
هٰذَا نَهْرٌ كَبِيْرٌ	এটা একটি বড় নদী	كَبِيْرٌ	نَهْرٌ
هُوَ وَلَدُ رَجُلٍ غَنِيٍّ	সে একজন ধনী লোকের ছেলে	غَنِيٍّ	رَجُلٍ
عَائِشَةُ اِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ	আয়েশা একজন ধার্মিকা মহিলা	صَالِحَةٌ	اِمْرَأَةٌ
الْبُيُوتُ الْجَدِيدَةُ جَمِيْلَةٌ	নতুন বাড়িগুলো সুন্দর	الْجَدِيدَةُ	الْبُيُوتُ
آمِنَةُ مُعَلِّمَةٌ جَيِّدَةٌ	আমিনা একজন ভালো শিক্ষিকা	جَيِّدَةٌ	مُعَلِّمَةٌ
الْكُتُبُ الْجَدِيْدَةُ غَالِيَةٌ	নতুন বইগুলো দামী	الْجَدِيْدَةُ	الْكُتُبُ
رَأَيْتُ مُهَنْدِسًا شَهِيرًا	একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারকে দেখেছি	شَهِيرًا	مُهَنْدِسًا
الْمَاءُ فِي كَأْسٍ مَكْسُورٍ	পানি একটি ভাঙ্গা গ্লাসের মধ্যে	مَكْسُورٍ	كَأْسٍ
اِشْتَرَيْتُ الْمِرْوَحَةَ الْجَدِيدَةَ	আমি নতুন পাখাটি কিনেছি	الْجَدِيدَةَ	الْمِرْوَحَةَ
دَخَلَ أَحْمَدُ فِي مَنْزِلٍ كَبِيرٍ	আহমাদ একটি বড় বাড়ীতে প্রবেশ করল	كَبِيرٍ	مَنْزِلٍ

نَعْتٌ এর পরপরই مَنْعُوْتٌ নাও আসতে পারে। যেমনঃ بَيْتُ اللهِ الحَرَامُ আল্লাহর পবিত্র ঘর। এখানে الحَرَامُ হল نَعْتٌ এবং بَيْتُ হল مَنْعُوْتٌ । আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নাত হতে হলে সেটা গুনবাচক হতে হবে। যেমন الاِسْمُ الجِنْسُ হবে না । কারণ الجِنْسُ যদিও ইসম কিন্তু গুনবাচক নয়। তখন ইসমের গুন নিতে হবে। যেমনঃ الاِسْمُ الجِنْسِيُّ হবে।

ইসমুল ইশারাগুলো অনেক সময় নামবাচক বিশেষ্য বা মুদাফ ইলাইহির পরে নাত হিসাবে আসে। যেমন,

কোন ইব্রাহীম ইনি ?	مَنْ إِبْرَحِيمُ هٰذَا؟
প্রধান শিক্ষকের এই গাড়িটি সুন্দর	سَيَّارَةُ الْمُدِيْرِ هٰذِهِ جَمِيْلَةٌ
তোমার এই ঘড়িটা আমাকে দেখাও	أَرِنِيْ سَاعَتَكَ هٰذِهِ
আমার এই বইটি ধরো	خُذْ كِتَابِيْ هٰذَا
তোমার এই বাগানদুটি সুন্দর	حَدِيْقَتَاكَ هَاتَانِ جَمِيْلَتَانِ
আমার এই বাড়িটি বড়	بَيْتِيْ هٰذَا كَبِيْرٌ
হামিদের এই জামাটি নতুন	قَمِيْصُ حَامِدٍ هَذَا جَدِيْدٌ
কোন আয়শা উনি?	مَنْ عَائِشَةُ هِيَ؟
বাড়ির ঐ জানালাটি ভাঙ্গা	نَافِذَةُ الْبَيْتِ تِلْكَ مَكْسُوْرَةٌ
নতুন ঐ ছেলে দুটি বাংলাদেশ থেকে (এসেছে)	اَلْوَلَدَانِ الْجَدِيْدَانِ ذٰنِكَ مِنْ بَنْغَلَادِيْشَ
ফাতিমার এই শিশুটি ছোট	طِفْلُ فَاطِمَةَ هٰذَا صَغِيْرٌ
কেমন কথা এটা?	كَيْفَ الْكَلامُ هٰذَا؟

৩। بَدَلٌ ব্যাখ্যামূলক শব্দ

একটা শব্দকে ব্যখ্যা করতে বা পরিচয় করিয়ে দিতে অনেক সময় কিছু অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করতে হয়। এই শব্দগুলোকে বাদল বা বদলি শব্দ বলে। নিচের উদাহরণ দুটি লক্ষ্য করি,

এই বইটি নতুন	هَذَا **الْكِتَابُ** جَدِيْدٌ
সে আমার বন্ধু মুহাম্মাদ	هُوَ صَدِيْقِي **مُحَمَّدٌ**

هَذَا الكِتَابُ جَدِيْدٌ বাক্যটিতে الكِتَابُ শব্দটি هٰذَا এর বর্ণনা বা ব্যখ্যা হিসেবে এসেছে যাকে بَدَلٌ বলা হয় এবং هٰذَا কে বলা হয় مُبْدَلٌ مِنْهُ । অনুরূপভাবে هُوَ صَدِيْقِي مُحَمَّدٌ বাক্যটিতে مُحَمَّدٌ শব্দটি এসেছে صَدِيْقُ এর বর্ণনা বা ব্যখ্যা হিসেবে। সুতরাং مُحَمَّدٌ হল بَدَلٌ এবং صَدِيْقُ হল مُبْدَلٌ । বাদল ও মুবদালের الإِعْرَابُ একই। অর্থাৎ মুবদাল মারফু হলে বাদলও মারফু, মুবদাল মানসুব হলে বাদলও মানসুব ইত্যাদি। তবে নির্দিষ্টতায় মিল থাকা জরুরী নয়। আরও কিছু উদাহরণঃ

مُبْدَلٌ	بَدَلٌ	বাক্য	আরবী
تِلْكَ	الشَّجَرَةُ	ঐ গাছটি আমাদের	تِلْكَ الشَّجَرَةُ لَنَا
هٰذَا	التَّاجِرُ	এই ব্যবসায়ীটি বিশ্বস্ত	هٰذَا التَّاجِرُ أَمِيْنٌ
ذٰلِكَ	العَامِلُ	ঐ কর্মচারীটি দরিদ্র	ذٰلِكَ العَامِلُ فَقِيْرٌ
هٰذِهِ	الْفَاوَاكِهُ	এই ফলগুলো কি মিষ্টি?	أَهٰذِهِ الْفَوَاكِهُ حُلْوَةٌ؟
مُعَلِّم	بِلَالٌ	ইনি আমার শিক্ষক বেলাল	هُوَ مُعَلِّمِيْ بِلَالٌ
اِبْن	مَحْمُوْدٌ	সে আমার ছেলে মাহমুদ	هُوَ اِبْنِيْ مَحْمُوْدٌ

بِنْتُ	آمِنَةُ	তোমার মেয়ে আমিনা কোথায়?	أَيْنَ بِنْتُكَ آمِنَةُ
ذٰلِكَ	الْبَيْتُ	ঐ বাড়িটা একজন ডাক্তারের	ذٰلِكَ الْبَيْتُ لِطَبِيْبٍ
صَدِيْقَ	خَالِدًا	হামিদের বন্ধু খালিদকে কি দেখেছিলে?	أَرَأَيْتَ صَدِيْقَ حَامِدٍ خَالِدًا؟
زَوْجَةِ	فَاطِمَةَ	সেটা শিক্ষকের স্ত্রী ফাতিমার জন্য	هِيَ لِزَوْجَةِ الْمُدَرِّسِ فَاطِمَةَ
زَيْدٌ	أَبُو	হামিদের আব্বা জায়েদ আজকে আমাদের সাহায্য করেছিলো	زَيْدٌ أَبُو حَامِدٍ نَصَرَنَا الْيَوْمَ
مَدِيْنَةٍ	الْمَدِيْنَةِ	আমি বরকতপূর্ণ শহর মদীনা থেকে	أَنَا مِنْ مَدِيْنَةٍ مُبَارَكَةٍ الْمَدِيْنَةِ الْمنورةِ

কুরআনীয় উদাহরণ (মুদাফ মুদাফ ইলাইহি)

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।	الْحَمْدُ لِلَّهِ **رَبِّ الْعَالَمِينَ**
বিচার দিনের মালিক	**مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ**
ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল।	وَجَاءَ **إِخْوَةُ يُوسُفَ** فَدَخَلُوا عَلَيْهِ
ফিদিয়া হলো **মিসকিনের খাদ্যদান**	فِدْيَةٌ **طَعَامُ مِسْكِينٍ**
আর জেনে রাখ যে আল্লাহ **শাস্তি দানে** কঠোর	وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ **شَدِيدُ الْعِقَابِ**
কদরের রাত এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ	**لَيْلَةُ الْقَدْرِ** خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
আর **মন্দের প্রতিফল** মন্দই	**وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ** سَيِّئَةٌ
সুতরাং কেউ **অণুর পরিমাণ** সৎকর্ম করে	فَمَن يَعْمَلْ **مِثْقَالَ ذَرَّةٍ**
বলুন, আমি আশ্রয় চাই **মানুষের রবের** নিকট	قُلْ أَعُوذُ **بِرَبِّ النَّاسِ**

তুমি কি দেখনি তোমার রব **হস্তীবাহিনীর** সাথে কেমন করেছেন	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ **رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ**
আবু লাহাবের **হস্তদ্বয়** ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে,	تَبَّتْ **يَدَا أَبِي لَهَبٍ** وَتَبَّ
তোমরা তাদের উপর এনেছো তার দ্বিগুন	قَدْ أَصَبْتُم **مِّثْلَيْهَا**
আর সে তার পিতা মাতাকে ওঠালো সিংহাসনে	وَرَفَعَ **أَبَوَيْهِ** عَلَى الْعَرْشِ
যখন সে বললো তার পুত্রদের আমার পরে কার ইবাদত করবে?	إِذْ قَالَ **لِبَنِيهِ** مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي

কুরআনীয় উদাহরণ (নাত মানউত)

প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম	**وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ**
সরল পথে প্রতিষ্ঠিত	عَلَىٰ **صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ**
অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও **সম্মানজনক পুরস্কারের।**	فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ **وَأَجْرٍ كَرِيمٍ**
আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।	وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي **إِمَامٍ مُّبِينٍ**
সুস্পষ্ট বাণী পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।	وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا **الْبَلَاغُ الْمُبِينُ**
আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।	حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي **الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ**
আর তাদের জন্য রয়েছে **কঠোর** শাস্তি	وَلَهُمْ **عَذَابٌ عَظِيمٌ**
সে তোমাদের **প্রকাশ্য** শত্রু	إِنَّهُ لَكُمْ **عَدُوٌّ مُّبِينٌ**
করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম	سَلَامٌ قَوْلًا مِّن **رَّبٍّ رَّحِيمٍ**
নিশ্চয়ই তোমার রব তিনি হলেন **পরম দয়ালু**	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ **الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ**
আমাদেরকে **সরল** পথ দেখাও,	اهْدِنَا **الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**

সে **সুখী** জীবনযাপন করবে	فَهُوَ فِي **عِيشَةٍ** **رَّاضِيَةٍ**
বরং সেটা এক **মহান** কোরআন	بَلْ هُوَ **قُرْآنٌ** **مَّجِيدٌ**
আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই **মহা** সাফল্য	ذَٰلِكَ هُوَ **الْفَوْزُ** **الْعَظِيمُ**
সুতরাং তোমরা ইমান আনো আল্লাহর উপর তাঁর উম্মী নবীর উপর	فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ**رَسُولِهِ** **النَّبِيِّ** الْأُمِّيِّ

কুরআনীয় উদাহরণ (বাদাল মুবদাল)

অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ **هَٰذَا** **الْبَيْتِ**
এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই	**ذَٰلِكَ** **الْكِتَابُ** لَا رَيْبَ فِيهِ
সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর	الْحَمْدُ **لِلَّهِ** **رَبِّ** الْعَالَمِينَ
আমরা এবাদত করব তোমার মাবুদের এবং তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীমের উপাস্যের	نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ **آبَائِكَ** **إِبْرَاهِيمَ**
সুতরাং তোমরা ইমান আনো আল্লাহর উপর তাঁর উম্মী নবীর উপর	فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ**رَسُولِهِ** **النَّبِيِّ** الْأُمِّيِّ
সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন?	يَسْأَلُونَكَ عَنِ **الشَّهْرِ** الْحَرَامِ **قِتَالٍ** فِيهِ
পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য। উদ্যান, আঙ্গুর,	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ **مَفَازًا**. **حَدَائِقَ** وَأَعْنَابًا
তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই। মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ।	لَنَسْفَعًا **بِالنَّاصِيَةِ**. **نَاصِيَةٍ** كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
তাদের কাছে দুই ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন	وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا **رَّجُلَيْنِ**

অধ্যায়-৬ (বিভিন্ন প্রকার ইসম)

১। اِسْمُ الظَّرْف সময় ও স্থানবাচক ইসম

সময় এবং স্থান বাচক اِسْمٌ গুলোকে اِسْمُ الظَّرْفِ বলা হয়। ظَرْفٌ দুই প্রকার। স্থান বাচক জারফ এবং সময় সূচক জারফ। অনেক সময় ظَرْفٌ গুলো مُضَافٌ হিসেবে আসে। সুতরাং এর পরবর্তী শব্দ তখন مُضَافٌ إِلَيْهِ হিসেবে মাজরুর হবে। যেমনঃ

সালাতের পরে	بَعْدَ الصَّلَاةِ	মসজিদটির সামনে	أَمَامَ الْمَسْجِدِ
যুহরের পূর্বে	قَبْلَ الظُّهْرِ	গাছটির নিচে	تَحْتَ الشَّجَرَةِ
আল্লাহর সাথে	مَعَ اللهِ	বাড়িটির পাশে	بِجَانِبِ الْبَيْتِ

এখানে আমরা কিছু জারফের উদাহরণ দেখি।

ظَرْفُ الزَّمَانِ সময় সূচক জারফ		ظَرْفُ الْمَكَانِ স্থান বাচক জারফ	
পরে, একটু পরে	بَعْدَ ، بُعَيْدَ	মধ্যে	بَيْنَ
আগে, একটু আগে	قَبْلَ، قُبَيْلَ	বাইরে	خَارِجَ
সকালে	صَبَاحًا، بُكْرَةً	ভেতরে	دَاخِلَ
দুপুরে	ظُهْرًا	ভিতর দিয়ে	خِلَالَ
বিকালে, সন্ধ্যায়	مَسَاءً، أَصِيْلًا	নিকটে	قُرْبَ
রাতে	لَيْلاً	কাছে	عِنْدَ

দিনে	يَوْمَ	কাছে	لَدَى
আগামীকাল	غَدًا	উপরে	فَوْقَ
গতকাল	أَمْسِ	নিচে	تَحْتَ
এখন	الْآنَ،	পিছনে	وَرَاءَ
এখনই	حَالِيًّا	সামনে	أَمَامَ
দ্রুত/হঠাৎ	فَوْرًا	পাশে	جَانِبَ
শীঘ্রই	قَرِيْبًا	মধ্যে	وَسَطَ
ইতোমধ্যে	سَابِقًا	চারপাশে	حَوْلَ
গত রাতে	لَيْلَةُ أَمْسِ	বিপরীতে	مُقَابِلَ
প্রতিদিন	يَوْمِيًّا	ডানে	يَمِيْنَ
আগামী পরশু	بَعْدَ غَدٍ	বামে	يَسَارَ
গত পরশু	أَوَّلَ أمْـسِ	উত্তরে	شَمَالَ
মাঝে মাঝে	أَحْيانًا	উত্তরে	شِمَالَ
প্রায়ই	غَالِبًا	দক্ষিণে	جَنُوْبَ
আজ দিনে	اليَوْمَ	পুর্বে	شَرْقَ
আজ রাতে	اللَّيلَ	পশ্চিমে	غَرْبَ
কালে, সময়ে	أثناءَ	সাথে	مَعَ
পরে	لَاحِقًا	সামনাসামনি, বরাবর	حِذَاءَ

ظَرْفٌ গুলো সাধারণত কর্ম হিসেবে মানসুব হিসেবে আসে। এর পূর্বে হারফ জার আসলে মাজরুর হয়।

আল্লাহর নিকট থেকে	مِنْ عِنْدِ اللهِ
তার পেছন থেকে	مِنْ وَرَاءِهِ
তার পর থেকে	مِنْ بَعْدِهِ

কিছু কিছু ظَرْفٌ মাবনী। এদের মধ্যে আছে مَتَى ، هُنَا ، حَيْثُ، أَمْسِ ، أَيْنَ، ইত্যাদি।

যেখান থেকে	مِنْ حَيْثُ
কোথা থেকে?	مِنْ أَيْنَ
কখন পর্যন্ত?	إِلَى مَتَى

এছাড়া مِنْ قَبْلُ، مِنْ بَعْدُ، এসব ক্ষেত্রে যখন পরবর্তী মুদাফ ইলাইহি না থাকে তখন তা মাবনি হয়।

আবার কিছু শব্দ আছে যা স্থান বা কালবাচক না হলেও যারফের মত কাজ করে এবং মানসুব হয়। যেমন
كُلٌّ ، بَعْضٌ ، نِصْفٌ ، رُبْعٌ ইত্যাদি।

আমরা পুরা দিন সফর করেছিলাম	سَافَرْنَا كُلَّ النَّهَارِ
একদিনের কিছু অংশ হাসপাতালে ছিলাম	بَقِيتُ فِيْ الْمُسْتَشْفَى بَعْضَ يَوْمٍ
তোমার জন্য ঘন্টার এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা করেছিলাম	إِنْتَظَرْتُكَ رُبْعَ سَاعَةٍ
অর্ধ কিলোমিটার হেটেছিলাম	مَشَيْتُ نِصْفَ كِيْلُوْمِتْرٍ

২। اِسْمُ الْفِعْلِ ক্রিয়াবাচক ইসম

اِسْمُ الْفِعْلِ গুলো ইসম কিন্তু তাতে ক্রিয়ার প্রভাব বিদ্যমান। যেমন,

আমার প্রার্থনা কবুল কর	آمِيْنَ	দূর হলো	هَيْهَاتَ
এই যে! দেখো! নাও!	هَاؤُمْ	আসো, আনো	هَلُمَّ
তুমি, এসো !	هَيْتَ	আসো	هَيَّا
দূর্ভোগ! ধিক! ধ্বংস!	أَوْلَىٰ	আমি ব্যথা অনূভব করি	آهِ
হায়!	وَيْ	আমি বিরক্ত	اُفٍّ

৩। اِسْمُ الْكِنَايَةِ ইঙ্গিতবাচক ইসম

اِسْمُ الْكِنَايَةِ গুলো ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন,

কত?	كَمْ	কত?	كَمْ
তুমি এমন এমন বলেছ	قُلْتَ كَذَا وَكَذَا	এমন এমন	كَذَا وَكَذَا
আমি এমন এমন শুনেছি	سَمِعْتُ كَيْتَ وَكَيْتَ	এমন এমন	كَيْتَ وَكَيْتَ
আমি এটা এটা করেছি	فَعَلْتُ ذَيْتَ وَذَيْتَ	এমন এমন	ذَيْتَ وَذَيْتَ

৪। اِسْمُ الإِسْتِفْهَام প্রশ্নবোধক ইসম

প্রশ্ন করার জন্য কিছু ইসম ব্যবহৃত হয়। যেমন,

অর্থ	উদাহরণ	অর্থ	الاسْتِفْهَامُ
তোমার নাম কি ?	مَا اسْمُكَ؟	কি?	مَا...؟
তুমি কেমন আছ?	كَيْفَ حَالُكَ؟	কেমন?	كَيْفَ...؟
তুমি কোত্থেকে (এসেছো)?	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟	কোত্থেকে	مِنْ أَيْنَ...؟
তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে কেন?	لِمَاذَا ذَهَبْتَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى؟	কেন?	لِمَاذَا /لِمَ؟
তুমি কখন বের হয়েছিলে?	مَتَى خَرَجْتَ؟	কখন?	مَتَى...؟
হামিদ কোথায় গেল ?	أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟	কোথায়?	أَيْنَ...؟
শোবার ঘরে কে ?	مَنْ فِي الْغُرْفَةِ؟	কে?	مَنْ...؟
টেবিলটির উপর কি ?	مَاذَا عَلَى الْمَكْتَبِ؟	কি?	مَاذَا...؟
এই কলমটি কার?	لِمَنْ هٰذَاالْقَلَمُ؟	কার জন্য?	لِمَنْ...؟
তোমার কাছে কয়টি কলম আছে?	كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ؟	কত?	كَمْ....؟
তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ	কোন ব্যাপারে?	عَمَّ...؟
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ	কখন?	أَيَّانَ...؟
তোমার জন্য এটা কোত্থেকে?	أَنَّى لَكِ هٰذَا	কোথা হতে/ কখন/কিভাবে	أَنَّى...؟

উল্লেখ্যঃ বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রানী যেমন মানুষ ,জিন ,ফেরেশতা এদের ক্ষেত্রে مَنْ এবং বুদ্ধিহীন প্রানী/বস্তুর ক্ষেত্রে مَا ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ইনি কে? مَنْ هَٰذَا؟	এটা কি? مَا هَٰذَا؟
উনি কে? مَنْ ذَٰلِكَ؟	ওটা কি? مَا ذَٰلِكَ؟

কুরআনীয় উদাহরণ (যারফ)

এবং আপনি **তাদের কাছে** ছিলেন না	وَمَا كُنتَ **لَدَيْهِمْ**
অতএব, আপনি **আল্লাহর সাথে** অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না।	فَلَا تَدْعُ **مَعَ اللَّهِ** إِلَٰهًا آخَرَ
আমরা তাদেরকে **আমাদের পায়ের নীচে** পিষবো	نَجْعَلْهُمَا **تَحْتَ أَقْدَامِنَا**
তিনিই স্বীয় **বান্দাদের উপর** প্রবল	وَهُوَ الْقَاهِرُ **فَوْقَ عِبَادِهِ**
জ্ঞানময় **প্রজ্ঞাময়ের কাছ** থেকে	مِن **لَّدُنْ حَكِيمٍ** عَلِيمٍ
তোমাদের উপর কোন শাস্তি **উপর দিক** থেকে	عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن **فَوْقِكُمْ**
বরং **তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট** জীবিত	بَلْ أَحْيَاءٌ **عِندَ رَبِّهِمْ**
আমরা তাঁদের **কারো মধ্যে** পার্থক্য করি না	لَا نُفَرِّقُ **بَيْنَ أَحَدٍ** مِّنْهُمْ
আজ কোন সত্তার উপর কোন যুলুম করা হবে না	**فَالْيَوْمَ** لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
তারপর, **তোমাদের মৃত্যুর পর** তোমাদিগকে আমি উথিত করেছি	ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن **بَعْدِ مَوْتِكُمْ**
নিশ্চয়ই তারা ইতিপূর্বে ছিলো বিলাসী	إِنَّهُمْ كَانُوا **قَبْلَ** ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ
তারা বললো এখন সত্য নিয়ে এসেছো	قَالُوا **الْآنَ** جِئْتَ بِالْحَقِّ

কুরআনীয় উদাহরণঃ (ইসমুল ফেল)

তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলো না	فَلَا تَقُل لَّهُمَا **أُفٍّ**
আপনি বলুনঃ তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন	قُلْ **هَلُمَّ** شُهَدَاءَكُمُ
নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ	**هَاؤُمُ** اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
এবং বলল, “এই তুমি এদিকে এস”	وَقَالَتْ **هَيْتَ** لَكَ
তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ	**أَوْلَىٰ** لَكَ فَأَوْلَىٰ

কুরআনীয় উদাহরণঃ (ইসমুল ইস্তিফহাম)

আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে ?	قُلْ **أَيُّ** شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি?	وَ**مَا** تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ
তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে?	يَسْأَلُونَكَ **مَاذَا** يُنفِقُونَ
জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?	قَالَ يَا مَرْيَمُ **أَنَّىٰ** لَكِ هَٰذَا
তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে	قَالَتْ رَبِّ **أَنَّىٰ** يَكُونُ لِي وَلَدٌ
বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে?	قَالَ **كَمْ** لَبِثْتَ
আজ রাজত্ব কার?	**لِّمَنِ** الْمُلْكُ الْيَوْمَ
যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়?	**أَيْنَ** شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ **أَيَّانَ** يَوْمُ الدِّينِ

অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	**فَبِأَيِّ** آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে?	**كَيْفَ** تُحْيِي الْمَوْتَىٰ
তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	**عَمَّ** يَتَسَاءَلُونَ
কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে?	**مَتَىٰ** نَصْرُ اللَّهِ
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ **أَيَّانَ** يَوْمُ الدِّينِ
কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে	**مَّنْ** خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

অধ্যায়-৭ (মাসদার)

১। اَلْمَصْدَر ক্রিয়া বিশেষ্য

ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত কাজের নামকে اَلْمَصْدَر বা ক্রিয়া বিশেষ্য বলে। ইংরেজীতে Verbal Noun বলা হয়।

যেমন نَصَرَ একটা ক্রিয়া অর্থ ''সে সাহায্য করল''। আর এর থেকে উদ্ভুত মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্য نَصْرٌ অর্থ ''সাহায্য করা''। এর সাথে ক্রিয়ার কর্তা বা কালের কোন সম্পর্ক থাকে না। [আমাদের এই বইতে মাসদারকে ক্রিয়া উদ্ভুত ইসম হিসেবে দেখানো হলো। ভিন্ন মতে ক্রিয়া থেকে মাসদার আসে না বরং মাসদার থেকে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়]

তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়াগুলোর মাসদারের নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে। আমরা যখন কোন ক্রিয়া শিখব তখন তার মাসদারগুলো ডিকশনারি থেকে দেখে নেব। এখানে তিন অক্ষর বিশিষ্ট কিছু ক্রিয়ার اَلْمَصْدَرُ উল্লেখ করা হলো,

অর্থ	المَصْدَرُ	অর্থ	ক্রিয়া	গঠন
হত্যা করা	قَتْلٌ	সে হত্যা করলো	قَتَلَ	فَعْلٌ
পরিত্যাগ করা	تَرْكٌ	সে পরিত্যাগ করলো	تَرَكَ	
ভংগ করা	نَقْضٌ	সে ভংগ করলো	نَقَضَ	
লক্ষ্য করা	نَظْرٌ	সে লক্ষ্য করলো	نَظَرَ	
অধ্যায়ন করা	دَرْسٌ	সে অধ্যায়ন করলো	دَرَسَ	
কথা বলা	قَوْلٌ	সে কথা বললো	قَالَ	
নিষেধ করা	نَهْيٌ	সে নিষেধ করলো	نَهَى	

যুদ্ধ করা	غَزْوٌ	সে যুদ্ধ করলো	غَزَا	
বুঝা	فَهْمٌ	সে বুঝলো	فَهِمَ	
খোলা	فَتْحٌ	সে খুললো	فَتَحَ	**فَعْلٌ**
প্রশংসা করা	حَمْدٌ	সে প্রশংসা করলো	حَمِدَ	
প্রহার করা	ضَرْبٌ	সে প্রহার করলো	ضَرَبَ	
অংশীদার করা	شِرْكٌ	সে অংশীদার করলো	شَرَكَ	
অহংকার করা	كِبْرٌ	সে অহংকার করলো	كَبَرَ	
স্মরণ করা	ذِكْرٌ	সে স্মরণ করলো	ذَكَرَ	**فِعْلٌ**
মিথ্যা বলা	كِذْبٌ	সে মিথ্যা বললো	كَذَبَ	
সংরক্ষণ করা	حِفْظٌ	সে সংরক্ষণ করলো	حَفِظَ	
পান করা	شُرْبٌ	সে পান করলো	شَرِبَ	
অস্বীকার করা	كُفْرٌ	সে অস্বীকার করলো	كَفَرَ	
বিচার করা	حُكْمٌ	সে বিচার করলো	حَكَمَ	**فُعْلٌ**
কৃতজ্ঞ হওয়া	شُكْرٌ	সে কৃতজ্ঞ করলো	شَكَرَ	
আচ্ছাদন করা	غُلْفٌ	সে আচ্ছাদন করলো	غَلَفَ	
কৃপণতা করা	قَتَرٌ	সে কৃপণতা করলো	قَتَرَ	
কষ্ট হওয়া	كَبَدٌ	সে কষ্ট করলো	كَبَدَ	
লোভ করা	طَمَعٌ	সে লোভ করলো	طَمَعَ	**فَعَلٌ**
অন্বেষণ করা	طَلَبٌ	সে অন্বেষণ করলো	طَلَبَ	

মিথ্যা বলা	كَذِبٌ	সে মিথ্যা বললো	كَذَبَ	فَعِلٌ
খেলা করা	لَعِبٌ	সে খেলা করলো	لَعِبَ	
শপথ করা	حَلِفٌ	সে শপথ করলো	حَلَفَ	
বড় হওয়া	كِبَرٌ	সে বড় হলো	كَبُرَ	فِعَلٌ
বিশাল হওয়া	عِظَمٌ	সে বিশাল হলো	عَظُمَ	
ছোট হওয়া	صِغَرٌ	সে ছোট হলো	صَغُرَ	
সন্তুষ্টি হওয়া	رِضًى	সে সন্তুষ্ট হলো	رَضِيَ	
নির্দেশনা দেওয়া	هُدًى	সে নির্দেশনা পেলো	هَدَى	فُعَلٌ
প্রবাহ হওয়া	سُرًى	সে প্রবাহিত হলো	سَرَى	
বের হওয়া	خُرُوْجٌ	সে বের হলো	خَرَجَ	فُعُوْلٌ
বসা	قُعُوْدٌ	সে বসলো	قَعَدَ	
পৌছে দেওয়া	بُلُوْغٌ	সে পৌছে গেলো	بَلَغَ	
প্রবেশ করা	دُخُوْلٌ	সে প্রবেশ করলো	دَخَلَ	
সিজদাহ করা	سُجُودٌ	সে সিজদাহ করলো	سَجَدَ	
গ্রহণ করা	قَبُولٌ	সে গ্রহণ করলো	قَبِلَ	فَعُولٌ
বিশৃঙ্খলা করা	فَسَادٌ	সে বিশৃঙ্খলা করলো	فَسَدَ	فَعَالٌ
যাওয়া	ذَهَابٌ	সে গেলো	ذَهَبَ	
খালি হওয়া	فَرَاغٌ	সে খালি হলো	فَرَغَ	
সফল হওয়া	نَجَاحٌ	সে সফল হলো	نَجَحَ	

প্রশ্ন করা	سُؤَالٌ	সে প্রশ্ন করলো	سَأَلَ	فُعَالٌ
আহ্বান করা	دُعَاءٌ	সে আহ্বান করলো	دَعَا	
বিতর্ক করা	خِصَامٌ	সে বিতর্ক করলো	خَصَمَ	فِعَالٌ
দাঁড়ানো	قِيَامٌ	সে দাঁড়ালো	قَامَ	
বিবাহ করা	نِكَاحٌ	সে বিবাহ করলো	نَكَحَ	
বিরত থাকা	صِيَامٌ	সে বিরত থাকলো	صَامَ	
প্রত্যাবর্তন করা	إِيَابٌ	সে প্রত্যাবর্তন করলো	آبَ	
তাওবা করা	تَوْبَةٌ	সে তাওবা করলো	تَابَ	فَعْلَةٌ
করুনা করা	رَحْمَةٌ	সে করুনা করলো	رَحِمَ	
অনেক হওয়া	كَثْرَةٌ	সে অনেক হলো	كَثُرَ	
প্রত্যাবর্তন করা	حَيْرَةٌ	সে প্রত্যাবর্তন করলো	حَارَ	
বিজয়ী হওয়া	غَلَبَةٌ	সে বিজয়ী হলো	غَلَبَ	
ডাকা	دَعْوَى	সে ডাকলো	دَعَا	فَعْلَى
অভিযোগ করা	شَكْوَى	সে অভিযোগ করলো	شَكَا	
স্মরণ করা	ذِكْرَى	সে স্মরণ করলো	ذَكَرَ	فِعلَي
প্রত্যাবর্তন করা	رُجْعَى	সে প্রত্যাবর্তন করলো	رَجَعَ	فُعْلَى
ভুলে যাওয়া	نِسْيَانٌ	সে ভুলে গেলো	نَسِيَ	فِعْلانٌ
সন্তুষ্ট হওয়া	رِضْوانٌ	সে সন্তুষ্ট হলো	رَضِيَ	

ক্ষমা করা	غُفْرَانٌ	সে ক্ষমা করলো	غَفَرَ	**فُعْلاَنٌ**
লেখা	كِتَابَةٌ	সে লিখলো	كَتَبَ	**فِعَالَةٌ**
পাঠ করা	قِرَاءَةٌ	সে পাঠ করলো	قَرَأَ	
দাসত্ব করা	عِبَادَةٌ	সে দাসত্ব করলো	عَبَدَ	
পাঠ করা	تِلاَوَةٌ	সে পাঠ করলো	تَلاَ	

২। মাসদার সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়

১) যেহেতু মাসদারগুলো ইসম সেহেতু তা اَلْ অথবা তানয়ীন বিশিষ্ট হয়।

প্রবেশ নিষেধ।	اَلدُّخُوْلُ مَمْنُوْعٌ
হামিদ বের হল শিক্ষকটির বের হওয়ার পুর্বে	خَرَجَ حَامِدٌ قَبْلَ خُرُوْجِ الْمُدَرِّسِ
কৃতজ্ঞতা ঈমানের অঙ্গ	اَلشُّكْرُ مِنَ الْإِيْمَانِ
বাবা বের হয়ে গেল আমি পৌছানোর পূর্বে!	خَرَجَ أَبِيْ قَبْلَ بُلُوْغِيْ
শিরক বড় যুলুম	الشِرْكُ ظُلْمٌ عَظِيْمٌ
নামাজ ছেড়ে দেয়া কুফরী	تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ
ভালো বই অধ্যয়ন জরুরী	دَرْسُ الكِتَابِ الجَيِّدِ ضَرُوْرِيٌّ
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
তাওহিদের পাঠ আবশ্যক	دَرْسُ التَّوْحِيْدِ وَاجِبٌ
তার আলোচনা আমাদের জন্য উপকারী	وَعْظُهُ مُفِيدٌ لَنَا
কোরআন পাঠ (হলো) অন্তরের প্রশান্তি	تِلاَوَةُ القُرْآنِ سُكُونُ القَلْبِ

বিজয় সন্নিকটে	الفَتْحُ قَرِيبٌ
সেটা মসজিদে প্রবেশের নামাজ	هِيَ صَلاةُ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

২) মাসদারগুলো পুরুষ/স্ত্রী বাচক উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ	**طَلَبُ** الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য	**تَرْكُ** الصَّلَاةِ كُفْرٌ

৩) মাসদারগুলো সাধারণত সিফাত বা নাত হয় না। সেক্ষেত্রে এর গুনবাচক শব্দ অর্থাৎ مَنْسُوْبٌ নিতে হবে। যেমন الْمَدْرَسَةُ الإِسْلَامُ হবে না। কারণ الإِسْلَامُ ক্রিয়া বিশেষ্য বা মাসদার ইসম হলেও গুনবাচক নয়। সেক্ষেত্রে এটা الْمَدْرَسَةُ الإِسْلَامِيَّةُ হবে। সাধারনত نَعْتٌ হয় ইসম ফায়িল, ইসম মাফুল, ইসম মুবালাগাহ, সিফাতুল মুশাব্বাহা, ইসমুত তাফদিল ইত্যাদি। এগুলোর আলোচনা সামনে আসছে।

৪) الْمَصْدَرُ গুলো অনেক সময় ক্রিয়ার অর্থে আসে এবং ক্রিয়ার মত আচরণ করে যেমন তার কর্তা ও ক্রিয়া থাকে। যেমন,

জায়েদ খালেদকে কঠোরভাবে মেরেছে	**ضَرْبُ** زَيْدٍ خَالِدًا شَدِيْدٌ
আমি আশ্চর্য হয়েছি সে যায়েদকে মেরেছে	عَجِبْتُ مِنْ **ضَرْبٍ** زَيدًا
আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন	وَلَوْلَا **دَفْعُ** اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم

৩। الْمَصْدَر الْمِيمِي মিমযুক্ত মাসদার

ক্রিয়ার সাথে অতিরিক্ত م যুক্ত হয়ে যে মাসদার গঠিত হয় তাকে الْمَصْدَرِ الْمِيمِي বলে। আকৃতিতে ভিন্ন হলেও মূল মাসদারের সঙ্গে মীমযুক্ত মাছদারের অর্থের কোন পার্থক্য নেই। এর কয়েকটি গঠন রয়েছে। যেমন,

অর্থ	الْمَصْدَرُ	অর্থ	ক্রিয়া	
বসা	مَقْعَدٌ	সে বসলো	قَعَدَ	مَفْعَلٌ
দেখা	مَنْظَرٌ	সে দেখলো	نَظَرَ	
প্রহার করা	مَضْرَبٌ	সে প্রহার করলো	ضَرَبَ	
ঘটে যাওয়া	مَوقَعٌ	ঘটে গেল	وَقَعَ	
খোলা	مَفْتَحٌ	সে খুললো	فَتَحَ	
তাওবা করা	مَتَابٌ	সে তাওবা করলো	تَابَ	
চালানো	مَسَاقٌ	সে চালালো	سَاقَ	
মৃত্যু বরণ করা	مَمَاتٌ	সে মৃত্যুবরণ করলো	مَاتَ	
বেচে থাকা	مَحْيا	সে বেচে থাকল	حَيِيَ	
অঙ্গিকার করা	مَوْعِدٌ	সে অঙ্গিকার করলো	وَعَدَ	
ভয় পাওয়া	مَوْجِلٌ	সে ভয় পেল	وَجِلَ	
হাটা	مَسِيرٌ	সে হাঁটলো	سَارَ	
বৃদ্ধি করা	مَزِيدٌ	সে বৃদ্ধি করলো	زَادَ	

ফেরা	مَرْجِعٌ	সে ফিরে আসলো	رَجَعَ	**مَفْعِلٌ**
যাওয়া	مَذْهَبَةٌ	সে গেল	ذَهَبَ	**مَفْعَلَةٌ**
খারাপ হওয়া	مَفْسَدَةٌ	সে খারাপ হলো	فَسَدَ	
ইচ্ছা করা	مَوَدَّةٌ	সে ইচ্ছা করলো	وَدَّ	
দান করা	مَهَابَةٌ	সে দান করলো	وَهَبَ	
অত্যাচার করা	مَظْلِمَةٌ	সে অত্যাচার করল	ظَلَمَ	**مَفْعِلَةٌ**
অবাধ্য হওয়া	مَعْصِيَةٌ	সে অবাধ্য হলো	عَصَى	
জীবিকা	مَعِيشَةٌ	সে জীবিকা নির্বাহ করলো	عَاشَ	
ক্ষমা করা	مَغْفِرَةٌ	সে ক্ষমা করল	غَفَرَ	
অপারগ হওয়া	مَعْذُرَةٌ	সে অপারগ হলো	عذُرَ	**مَفْعُلَةٌ**
ক্ষমতাবান হওয়া	مَقْدُرَةٌ	সে ক্ষমতাবান হলো	قَدَرَ	

উল্লেখ্যঃ

ক) তিন অক্ষরমূলের ক্রিয়া ব্যতিত অন্য ক্রিয়ার ইসমুল মাফউলগুলো মাসদার আল মিমি রুপে ব্যবহৃত হয়। مُسَبَّحٌ একটা ইসম মাফউল যা এসেছে سَبَّحَ ক্রিয়া থেকে।

খ) কখনো কখনো মীমযুক্ত মাছদারের শেষে ة যুক্ত হয়। যেমনঃ مَسِيْرَةٌ، مَقْعَدَةٌ

গ) ইসমুল মাকান ও ইসমুজ্জামান একই গঠনের। সুতরাং বাক্যে তার ব্যবহার খেয়াল রাখতে হবে।

৪। اسْمُ الْمَصْدَرِ ইসমুল মাসদার

ইসমুল মাসদারগুলো মাসদারের নির্দিষ্ট রূপে আসে না, কিন্তু মাসদারের অর্থ দেয়। সাধারণত ইসমুল মাসদারগুলোর অক্ষর সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার মূল অক্ষরের সংখ্যার চেয়ে কম হয়।

اسْمُ الْمَصْدَرِ	الْمَصْدَرُ	অর্থ	ক্রিয়া
وَضُوءٌ	تَوَضُّؤٌ	ওযু করা	تَوَضَّأَ
كَلَامٌ	تَكَلُّمٌ	কথা বলা	تَكَلَّمَ
يُسْرٌ	إِيسَارٌ	সচ্ছল হওয়া	أَيْسَرَ
عَطَاءٌ	إِعْطَاءٌ	দান করা	أَعطَى
سَلَامٌ	تَسْلِيْمٌ	সালাম দেওয়া	سَلَّمَ
زَكَاةٌ	تَزْكِيَّةٌ	পবিত্র করা	زَكَّى

পড় ও লিখ

الْمَصْدَرُ		الْمُضَارِعِ		الْمَاضِي	
ক্রিয়া বিশেষ্য		বর্তমান কাল		অতীত কাল	
পড়া	قِرَاءَةٌ	সে পড়ে	يَقْرَأُ	সে পড়েছে	قَرَأَ
লেখা	كِتَابَةٌ	সে লিখে	يَكْتُبُ	সে লিখেছে	كَتَبَ
শোনা	سَمْعٌ، سَمَاعٌ	সে শুনে	يَسْمَعُ	সে শুনেছে	سَمِعَ
মুখস্থ করা	حِفْظٌ	সে মুখস্থ করে	يَحْفَظُ	সে মুখস্থ করেছে	حَفِظَ

বলা	قَولٌ	সে বলে	يَقُوْلُ	সে বলেছে	قَالَ
বসা	جُلُوْسٌ	সে বসে	يَجْلِسُ	সে বসেছে	جَلَسَ
দাঁড়ানো	قِيَامٌ	সে দাঁড়ায়	يَقُوْمُ	সে দাঁড়িয়েছে	قَامَ
খাওয়া	أَكْلٌ	সে খায়	يَأْكُلُ	সে খেয়েছে	أَكَلَ
পান করা	شُرْبٌ	সে পান করে	يَشْرَبُ	সে পান করেছে	شَرِبَ
কথা বলা	تَكَلُّمٌ	সে কথা বলে	يَتَكَلَّمُ	সে কথা বলেছে	تَكَلَّمَ
চুপ থাকা	سُكُوتٌ	সে চুপ থাকে	يَسْكُتُ	সে চুপ থেকেছে	سَكَتَ
প্রকাশ করা	إِظْهَارٌ	সে প্রকাশ করে	يُظْهِرُ	সে প্রকাশ করেছে	أَظْهَرَ
খেলা	لَعِبٌ	সে খেলে	يَلْعَبُ	সে খেলেছে	لَعِبَ
আঁকা	رَسْمٌ	সে আঁকে	يَرْسُمُ	সে এঁকেছে	رَسَمَ
মোছা	مَسْحٌ	সে মুছে	يَمْسَحُ	সে মুছেছে	مَسَحَ
দেখা	نَظَرٌ	সে দেখে	يَنْظُرُ	সে দেখেছে	نَظَرَ
অন্বেষণ করা	طَلَبٌ	সে অন্বেষণ করে	يَطْلُبُ	সে অন্বেষণ করেছে	طَلَبَ
খোঁজা	بَحْثٌ	সে খুঁজে	يَبْحَثُ	সে খুঁজেছে	بَحَثَ
ধৌত করা	غُسْلٌ	সে ধৌত করে	يَغْسِلُ	সে ধৌত করেছে	غَسَلَ
গোসল করা	اغْتِسَالٌ	সে গোসল করে	يَغْتَسِلُ	সে গোসল করেছে	اِغْتَسَلَ

খুলে ফেলা	فَتْحٌ	সে খুলে	يَفْتَحُ	সে খুলেছে	فَتَحَ
বন্ধ করা	إِغْلَاقٌ	সে বন্ধ করে	يُغْلِقُ	সে বন্ধ করেছে	أَغْلَقَ
বোঝা	فَهْمٌ	সে বুঝে	يَفْهَمُ	সে বুঝেছে	فَهِمَ
গোপন করা	كِتْمَانٌ	সে গোপন করে	يَكْتُمُ	সে গোপন করেছে	كَتَمَ
ক্রয় করা	اشْتِرَاءٌ	সে ক্রয় করে	يَشْتَرِى	সে ক্রয় করেছে	اشْتَرَي
বিক্রি করা	بَيْعٌ	সে বিক্রি করে	يَبِيْعُ	সে বিক্রি করেছে	بَاعَ
প্রবেশ করা	دُخُولٌ	সে প্রবেশ করে	يَدْخُلُ	সে প্রবেশ করেছে	دَخَلَ
বের হওয়া	خُرُوجٌ	সে বের হয়	يَخْرُجُ	সে বের হয়েছে	خَرَجَ
যাওয়া	ذَهَابٌ	সে যায়	يَذْهَبُ	সে গিয়েছে	ذَهَبَ
আসা	مَجِيءٌ	সে আসে	يَجِيْئُ	সে এসেছে	جَاءَ
ফিরে আসা	رُجُوعٌ	সে ফিরে আসে	يَرْجِعُ	সে ফিরে এসেছে	رَجَعَ
তেলাওয়াত করা	تِلَاوَةٌ	সে তেলাওয়াত করে	يَتْلُوْ	সে তেলাওয়াত করেছে	تَلَا
চাওয়া	اِرَادَةٌ	সে চায়	يُرِيْدُ	সে চেয়েছে	أَرَادَ
দেওয়া	إِعْطَاءٌ	সে দেয়	يُعْطِي	সে দিয়েছে	أَعْطَى
নামায পড়া	صَلَاةٌ	সে নামায পড়ে	يُصَلِّي	সে নামায পড়েছে	صَلَّى
ভালবাসা	إِحْبَابٌ	সে ভালবাসে	يُحِبُّ	সে ভালবেসেছে	أَحَبَّ

রান্না করা	طَبْخٌ	সে রান্না করে	يَطْبُخُ	সে রান্না করেছে	طَبَخَ
গ্রহণ করা	أَخْذٌ	সে গ্রহণ করে	يَأْخُذُ	সে গ্রহণ করেছে	أَخَذَ
ছেড়ে দেওয়া	تَرْكٌ	সে ছেড়ে দেয়	يَتْرُكُ	সে ছেড়ে দিয়েছে	تَرَكَ
ঘুমানো	نَوْمٌ	সে ঘুমায়	يَنَامُ	সে ঘুমিয়েছে	نَامَ
ঘুম থেকে উঠা	اسْتِيْقَاظٌ	সে ঘুম থেকে উঠে	يَسْتَيْقِظُ	সে ঘুম থেকে উঠেছে	اِسْتَيْقَظَ
রাখা	وَضْعٌ	সে রাখে	يَضَعُ	সে রেখেছে	وَضَعَ
শুরু করা	شُرُوعٌ	সে শুরু করে	يَشْرَعُ	সে শুরু করেছে	شَرَعَ
শেষ করা	اِنتِهَاءٌ	সে শেষ করে	يَنْتَهِي	সে শেষ করেছে	انْتَهَى
ছড়িয়ে দেওয়া	نَشْرٌ	সে ছড়িয়ে দেয়	يَنْشُرُ	সে ছড়িয়ে দিয়েছে	نَشَرَ
জিজ্ঞেস করা	سُؤَالٌ	সে জিজ্ঞেস করে	يَسْأَلُ	সে জিজ্ঞেস করেছে	سَأَلَ
উত্তর দেওয়া	إجَابَةٌ	সে উত্তর দেয়	يُجِيْبُ	সে উত্তর দিয়েছে	أَجَابَ
অপছন্দ করা	كَرَاهَةٌ	সে অপছন্দ করে	يَكْرَهُ	সে অপছন্দ করেছে	كَرِهَ

পড় ও লিখ

অনুবাদ	اِسْتِعْمَالُ الْمَصَادِرِ
ইতিহাসের পাঠ গুরুত্বপূর্ণ	قِرَاءَةُ التَّارِيْخِ مُهِمَّةٌ
আমরা তা বিভিন্ন লেখা থেকে পাঠ করি	نَدْرُسُهَا مِنْ كِتَابَةٍ مُخْتَلِفَةٍ
গতকাল আমি একটি মজলিসে উপস্থিত হয়েছি ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা শোনার জন্যে	حَضَرْتُ أَمْسِ مَجْلِسًا لِسَمْعِ الْمُحَاضَرَةِ عَنِ التَّارِيْخِ
আমি আলোচনাটি বেশ ভাল করে মুখস্থ করেছি	حَفِظْتُ البَحْثَ حِفْظًا
তাশাহুদের জন্য বসাটা দুই রাকাত পরে	الجُلُوْسُ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ
রাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়ানো ভালো ইবাদাত	قِيَامُ اللَّيْلِ مِنْ أَحْسَنِ العِبَادَاتِ
কম করে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল	الأَكْلُ قَلِيْلاً جَيِّدٌ لِلصِّحَّةِ
তুমি গাধার মত করে পান কর না	لَا تَشْرَبْ شُرْبَ الحِمَارِ
বেশী কথা বলা মন্দ	كَثْرَةُ التَّكَلُّمِ شَرٌّ
চুপ থাকা ভাল গুণের অন্তর্ভুক্ত	السُّكُوْتُ مِنْ أَحْسَنِ الصِّفَاتِ
সত্য প্রকাশ করা আবশ্যক	إِظْهَارُ الحَقِّ وَاجِبٌ
কে ছবি আঁকতে ভালবাসে না?	مَنْ لَّا يُحِبُّ الرَّسْمَ؟
মাথা মাসেহ করা ওযুর আহকামের মধ্যে একটি	مَسْحُ الرَّأْسِ مِنْ أَحْكَامِ الوُضُوْءِ
দৃষ্টি হলো শয়তানের তীর	النَّظَرُ مِنْ سِهَامِ الشَّيْطَانِ

ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয	طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
আমি তা পেয়েছি অনেক খোঁজার পরে	وَجَدْتُهُ بَعْدَ بَحْثٍ كَثِيْرٍ
আমি কাপড় ধৌত করার জন্য সাবান ক্রয় করেছি	اِشْتَرَيْتُ الصَّابُوْنَ غُسْلًا لِلْقَمِيْصِ
আমি দরজা খোলার জন্য দাঁড়িয়েছি এবং তা বন্ধ করার পরে ফিরে গিয়েছি	قُمْتُ لِفَتْحِ البَابِ وَرَجَعْتُ بَعْدَ إِغْلَاقِهِ
আমি দারসটি বেশ ভালোভাবে বুঝেছি	فَهِمْتُ الدَّرْسَ فَهْمًا جَيِّدًا
সত্য গোপন করা একটি বড় পাপ	كِتْمَانُ العِلْمِ إِثْمٌ كَبِيْرٌ
হামিদ মাছ ক্রয় করতে গিয়েছে	ذَهَبَ حَامِدٌ اِشْتِرَاءً لِلسَّمَكِ
ব্যবসা করা হালাল এবং সুদ হারাম	البَيْعُ حَلَالٌ وَالرِّبَا حَرَامٌ
মসজিদে প্রবেশের সালাত দুই রাকাত	صَلَاةُ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَانِ
বৃষ্টিতে বের হওয়া আমার জন্য অসম্ভব	الخُرُوْجُ فِيْ الْمَطَرِ مُسْتَحِيْلٌ لِيْ
আমরা অপেক্ষা করেছি তোমার আসার জন্য	اِنْتَظَرْنَا لِمَجِيْئِكَ
গোনাহ থেকে ফিরে আসা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য	الرُّجُوْعُ مِنْ ذَنْبٍ وَاجِبٌ عَلَيْنَا
আমার একটা দৃঢ় ইচ্ছা রয়েছে	لِيْ إِرَادَةٌ عَازِمَةٌ
চাওয়ার চেয়ে দেওয়াটা ভাল	الإِعْطَاءُ خَيْرٌ مِنَ السُّؤَالِ
সালাত দ্বীনের স্তম্ভ	الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ
ভালবাসা আল্লাহর জন্যে এবং ঘৃণা আল্লাহর জন্যে	الإِحْبَابُ لِلهِ وَالبُغْضُ لِلهِ

রান্না করা অনেক মহিলার সখ	الطَّبْخُ هِوَايَةٌ لِكَثِيْرٍ مِنَ النِّسَاءِ
ঘুষ গ্রহণ করা হারাম	أَخْذُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ
সালাত ছেড়ে দেওয়া কুফর	تَرْكُ الصَّلاةِ كُفْرٌ
তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ	النَّوْمُ مُبَكِّرًا والْاِسْتِيْقَاظُ مُبَكِّرًا مُهِمَّانِ لِلصِّحَّةِ
কোন জিনিস তার স্থানে রাখা ভাল	وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ مَكَانِهِ خَيْرٌ
উত্তম শুরু ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ	الشُّرُوْعُ الخَيْرُ مُهِمٌّ لِلْمُسْتَقْبَلِ
এটা পাঠের শেষ	هٰذَا اِنْتِهَاءُ الدَّرْسِ
আমি তোমাদেরকে কুরআন এবং হাদীসের ইলম ছড়িয়ে দিতে আরবী শেখাই	أُعَلِّمُكُمُ العَرَبِيَّةَ نَشْرًا لِعُلُوْمِ القُرْآنِ وَالأَحَادِيْثِ
প্রশ্ন করা জ্ঞানের অর্ধেক	السُّؤَالُ نِصْفُ العِلْمِ
যাইদের রাশেদকে শিখানো আমাকে আনন্দিত করেছে	أَعْجَبَنِيْ تَعْلِيْمُ زَيْدٍ رَاشِدًا
হামিদের স্ত্রীর তার ছেলেকে প্রহার করা আমাকে দু:খ দিয়েছে	أَحْزَنَنِيْ ضَرْبُ زَوْجَةِ حَامِدٍ وَلَدَهُ
তোমাদের বাস্কেটবল খেলাটা আমাকে অনেক খুশী করেছে	سَرَّنِيْ لَعِبُكُمْ كُرَةَ السَّلَّةِ جِدًّا

কুরানীয় উদাহরণঃ (মাসদার)

তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা	تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদুদ্ধ করল	فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ
নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়	إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
তারা বলে, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল	وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ
পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য	هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন	تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ
আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ
পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।	وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত	وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম	وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে	بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন	وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
বলুনঃ হে আমার রব! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে	وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

অধ্যায়-৮ (ক্রিয়া উদ্ভূত ইসম)

১। اِسْمُ الْفَاعِلِ কর্তার নাম ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ কর্মের নাম

ক্রিয়া সম্পাদনকারী কর্তার নামকে اِسْمُ الْفَاعِلِ বলে। যেমন نَصَرَ একটা ক্রিয়া অর্থ "সে সাহায্য করল"। আর যে সাহায্য করেছে তার নাম সে হল نَاصِرٌ বা সাহায্যকারী।

যার উপর ক্রিয়া আপতিত হয় তাকে اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ বলে। যেমন যাকে সাহায্য করা হয়েছে সে হল مَنْصُوْرٌ বা সাহায্যপ্রাপ্ত। অকর্মক ক্রিয়ার اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ হয় না।

اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ এর কিছু উদাহরণ

	اِسمُ الْمَفعولِ		اِسْمُ الفَاعِلِ	معنى	الْماضي
পঠিত	مَقْرُوْءٌ	পাঠক	قَارِئٌ	পড়া	قَرَأَ
লিখিত	مَكْتُوْبٌ	লেখক	كَاتِبٌ	লেখা	كَتَبَ
শ্রুত	مَسْمُوْعٌ	শ্রোতা	سَامِعٌ	শোনা	سَمِعَ
রক্ষিত	مَحْفُوْظٌ	রক্ষক	حَافِظٌ	মুখস্থ করা	حَفِظَ
বক্তব্য	مَقُوْلٌ	বক্তা	قَائِلٌ	বলা	قَالَ
	--	উপবিষ্ট	جَالِسٌ	বসা	جَلَسَ

	——	দণ্ডায়মান	قَائِمٌ	দাঁড়ানো	قَامَ
খাদ্য	مَأْكُوْلٌ	খাদক	آكِلٌ	খাওয়া	أَكَلَ
পানীয়	مَشْرُوْبٌ	পানকারী	شَارِبٌ	পান করা	شَرِبَ
খেলনা	مَلْعُوْبٌ	খেলোয়ার	لَاعِبٌ	খেলা	لَعِبَ
চিত্র	مَرْسُوْمٌ	চিত্রকর	رَاسِمٌ	আকা	رَسَمَ
মুছা	مَمْسُوْحٌ	মুছিয়ে	مَاسِحٌ	মোছা	مَسَحَ
দর্শিত	مَنْظُوْرٌ	দর্শক	نَاظِرٌ	দেখা	نَظَرَ
অণ্বেষণকৃত	مَطْلُوْبٌ	অণ্বেষক	طَالِبٌ	অন্বেষণ করা	طَلَبَ
যা খোঁজা হয়েছে	مَبْحُوْثٌ	খোঁজার লোক	بَاحِثٌ	খোঁজা	بَحَثَ
ধোয়া	مَغْسُوْلٌ	ধোপা	غَاسِلٌ	ধৌত করা	غَسَلَ
উম্মচিত	مَفْتُوْحٌ	উম্মচক	فَاتِحٌ	খুলে ফেলা	فَتَحَ

اِسْمُ الْفَاعِلِ গুলো কিছু ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে ক্রিয়াপদের বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের মত কাজ করে। যেমন,

আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি **বানাতে যাচ্ছি,**	إِنِّي **جَاعِلٌ** فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
যায়েদ কি তার পাঠটি **বুঝেছে**?	أَ **فَاهِمٌ** زَيْدٌ دَرْسَهُ؟
যায়েদ তার পাঠটি **বুঝে**	زَيْدٌ **فَاهِمٌ** دَرْسَهُ
আলি যায়েদকে **মারবে** না	مَا **ضَارِبٌ** عَلِيٌّ زَيْدًا

২। اِسْمُ الْمَكَانِ ও اِسْمُ الزَّمَانِ সময় ও স্থানবাচক বিশেষ্য

ক্রিয়া সংঘটনের স্থানের নামকে اِسْمُ الْمَكَانِ এবং ক্রিয়া সংঘটনের সময়ের নামকে اِسْمُ الزَمَانِ বলে। এদের রূপ একই। এগুলো مَفْعَلٌ বা مَفْعِلٌ আকারে হয়,

অর্থ	স্থান/সময়		ক্রিয়া	গঠন
খেলার মাঠ	مَلْعَبٌ	খেলা করা	لَعِبَ	
পানশালা	مَشْرَبٌ	পান করা	شَرِبَ	
প্রবেশ পথ	مَدْخَلٌ	প্রবেশ করা	دَخَلَ	مَفْعَلٌ
রান্না ঘর	مَطْبَخٌ	রান্না করা	طَبَخَ	
বিনোদন স্থল	مَلْهًى	কৌতুক করা	لَهَا	
আসন	مَجْلِسٌ	বসা	جَلَسَ	
অবতরণ স্থল	مَنْزِلٌ	অবতরন করা	نَزَلَ	
প্রহার স্থান	مَضْرِبٌ	প্রহার করা	ضَرَبَ	
থামার স্থান	مَوْقِفٌ	থামা	وَقَفَ	مَفْعِلٌ
রাখার স্থান	مَوْضِعٌ	রাখা	وَضَعَ	
পাওয়ার স্থান	مَوْجِدٌ	পাওয়া	وَجَدَ	
মাসজিদ	مَسْجِدٌ	সিজদা করা	سَجَدَ	

নোটঃ

- উভয় ক্ষেত্রেই ة যোগ হতে পারে ,যেমনঃ مَنْزِلَةٌ ، مَدْرَسَةٌ ، مَشْئَمَةٌ ، مَقْبَرَةٌ
- উভয় গঠনেরই বহুবচন হলো مَفَاعِلُ । যেমন مَسَاجِدُ، مَلَاعِبُ
- সাধারণত বর্তমান কালের ক্রিয়ার আইন কালিমায় যের হলে مَفْعِلٌ গঠন হয়। তবে ব্যতিক্রম আছে।

৩। اِسْمُ الآلَةِ ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ

ক্রিয়া যার অবলম্বনে সঙ্ঘঠিত হয় তাকে اِسْمُ الآلَةِ বলে। এগুলোর কয়েকটি প্যাটার্ন আছে। যেমন,

অর্থ	اِسْمُ الآلَةِ		ক্রিয়া	গঠন
লিফট	مِصْعَدٌ	ওপরে ওঠা	صَعِدَ	مِفْعَلٌ
ড্রিল	مِثْقَبٌ	খোদাই করা	ثَقَبَ	
ক্রিকেট ব্যাট	مِضْرَبٌ	প্রহার করা	ضَرَبَ	
ঝাটা	مِكْنَسَةٌ	ঝাড়ু দেওয়া	كَنَسَ	مِفْعَلَةٌ
ফ্রাইপ্যান	مِقْلَاةٌ	ভাঁজা	قَلَى	
ইস্ত্রী	مِكْوَاةٌ	ইস্ত্রী করা	كَوَى	
চাবি	مِفْتَاحٌ	খোলা	فَتَحَ	مِفْعَالٌ
আয়না	مِرْآةٌ	দেখা	رَأَى	
নিক্তি	مِيْزَانٌ	ওজন করা	وَزَنَ	
বাতি	مِصْبَاحٌ	সকাল হওয়া	صَبِحَ	

৪। صِيَغُ الْمُبَالَغَة ইসমের তীব্রতার গঠন

অর্থের আধিক্য বা তীব্রতা বোঝাতে কিছু গঠন আছে তাদেরকে اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ বলে। ইসমুল মুবালাগাহ সকর্মক ও অকর্মক উভয় ধরনের ক্রিয়া থেকেই আসে। যেমন,

অর্থ	اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ		ক্রিয়া	
অত্যন্ত ক্ষমাশীল	غَفَّارٌ	ক্ষমা করা	غَفَرَ	**فَعَّالٌ**
অধিক রিযিক দানকারী	رَزَّاقٌ	রিযিক দেওয়া	رَزَقَ	
অত্যন্ত ক্ষমাশীল	غَفُوْرٌ	ক্ষমা করা	غَفَرَ	**فَعُوْلٌ**
অত্যন্ত কৃতজ্ঞ	شَكُوْرٌ	কৃতজ্ঞ হওয়া	شَكَرَ	
অনেক জ্ঞানী	عَلِيْمٌ	জানা	عَلِمَ	**فَعِيْلٌ**
অত্যন্ত দয়াবান	رَحِيمٌ	দয়া করা	رَحِمَ	
সাম্যক শ্রোতা	سَمِيْعٌ	শোনা	سَمِعَ	
অত্যন্ত পবিত্র	قُدُّوْسٌ	পবিত্র হওয়া	قَدُسَ	**فُعُّوْلٌ**
অত্যন্ত সত্যবাদী	صِدِّيْقٌ	সত্য বলা	صَدَقَ	**فِعِّيْلٌ**
অত্যন্ত গীবতকারী	هُمَزَةٌ	গীবত করা	هَمَزَ	**فُعَلَةٌ**
অনেক জ্ঞানী	عَلَّامَةٌ	জানা	عَلِمَ	**فَعَّالَةٌ**
অনেক অবিশ্বাসী	كُفَّارٌ	অবিশ্বাস করা	كَفَرَ	**فُعَّالٌ**
অনেক দয়াবান	رَحْمَانٌ	দয়া করা	رَحِمَ	**فَعْلَانٌ**

৫। الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ কর্তার স্থায়ী গুণ

অকর্মক ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত কিছু গঠন কর্তার স্থায়ী গুণরূপে ব্যবহৃত হয়। এদেরকে الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ বলে। এর অনেকগুলো গঠন রয়েছে যেমন,

অর্থ	الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ		ক্রিয়া	
দয়ালু	كَرِيْمٌ	দয়ার্দ্র হওয়া	كَرُمَ	فَعِيْلٌ
মহান	عَظِيْمٌ	মহান হওয়া	عَظُمَ	
ছোট	صَغِيْرٌ	ছোট হওয়া	صَغُرَ	
বড়	كَبِيْرٌ	বড় হওয়া	كَبُرَ	
কালো	أَسْوَدُ	কালো হওয়া	سَوِدَ	أَفْعَلُ
কঠিন	صَعْبٌ	কঠিন হওয়া	صَعُبَ	فَعْلٌ
কম	بَخْسٌ	কম হওয়া	بَخَسَ	
সুন্দর	حَسَنٌ	সুন্দর হওয়া	حَسُنَ	فَعَلٌ
দুর্বল	ضِعْفٌ	দুর্বল হওয়া	ضَعُفَ	فِعْلٌ
সাহসী	شُجَاعٌ	সাহসী হওয়া	شَجُعَ	فُعَالٌ
কঠিন	خَشِنٌ	কঠিন হওয়া	خَشُنَ	فَعِلٌ
ভালো	طَيِّبٌ	ভালো হওয়া	طَابَ	فَعِّلٌ
অপবিত্র	جُنُبٌ	অপবিত্র হওয়া	جَنَبَ	فُعُلٌ

৬। اِسْمُ التَّفْضِيْلِ তুলনার্থে ব্যবহৃত বিশেষ্য

ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত أَفْعَلُ গঠনের ইসমগুলোকে اِسْمُ التَّفْضِيْلِ বলে। যেমনঃ أَكْبَرُ ، أَحْسَنُ ، أَطْوَلُ ইত্যাদি। তুলনার্থে এই ইসমগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন,

বেলাল হামিদের থেকে ভালো	بِلَالٌ أَحْسَنُ مِنْ حَامِدٍ
আয়িশা আমিনার চেয়ে ভালো	عَائِشَةُ أَحْسَنُ مِنْ آمِنَةَ
তারা তোমাদের থেকে ভালো	هُمْ أَفْضَلُ مِنْكُمْ

যাকে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় مُفَضَّلٌ আর যার সাথে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ । যেমন উপরের বাক্যটিতে বেলাল হল مُفَضَّلٌ এবং হামিদ হলো مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ

কুরানীয় উদাহরণঃ (ইসমুল ফায়িল ও মাফুল)

এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর।	وَلَا أَنَا **عَابِدٌ** مَّا عَبَدتُّمْ
আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।	وَهُمْ فِيهَا **خَالِدُونَ**
এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,	وَالْيَوْمِ **الْمَوْعُودِ**
এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়	وَشَاهِدٍ وَ**مَشْهُودٍ**
তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন।	فِيهَا سُرُرٌ **مَّرْفُوعَةٌ**
এবং সংরক্ষিত পানপাত্র	وَأَكْوَابٌ **مَّوْضُوعَةٌ**
সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট	**لَمَجْمُوعُونَ** إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ **مَّعْلُومٍ**

সময়ে।	
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ **الْمَبْثُوثِ**
হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাবেন।	عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا **مَّحْمُودًا**
অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ **مَّأْكُولٍ**
আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্রও কম না করেই পুরোপুরি দান করবো।	وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ **مَنقُوصٍ**

কুরানীয় উদাহরণঃ (ইসমুল আলাত)

তাঁর নূরের উদাহরণ যেন একটি দীপাধার, যাতে আছে একটি প্রদীপ	مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا **مِصْبَاحٌ**
তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে	وَعِندَهُ **مَفَاتِحُ** الْغَيْبِ
এবং তোমরা ওজনে কম দিয়ো না	وَلَا تُخْسِرُوا **الْمِيزَانَ**
অতএব যার পাল্লা ভারী হবে	فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ **مَوَازِينُهُ**

কুরআনীয় উদাহরণ (ইসমুল মুবালাগাহ ও সিফাতুল মুশাব্বাহা)

আর তারা চক্রান্ত করেছে বিশাল চক্রান্ত	وَمَكَرُوا مَكْرًا **كُبَّارًا**
নিশ্চয়ই আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী	إِنَّكَ أَنتَ **عَلَّامُ** الْغُيُوبِ
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার	إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ **عُجَابٌ**
নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনিই জীবিকাদাতা	إِنَّ اللَّهَ هُوَ **الرَّزَّاقُ**
আর মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয়	وَكَانَ الْإِنسَانُ **عَجُولًا**
আর শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়	وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ **خَذُولًا**

আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার জন্য যে তওবা করে	وَإِنِّي **لَغَفَّارٌ** لِّمَن تَابَ
আর তিনিই সর্বোচ্চ এবং মহান	وَهُوَ الْعَلِيُّ **الْعَظِيمُ**
নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ **صَبَّارٍ شَكُورٍ**
নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী	إِنَّهُ **سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

অধ্যায়-৯ (হরফ)

হরফগুলো নিজ থেকে পূর্ণাঙ্গ অর্থ দেয় না। এদের কিছু ইসমের সাথে যুক্ত হয় আবার কিছু ফে'লের সাথে। আবার কিছু উভয়ের পূর্বে যুক্ত হয়। যেমন,

আল্লাহর নামে	بِسمِ اللهِ	সাথে	بِ
বের হওয়ার জন্য	لِيَخْرُجَ	জন্য	لِ
এবং তার রসুল	وَ رَسُوْلُه	এবং	وَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ	إِنَّ اللهَ	নিশ্চয়ই	إِنَّ

হারফগুলো মূলত দুই প্রকার।

১) حُرُوفٌ عامِلَةٌ বা আমলযুক্ত হারফ যা ইসম বা ফে'লের ইরাব পরিবর্তন করে। এদের মধ্যে ইসমের সাথে যুক্ত কয়েকটি হলো,

بِ، لِ، مِنْ، فِي، إِلَىٰ ، عَنْ	যের দানকারী অব্যয়	حَرْفُ الْجَرِّ
إِنَّ، أَنَّ، لَعَلَّ، لَيْتَ، كَأَنَّ، فَ	যবরদানকারী অব্যয়	حَرْفُ النَّصْبِ
يَا، اَيُّهَا، أَيَا، هَيَا	সম্বোধনের অব্যয়	حَرْفُ النِّدَاءِ
مَا، لا	না বাচক অব্যয়	حَرْفُ النَّفِيْ
إِلَّا	ব্যতিত অর্থের অব্যয়	حَرْفُ الإِسْتِثْنَاءِ

ফেলের সাথে যুক্ত কয়েকটি আমলকারী হারফ হলো,

أَنْ، لَنْ، كَيْ، إذَنْ، لِ، فَ، حَتَّى	যবরদানকারী অব্যয়	حَرْفُ النَّصْبِ
لَمْ، لَمَّا، لِ، لَا	জঝম দানকারী অব্যয়	حَرْفُ الجَزْمِ
إنْ، مَنْ، مَا	জঝম দানকারী শর্তসূচকঅব্যয়	حَرْفُ الشَّرْطِ الجَازِمَة

২) حُرُوفٌ غَيرُ عامِلَةٍ বা আমলবিহীন হারফ যা ইসম বা ফেলের ইরব পরিবর্তন করে না। যেমন,

مَا ،لا	না বাচক অব্যয়	حرف نفي
فَ، لَا، وَ، ثُمَّ، أو، أم،	সংযোজক অব্যয়	حَرْفُ العَطَفِ
أَ، مَا, هَلْ	প্রশ্নবাচক অব্যয়	حَرْفُ الاِسْتِفْهَامِ
نَعَم، بلَى، لَا، إيْ، أَجَلْ	উত্তরদানের অব্যয়	حَرْفُ الجَوابِ
هَا، أمَا، ألا،	সাবধানতার অব্যয়	حَرْفُ التَّنْبِهِ
أَلَّا، هَلَّا، لَولَا، لَومَا	উৎসাহ প্রদানের অব্যয়	حَرْفُ التَّحْضِيْضِ
قَدْ، لَ	জোর প্রদানের অব্যয়	حَرْفُ التَّأكيدِ
فَ، وَ	পুনরারম্ভ করার অব্যয়	حَرْفُ الْإِسْتِئْنافِ
أَنْ، أَيْ	ব্যাখ্যাকারক অব্যয়	حَرْفُ التَّفْسِيرِ
مَا، أَنْ، أَنَّ	মাসদারের অর্থকারী অব্যয়	حَرْفُ الْمَصْدَرِيَّة
كَلَّا	ধমক দেওয়ার সূচক অব্যয়	حَرْفُ رَدِعٍ و زَجرٍ
سَ، سَوْفَ	ভবিষ্যত সূচক অব্যয়	حرف استقبال

আমরা এই অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার হারফ দেখবো ইনশা আল্লাহ।

১। حَرْفُ الْجَرِّ যের দানকারী অব্যয়

حَرْفُ الجَرِّ এমন হারফ যা তার পরবর্তী اِسْمٌ কে মাজরুর করে। যেমন, اَلْبَيْتُ ঘরটি কিন্তু এর পুর্বে হারফ জার فِي বসালে হবে فِي اَلْبَيْتِ ঘরের মধ্যে। হারফ জার মোট ১৭ টি। এরকম কিছু বহুল ব্যবহৃত حَرْفُ جَرٍّ হলঃ

হে আল্লাহ মুহাম্মাদ (স) উপর শান্তি বর্ষণ করুন	اللهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ	উপরে	عَلَى
শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই	أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ	থেকে	مِنْ
আমি মসজিদের দিকে যাচ্ছি	أذهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ	দিকে	إِلَى
আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি	أشْرَعُ بِسْمِ اللهِ	সাথে/দ্বারা	بِ
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য	الْحمدُ لِلَّهِ	জন্য	لِ
আল্লাহ তাকে খড়কুটোর মত বানিয়ে দিলেন	جَعَلَهُ اللهُ كَعَصْفٍ	মত	كَ
আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই তোমাকে সাহযায় করবো	وَاللهِ لأنْصُرَنَّكَ	শপথের জন্য	وَ
আল্লাহর কসম আমি মিথ্যা বলিনি	تَاللهِ لم أَكْذِبْ	শপথের জন্য	تَ
ফজর পর্যন্ত এটা থেকে যাবে	سَيَبْقَى هٰذا حَتَّى الفَجرِ	পর্যন্ত	حَتَّى
আমি এটা আব্বাস হতে শুনেছি	سَمِعْتُ هٰذَا عَنْ عَبَّاسٍ	হতে/সম্বন্ধে	عَنْ

২। الحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ যবর দানকারী অব্যয়

حَرْفُ نَصْبٍ এমন হারফ যা ইসমের পূর্বে বসে তাকে মানসুব করে। এদেরকে الحُرُوفُ الْمشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ বলা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে,

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন	إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ	নিশ্চয়ই	إِنَّ
শুনেছি নিশ্চয়ই শিক্ষকটি নতুন	سَمِعْتُ أَنَّ الْمُدَرِّسَ جَدِيْدٌ	নিশ্চয়ই/যে	أَنَّ
ইমামটি যেন অসুস্থ	كَأَنَّ الْإِمَامَ مَرِيْضٌ	যেন	كَأَنَّ
তবে আল্লাহর আযাব কঠিন	وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ	তবে	لٰكِنَّ
হয়ত ছাত্রটি অসুস্থ	لَعَلَّ الطَّالِبَ مَرِيْضٌ	হয়ত (আশংকা)	لَعَلَّ
হয়ত আবহাওয়া ভালো	لَعَلَّ الْجَوَّ جَمِيْلٌ	হয়ত (আশা)	لَعَلَّ
যদি যৌবন ফিরে আসতো !	لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ	হায়, যদি!	لَيْتَ

أَنَّ، إِنَّ অনেক সময় إِنْ، أَنْ হিসেবে আসে। এদেরকে مخَفَّفَةٌ বলা হয়। যেমন ,

তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে	وَإِنْ كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ
নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন।	وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

৩। حَرْفُ العَطْفِ সংযোগকারী অব্যয়

সংযোজক অব্যয় বা Conjunction গুলো দুইটি শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করে। এর পরের ইসমটি পূর্বের ইসমের বিভক্তি নেয়। পরবর্তী ইসমটিকে বলা হয় مَعْطُوْفٌ ও যার সাথে সংযুক্ত হয় مَعْطُوْفٌ عَلَيهِ বলা হয়।

আমার আব্বা ও আম্মা তাদের রুমে আছেন	أَبِي وَأُمِّي فِي غُرْفَتِهِمَا	এবং	وَ
আমি ঘুম থেকে উঠি অতঃপর নামাজ পড়ি	أستيقظ ثم أصَلي	অতঃপর	ثُمَّ
আমি মাদ্রাসা থেকে ফিরি অতঃপর গোসল করি	أَرجعُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ فَأغْتَسِلُ	সুতরাং/ অতএব	فَ
হামিদ এসেছে অথবা খালিদ	جَاءَ حَامدٌ أو خَالِدٌ	অথবা	أَوْ
তুমি পড়েছো নাকি লিখেছো?	أَ قَرأْتَ أَمْ كَتَبْتَ؟	অথবা	أَمْ
আমি যাইনি বরং খালিদ	مَا ذَهَبْتُ بَلْ خَالدٌ	বরং	بَلْ
জায়েদ এসেছিলো মুহাম্মাদ নয়	جاءَ زَيْدٌ لا مُحَمَّدٌ	নয়	لَا
আমি রুটি খাইনি কিন্তু গোশ্ত (খেয়েছি)	ما أَكَلْتُ الخُبْزَ لٰكِنِ اللَّحْمَ	কিন্তু	لٰكِنْ
শত্রু পালিয়েছে এমনকি নেতাও	فَرَّ الْعَدُوُّ حَتَّى الْقَائِدُ	এমনকি	حَتَّى

৪। حَرْفُ النِّدَاءِ সম্বোধনের অব্যয়

يَا , أَيَا , هَيَا , أَ , أَيْ ইত্যাদি হারফগুলো কাউকে ডাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। এদেরকে حَرْفُ النِّدَاءِ বলে। যাকে ডাকা হয় তাকে বলা হয় مُنَادًى । এদের মধ্যে هَيَا , أَيَا কাছের কাউকে ডাকার জন্য আর أَيْ , أَ দূরের কাউকে দাকার জন্য । يَا কাছে দূরে উভয়ের জন্য । হারফু নিদার পর মুনাদা নির্দিষ্ট হলে মারফু অবস্থায় থাকে এবং শেষে তানভীন হয় না।

হে আমিনাহ!	يَا آمِنَةُ	হে আল্লাহ!	يَا اللهُ , أَيِ اللهُ
হে মারইয়াম!	يَا مَرْيَمُ	হে ওস্তাায!	يَا أُسْتَاذُ

যদি মুনাদা مُضَافٌ থাকে কিংবা তা দ্বারা কোন অনির্দিষ্ট কাউকে ডাকা হয় তাহলে তা মানসুব হয়।

হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক!	يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنِ	মুদাফকে ডাকা
হে লেবাননের পথযাত্রী!	يَا مُسَافِرًا إِلَى لُبْنَانَ	কোন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত অনির্দিষ্ট কাউকে ডাকা
হে ছাত্র! বেশি করে পড়!	يَا طَالِبًا أُدْرُسْ كَثِيْرًا	সাধারণভাবে অনির্দিষ্ট সকলকে ডাকা

আবার يَا এর পরে اَلْ বিশিষ্ট পুরুষবাচক اِسْمٌ আসলে اَيُّهَا এবং اَلْ বিশিষ্ট স্ত্রীবাচক اِسْمٌ আসলে اَيَّتُهَا যোগ করতে হয়। এছাড়া উপযুক্ত ইসমুল ইশারাও আসতে পারে। যেমন

হে মুমিনগণ!	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اَلْ বিশিষ্ট কাউকে ডাকা
হে প্রশান্ত মন!	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ	
ওহে লোক!	يَا هَذَا الرَّجُلُ	

লক্ষ্যনীয় কয়েকটি বিষয়ঃ

১। অনেক সময় يَا এর পর ইয়ামুতাকাল্লিম উঠে যায়। যেমনঃ يَا أَبَتِ হে আমার বাবা

২। আবার কখনও يَا উঠে যায়। যেমন قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

৩। আল্লাহকে ডাকতে অনেক সময় يَا এর বদলে مَّ যুক্ত হয়। যেমনঃ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

৪। মুনাদা যদি ي ইয়া মুতাকাল্লিম এর সাথে থাকে তবে এর অনেকগুলো গঠন আছে। যেমনঃ

يَا رَبَّاهْ এটা শেষে ه নেয় يَا رَبَّا আবার يَا رَبِّي، يَا رَبِّ، يَا رَبِّيَ، يَا رَبَّ

৫। حَرْفُ التَّنْبِيْه বা সাবধানতার অব্যয়

সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে এই হারফগুলো ব্যবহৃত হয়।

সাবধান! তুমি ভুলের মধ্যে আছো	أَمَا إِنَّكَ فِي الخَطَاءِ	সাবধান!	أَمَا
সাবধান! প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা	أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ	সাবধান!	أَلَا
খবরদার!! তোমরাই তাদের ভালবাস	هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ	খবরদার!	هَا

৬। حُرُوفُ التَّحْضِيْضِ والتَّنْدِيم উৎসাহ ও ধিক্কারের অব্যয়

উৎসাহ ও ধিক্কারের জন্য অবলম্বনের উদ্দেশ্যে এই হারফগুলো ব্যবহৃত হয়।

আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন!	لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ	যদি না	لَوْلَا
তুমি কি আমাকে আজ সাহায্য করবে না!	لَومَا تَنْصُرُنِي الْيَومَ	যদি না	لَوْمَا
তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন!	أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ	নয় কি	أَلَا

তোমরা তুলাদন্ডে সীমালংঘন কর না যেন!	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ	যেন না	أَلَّا
তুমি কি বাড়িতে যাবে না!	هَلَّا تَذْهَبُ إِلَى البَيتِ	নয় কি	هَلَّا

৭। حَرْفُ الزَّائِدَةِ অতিরিক্ত অব্যয়

এই হারফগুলো মাঝে মাঝে অতিরিক্ত হিসেবে আসে। এগুলোর ব্যকরণগত তাৎপর্য নাই তবে জোর দেওয়ার জন্য আসে।

আর তোমার রব বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না	وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ	بِ
অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ	جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا	
সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا	
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান করেন।	وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ	
অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি	وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا	مِنْ
এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।	وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ	
কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন।	وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا	
কোন ফাটল দেখতে পাও কি?	هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ	
আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ	مَا
তিনি যা চান তাই করেন	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ	لِ
আমি শপথ করছি এই শহরের	لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ	لَا
তার মতো কেউই নাই	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ	كَ

৮। حَرْفُ الْإِسْتِئْنَافِ পুনরারম্ভ করার অব্যয়

পুর্বের বাক্যের সাথে সম্পর্ক নেই বরং নতুন বাক্য শুরু করতে এই হারফগুলো আসে। যেমন,

সুতরাং, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না	فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا	সুতরাং	فَ
আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ প্রতি ঈমান এনেছি	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ	আর	وَ
তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন	أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ	অতঃপর	ثُمَّ

৯। حَرْفُ الْإِسْتِفْهَامِ প্রশ্নবোধক অব্যয়

প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে এই হারফগুলো ব্যবহৃত হয়।

সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে ?	أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا	কি?	أَ
আপনার কাছে এসেছে কি মূসার বৃত্তান্ত?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ	কি?	هَلْ

১০। حَرْفُ الْجَوَابِ জবাব দানের অব্যয়

প্রশ্নের জবাব দিতে এই হারফগুলো ব্যবহৃত হয়

হ্যাঁ তোমরা নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে	نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ	হা	نَعَمْ
না, সে যায়নি	لَا، مَا ذَهَبَ	না	لَا
তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল	قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ	হা	بَلَى

১১। حَرْفُ التَّفْسِير ব্যাখ্যা দানের অব্যয়

কোন কিছুর ব্যাখ্যা দানের জন্য এই অব্যয়গুলো ব্যবহৃত হয়।

আর আমি তাকে ডেকেছি, হে ইব্রাহিম!	وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ	যেন	أَنْ
আমার কাছে সোনা আছে, স্বর্ণ	عِنْدِي عَسْجَدٌ أَيْ ذَهَبٌ	যেন	أَيْ
আর তুমি আমাকে পড়াচ্ছো যেন তুমি একজন শিক্ষক	وتُدَرِّسُنِي أَيْ أنتَ مُدَرِّسٌ	যেন	أَيْ

১২। الْحُرُوفُ الْمَصْدَرِيَّة মাসদারের অর্থ দানকারী অব্যয়

ক্রিয়াকে মাসদারের অর্থে আনার জন্য এই হারফগুলো ব্যবহৃত হয়।

আমি অবাক হয়েছি যে তুমি দেরী করেছো	عَجِبْتُ أَنْ تَأَخَّرْتَ	যে	أَنْ
আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন	وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ	যে	أَنْ
যে ভালো কাজ করবে না, ভয় করবে না, মানুষের মাঝে মিমাংসা করবে না।	أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ	যে (না)	أَنْ
আমি জেনেছি যে জ্ঞান হল আলো	عَلِمْتُ أَنَّ العِلْمَ نُورٌ	যে	أَنَّ
আমি দাড়াবো যতক্ষণ নেতা বসে থাকে	أَقِيمُ مَا جَلَسَ الأَمِيرُ	যতক্ষণ	مَا
তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এ কারনে যে তারা হিসাবের দিন ভুলেছে	لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ	কারনে	مَا

কুরআনীয় উদাহরণঃ (হারফ জার)

মানুষের **অন্তরের মধ্যে**	**فِي صُدُورِ** النَّاسِ
যা **হৃদয় পর্যন্ত** পৌছবে	الَّتِي تَطَّلِعُ **عَلَى الْأَفْئِدَةِ**
জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে	**مِنَ الْجِنَّةِ** وَالنَّاسِ
একজন রসূল **আল্লাহর পক্ষ থেকে**	رَسُولٌ **مِّنَ اللَّهِ**
পরম করুনাময় আল্লাহর **নামে**	**بِسْمِ** اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
অতঃপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত **তৃণসদৃশ**	فَجَعَلَهُمْ **كَعَصْفٍ** مَّأْكُولٍ
সেটা ফজরের **উদয় পর্যন্ত**	هِيَ **حَتَّىٰ مَطْلَعِ** الْفَجْرِ
শপথ ডুমুর ও যয়তুনের	**وَالتِّينِ** وَالزَّيْتُونِ
তারা বলল **আল্লাহর কসম** তোমরা অবশ্যই জান	قَالُوا **تَاللَّهِ** لَقَدْ عَلِمْتُم
ডানদিক থেকে ও **বামদিক থেকে**	**عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ**
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়	**كَالْفَرَاشِ** الْمَبْثُوثِ

কুরআনীয় উদাহরণ (হুরুফুল মুশাব্বাহ বিল ফেল)

নিশ্চয়ই তোমার শত্রু সেই লেজকাটা	**إِنَّ** شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত	**إِنَّ** الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
নিশ্চয় তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন	**إِنَّ** بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
সে মনে করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করবে	يَحْسَبُ **أَنَّ** مَالَهُ أَخْلَدَهُ
জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা	اعْلَمُوا **أَنَّ** اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

কিন্তু আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দেন	وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ
কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না	وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
হায় আমার আফসোস! যদি মাটি হয়ে যেতাম!	يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا

কুরআনীয় উদাহরণ (হারফুল আতাফ)

এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করেছে অতঃপর কুফরি করেছে	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
সুতরাং তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।	فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
বলো, তোমরা ব্যয় করো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়,	قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
তাদেরকে সতর্ক করুন অথবা না করুন	أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
না তারা বলেঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী।	أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ

অধ্যায়-১০ (অতীত কালের ক্রিয়া)

বন্ধুরা আরবী ব্যকরণের সবচেয়ে মজার অধ্যায় ক্রিয়া জগতে আপনাদের স্বাগতম। আরবীতে ক্রিয়াপদ অনেকটা গণিতের সূত্রের মত সহজ কিছু সূত্র মেনে চলে। আমরা চেষ্টা করব এমন কিছু টেকনিক এপ্লাই করতে যাতে আমাদের এই সূত্রগুলো স্রেফ মুখস্থ করার কষ্ট না হয়ে উপভোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আসুন প্রথমেই আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়ার সাথে পরিচিত হই।

কাল অনুযায়ী ক্রিয়া দুই প্রকারঃ

ক) الفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া। যেমনঃ ذَهَبَ সে গেল

খ) الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান/ভবিষ্যত কালের ক্রিয়া। যেমনঃ يَذْهَبُ সে যায়/যাবে

কর্তার অবস্থা অনুযায়ী ক্রিয়া দুই প্রকারঃ

ক) الفِعْلُ الْمَعْرُوفُ কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া যেখানে কর্তা উল্লিখিত। যেমনঃ نَصَرَ সে সাহায্য করলো। এখানে কর্তা 'সে'।

খ) الفِعْلُ الْمَجْهُولُ কর্মবাচ্যের ক্রিয়া যেখানে কর্তা উল্লিখিত হয়নি। যেমনঃ نُصِرَ তাকে সাহায্য করা হয়েছে। কিন্তু কে করেছে তা উল্লেখ নাই।

কর্মের অবস্থা অনুযায়ী ক্রিয়া দুই প্রকারঃ

ক) الْفِعْلُ الَّازِمُ অকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার কর্ম নাই। যেমনঃ جَلَسَ সে বসলো।

খ) الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার কর্ম আছে। যেমনঃ أَكَلَ সে খেয়েছে।

এই অধ্যায়ে আমরা কেবল অতীত কালের ক্রিয়া الفِعْلُ الْمَاضِي দেখবো ইন শা আল্লাহ।

১। الْفِعْلُ الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া

তিন অক্ষর বিশিষ্ট الفِعْلُ الْمَاضِي-এর সাধারন গঠন হলঃ فَعَلَ ،فَعِلَ ،فَعُلَ । অক্ষর তিনটিকে যথাক্রমে ف কালিমা , ع কালিমা এবং ل কালিমা বলা হয়। আমরা খেয়াল করি যে ف এবং ل কালিমায় সর্বদা যবর হবে কিন্তু ع কালিমায় যবর, যের বা পেশ হতে পারে। আমরা নিচে কিছু উদাহরণ দেখি,

	فَعُلَ		فَعِلَ		فَعَلَ
সে করুনা করল	كَرُمَ	সে শুনল	سَمِعَ	সে সাহায্য করল	نَصَرَ
সে বড় হল	كَبُرَ	সে ভাবল	حَسِبَ	সে প্রহার করল	ضَرَبَ
সে ছোট হল	صَغُرَ	সে করল	عَمِلَ	সে লিখল	كَتَبَ
সে সহজ হল	سَهُلَ	সে শিখল	عَلِمَ	সে পাঠ করল	دَرَسَ
সে কঠিন হল	صَعُبَ	সে বুঝল	فَهِمَ	সে পাঠালো	بَعَثَ

যখন কোন বাক্য فِعْلٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ বলে। এর মৌলিক দুইটি অংশ। فِعْلٌ ক্রিয়া (verb) ও فَاعِلٌ কর্তা (Doer)।

فَاعِلٌ	فِعْلٌ	
خَالِدٌ	خَرَجَ	খালিদ বের হলো

فِعْلٌ (ক্রিয়ার) সাথে সর্বদা فَاعِلٌ (কর্তা) থাকবে। সেটা উপরোক্ত উদাহরণের মত প্রকাশ্য ইসম বা সর্বনাম হতে পারে আবার তা গোপন বা উহ্য থাকতে পারে। যেমন আপনারা খেয়াল করবেন যে উপরোক্ত চার্টের প্রতিটা ক্রিয়ার সাথে তার কর্তা "সে" هُوَ উল্লেখ করা হয়েছে যদিও ক্রিয়াপদের সাথে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

নিচের আমরা অতীত কালের কিছু ক্রিয়ার ব্যবহার দেখি।

فَاعِلٌ	فِعْلٌ	আরবী	বাংলা
نَاصِرٌ	نَصَرَ	نَصَرَ نَاصِرٌ	নাসির সাহায্য করলো
هُوَ	سَمِعَ	سَمِعَ	সে শুনলো
بِلَالٌ	عَلِمَ	عَلِمَ بِلَالٌ	বেলাল শিখল
اِبْرَاهِمُ	حَمِدَ	حَمِدَ إِبْرَاهِمُ	ইব্রাহিম প্রশংসা করল
حَامِدٌ	ذَهَبَ	ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى السُّوقِ	হামিদ বাজারে গেল
هو	رَجَعَ	رَجَعَ مِنْ دَكَا أَمْسِ	সে গতকাল ঢাকা থেকে ফিরে আসলো
خَالِدٌ	جَلَسَ	جَلَسَ خَالِدٌ مَعِي	খালিদ আমার সাথে বসলো
الطَّالِبُ	ذَهَبَ	ذَهَبَ الطَّالِبُ إِلى الْمَكْتَبَةِ	ছাত্রটি লাইব্রেরীতে গেল

ক্রিয়ার কর্ম থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। কর্ম থাকা না থাকার উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকে দুটি ভাগ করা হয়েছে,

হামিদ বাজারের দিকে গেল	ذَهَبَ حَامِدٌ إِلَى السُّوْقِ	الْفِعْلُ الَّازِمُ অকর্মক ক্রিয়া فِعْلٌ + فَاعِلٌ
মুহাম্মাদ আমার সাথে বসল	جَلَسَ مُحَمَّدٌ مَعِي	
বেলাল মসজিদ থেকে বের হল	خَرَجَ بِلَالٌ مِنَ الْمَسْجِدِ	

মুহাম্মাদ কুরআন পড়ল	قَرَأَ مُحَمَّدٌ الْقُرْآنَ	الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي সকর্মক ক্রিয়া فِعْلٌ + فَاعِلٌ + مَفْعُوْلٌ بِهِ
হামিদ দরজাটি খুলল	فَتَحَ حَامِدٌ الْبَابَ	
আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ كُلَّ شَيْءٍ	

فِعْلٌ لَازِمٌ এর সাথে অব্যয় যোগে ফেলে মুতায়াদ্দি বানানো যায়। যেমনঃ ذَهَبَ গেলো, ذَهَبَ بِ নিয়ে গেলো।

আমি মসজিদে গিয়েছি	ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ
আমরা বিকালে ফুটবল খেলেছি	لَعِبْنَا كُرَةَ الْقَدَمِ مَسَاءً
আমরা তার ভাইকে জ্ঞানী ভেবেছি	حَسِبْنَا أَخَاهُ عَالِمًا
আমি একটা বড় সিংহ মেরেছি	قَتَلْتُ أَسَدًا كَبِيْرًا
আমিনা কাপড়টি ধৌত করলো	غَسَلَتْ آمِنَةُ الْقَمِيْصَ
তারা আযান শুনলো ও মাসজিদে গেলো	سَمِعُوا الْأَذَانَ وَ ذَهَبُوا إِلَى الْمَسْجِدِ
মেয়েরা নতুন জামা পরলো	لَبِسَتِ الْبَنَاتُ الْقَمِيْصَ الْجَدِيْدَ
তারা দুইজন গাছ থেকে ফল খেলো	أَكَلَا الْفَاكِهَةَ مِنَ الشَّجَرَةِ
তোমরা আমাকে সাহায্য করেছো	نَصَرْتُمُوْنِيْ
ফাতিমা ও আয়েশা আরবি ভাষা শিখেছে	دَرَسَتْ فَاطِمَةُ وَ عَائِشَةُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ

২। লিংগ ও বচনভেদে الفِعْلُ الْمَاضِي এর বিভিন্ন রূপ

ذَهَبُوْا	ذَهَبَا	ذَهَبَ
তারা সকলে (পুং) গিয়েছে	তারা দুজন (পুং) গিয়েছে	সে একজন (পুং) গিয়েছে
ذَهَبْنَ	ذَهَبَتَا	ذَهَبَتْ
তারা সকলে (স্ত্রী) গিয়েছে	তারা দুজন (স্ত্রী) গিয়েছে	সে একজন (স্ত্রী) গিয়েছে
ذَهَبْتُمْ	ذَهَبْتُمَا	ذَهَبْتَ
তোমরা সকলে (পুং) গিয়েছো	তোমরা দুজন (পুং) গিয়েছো	তুমি একজন (পুং) গিয়েছো
ذَهَبْتُنَّ	ذَهَبْتُمَا	ذَهَبْتِ
তোমরা সকলে (স্ত্রী) গিয়েছো	তোমরা দুজন (স্ত্রী) গিয়েছো	তুমি একজন (স্ত্রী) গিয়েছো
ذَهَبْنَا	ذَهَبْنَا	ذَهَبْتُ
আমরা গিয়েছি	আমরা দুজন গিয়েছি	আমি গিয়েছি

মনে রাখার জন্যঃ

- দ্বিবচনে ا যোগ ذَهَبَا = ا + ذَهَبَ
- বহু বচনে وْا যোগ ذَهَبُوْا = وْا + ذَهَب
- স্ত্রী আসলে تْ যোগ ذَهَبَتْ = تْ + ذَهَبَ
- সব স্ত্রীর সময় ব্যতিক্রম হল ل কালিমায় সাকিন ذَهَبْ আর সাথে نَ যোগ, ذَهَبْنَ
- এরপর ذَهَبْ এর সাথে تَ، تُمَا، تُمْ، تِ، تُمَا، تُنَّ، تُ، نَا যোগ।

এবার তাহলে আমরা কয়েকটি ক্রিয়ার ১৪টি রূপ দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
سَمِعُوْا	سَمِعَا	سَمِعَ	نَصَرُوْا	نَصَرَا	نَصَرَ	পুং
سَمِعْنَ	سَمِعَتَا	سَمِعَتْ	نَصَرْنَ	نَصَرَتَا	نَصَرَتْ	স্ত্রী
سَمِعْتُمْ	سَمِعْتُمَا	سَمِعْتَ	نَصَرْتُمْ	نَصَرْتُمَا	نَصَرْتَ	পুং
سَمِعْتُنَّ	سَمِعْتُمَا	سَمِعْتِ	نَصَرْتُنَّ	نَصَرْتُمَا	نَصَرْتِ	স্ত্রী
سَمِعْنَا		سَمِعْتُ	نَصَرْنَا		نَصَرْتُ	উভয়

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
فتَحُوا	فتَحَا	فَتَحَ	كَرُمُوْا	كَرُمَا	كَرُمَ	পুং
فتحْنَ	فَتَحتَا	فتَحَتْ	كَرُمْنَ	كَرُمَتَا	كَرُمَتْ	স্ত্রী
فتحتُمْ	فتحتُمَا	فتَحْتَ	كَرُمْتُمْ	كَرُمْتُمَا	كَرُمْتَ	পুং
فتحْتنَّ	فتحتما	فتَحْتِ	كَرُمْتُنَّ	كَرُمْتُمَا	كَرُمْتِ	স্ত্রী
فتحْنا		فتَحْتُ	كَرُمْنَا		كَرُمْتُ	উভয়

৩। فَاعِلٌ এর الفِعْلُ الْمَاضِي বা কর্তা

আমরা এর পূর্বে কর্তা হিসেবে প্রকাশ্য ইসমকে দেখেছি। এখন আমরা নিচের চার্টে ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন কর্তা দেখব।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
ذَهَبُوْا	**ذَهَبَا**	**ذَهَبَ**	পুং
فَاعِلٌ=وْ=هُمْ	فَاعِلٌ=ا=هُمَا	فَاعِلٌ=مُسْتَتِرٌ * =هُوَ	
ذَهَبْنَ	**ذَهَبَتَا**	**ذَهَبَتْ**	স্ত্রী
فَاعِلٌ=نَ=هُنَّ	فَاعِلٌ=ا=هُمَا	فَاعِلٌ=مُسْتَتِرٌ * =هِيَ	
ذَهَبْتُمْ	**ذَهَبْتُمَا**	**ذَهَبْتَ**	পুং
فَاعِلٌ=تُ=أَنْتُمْ	فَاعِلٌ=تُ=أَنْتُمَا	فَاعِلٌ=تَ=أَنْتَ	
ذَهَبْتُنَّ	**ذَهَبْتُمَا**	**ذَهَبْتِ**	স্ত্রী
فَاعِلٌ=تُ=أَنْتُنَّ	فَاعِلٌ=تُ=أَنْتُمَا	فَاعِلٌ=تِ=أَنْتِ	
ذَهَبْنَا		**ذَهَبْتُ**	উভয়
فَاعِلٌ=نَا=نَحْنُ		فَاعِلٌ=تُ=أَنَا	

* مُسْتَتِرٌ শব্দের অর্থ গুপ্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার মধ্যে এদের খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ذَهَبَ এখানে তিনটা বর্ণই ক্রিয়া মূল আবার ذَهَبَتْ যেখানে تْ হল স্ত্রী বাচক হওয়ার আলামত। এই দুই ক্ষেত্রে কর্তা مُسْتَتِرٌ বা উহ্য আছে।

ফায়িল সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ঃ

১) ফেলের ফায়িল যদি مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٍّ হয় অথবা জামউ মুকাসসার হয় অথবা মুয়ান্নাস হাকীকী কিন্তু তা ফেলের সাথে সংলগ্ন না থাকে তাহলে ফেলটা পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক উভয়ই হতে পারে যেমনঃ

طَلَعَ الشَّمْسُ	طَلَعَتِ الشَّمْسُ
সূর্য উদয় হয়েছে	সূর্য উদয় হয়েছে
قَالَتِ الرِّجَالُ	قَالَ الرِّجَالُ
লোকেরা বলেছে	লোকেরা বলেছে
أَكْرَمَ مِنَ القَلْبِ فَاطِمَةُ أُمَّهَا	أَكْرَمَتْ مِنَ القَلْبِ فَاطِمَةُ أُمَّهَا
ফাতেমা তার মাতাকে অন্তর থেকে সম্মান করে	ফাতেমা তার মাতাকে অন্তর থেকে সম্মান করে

২) ফায়িল একটি প্রকাশ্য ইসম হলে ফেল এমন হবে যাতে ফায়িল উল্লেখ থাকবে না। কারন একটি ক্রিয়ার দুটি কর্তা থাকতে পারে না। যেমনঃ ذَهَبُوْا الطُّلَّابُ বাক্যটি সঠিক নয় কারন ذَهَبُوْا এর و এবং الطُّلَّابُ উভয়ই হল فَاعِلٌ । সেক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগ হবে, ذَهَبَ الطُّلَّابُ যেখানে الطُّلَّابُ হল فَاعِلٌ ।

দাগ দেওয়া ক্রিয়াগুলো ভুল হলে শুদ্ধ করি।

الطُّلَّابُ **ذَهَبُوا** إِلَى الْمَلْعَبِ	الطُّلَّابُ ذَهَبَ إِلَى الْمَلْعَبِ
كَتَبَ الْمُعَلِّمَانِ اِسْمَيهِمَا	كَتَبَا الْمُعَلِّمَانِ اِسْمَيهِمَا
শুদ্ধ	حَضَرَ الطُّلَّابُ وَ ذَهَبُوا
শুদ্ধ	نَجَحَتْ بِنْتَانِ فِي عِلْمِ اللُّغَةِ
শুদ্ধ	ذَهَبَ حَامِدٌ وَ أَصْدِقَاؤُهُ اِلَى الْمَلْعَبِ

ذَهَبَ حَامِدٌ وَ خَالِدٌ لِحَجِّ بَيْتِ اللهِ	ذَهَبَا حَامِدٌ وَ خَالِدٌ لِحَجِّ بَيْتِ اللهِ
الطَّالِبُ الْجَدِيْدُ **ذَهَبَ** إِلَى الْمَسْجِدِ	الطَّالِبُ الْجَدِيْدُ ذَهَبُوا إِلَى الْمَسْجِدِ
শুদ্ধ	الطَّالِبَاتُ الْجُدُدُ ذَهَبْنَ إِلى الْمَطْعَمِ

৪। না বোধক অতীত

অতীত কালের ক্রিয়ায় না অর্থে مَا ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

আমি কফি পান করিনি	مَا شَرِبْتُ الْقَهْوَةَ
আমি আজ অফিসে যাইনি	مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَكْتَبِ الْيَوْمَ
তুমি কি পাঠটি লিখনি ?	أَمَا كَتَبْتَ الدَّرْسَ؟
আইয়িশাহ আমার সাথে যায়নি	مَا ذَهَبَتْ عَائِشَةُ مَعِي
শিশুটি দুধ পান করেনি	مَا رَضِعَ الطِّفْلُ
আমরা বিকালে ফুটবল খেলিনি	مَا لَعِبْنَا كُرَةَ الْقَدَمِ مَسَاءً
সে মিথ্যা বলেনি	مَا كَذَبَ
আনাস গতকাল রাতে ঘুমায়নি	مَا نَامَ أَنَسٌ فِي لَيْلَةِ أَمْسِ
তুমি বাড়ির কাজ করোনি	مَا فَعَلْتَ وَاجبَ البيتِ
তারা ঈমান আনেনি	مَا آمَنُوا
সে স্কুলে যায়নি	مَا ذَهَبَ اِلَى الْمدْرَسَةِ

৫। অতীত কালের ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার

অতীত কালের ক্রিয়ার পূর্বে বিভিন্ন অব্যয় আসলে বিভিন্ন ধরনের অর্থ হয়ে থাকে। যেমন নিচের চার্টটি আমরা খেয়াল করি,

হামিদ আরবী পড়েছে	دَرَسَ حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	
নিশ্চয়ই হামিদ আরবী **পড়েছে**	**قَدْ دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	قَدْ +
হামিদ **মাত্র** আরবী **পড়েছে**	**قَدْ دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	قَدْ +
হামিদ আরবী **পড়েছিলো**	**كَانَ دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	كَانَ +
হামিদ **সম্ভবত** আরবী **পড়েছে**	**لَعَلَّمَا دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	لَعَلَّمَا +
হামিদ **যদি** আরবী **পড়তো!**	**لَيْتَمَا دَرَسَ** حَامِدٌ العَرَبِيَّةَ	لَيْتَمَا +

ক) অতীতকালের ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ বসলে তা নিশ্চয়তা কিংবা নিকট অতীতে করা বোঝায়। যেমন, নিশ্চয়তা অর্থে,

নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্যে যারা প্রত্যয়শীল।	قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে যে পবিত্র হয়েছে	قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়	وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
আল্লাহ তাকে উত্তম রিযিক দিয়েছেন	قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا
আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন	قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
অবশ্যই সত্য এসেছে তোমাদের কাছে তোমাদের রব থেকে	قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

নিকট অতীত অর্থে,

শিক্ষকটি শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলো	قَدْ دَخَلَ الْمُدَرِّسُ الفَصْلَ
সকল গোত্র তাদের পান করার জায়গা জেনে নিল	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

গ) দূর অতীত কাল = كَانَ + الْمَاضِي

অতীতে একটা কাজ অনেক পুর্বে হয়েছিল এরুপ বোঝাতে كَانَ + الْمَاضِي ব্যবহৃত হয়।

সামির আরবী ভাষা পড়েছিল	كَانَ سَمِيرٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
আমি আরবী ভাষা পড়েছিলাম	كُنْتُ دَرَسْتُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ

ঘ) অতীতে সম্ভাবনা = يَكُونُ + الْمَاضِي অথবা لَعَلَّمَا + الْمَاضِي

সামির সম্ভবত আরবী ভাষা পড়েছে	لَعَلَّمَا سَمِيرٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
হামিদ সম্ভবত মাসজিদে গিয়েছে	لَعَلَّمَا حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ

ঙ) অতীতে কাজের জন্য আফসোস/আশা অর্থে = لَيْتَمَا + الْمَاضِي

অতীতে কাজের জন্য আফসোস/আশা বোঝাতে لَيْتَمَا + الْمَاضِي ব্যবহৃত হয়।

যদি সামির আরবী ভাষা পড়ত!	لَيْتَمَا سَمِيرٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
যদি তোমরা জানতে!	لَيْتَمَا عَلِمْتُمْ

চ) দুয়া করার জন্য অতীত কালের ব্যবহার

আল্লাহ তার উপর রহম কর	رَحِمَهُ اللهُ
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক	غَفَرَ اللهُ لَهُ

আল্লাহ তোমার মুখকে ধ্বংস না করুক	لَا فَضَّ اللهُ فَاكَ
আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিক	جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا
আল্লাহ তাকে হেফাজত করুক	حَفِظَهُ اللهُ

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি।

নিশ্চয়ই অতীত হয়েছে পূর্বোক্তদের রীতি	قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
এবং নিশ্চয়ই তাদের কাছে সুস্পষ্ট রাসুলগণ এসেছে	وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ
শিক্ষকটি কুর'আন শুনেছে	سَمِعَ الْمُدَرِّسُ الْقُرْآنَ
যারা ঈমান এনেছিলো এবং তারা ভয় করত	الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
সম্ভবত তারা হাদীস পাঠ করেছে	لَعَلَّمَا دَرَسُوا الحَدِيْثَ
যদি আমি উপদেশ শুনতাম!	لَيْتَمَا سَمِعْتُ النَّصِيْحَةَ
নিশ্চয়ই আমি সত্য বলেছি	قَدْ صَدَقْتُ
আমরা যদি তার কথা শুনতাম!	لَيْتَمَا سَمِعْنَا قَوْلَهُ!
উমার হয়ত কাজটা করে থাকবে	لَعَلَّمَا عُمَرُ فَعَلَ الْأَمْرَ
সে এইমাত্র বের হলো	قَدْ خَرَجَ
তুমি যদি একটু আগে আসতে!	لَيْتَمَا جِئْتَ قَبْلَ قَلِيْلٍ
আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুন	شَفَاكَ اللهُ
আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম	ذَهَبْنَا إِلَى حَدِيْقَةِ الحَيْوَانَاتِ

৬। ক্রিয়ার সাথে হারফ জার বা صِلَةٌ

ক্রিয়ার সাথে হারফ জার আসলে অনেক সময় ক্রিয়ার মূল অর্থ পরিবর্তিত হয়। এদেরকে صِلَةٌ বলে। কখনও কখনও হারফ যার যুক্ত হয়ে অকর্মক ক্রিয়া সকর্মক ক্রিয়ায় পরিনত হয়। সিলাহ হিসেবে ক্রিয়া পাঁচ প্রকার।

১) এমন ক্রিয়া যার কোন সিলাহ দরকার হয় না। যেমন,

সে দয়া করলো	رَحِمَ	সে যুলুম করলো	ظَلَمَ

২) এমন ক্রিয়া যার একটা সিলাহ দরকার হয়। যেমন,

সে অভাব বোধ করলো	اِحْتَاجَ إِلَى	সে লোভ করলো	حَرَصَ على

৩) এমন ক্রিয়া যার একাধিক সমার্থক সিলাহ আছে। যেমন,

সে অবতরণ করলো	نَزَلَ إِلَى	সে অবতরণ করলো	نَزل عَلَى
সে গাইড করলো	دَلَّ إِلَى	সে গাইড করলো	دَلَّ عَلَى

৪) এমন ক্রিয়া যার বিপরীত অর্থের সিলাহ আছে । যেমন,

সে বিচার করল	قَضَى بَيْنَ	সে হত্যা করল	قَضَى عَلَى
সে উল্লেখ করলো	ضَرَبَ لِ	সে ভ্রমণ করল	ضَرَبَ فِي

৫) এমন ক্রিয়া যা সিলাহ সহ আসলে অর্থ পরিবর্তন হয়। যেমন,

সে উল্লেখ করলো	ضَرَبَ لِ	সে প্রহার করলো	ضَرَبَ
সে নিয়ে আসল	أَتَى بِ	সে আসল	أَتَى

একটা ক্রিয়া পড়ার সময় তার সাথে কি সিলাহ আসে তা দেখে নিতে হবে। এখানে আরও কিছু উদাহরণ দেখানো হল,

সে ছেড়ে দিল	ضَرَبَ عَنْ	সে খুঁজলো	بَغَى
সে উদাহরণ দিল	ضَرَبَ مَثَلًا	সে অবিচার করল	بَغَى عَلَى
সে মুছে দিলো	عَفَا	সে তাওবা করল	تَابَ إِلَى
সে ক্ষমা করল	عَفَا عَنْ	সে তাওবা গ্রহন করল	تَابَ عَلَى
সে পুর্ণ করল	قَضَى	সে আসল	جَاءَ
সে বিচার করল	قَضَى بَيْنَ	সে নিয়ে আসল	جَاءَ بِ
সে হত্যা করল	قَضَى عَلَى	সে গেলো	ذَهَبَ
রাখলো	وَضَعَ	নিয়ে গেলো	ذَهَبَ بِ
মুছে দিল	وَضَعَ عَنْ	চলে গেল	ذَهَبَ عَنْ
ফিরে গেল	وَلَّى	সন্তুষ্ট হল	رَضِيَ
একটা দিকে ফিরে গেল	وَلَّى إِلَى	কারও উপর সন্তুষ্ট হল	رَضِيَ عَنْ
কিছু হতে ফিরে গেল	وَلَّى عَنْ	সাক্ষ্য দিলো	شَهِدَ
		বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো	شَهِدَ عَلَى

কুরানীয় উদাহরণঃ (অতীত কালের ক্রিয়া)

অতঃপর যখন তাঁরা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন,	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا
তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন	نَسِيَا حُوتَهُمَا
আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
এবং তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম	وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
আর তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি	وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছি	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ
অতঃপর তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে	فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন,	وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাকে হত্যা করল	فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ
অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি প্রত্যক্ষ করবে	فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ
আমরা নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষী দিলাম	شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا
অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় পাপের পর এবং সংশোধিত হয়,	فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
যা মূসা নিয়ে এসেছিল জ্যোতিস্বরূপ	الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا

অধ্যায়-১১ (বর্তমান কালের ক্রিয়া)

১। اَلْمُضَارِعُ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া

তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ার اَلْمُضَارِعُ এর সাধারণ রূপ يَفْعَلُ ، يَفْعِلُ ، يَفْعُلُ । যেমন, বর্তমান কালের ক্রিয়ার কিছু উদাহরন দেখি,

اَلْمُضَارِعِ		اَلْمَاضِي	
সে পড়ে	يَقْرَأُ	সে পড়েছে	قَرَأَ
সে লিখে	يَكْتُبُ	সে লিখেছে	كَتَبَ
সে শুনে	يَسْمَعُ	সে শুনেছে	سَمِعَ
সে মুখস্থ করে	يَحْفَظُ	সে মুখস্থ করেছে	حَفِظَ
সে বসে	يَجْلِسُ	সে বসেছে	جَلَسَ
সে খায়	يَأْكُلُ	সে খেয়েছে	أَكَلَ
সে পান করে	يَشْرَبُ	সে পান করেছে	شَرِبَ
সে কথা বলে	يَتَكَلَّمُ	সে কথা বলেছে	تَكَلَّمَ
সে চুপ থাকে	يَسْكُتُ	সে চুপ থেকেছে	سَكَتَ
সে খেলে	يَلْعَبُ	সে খেলেছে	لَعِبَ

আমরা লক্ষ্য করি,

- শুরুতেই اَلْمُضَارِعُ এর নির্দেশক একটি অতিরিক্ত বর্ণ يَ এসেছে,
- ف কালিমায় সুকুন হয়েছে, ع কালিমায় যবর এসেছে এবং ل কালিমায় পেশ এসেছে।

তবে ع কালিমায় যের বা পেশও আসতে পারে। ع কালিমার হরকত পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াগুলোকে মোট ৬ টি গ্রুপে ভাগ করা হয় যাকে ব্যকরণের পরিভাষায় "বাব" বলা হয়।

ع কালিমার হরকত পরিবর্তন	اَلْمُضَارِعُ	اَلْمَاضِي	বাবের নাম
পেশ < যবর	يَنْصُرُ	نَصَرَ	বাব-نَصَرَ
যের < যবর	يَضْرِبُ	ضَرَبَ	বাব-ضَرَبَ
দুটোই যবর	يَفْتَحُ	فَتَحَ	বাব-فَتَحَ
পেশ < পেশ	يَكْرُمُ	كَرُمَ	বাব-كَرُمَ
যবর < যের	يَسْمَعُ	سَمِعَ	বাব-سَمِعَ
দুটোই যের	يَحْسِبُ	حَسِبَ	বাব-حَسِبَ

নিচে আমরা বিভিন্ন বাবের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেখি। চার্টে ক্রিয়াপদের সাথে أَمْرٌ , اَلْمَصْدَرُ ও اِسْمُ الْفَاعِلِ উল্লেখ করা হলো। أَمْرٌ হলো আদেশ। যেমনঃ عَبَدَ এই ক্রিয়ার আদেশ أُعْبُدْ অর্থাৎ তুমি ইবাদত করো। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

نَصَرَ – يَنْصُرُ (ফাতহা – দম্মা)					
ক্রিয়া	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
পরিবর্তন করা	نَقَلَ	يَنْقُلُ	اُنْقُلْ	نَقْلٌ	نَاقِلٌ
দাসত্ব করা	عَبَدَ	يَعْبُدُ	اُعْبُدْ	عِبَادَةٌ	عَابِدٌ
সৃষ্টি করা	خَلَقَ	يَخْلُقُ	اُخْلُقْ	خَلْقٌ	خَالِقٌ
বিনয়ী হওয়া	قَنَتَ	يَقْنُتُ	اُقْنُتْ	قُنُوتٌ	قَانِتٌ
অধ্যয়ন করা	دَرَسَ	يَدْرُسُ	اُدْرُسْ	دَرْسٌ	دَارِسٌ
অবস্থান করা	مَكَثَ	يَمْكُثُ	اُمْكُثْ	مَكْثٌ	مَاكِثٌ
পৌঁছে দেয়া	بَلَغَ	يَبْلُغُ	اُبْلُغْ	بُلُوغٌ	بَالِغٌ
ধরা	أَخَذَ	يَأْخُذُ	خُذْ	أَخْذٌ	آخِذٌ
আদেশ করা	أَمَرَ	يَأْمُرُ	مُرْ	أَمْرٌ	آمِرٌ
লুকানো	سَتَرَ	يَسْتُرُ	اُسْتُرْ	سَتْرٌ	سَاتِرٌ
চাষাবাদ করা	حَرَثَ	يَحْرُثُ	اُحْرُثْ	حَرْثٌ	حَارِثٌ
খোঁজা	طَلَبَ	يَطْلُبُ	اُطْلُبْ	طَلَبٌ	طَالِبٌ
প্রবেশ করা	دَخَلَ	يَدْخُلُ	اُدْخُلْ	دُخُولٌ	دَاخِلٌ
হত্যা করা	قَتَلَ	يَقْتُلُ	اُقْتُلْ	قَتْلٌ	قَاتِلٌ
বিশৃঙ্খলা করা	فَسَدَ	يَفْسُدُ	اُفْسُدْ	فَسَادٌ	فَاسِدٌ
বিচার করা	حَكَمَ	يَحْكُمُ	اُحْكُمْ	حُكْمٌ	حَاكِمٌ
বসা	قَعَدَ	يَقْعُدُ	اُقْعُدْ	قَعْدٌ	قَاعِدٌ

تَارِكٌ	تَرْكٌ	أُتْرُكْ	يَتْرُكُ	تَرَكَ	ছেড়ে দিল
نَاقِضٌ	نَقْضٌ	أُنْقُضْ	يَنْقُضُ	نَقَضَ	সে শর্ত ভাঙ্গল
نَاظِرٌ	نَظَرٌ/مَنْظَر	أُنْظُرْ	يَنْظُرُ	نَظَرَ	সে লক্ষ্য করল
شَاكِرٌ	شُكْرٌ/شكور	أُشْكُرْ	يَشْكُرُ	شَكَرَ	সে কৃতজ্ঞ হল
سَاكِتٌ	سَكْتٌ/سكوت	أُسْكُتْ	يَسْكُتُ	سَكَتَ	সে নীরব হল

ضَرَبَ – يَضْرِبُ (ফাতহা –কাছরা)					
اِسْمُ الْفَاعِلِ	**الْمَصْدَرُ**	**أَمْرٌ**	**الْمُضَارِعُ**	**الْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
غَاسِلٌ	غَسْلٌ	اِغْسِلْ	يَغْسِلُ	غَسَلَ	ধৌত করা
غَالِبٌ	غَلْبٌ	اِغْلِبْ	يَغْلِبُ	غَلَبَ	জয় করা
ظَالِمٌ	ظُلْمٌ	اِظْلِمْ	يَظْلِمُ	ظَلَمَ	অত্যাচার করা
فَاصِلٌ	فَصْلٌ/فصول	اِفْصِلْ	يَفْصِلُ	فَصَلَ	আলাদা করা
جَالِسٌ	جُلُوسٌ	اِجْلِسْ	يَجْلِسُ	جَلَسَ	বসা
خَاتِمٌ	خَتْمٌ	اِخْتِمْ	يَخْتِمُ	خَتَمَ	শেষ করা
عَارِفٌ	مَعْرِفَةٌ	اِعْرِفْ	يَعْرِفُ	عَرَفَ	জানা
عَارِضٌ	عَرْضٌ	اِعْرِضْ	يَعْرِضُ	عَرَضَ	উপস্থিত করা
غَافِرٌ	مَغْفِرَةٌ	اِغْفِرْ	يَغْفِرُ	غَفَرَ	ক্ষমা করা
كَاذِبٌ	كَذِبٌ/كِذْبٌ	اِكْذِبْ	يَكْذِبُ	كَذَبَ	মিথ্যা বলা
كَاسِبٌ	كَسْبٌ	اِكْسِبْ	يَكْسِبُ	كَسَبَ	উপার্জন করা

كَاسِرٌ	كَسْرٌ	اِكْسِرْ	يَكْسِرُ	كَسَرَ	ভাঙ্গা
صَابِرٌ	صَبْرٌ	اِصْبِرْ	يَصْبِرُ	صَبَرَ	সহিষ্ণু হওয়া
رَاجِعٌ	رَجْعٌ/رُجُوعٌ	اِرْجِعْ	يَرْجِعُ	رَجَعَ	ফিরে আসা
كَاشِفٌ	كَشْفٌ	اِكْشِفْ	يَكْشِفُ	كَشَفَ	খোলা
سَارِقٌ	سَرَقٌ/سَرِقَة	اِسْرِقْ	يَسْرِقُ	سَرَقَ	চুরি করা
حَامِلٌ	حَمْلٌ	اِحْمِلْ	يَحْمِلُ	حَمَلَ	বহন করা
هَالِكٌ	هَلَكٌ/هلاك	اِهْلِكْ	يَهْلِكُ	هَلَكَ	ধ্বংস হওয়া
نَازِلٌ	نُزُولٌ	اِنْزِلْ	يَنْزِلُ	نَزَلَ	অবতীর্ণ হওয়া

فَتَحَ – يَفْتَحُ (ফাতহাতানী)					
اِسْمُ الْفَاعِلِ	**الْمَصْدَرُ**	**أَمْرٌ**	**الْمُضَارِعُ**	**الْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
ظَاهِرٌ	ظَهْرٌ	اِظْهَرْ	يَظْهَرُ	ظَهَرَ	প্রদর্শণ করা
مَانِعٌ	مَنْعٌ	اِمْنَعْ	يَمْنَعُ	مَنَعَ	বাধা দেওয়া
جَارِحٌ	جَرْحٌ	اِجْرَحْ	يَجْرَحُ	جَرَحَ	আঘাত করা
نَاجِحٌ	نَجْحٌ	اِنْجَحْ	يَنْجَحُ	نَجَحَ	পাস করা
لَاعِنٌ	لَعْنٌ	اِلْعَنْ	يَلْعَنُ	لَعَنَ	অভিশাপ দেওয়া
زَارِعٌ	زَرْعٌ	اِزْرَعْ	يَزْرَعُ	زَرَعَ	চাষাবাদ করা
قَاطِعٌ	قَطْعٌ	اِقْطَعْ	يَقْطَعُ	قَطَعَ	কাটা
مَانِحٌ	مَنْحٌ	اِمْنَحْ	يَمْنَحُ	مَنَحَ	দান করা

فَاتِحٌ	فَتْحٌ	اِفْتَحْ	يَفْتَحُ	فَتَحَ	খোলা
بَاعِثٌ	بَعْثٌ	اِبْعَثْ	يَبْعَثُ	بَعَثَ	পাঠানো
مَادِحٌ	مَدْحٌ	اِمْدَحْ	يَمْدَحُ	مَدَحَ	প্রশংসা করা
رَافِعٌ	رَفْعٌ	اِرْفَعْ	يَرْفَعُ	رَفَعَ	উঠানো
جَامِعٌ	جَمْعٌ	اِجْمَعْ	يَجْمَعُ	جَمَعَ	জমা করা
جَاعِلٌ	جَعْلٌ	اِجْعَلْ	يَجْعَلُ	جَعَلَ	বানানো
سَاحِرٌ	سِحْرٌ	اِسْحَرْ	يَسْحَرُ	سَحَرَ	যাদু করা
صَالِحٌ	صُلُوح، صَلاحٌ	اِصْلَحْ	يَصْلَحُ	صَلَحَ	সংশোধন করা
نَافِعٌ	نَفْعٌ	اِنْفَعْ	يَنْفَعُ	نَفَعَ	লাভ করা
سَائِلٌ	سُؤَالٌ	سَلْ	يَسْأَلُ	سَأَلَ	জিজ্ঞাসা করা
قَارِئٌ	قِرَاءَةٌ	اِقْرَأْ	يَقْرَأُ	قَرَأَ	পাঠ করা
بَادِئٌ	بَدْأٌ	اِبْدَأْ	يَبْدَأُ	بَدَأَ	উদ্ভাবন করা

كَرُمَ – يَكْرُمُ (দম্মা-দম্মা)					
اِسْمُ الْفَاعِلِ	**اَلْمَصْدَرُ**	**أَمْرٌ**	**اَلْمُضَارِعُ**	**اَلْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
قَرِيْبٌ	قُرْبَةٌ	اُقْرُبْ	يَقْرُبُ	قَرُبَ	নিকটবর্তী হওয়া
بَعِيْدٌ	بُعْدٌ	اُبْعُدْ	يَبْعُدُ	بَعُدَ	দূরে যাওয়া
كَثِيْرٌ	كُثْرٌ/كثرةٌ	اُكْثُرْ	يَكْثُرُ	كَثُرَ	বৃদ্ধি হওয়া
حَسِيْنٌ	حَسْنٌ	اُحْسُنْ	يَحْسُنُ	حَسُنَ	সুন্দর হওয়া

قَصِيْرٌ	قَصْرٌ/قِصَر	أُقْصُرْ	يَقْصُرُ	قَصُرَ	খাটো হওয়া
كَبِيْرٌ	كَبْرٌ/كُبرٌ	أُكْبُرْ	يَكْبُرُ	كَبُرَ	বড় হওয়া
ثَقِيْلٌ	ثِقَلٌ/ثقَالَةٌ	أُثْقُلْ	يَثْقُلُ	ثَقُلَ	ভারী হওয়া
بَصِيْرٌ	بَصَرٌ	أُبْصُرْ	يَبْصُرُ	بَصُرَ	দূরদর্শী হওয়া
صَعِيْبٌ	صَعْبٌ	أُصْعُبْ	يَصْعُبُ	صَعُبَ	কঠোর হওয়া
عَظِيْمٌ	عَظْمٌ	أُعْظُمْ	يَعْظُمُ	عَظُمَ	বড় হওয়া
طَهِيْرٌ	طَهْرٌ	أُطْهُرْ	يَطْهُرُ	طَهُرَ	খাঁটি হওয়া
لَطِيْفٌ	لُطْفٌ	أُلْطُفْ	يَلْطُفُ	لَطُفَ	নিখুঁত হওয়া

*** এই বাবের ইসম ফায়িলগুলো সাধারণত فَعِيلٌ গঠনে হয়। যেমন كَرِيمٌ । এ গঠনটি اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ দুই অর্থেই ব্যবহারিত হয়।

سَمِعَ – يَسْمَعُ (কাছরা-ফাতহা)					
اِسْمُ الْفَاعِلِ	**الْمَصْدَرُ**	**أَمْرٌ**	**الْمُضَارِعُ**	**الْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
سَامِعٌ	سَمَاعٌ/سَمْع	اِسْمَعْ	يَسْمَعُ	سَمِعَ	শুনা
عَالِمٌ	عِلْمٌ	اِعْلَمْ	يَعْلَمُ	عَلِمَ	জানা
حَافِظٌ	حِفْظٌ	اِحْفَظْ	يَحْفَظُ	حَفِظَ	মুখস্ত করা
جَاهِلٌ	جَهْلٌ/جَهَالَةٌ	اِجْهَلْ	يَجْهَلُ	جَهِلَ	মূর্খ হওয়া
حَامِدٌ	حَمْدٌ	اِحْمَدْ	يَحْمَدُ	حَمِدَ	প্রশংসা করা
فَاهِمٌ	فَهْمٌ	اِفْهَمْ	يَفْهَمُ	فَهِمَ	বুঝা

غَاضِبٌ	غَضَبٌ	اِغْضَبْ	يَغْضَبُ	غَضِبَ	রাগান্বিত হওয়া
شَاهِدٌ	شُهُودٌ/ شهادة	اِشْهَدْ	يَشْهَدُ	شَهِدَ	সাক্ষ্য দেওয়া
آمِنٌ	أَمْنٌ / أَمانٌ	اِيْمَنْ	يَأْمَنُ	أَمِنَ	নিরাপদ হওয়া
فَارِحٌ	فَرْحٌ	اِفْرَحْ	يَفْرَحُ	فَرِحَ	খুশি হওয়া
حَازِنٌ	حُزْنٌ/ حَزَنٌ	اِحْزَنْ	يَحْزَنُ	حَزِنَ	চিন্তিত হওয়া
عَاطِشٌ	عَطْشٌ	اِعْطَشْ	يَعْطَشُ	عَطِشَ	পিপাসার্ত হওয়া
جَاهِرٌ	جَهْرٌ	اِجْهَرْ	يَجْهَرُ	جَهِرَ	প্রকাশ হওয়া
سَالِمٌ	سلام/سلامة	اِسْلَمْ	يَسْلَمُ	سَلِمَ	নিরাপদ হওয়া
رَاكِبٌ	رَكْبٌ	اِرْكَبْ	يَرْكَبُ	رَكِبَ	চড়া
شَارِبٌ	شَرْبٌ	اِشْرَبْ	يَشْرَبُ	شَرِبَ	পান করা
ضَاحِكٌ	ضَحْكٌ	اِضْحَكْ	يَضْحَكُ	ضَحِكَ	হাসা
كَارِهٌ	كراهة	اِكْرَهْ	يَكْرَهُ	كَرِهَ	ঘৃণা করা

حَسِبَ – يَحْسِبُ (কাছরাতানী)					
اِسْمُ الْفَاعِلِ	**الْمَصْدَرُ**	**أَمْرٌ**	**الْمُضَارِعُ**	**الْمَاضِي**	**ক্রিয়া**
حَاسِبٌ	حِسابٌ	اِحْسِبْ	يَحْسِبُ	حَسِبَ	মনে করা
وَارِثٌ	وِرْثٌ	رِثْ	يَرِثُ	وَرِثَ	ওয়ারিশ হওয়া
نَاعِمٌ	نَعَمٌ/ نعمةٌ	اِنْعِمْ	يَنْعِمُ	نَعِمَ	স্বছন্দ হওয়া

২। লিংগ ও বচনভেদে الفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর বিভিন্ন রূপ

فَاعِلٌ এর সাথে الفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পরিবর্তন

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَذْهَبُوْنَ	يَذْهَبَانِ	يَذْهَبُ	পুং
তারা সকলে যায়/যাবে	তারা দুজন যায়/যাবে	সে যায়/যাবে	
يَذْهَبْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبُ	স্ত্রী
তারা সকলে যায়/যাবে	তারা দুজন যায়/যাবে	সে যায়/যাবে	
تَذْهَبُوْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبُ	পুং
তোমরা সকলে যাও/যাবে	তোমরা দুজন যাও/যাবে	তুমি যাও/যাবে	
تذْهَبْنَ	تَذْهَبَانِ	تَذْهَبِيْنَ	স্ত্রী
তোমরা সকলে যাও/যাবে	তোমরা দুজন যাও/যাবে	তুমি যাও/যাবে	
نَذْهَبُ		أَذْهَبُ	উভয়
আমরা যাই/যাবো		আমি যাই/যাবো	

মনে রাখার জন্যঃ

- দ্বিবচনে انِ যোগ يَذْهَبَانِ = انِ + يَذْهَبَ
- বহু বচনে وْنَ যোগ يَذْهَبُوْنَ = وْنَ + يَذْهَبُ
- মেয়ে আসলে ت দিয়ে শুরু تَذْهَبُ আবার দ্বিবচনে انِ যোগ تَذْهَبَانِ = انِ + تَذْهَبَ

- সব মেয়ের সময় ব্যতিক্রম হল لْ কালিমায় সাকিন يَذْهَبْ আর সাথে نَ যোগ, يَذْهَبْنَ
- هِيَ =أَنْتَ অর্থাৎ তুমি একটা ছেলের জন্য সে একজন মেয়ের ন্যায় تَذْهَبُ
- আবার দ্বিবচনে انِ যোগ تَذْهَبَانِ = انِ + تَذْهَبَ
- বহু বচনে وْنَ যোগ تَذْهَبُوْنَ = وْنَ + تَذْهَبُ
- ঈনা (يْنَ) একটা মেয়ের নাম تَذْهَبِيْنَ = يْنَ + تَذْهَبِ

অতীত কালের ক্রিয়া মাবনী কিন্তু বর্তমান কালের ক্রিয়ার মারফু, মানসুব আর মাজঝুম (শেষ বর্ণে যঝম) অবস্থা আছে। উল্লেখ্য যে ক্রিয়া কখনও মাজরুর হয় না। প্রতিটি ক্রিয়ার সাথে চারটি বিষয় থাকে যা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপুর্ন। তিনটা গ্রুপে এদের শ্রেনীভুক্ত করলে মনে রাখতে সুবিধা হয়।

গ্রুপ-১ কর্তা উহ্য বা مُسْتَتِرٌ			
জ্ঞাতব্য বিষয়		অর্থ	الْمُضَارِعُ
الْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	نَ، أَ، تَ، يَ	সে যায়	يَذْهَبُ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	সে যায় (স্ত্রী)	تَذْهَبُ
কর্তাঃ	مُسْتَتِرٌ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
মারফুর আলামতঃ	◌ُ	আমি যাই	أَذْهَبُ
		আমরা যাই	نَذْهَبُ

গ্রুপ-২ ن আসে ن যায়				
জ্ঞাতব্য বিষয়		অর্থ	ن যায়	ن আসে
اَلْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	ت، ي	তারা দুইজন যায়	يَذْهَبَا	يَذْهَبَانِ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	তারা সকলে যায়	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ
কর্তাঃ	ا وْ ي	তারা দুইজন (স্ত্রী) যায় তোমরা দুইজন যাও তোমরা দুইজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ
মারফু আলামতঃ	ن আসে	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ
মানসুব ও মাজ্জুমের আলামতঃ	ن যায়	তুমি (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْ	تَذْهَبِيْنَ

গ্রুপ-৩ هُنَّ ও تُنَّ মাবনি			
জ্ঞাতব্য বিষয়		অর্থ	اَلْمُضَارِعُ
اَلْمُضَارِعُ এর চিহ্নঃ	تَ، يَ	তারা (স্ত্রী)যায়	يَذْهَبْنَ
ক্রিয়ার মূলঃ	ذهب	তোমরা (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ
কর্তাঃ	ن		
বিভক্তিঃ	মাবনী		

এবার তাহলে আমরা কয়েকটি ক্রিয়ার ১৪টি রূপ দেখি,

الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْمَعُوْنَ	يَسْمَعَانِ	يَسْمَعُ	يَنْصُرُوْنَ	يَنْصُرَانِ	يَنْصُرُ	পুং
يَسْمَعْنَ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعُ	يَنْصُرْنَ	تَنْصُرَانِ	تَنْصُرُ	স্ত্রী
تَسْمَعُوْنَ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعُ	تَنْصُرُوْنَ	تَنْصُرَانِ	تَنْصُرُ	পুং
تَسْمَعْنَ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعِيْنَ	تَنْصُرْنَ	تَنْصُرَانِ	تَنْصُرِينَ	স্ত্রী
نَسْمَعُ		أَسْمَعُ	نَنْصُرُ		أَنْصُرُ	উভয়

الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الفِعْلُ الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَكرُمونَ	يَكرُمانِ	يَكْرُمُ	يَحْسِبُوْنَ	يَحْسِبَانِ	يَحْسِبُ	পুং
يَكرُمْنَ	تكرُمانِ	تكرُم	يَحْسِبْنَ	تَحْسِبَانِ	تَحْسِبُ	স্ত্রী
تَكرُمونَ	تكرُمانِ	تكرُم	تَحْسِبُوْنَ	تَحْسِبَانِ	تَحْسِبُ	পুং
تَكرُمْنَ	تكرُمان	يكرُمين	تَحْسِبْنَ	تَحْسِبَانِ	تَحْسِبِيْنَ	স্ত্রী
نَكرُمُ		أَكرُمُ	نَحْسِبُ		أَحْسِبُ	উভয়

৩। الْمُضَارِعُ এর মারফু, মানসুব ও মাজ্জুম অবস্থা

মুদারী সাধারনভাবে মারফু তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা মানসুব ও মাজ্জুম হয়। ক্ষেত্রগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখব। এখানে আমরা কেবল এর তিনটা রূপ একসাথে দেখি,

মাজ্জুম	মানসুব	মারফু	অর্থ
يَذْهَبْ	يَذْهَبَ	يَذْهَبُ	সে যায়/যাবে
يَذْهَبَا	يَذْهَبَا	يَذْهَبَانِ	তারা দুজন যায়/যাবে
يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْا	يَذْهَبُوْنَ	তারা সকলে যায়/যাবে
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	সে (স্ত্রী) যায়/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তারা দুজন (স্ত্রী) যায়/যাবে
يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	يَذْهَبْنَ	তারা সকলে (স্ত্রী) যায়/যাবে
تَذْهَبْ	تَذْهَبَ	تَذْهَبُ	তুমি যাও/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তোমরা দুজন যাও/যাবে
تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْا	تَذْهَبُوْنَ	তোমরা সকলে যাও/যাবে
تَذْهَبِي	تَذْهَبِي	تَذْهَبِيْنَ	তুমি (স্ত্রী) যাও/যাবে
تَذْهَبَا	تَذْهَبَا	تَذْهَبَانِ	তোমরা দুজন (স্ত্রী) যাও/যাবে
تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	تَذْهَبْنَ	তোমরা সকলে(স্ত্রী) যাও/যাবে
أَذْهَبْ	أَذْهَبَ	أَذْهَبُ	আমি যাই/যাবো
نَذْهَبْ	نَذْهَبَ	نَذْهَبُ	আমরা যাই/যাবো

খেয়াল করিঃ

মানসুব ও মাজ্জুম অবস্থায় শেষের নুনগুলো পড়ে যায়। দুইটা ক্ষেত্র (يَذْهَبْنَ , تَذْهَبْنَ) বাদে। বাকি ক্রিয়াগুলোতে পেশ, যবর আর সাকিনের মাধ্যমে যথাক্রমে মারফু, মানসুব আর মাজ্জুম হয়।

৪। না – বোধক বর্তমান

الْمُضَارِعُ কে না বাচক করতে হলে তার পূর্বে لا বা مَا বসে। তবে অধিকাংশ لا বসে। একে لَا النَّافِيَةُ বলে।

সে মার্কেটে যায় না/যাচ্ছে না/যাবে না	لَا يَذْهَبُ إِلَى السُّوْقِ
সে জোহরের পর মার্কেটে যায় না।	لَا يَذْهَبُ إِلَى السُّوْقِ بَعْدَ الظُّهْرِ
আমি কফি পান করি না/করছি না/করব না	لَا أَشْرَبُ الْقَهْوَةَ
আমি মাছ খাই না	لَا آكُلُ السَّمَكَ
আমি এখন খাবো না	مَا آكُلُ الْآنَ
ফাতিমা অলসতা করে না	لَا تَكْسِلُ فَاطِمَةُ

৫। না বোধক ভবিষ্যত

ভবিষ্যৎ কাজকে না বোধক করতে لَا ,لَنْ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। তবে জোর দিয়ে ভবিষ্যতে না করতে لَنْ ব্যবহৃত হয়। لَنْ অব্যয়টি الْمُضَارِعُ কে মানসুব করে।

আমি আগামীকাল রিয়াদ যাবইনা	لَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرِّيَاضِ غَدًا
আমি কখনো অলস হবোনা ইনশা আল্লাহ	لَنْ أَكْسَلَ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ

তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি তাদের পর কক্ষনোও পথভ্রষ্ট হবে না	تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا
আমি কখনো সালাত ত্যাগ করবো না	لَنْ أَتْرُكَ الصَّلَاةَ اَبَدًا
আল্লাহ যুলুম করবেন না	لَنْ يَّظْلِمَ اللهُ

৬। বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার

বর্তমান কালের ক্রিয়ার পূর্বে বিভিন্ন অব্যয় আসলে বিভিন্ন ধরনের অর্থ হয়ে থাকে। যেমন নিচের চার্টটি আমরা খেয়াল করি,

হামিদ আরবী পড়ে	يَدْرُسُ حَامِدٌ الْعَرَبِيَّةَ	
নিশ্চয়ই হামিদ আরবী **পড়ে**	**قَدْ يَدْرُسُ** حَامِدٌ الْعَرَبِيَّةَ	قَدْ +
হামিদ **মাঝে মাঝে** আরবী **পড়ে**	**قَدْ يَدْرُسُ** حَامِدٌ الْعَرَبِيَّةَ	
হামিদ **হয়ত** আরবী **পড়ে**	**قَدْ يَدْرُسُ** حَامِدٌ الْعَرَبِيَّةَ	
হামিদ আরবী **পড়তো**	**كَانَ يَدْرُسُ** حَامِدٌ الْعَرَبِيَّةَ	كَانَ +
হামিদ **প্রায়** আরবী **পড়ে ফেলল**	**كَادَ يَدْرُسُ** حَامِدٌ الْعَرَبِيَّةَ	كَادَ +
হামিদ **প্রায়** আরবী **পড়ে ফেলবে**	**يَكَادُ يَدْرُسُ** حَامِدٌ الْعَرَبِيَّةَ	يَكَادُ +

ক) মুদারীতে قَدْ শব্দের ব্যবহার

মুদারির পূর্বে قَدْ আসলে তা নিশ্চয়তা, অপ্রতুলতা, সম্ভাবনা/সন্দেহ প্রকাশ করে।

মাঝে মাঝে অলস ছাত্রও পাশ করে	قَدْ يَنْجَحُ الطَّالِبُ الكَسْلَانُ
মাঝে মাঝে মুনাফিকও সত্য কথা বলে	قَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ

আজ বৃষ্টি নামতে পারে	قَدْ يَنْزِلُ الْمَطَرُ اليَوْمَ
মাঝে মাঝে মিথ্যুকেরা সত্যি বলে	قَدْ يَصْدُقُ الكَذُوْبُ
ক্লাস সম্ভবত শুরু হয়ে যাবে	قَدْ يَبْدَأُ الدَّرْسُ
কাফিরদের পরিকল্পনা অল্পই সফল হয়	قَدْ تَفُوْزُ كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ

খ) ঘটমান অতীত কাল = كَانَ + الْمُضَارِعُ

অতীতে একটা কাজ চলছিল এরূপ বোঝাতে كَانَ + الْمُضَارِعُ ব্যবহৃত হয়।

হামিদ খাচ্ছিল	كَانَ حَامِدٌ يَأْكُلُ
খাদিজা খাচ্ছিল	كَانَتْ خَدِيْجَةُ تَأْكُلُ
সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিল	كَانَ يَنْزِلُ الْمَطَرُ مُنْذُ صَبَاحٍ
ফাতিমা রান্না করছিল	كَانَتْ تَطْبَخُ فَاطِمَةُ

গ) প্রায়ই ঘটেছিল বা ঘটবে এমন ক্ষেত্রে كَادَ– يَكَادُ এর ব্যবহার

প্রায়ই ঘটেছিল এক্ষেত্রে كَادَ + اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ + الْمُضَارِعُ এবং প্রায়ই ঘটতে যাবে এমন ক্ষেত্রে يَكَادُ + اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ + الْمُضَارِعُ গঠন আসে,

বালকটি প্রায় হেসেই ফেলেছিল	كَادَ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
তাদের কিছু কিছু অন্তর প্রায় ঘুরে গিয়েছিল	كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
বালকটি প্রায় হেসে ফেলবে	يَكَادُ الْوَلَدُ يَضْحَكُ
আমি প্রায় মরতে যাচ্ছিলাম	كِدْتُ أَمُوْتُ
তুমি তো আমাকে প্রায় পথভ্রষ্ট করে ফেলেছিলে	كِدْتَ تُضِلُّنِي

সে বাসটা প্রায় হাত ছাড়া করেছিলো	كَادَ يَفُوتُ الْحَافِلَةَ
আমরা প্রায় কেদে ফেললাম	كِدْنَا نَبْكِي
শিক্ষক ছাত্রটিকে মারার উপক্রম করলেন	كَادَ الْمُدَرِّسُ يَضْرِبُ الطَّالِبَ
তারা প্রায় বের হয়ে যাচ্ছিলো	كَادُوا يَخْرُجُونَ
আমার বাবা প্রায় ঘুমিয়ে যাচ্ছিলেন	كَادَ أَبِيْ يَنَامُ
ভবনটি প্রায় ধ্বসে পড়ছে।	كَادَتِ الْإِمَارَةُ تَهُورُ

লিংগ ও বচনভেদে كَادَ এর রূপ

كِدْتَ	كِدْنَ	كَادَتَا	كَادَتْ	كَادُوا	كَادَا	كَادَ
كِدْنَا	كِدْتُ	كِدْتُنَّ	كِدْتُمَا	كِدْتِ	كِدْتُمْ	كِدْتُمَا

৭। لَمْ ، لَمَّا মুদারীকে অতীত অর্থ দেয়

لَمْ ، لَمَّا শব্দটি الْمُضَارِعُ এর পুর্বে বসে তাকে মাজ্জুম করে এবং অতীত অর্থ তৈরী করে।

মুহাম্মদ তার পাঠ মুখস্ত করেনি	لَمْ يَحْفَظْ مُحَمَّدٌ دَرْسَهُ
কেউ চোরটাকে পাকড়াও করেনি	لَمْ يَقْبِضْ أَحَدٌ عَلَى اللِّصِّ
আমরা বিকালে ফুটবল খেলিনি	لَمْ نَلْعَبْ كُرَةَ الْقَدَمِ مَسَاءً
সে ভালো করে আরবি পড়েনি	لَمْ يَدْرُسِ الْعَرَبِيَّةَ جَيِّدًا
উইলিয়াম ঈমান আনে নি	لَمْ يُؤْمِنْ وِلِيَمُ
আমি এখনও বাড়ি পৌঁছাইনি	لَمَّا أَصِلِ الْبَيْتَ بَعْدُ

লক্ষ্যণীয়ঃ

لَمَّا অতীত কালের ক্রিয়ার পূর্বে আসলে যখন অর্থ দেয়।

অতঃপর যখন প্রেরিত দূতরা লূতের পরিবারের কাছে আসলো	فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
অতঃপর যখন তারা তা দেখল, বলল, আমরা তো অবশ্যই পথভ্রষ্ট	فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ

এখনও করা হয়নি অর্থে এরপর بَعْدُ শব্দটি আসে,

আমার বাবা এখনও ফিরে আসেন নি	لَمْ يَرجِعْ أَبِيْ بَعْدُ
আমি তাকে এখনও একটি চিঠি লিখিনি	لَمْ أَكْتُبْ لَهُ رِسَالَةً بَعْدُ
আমি এখনও বিবাহ করিনি	لَمْ أَنْكَحْ بَعْدُ

আমি পড়বই না	لَنْ أَقْرَأَ	আমি পড়িনি	لَمْ أَقْرَأْ
আমি লিখবই না	لَنْ أَكْتُبَ	আমি লিখিনি	لَمْ أَكْتُبْ
আমি শুনবই না	لَنْ أَسْمَعَ	আমি শুনিনি	لَمْ أَسْمَعْ
আমি মুখস্থই করব না	لَنْ أَحْفَظَ	আমি মুখস্থ করিনি	لَمْ أَحْفَظْ
আমি বলবই না	لَنْ أَقُوْلَ	আমি বলিনি	لَمْ أَقُلْ
আমি দাড়াবই না	لَنْ أَقُوْمَ	আমি দাড়াইনি	لَمْ أَقُمْ
আমি বসবই না	لَنْ أَجْلِسَ	আমি বসিনি	لَمْ أَجْلِسْ

যখন আমি পড়েছি	لَمَّا قَرَأْتُ	আমি এখনও পড়িনি	لَمَّا أَقْرَأْ
যখন আমি লিখেছি	لَمَّا كَتَبْتُ	আমি এখনও লিখিনি	لَمَّا أَكْتُبْ
যখন আমি শুনেছি	لَمَّا سَمِعْتُ	আমি এখনও শুনিনি	لَمَّا أَسْمَعْ
যখন আমি মুখস্থ করেছি	لَمَّا حَفِظْتُ	আমি এখনও মুখস্থ করিনি	لَمَّا أَحْفَظْ
যখন আমি বলেছি	لَمَّا قُلْتُ	আমি এখনও বলিনি	لَمَّا أَقُلْ
যখন আমি দাড়িয়েছি	لَمَّا قُمتُ	আমি এখনও দাড়াইনি	لَمَّا أَقُمْ

৮। একসাথে ক্রিয়ার কাল

সে করেছিল	كَانَ فَعَلَ	দূর অতীত	الْمَاضِي الْبَعِيدُ
সে করেছে	فَعَلَ	সাধারণ অতীত	الْمَاضِي الْمُطلَق
সে করতো	كَانَ يَفْعَلُ	ঘটমান অতীত	الْمَاضِي الاستمراري
সে (মাত্র) করল	قَدْ فَعَلَ	নিকট অতীত	الْمَاضِي الْقَرِيب
সে করে	يَفْعَلُ	সাধারণ বর্তমান	الْمُضَارِع الْمُطلق
সে করছে	يَفْعَلُ	ঘটমান বর্তমান	الْمُضَارِع الاستمراري
সে করবে	يَفْعَلُ	সাধারণ ভবিষ্যত	الْمُسْتَقْبَلُ
সে (অচিরেই) করবে	سَيَفْعَلُ	নিকট ভবিষ্যত	الْمُسْتَقْبَلُ لْقَرِيب
তারা (পরে) করবে	سَوْفَ يَفْعَلُ	দূর ভবিষ্যত	الْمُسْتَقْبَلُ الْبَعِيدُ

৯। অসমাপিকা ক্রিয়া

যেতে (to go), পড়তে (to read), খেতে (to eat), বসতে (to seat) ইত্যাদি হল অসমাপিকা ক্রিয়া। এর সাধারণ গঠন হল مُضَارِع مَنْصُوْب + أَنْ যেমনঃ أَنْ يَذْهَبَ 'যেতে', أَنْ يَخْرُجَ 'বের হতে' ইত্যাদি। এটা অনেকটা মাসদারের অর্থে রূপ নেয়। এজন্য আরবীতে একে বলে اَلْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ মাসদার।

আমি বাড়ি থেকে বের হতে চাই	أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ
আমি কুরআন পড়তে ভালোবাসি	أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرآنَ
আমি ওখানে যেতে চাই	أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ هُنَاكَ
সে মাছ খেতে পছন্দ করে	يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ السَّمَكَ
শিক্ষক তোমাদের পড়াশোনা করতে নির্দেশ দেন	اَلْمُدَرِّسُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْرُسُوْا
তোমাদের বাবা বের হতে নিষেধ করেছেন	مَنَعَ أَبُوْكُمْ أَنْ تَخْرُجُوْا
মানুষ মরতে চায় না	لَا يُرِيْدُ النَّاسُ أَنْ يَمُوْتُوْا
আমি কাজটি করতে চাই	أُرِيْدُ أَنْ أَفْعَلَ الْعَمَلَ
তোমার কুর'আন মুখস্ত করা উচিৎ	يَنْبَغِيْ أَنْ تَحْفَظَ الْقُرْاٰنَ
আমি কাজটি করতে চাই	أُرِيْدُ أَنْ أَفْعَلَ الْعَمَلَ

১০। لَامُ التَعْلِيْلِ কারন বোঝানোর লাম

কোন ঘটনার কারণ বোঝাতে ব্যবহৃত মুদারীর পুর্বে لِ আসে। একে لَامُ التَعْلِيْلِ বলে। এরপর মুদারী মানসুব হয়।

হামিদ এসেছে বসার জন্যে	جَاءَ حَامِدٌ لِيَجْلِسَ
আমি দাড়িয়েছি বের হওয়ার জন্য	قُمْتُ لِأَخْرُجَ
এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে	وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

১১। ক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যবহার

معاني استعمالات الفعل المختلفة	استعمالات الفعلِ المختلفةُ
করেছিলাম	كُنْتُ فَعَلْتُ
করতাম / করছিলাম	كُنْتُ أَفْعَلُ
করেছি	فَعَلْتُ
মাত্র করেছি / নিশ্চয়ই করেছি	قد فَعَلْتُ
করি, করছি, করবো	أَفْعَلُ
করতে থাকবো	سأظَلُّ أَفْعَلُ
হয়তো করবো	لَعَلِّيْ أَفْعَلُ
যদি করতাম!	لَيْتَمَا فَعَلْتُ/ لَيْتَنِيْ فَعَلْتُ

সম্ভবত করেছি	لَعَلَّمَا فَعَلْتُ/ رُبَّمَا فَعَلْتُ
করার উপক্রম হয়েছি	كِدْتُ أَفْعَلُ
প্রায় করে ফেলবো	أَكَادُ أَفْعَلُ
করতে শুরু করছি	جَعَلْتُ الفِعْلَ/ جَعَلْتُ أَفْعَلُ
কদাচিৎ করি	قد أَفْعَلُ/بِالْكَادِ أَفْعَلُ
শীঘ্রই করবো	سأَفْعَلُ
পরে / অচিরেই করবো	سوف أَفْعَلُ
আমি যেন করি	لِأَفْعَلْ
এমন কি আমি করে ফেলবো	حتى أَفْعَلَ
যতক্ষণ আমি না করি	حتى أَفْعَلَ
আমি যখন করি	عندما أَفْعَلُ
আমি এখনো করিনি	لَمَّا أَفْعَلْ
আমি কখনো করিনি	ما فَعَلْتُ قَطُّ
আমি কখনও করবো না	لَنْ أَفْعَلَ أَبَدًا
আমি করতে শুরু করবো	سَأبدأ بالفعل / سَأبدأ أَفْعَلُ
যখন আমি করেছি	لَمَّا فَعَلْتُ
যখন আমি করবো	إِذَا فَعَلْتُ
যদি আমি না করি	إن لم أفعل
যদি আমি করতাম	لَو فَعلْتُ

কুরানীয় উদাহরণঃ (বর্তমান কালের ক্রিয়া)

আর আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন	وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
এবং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না	وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ
তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীর বস্ত্র	يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
তারা বলল, তুমি কি তাতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং রক্ত ঝরাবে?	قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
অথচ আমরা তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষনা করছি	وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না	قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
এবং আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর	وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
সুতরাং তারা শুনতে পায় না	فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
কখনও নয়, তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
এবং তিনি তার হুকুমে কাউকে শরীক করেন না	وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا
তুমি অবশ্যই জান যে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল	وَقَدْ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ
তিনি অবশ্যই জানেন তোমরা কিসের উপর আছো	قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ
যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই।	مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন	كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা উদাহরণ দিতে লজ্জা পান না	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী জবেহ করতে আদেশ করেন	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً

তোমরা কি ভেবেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ?	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
বিদ্যুৎ চমক প্রায় তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেবে	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ
তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
আর আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা কথাবার্তা বলত	وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?	أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করেনি	وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ
আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ উম্মুক্ত করে দিইনি?	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না	عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং না তিনি জন্ম নিয়েছেন	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস প্রবেশ করেনি	وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিই বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর।	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

অধ্যায়-১২ (আদেশ ও নিষেধ)

১। أَمْرٌ আদেশ

أَمْرٌ বা আদেশ সর্বদা মাজ্জুম। اَلْمُضَارِعُ থেকে কয়েকটি ধাপে এটা পরিবর্তিত হয়। যেমন,

- تَذْهَبُ এর اَلْمُضَارِعُ এর আলামত تَ এবং মারফুর আলামত 'পেশ' উঠে যাবে। শেষে মাজ্জুমের আলামত 'সুকুন' বসবে, ذْهَبْ
- প্রথম হরফে সুকুন বসায় উচ্চারন করা যাচ্ছে না। তাই এখানে اِ বা اُ রূপে হামজাতুল ওয়াসলি আসবে। ع কালিমায় পেশ থাকলে اُ নাহলে اِ

তুমি যাও!	تَذْهَبُ < ذْهَبْ < اِذْهَبْ	ع কালিমায় যবর
তুমি সাহায্য কর!	تَنْصُرُ < نْصُرْ < اُنْصُرْ	ع কালিমায় পেশ

আদেশ সূচক	أَمْرٌ	সাধারণ বর্তমান	اَلْمُضَارِعُ
তুমি যাও!	اِذْهَبْ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
তোমরা দুজন যাও! (স্ত্রী বা পুং)	اِذْهَبَا	তোমরা দুজন যাও (স্ত্রী বা পুং)	تَذْهَبَانِ
তোমরা সকলে যাও!	اِذْهَبُوْا	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْنَ
তুমি (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبِيْ	তুমি(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْنَ
তোমরা সকল (স্ত্রী) যাও!	اِذْهَبْنَ	তোমরা সকল(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ

أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
اُنْصُرُوْا	اُنْصُرَا	اُنْصُرْ	পুং
اُنْصُرْنَ	اُنْصُرَا	اُنْصُرِيْ	স্ত্রী

জানালাটি খোলো	إِفْتَحِ النَّافِذَةَ
আমি যা বলছি তা শোন (স্ত্রী)	اِسْمَعِيْ مَاذا أَقُوْلُ
তোমরা (স্ত্রী) সেখানে যাও	إِذْهَبْنَ هُنَاكَ
তোমরা দুজন এখন পড়	اِقْرَآ الْآنَ
তোমরা কাল আমার বাড়িতে থাকবে	أُسْكُنُوا فِي بَيْتِي غَدًا
তোমরা (স্ত্রী) দুজন বিশ্রাম নাও	اُرْقُدَا
চিঠিটি লেখ (স্ত্রী)	اُكْتُبِيْ الرِّسَالَةَ
আমাদের সাহায্য করো	اُنْصُرْنَا

২। النَّهْيُ নিষেধ

النَّهْيُ বা নিষেধ সর্বদা মাজ্জুম। الْمُضَارِعُ থেকে النَّهْيُ করতে تَذْهَبُ এর পুর্বে না বাচক لَا বসে এবং মারফুর আলামত 'পেশ' উঠে মাজ্জুমের আলামত 'জঝম' হবে। যেমনঃ لَا تَذْهَبْ জঝমের আলামত তিনভাবে হয়।

নিষেধ সূচক	نَهْيٌ	সাধারণ	الْمُضَارِعُ
তুমি যেওনা!	لاَ تَذْهَبْ	তুমি যাও	تَذْهَبُ
তোমরা দুজন যেওনা! তোমরা দুজন (স্ত্রী) যেওনা!	لاَ تَذْهَبَا	তোমরা দুজন যাও তোমরা দুজন (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبَانِ
তোমরা সকলে যেওনা!	لاَ تَذْهَبُوْا	তোমরা সকলে যাও	تَذْهَبُوْنَ
তুমি (স্ত্রী) যেওনা!	لاَ تَذْهَبِيْ	তুমি (স্ত্রী) যাও	تَذْهَبِيْنَ
তোমরা সকল (স্ত্রী) যেওনা!	لاَ تَذْهَبْنَ	তোমরা সকল(স্ত্রী) যাও	تَذْهَبْنَ

নিষেধ نَهْي			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لَا تَنْصُرُوْا	لَا تَنْصُرَا	لَا تَنْصُرْ	পুং
لَا تَنْصُرْنَ	لا تَنْصُرَا	لا تَنْصُرِيْ	স্ত্রী

তোমরা দুজন দুশ্চিন্তা কোরো না	لَا تَحْزَنَا
তোমরা সালাত ত্যাগ কোরো না	لَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ
তুমি (স্ত্রী) ওটা খেও না	لَا تَأْكُلِيْ ذٰلِكَ
তুমি এই জামাটি পোড়ো না	لَا تَلْبَسْ هٰذَا الْقَمِيْصَ
তুমি (স্ত্রী) কাল সেখানে যেও না	لَا تَذْهَبِيْ هُنَاكَ غَدًا
তুমি রাগ কোরো না	لَا تَغْضَبْ
তুমি (স্ত্রী) ছলনা করো না	لَا تَخْدَعِيْ

لَا تَلْعَبُوا فِي الشَّارِعِ	তোমরা রাস্তায় খেলো না
لَا تَمْشِ كَالنِّسَاءِ	মেয়েদের মত হেঁটো না

اِقْرَأْ	পড়ো	لَا تَقْرَأْ	পড়ো না
اُكْتُبْ	লিখো	لَا تَكْتُبْ	লিখো না
اِسْمَعْ	শুনো	لَا تَسْمَعْ	শুনো না
اِحْفَظْ	মুখস্থ করো	لَا تَحْفَظْ	মুখস্থ করো না
قُلْ	বলো	لَا تَقُلْ	বলো না
اِجْلِسْ	বসো	لَا تَجْلِسْ	বোসো না
قُمْ	দাড়াও	لَا تَقُمْ	দাড়াইও না
كُلْ	খাও	لا تَأْكُلْ	খেও না
اِشْرَبْ	পান করো	لَا تَشْرَبْ	পান কোরো না
تَكَلَّمْ	কথা বলো	لَا تَتَكَلَّمْ	কথা বোলো না
أُسْكُتْ	চুপ থাকো	لَا تَسْكُتْ	চুপ থেকো না
أَظْهِرْ	প্রকাশ করো	لَا تُظْهِرْ	প্রকাশ কোরো না
اِلْعَبْ	খেলো	لَا تَلْعَبْ	খেলো না

৩। لَامُ الْأَمْرِ তৃতীয়পুরুষে ও প্রথমপুরুষে আদেশ ও নিষেধ

তৃতীয়পুরুষে /প্রথম পুরুষের মুদারী মাজ্জুমের আগে لِ বসালে আদেশ বোঝায়। যেমনঃ

তারা দুইজন (পুং) বসুক	لِيَجْلِسَا	সে লিখুক	لِيَكْتُبْ
সে (একজন মেয়ে) বসুক	لِتَجْلِسْ	সে যাক	لِيَذْهَبْ
আমরা যেন খাই	لِنَأْكُلْ	সে খাক	لِيَأْكُلْ

তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা করুক	لِيَتَدَبَّرُوا فِي الْقُرْآنِ
তারা আল্লাহর ইবাদাত করুক	لِيَعْبُدُوا اللهَ
সে পবিত্র হোক	لِيُطَهِّرْ
সে আল্লাহর রাস্তায় বের হোক	لِيَخْرُجْ فِي سَبِيْلِ اللهِ
সে কৃতজ্ঞ হোক	لِيَشْكُرْ

এই لِ কে বলা হয় لَامُ الْأَمْرِ। এটা যের বিশিষ্ট হয়। তবে এর পূর্বে ثُمَّ, فَ, وَ আসলে সুকুন বিশিষ্ট হয়। যেমনঃ

প্রত্যেক ছাত্র যেন বসে এবং লেখে	لِيَجْلِسْ كُلُّ طَالِبٍ وَلْيَكْتُبْ
সুতরাং সে বের হোক	فَلْيَخْرُجْ
আমরা যেন কিছু পড়ি অতঃপর যেন ঘুমাই	لِنَقْرَأْ قَلِيْلًا ثُمَّ لْنَنَمْ
সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে	فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ শব্দটি মুলত فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ । যেহেতু পরপর দুটি সাকিন আসলে উচ্চারণ করা যায় না তাই প্রথম সাকিনকে হরকত দেওয়া হয়েছে। সাধারনত কিছু ক্ষেত্র বাদে প্রথম সাকিনে যের বসে। এসম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়পুরুষে /প্রথম পুরুষের মুদারী মাজ্জুমের আগে لَا বসালে নিষেধ বোঝায়। যেমনঃ

সে না লেখুক	لَا يَكْتُبْ
সে না যাক	لَا يَذْهَبْ
সে না খাক	لَا يَأْكُلْ
তারা দুইজন (পুং) না বসুক	لَا يَجْلِسَا
সে (একজন মেয়ে) না বসুক	لَا تَجْلِسْ
আমরা যেন না খাই	لَا نَأْكُلْ
কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে	لَا يَسْخَرْ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ
আমরা যেন মিথ্যা না বলি	لَا نَكْذِبْ
সে যেন এই কথা না বলে	لَا يَقُلْ هٰذَا الْقَوْلَ
তারা দুজন যেন এখন না ঘুমায়	لَا يَنَمَا الْآنَ
তারা যেন এখানে না বসে	لَا يَجْلِسُوا هُنَا
আমরা যেন দেরি না করি	لَا نَتَأَخَّرْ

কুরআনীয় উদাহরণ (আদেশ)

ফেরাউনের কাছে যাও	اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে	فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا
শুনো, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর	وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا
অতঃপর আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো	فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
এবং যখন আমি আদম কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম,	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু	وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ রাখবো	فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না	وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ
অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও	فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।	وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ

কুরআনীয় উদাহরণ (নিষেধ)

তোমরা সুদ খেয়ো না	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করো না	وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
ওয়াদা পাকাপাকি করার পর তা ভঙ্গ কর না	وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না	لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

কুরানীয় উদাহরণঃ (তৃতীয় পুরুষে আদেশ/নিষেধ)

অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের রবের	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে	لَا يَسْخَرْ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ
সে সৎকর্ম সম্পাদন করুক	فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন তা লিখে দেয়	وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ
এবং ঋন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয়	وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে	وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
এবং সে লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশিকম না করে	وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

অধ্যায়-১৩ (ক্রিয়ার কর্ম)

১। مَفْعُوْلٌ بِهِ ক্রিয়ার কর্ম

ক্রিয়া ও কর্তাকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে مَفْعُوْلٌ بِهِ কর্ম (object) পাওয়া যায়। কর্ম সর্বদা মানসুব।

	مَفْعُولٌ بِهِ	فَاعِلٌ	فِعْلٌ
খালিদ হামিদকে সাহায্য করল	حَامِدًا	خَالِدٌ	نَصَرَ

তোমার ভাই এই বইটি পাঠ করল	دَرَسَ أَخُوْكَ هَذَا الْكِتَابَ
আমার ভাই গাড়ী থেকে নামল	نَزَلَ أَخِي مِنَ السَّيَّارَةِ
শিক্ষকটি কুরআন শুনল	سَمِعَ الْمُدَرِّسُ الْقُرْآنَ
আম্মার আরবী ভাষা পাঠ করল	عَمَّارٌ دَرَسَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
অপরাধীটি একজন লোককে হত্যা করল	قَتَلَ الْمُجْرِمُ رَجُلًا
শিশুটি গ্লাসটি ভাঙল	كَسَرَ الطِّفْلُ الْكُوْبَ
মুসল্লিটি প্রথম কাতারে বসল	جَلَسَ الْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
আল্লাহ নবীগণকে পাঠিয়েছেন	بَعَثَ اللهُ الْأَنْبِيَاءَ
আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দিলেন	خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
মুহাম্মদ কাজে গেলো	ذَهَبَ مُحَمَّدٌ لِلْعَمَلِ

শিশুটি দুধ পান করল	شَرِبَ الطِّفْلُ الْحَلِيْبَ
হামিদের ভাই তোমার বাবাকে খুঁজল	طَلَبَ أَخُوْ حَامِدٍ أَبَاكَ
দাউদ জালুতকে হত্যা করল	قَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ
মুহাম্মাদ হামিদকে সাহায্য করলো	نَصَرَ مُحَمَّدٌ حَامِدًا
ইঞ্জিনিয়ার গাড়িটি ঠিক করলেন	أَصْلَحَ الْمُهَنْدِسُ السَّيَّارَةَ
সে নতুন চাঁদ দেখলো	رَأَى الْهِلَالَ
আল্লাহ মানুষদের মধ্যে রাসূলদের পাঠালেন	بَعَثَ اللهُ الرُّسُلَ بَيْنَ النَّاسِ
শিক্ষক বোর্ডে তার নাম লিখলেন	كَتَبَ الْمُدَرِّسُ اسْمَهُ عَلَى السَّبُّورَةِ
উমার তার বাড়িতে প্রবেশ করল	دَخَلَ عُمَرُ بَيْتَهُ
খালিদ পাঠটি ভালো করে বুঝলো	فَهِمَ خَالِدٌ الدَّرْسَ جَيِّدًا
সত্য প্রকাশিত হলো ও মিথ্যা বিদূরিত হলো	ظَهَرَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ
আয়েশা আজ মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে	أَكَلَتْ عَائِشَةُ الْأَرُزَّ بِالسَّمَكِ الْيَوْمَ

জোর দেওয়ার জন্য مَفْعُوْلٌ بِهِ আগে আসতে পারে। যেমনঃ

সাধারণ	জোর দেয়া
رَأَيْتُ بِلَالًا	بِلَالًا رَأَيْتُ

তবে যেখানে فَاعِلٌ ও مَفْعُوْلٌ بِهِ আলাদা করা যায় না সেখানে ফায়িল আগে আনতে হবে। যেমন

شَكَرَتْ لَيْلَى سَلْمَى লাইলা সালমার প্রতি কৃতজ্ঞ হলো।

কিছু কিছু ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এদের কিছু উদাহরণ হলো,

হামিদ খালিদকে একজন শিক্ষক মনে করেছে	ظَنَّ حَامِدٌ خَالِدًا مُدَرِّسًا	মনে করা	ظَنَّ
আমি মনে করেছিলাম যে তুমি একজন ছাত্র	حَسِبْتُ أَنَّكَ طَالِبًا	মনে করা	حَسِبَ
অতঃপর করেছেন তাকে কালো আবর্জনা	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ	রূপান্তর করা	جَعَلَ
হামিদ বেলালকে শিক্ষক ভেবেছে	زَعَمَ حَامِدٌ بِلَالًا مُدَرِّسًا	মনে করা	زَعَمَ
আমি তাকে একজন আলিম ভেবেছি	رَأَيتُهُ عَالِمًا	ভাবা	رَأَى
তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা অতঃপর পথ দেখিয়েছেন	وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ	পাওয়া	وَجَدَ
জেনে রাখো জীবন একটা সংগ্রাম	اِعْلَمِ الحَيَاةَ جِهَادًا	জানো	اِعْلَمْ
আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে?	أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ	গ্রহণ করা	اِتَّخَذَ

আবার কিছু কিছু ক্রিয়ার তিনটি কর্ম থাকে। এদের কিছু উদাহরণ হলো,

أَرَاى	أَنبَأَ	أَخْبَرَ	حَدَّثَ	أَعْلَمَ
দেখানো	সংবাদ দেওয়া	সংবাদ দেওয়া	বর্ণনা করা	জানানো

শিক্ষক যায়েদকে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমর একজন পন্ডিত ব্যক্তি	أَعْلَمَ الْمدرسُ زَيدًا عَمرًا فاضِلًا

২। مَفْعُوْلٌ فِيْهِ ক্রিয়া সংঘটনের সময়/স্থান

ক্রিয়া সংঘঠনের স্থান বা ক্রিয়া সংঘঠনের সময় প্রকাশক ইসমগুলোকে মাফুলুন فِيْهِ مَفْعُوْلٌ বলে।

এগুলো মানসুব। এগুলোকে ظَرْفٌ বলে যা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি।

শুক্রবারে আমি মক্কায় ছিলাম	كُنْتُ فِيْ مَكَّةَ **يَوْمَ** الْجُمُعَةِ
তোমরা এই সন্ধ্যায় কোথায় যাচ্ছ?	أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ **هٰذَا** الْمَسَاءَ؟
আসছে বছর আমি আরবী ভাষা শিখব	سَأَدْرُسُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ **الْعَامَ** الْقَادِمَ

৩। مَفْعُوْلٌ لَهُ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ

এটা হল এমন একটা মাসদার যা কোন ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করে। এটা মানসুব।

আমি বৃষ্টির ভয়ে বের হই নি	لَمْ أَخْرُجْ **خَوفًا** مِنَ الْمَطَرِ
আমি উপস্থিত হয়েছি গ্রামারকে ভালবেসে	حَضَرْتُ **حُبًّا** لِلنَّحْوِ

৪। مَفْعُوْلٌ مَعَهُ ক্রিয়া সংঘটনের সাথী

وَ অব্যয়টি مَعَ অর্থে ব্যবহার করে مَفْعُوْلٌ مَعَهُ গঠিত হয়। এরপর ইসমটি মানসুব।

পাহাড় ধরে দৌড়িয়েছিলাম	سِرْتُ وَ**الْجِبَالَ**
তারা রাস্তা ধরে হাঁটছিলো	كَانُوا يَمْشُوْنَ وَ**الشَّارِعَ**

হামিদের সাথে গল্পটি পড়েছিলাম	قَرَأْتُ القِصَّةَ وَ**حَامِدًا**
খালিদের সাথে খেলেছিলাম	لَعِبْتُ وَ**خَالِدًا**
জায়েদ খালিদের সাথে এসেছিলো	جَاءَ زَيْدٌ وَ**خَالِدًا**
ছাত্রটি বই সাথে করে হেঁটেছিলো	مَشَى الطَّالِبُ **وَالكِتَابَ**

৫। مَفْعُول مُطْلَق সমধাতুজ কর্ম

বাক্যে ব্যবহৃত মাসদারটি যদি ঐ বাক্যেই ব্যবহৃত কোন ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত হয় অথবা একই অর্থের ক্রিয়া থেকে আসে তবে তাকে مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ বলে। মাফউলুন মুতলাক মানসুব হয়। যেমনঃ يَعْمَلُ عَمَلاً বাক্যে সাধারণত জোর দেওয়ার জন্য মাফউলুন মুতলাক ব্যবহৃত হয়।

নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর জুলুম করেছি অনেক জুলুম	إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا
আল্লাহ তোমাকে পরিপুর্ণ সুস্থতা দিক	شَفَاكَ اللهُ شِفَاءً كَامِلًا
যে ব্যক্তি কোন কাজ করে	مَنْ عَمِلَ عَمَلاً
আমি বিচ্ছুটাকে খুব করে পিটালাম	ضَرَبْتُ العَقْرَبَ ضَرْبًا
আমরা উসতাযকে অত্যন্ত সম্মান জানালাম	كَرَّمْنَا الأُسْتَاذَ تَكْرِيْمًا
শিক্ষক অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন	رَغِبَ الْمُدَرِّسُ رَغْبَةً شَدِيدَةً
তার দিকে একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করুন	وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا
আল্লাহ তোমাকে দ্রুত সুস্থতা দান করুন	شَفَاكَ اللهُ شِفَاءً عَاجِلًا

নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে দাগাংকিত শব্দগুলো কেন মানসুব বা মাজরুর হলো খেয়াল করি,

أَسْتَيقِظُ صَبَاحًا مُبَكِّرًا. أَسْتاكُ أَسْنَانِي نَظَافَةً. وأَتَوضَّأ جَيِّدًا بِالْمَاءِ. ثم أُصَلِّي صَلَاةَ الفَجْرِ فِي الْمَسجدِ جَماعَةً. أَرْجِعُ مِنَ الْمَسجدِ وأَخْرُجُ إلى الحَدِيقَةِ رَاحَةً. فَأَمْشِي هُنَاكَ مُنْفَرِدًا. ثم أَرجِعُ إلى بَيْتِي وأُفْطِرُ رَغَدًا. أَتْلُو القرآنَ تَرتِيلًا بَعْدَ الفُطُورِ. ثم أقرأُ الكُتُبَ دِراسَةً. أَصْنَعُ وَاجِبَ البَيتِ طَوْعًا .

আমি সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠি। আমি আমার দাঁত মাজি পরিচ্ছন্নতার জন্য। এবং পানি দিয়ে ভালো করে ওযু করি। অতঃপর মসজিদে জামাতে ফজরের সালাত পড়ি। মসজিদ থেকে ফিরি এবং প্রশান্তির জন্য বাগানের দিকে বের হই। অতঃপর সেখানে একাকী হাঁটি। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে আসি এবং তৃপ্তি সহকারে সকালের নাস্তা খাই। নাস্তার পরে তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করি। অতঃপর পাঠের জন্য বইপত্র পড়ি। আমি স্বপ্রনোদিত হয়ে বাড়ির কাজ করি।

ثم أَذْهَبُ إلى الْمَدرَسَةِ بعد الضُّحَى مَاشِيًا. أَدخُلُ الفَصْلَ بِبُطْءٍ مُؤَدَّبًا. أَسْتَمِعُ لِلْمُدَرِّسِ وَاعِيًا. وَأَكْتُبُ الدُّرُوسَ مُفَصَّلَةً. أَرْجِعُ إلى البيتِ راكِبًا ثم أخرج إلى الْمَلْعَبِ سَرِيعًا. أَلعَبُ مَعَ أَصْدِقَائِي كُرَةَ القَدَمِ نَشِيْطًا. أَذْهَبُ إلى السُّوقِ بعد العَصْرِ حَاجَةً. ثم أرجع إلى بيتي

অতঃপর আমি দুপুরের পর হেঁটে স্কুলে যাই। আমি ক্লাসরুমে আদবের সহিত ধীরে প্রবেশ করি। আমি মনোযোগের সাথে শিক্ষকের কথা শুনি। আর বিস্তারিতভাবে পাঠগুলো লিখি। বাড়িতে বাহনে চড়ে ফিরে আসি। অতঃপর দ্রুত খেলার মাঠের দিকে বের হই। আমি আমার বন্ধুদের সাথে উদ্যোমের সাথে ফুটবল খেলি। আসরের পরে প্রয়োজনে বাজারে যাই। অতঃপর বাড়িতে ফিরে আসি।

أَغْسِلُ أَعْضَائِي نَظَافَةً فَأدخُلُ غُرفَتِي لِلدِّراسَةِ. أَدْرُسُ هُنَاكَ إلى العِشَاءِ مُنْتَبِهًا. أَتَعَشَّى بعد صَلَاةِ العِشَاءِ ثم أَنَامُ مُبَكِّرًا.

আমি পরিচ্ছন্নতার জন্য আমার অংগসমূহকে ধৌত করি। তারপর আমার রুমে পড়াশোনার জন্য ঢুকি। সেখানে ইশা পর্যন্ত মনদিয়ে পড়ি। ইশার সালাতের পর আমি রাতের খাবার খাই। অতঃপর আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি।

ইরাব খেয়াল করিঃ

মাজরুর, মুদাফ ইলাইহি	البيتِ	মানসুব, ক্রিয়া কেমনভাবে করা হয়েছে	مُبَكِّرًا
মানসুব, ক্রিয়া কেমনভাবে করা হয়েছে	مَاشِيًا	মাজরুর, হারফ জারের পরে	الْمَسْجِدِ
মাজরুর, মুদাফ ইলাইহি	القَدَمِ	মাজরুর, হারফ জারের পরে	الحدِيقَةِ
মাজরুর, মুদাফ ইলাইহি	العَصْرِ	মাজরুর, মুদাফ ইলাইহি	الفَطُورِ
মানসুব, ক্রিয়ার কারন	نَظَافَةً	মানসুব, ক্রিয়ার কর্ম	الكُتُبَ

পড় ও লিখ।

আমি খবর দেবার জন্য সন্ধায় বিস্তারিভাবে চিঠি লিখব।	أَكْتُبُ الرِّسَالَةَ تخبيرا تفصيلاً مَسَاءً
আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বদা মনোযোগের সাথে বই পড়ি।	أَقْرَأُ الكِتَابَ طَلَباً لِلْعِلمِ مُنْتَبِهًا دَائِمًا
আমি ভালবেসে মাঝে মাঝে মনোযোগ দিয়ে নাশিদ শুনি।	أسمَعُ النَّشِيْدَ مَحَبَّةً مُسْتَمِعًا أَحْيَانًا
আমি শিক্ষা দানের জন্য আসরের পরে আনন্দের সাথে গল্প বলি।	أَقَوْلُ القِصَّةَ تعْلِيْمًا مَسرُوْرًا بعد الْعَصْرِ
আমি ক্ষুদা মেটাতে সকালে রুটি খাই।	آكُلُ الخُبزَ إِشْبَاعَ الجُوعِ صبَاحًا
আমি পিপাসা মেটাতে প্রয়োজনে বসে পানি পান করি।	أَشْرَبُ الْماءَ إِطْفَاءَ العَطَشِ جَالِسًا حَاجَةً
আমি শখের বসে অবসরে দাড়িয়ে ছবি আঁকি।	أَرْسُمُ الصُّورَةَ هِوَايَةً قَائِمًا رَاحَةً

আমি আগ্রহের কারণে জোহরের পর বসে বসে দৃশ্য দেখি।	أَنْظُرُ الْمَنْظَرَ رَغْبَةً قَاعِدًا بعد الظُّهْرِ
আমি পরিষ্কার করতে জুমার দিনে ভালভাবে জামা ধৌত করি।	أَغْسِلُ الثَّوْبَ نَظَافَةً جَيِّدًا يَومَ الجُمْعَةِ
আমি বের হবার জন্য অধিকাংশ সময় দ্রুত দরজা খুলি।	أَفْتَحُ البَابَ خُرُوجًا سَرِيْعًا غَالِبًا
আমি শেখার জন্য সর্বদা ভালভাবে পাঠটি বুঝি।	أَفْهَمُ الدَّرْسَ تَعَلُّمًا جيِّدًا دَائِمًا
আমি অনুশীলনের জন্য মাঝে মাঝে বাকিতে খাতা কিনি।	أَشْتَرِي الكُرَّاسَةَ تَدْرِيبًا بِالدَّينِ أحْيَانًا
আমি শিক্ষাদানের জন্য ক্লাসে প্রবেশ করি	أَدْخُلُ الفَصْلَ تَعْلِيْمًا
আমি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য পায়ে হেঁটে সকালে স্কুলে যাই।	أذْهَبُ إلى الْمَدْرَسَةِ طَلَبًا لِلْعِلْمِ مَاشِيًا صَبَاحًا
আমি গাড়িতে চড়ে সন্ধায় কলেজ থেকে ফিরে আসি।	أَرْجِعُ مِنَ الكلِّيةِ رَاكِبًا مساءً
আমি পরিশ্রমের পর আরামের জন্য ভদ্রভাবে বসি	أَجلِسُ اِرْتِيَاحًا مُؤَدَّبًا بَعْدَ الكَدْحِ
আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকালে তারতীলের সাথে কুরআন তেলওয়াত করি।	أَتْلُو القُرْآنَ طَلَباً لِمَرْضَاتِ اللهِ تَرْتِيْلًا صَبَاحًا
আমি উপার্জনের জন্য প্রতিদিন বাজারে রুলার বিক্রি করি।	أَبِيْعُ الْمِسْطَرَةَ اِكْتِسَابًا فِي السُّوقِ كُلَّ يَوْمٍ
আমি দিনে পাঁচবার মসজিদে নামাজ আদায় করি।	أُصلِّي الصَّلَاةَ فِي الْمَسَجِدِ خَمْسَ مَرَّاتٍ يَومًا
আমি আতিথেয়তার জন্য মাঝে মাঝে সুস্বাদু করে গোস্ত রান্না করি	أَطْبُخُ اللَّحْمَ ضِيَافَةً لَذِيْذًا أَحْيَانًا

কুরআনীয় উদাহরণ (মাফউলুন বিহি)

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ
তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে	خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
দাউদ জালুতকে হত্যা করলো	وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ
তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন।	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا
আল্লাহ তাদের আলো নিয়ে নিলেন এবং তাদের অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন	ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
আর যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন	وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
আমি বেশ পানি বর্ষণ করেছি	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

কুরআনীয় উদাহরণ (মাফউলুন ফিহি)

সুতরাং আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে যাও	فَأَسْرِ بِعِبَادِي **لَيْلًا**
আর তার তাসবিহ পড় সকাল ও সন্ধ্যায়	وَسَبِّحُوهُ **بُكْرَةً وَأَصِيلًا**
আমি তা আগামীকাল করবো	إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ **غَدًا**

কুরআনীয় উদাহরণ (মাফউলুন লাহু)

তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি?	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ **عَبَثًا**
নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে	يُنفِقُ مَالَهُ **رِئَاءَ** النَّاسِ
দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ **خَشْيَةَ** إِمْلَاقٍ
আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে	يَشْرِي نَفْسَهُ **ابْتِغَاءَ** مَرْضَاتِ اللَّهِ

কুরআনীয় উদাহরণ (মাফউলুন মায়াহু)

সুতরাং তোমরা তোমাদের কাজের সাথে শরীকদের এক করো	فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ **وَشُرَكَاءَ**كُمْ
আহলে কিতাব আর তার সাথে মুশরিকদের মধ্যে কাফেররা হয়নি (এমন)	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ **وَالْمُشْرِكِينَ**
অতঃপর তোমার রবের কসম অবশ্যই আমি তাদের সাথে শয়তানকে উপস্থিত করবো	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ **وَالشَّيَاطِينَ**

কুরআনীয় উদাহরণ (মাফউলুন মুতলাক)

এবং তারা আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত।	وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا **كِذَّابًا**
আল্লাহর স্মরণ কর অধিক হারে	اُذْكُرُوا اللَّهَ **ذِكْرًا** كَثِيرًا
অথবা বাড়িয়ে নাও তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ **تَرْتِيلًا**

অধ্যায়-১৪ (নিরেট ক্রিয়া ও দুর্বল ক্রিয়া)

১। اَلفِعْلُ الصَّحِيْحُ নিরেট ক্রিয়া

যে ক্রিয়াতে হারফু ইল্লাত অর্থাৎ ا و এবং ي নাই তাকে فِعْلٌ صَحِيحٌ বা নিরেট ক্রিয়া বলে। নিরেট ক্রিয়া আবার তিন প্রকার।

নিরেট ক্রিয়া (فِعْلٌ صَحِيحٌ)

مُضَعَّفٌ		مَهْمُوزٌ		سَالِمٌ	
একই অক্ষর দুইবার আছে		ক্রিয়াতে أ আছে		ক্রিয়াতে أ নাই অথবা একই অক্ষর দুইবার নাই	
সে হজ করলো	حَجَّ	সে খেলো	أَكَلَ	সে বসল	جَلَسَ
সে ক্ষতি করলো	ضَرَّ	সে প্রশ্ন করলো	سَأَلَ	সে গেলো	ذَهَبَ
সে প্রকম্পিত হলো	زَلْزَلَ	সে পড়লো	قَرَأَ	সে সাহায্য করলো	نَصَرَ

২। الْفِعْلُ الْمَهْمُوْزُ মাহমুজ ক্রিয়া

যে ক্রিয়া মূলের একটি অক্ষর أ তাকে الْفِعْلُ الْمَهْمُوْزُ বলে। যেমনঃ سَأَلَ সে প্রশ্ন করলো।

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَأْكُلُوْنَ	يَأْكُلَانِ	يَأْكُلُ	أَكَلُوْا	أَكَلَا	أَكَلَ	পুং
يَأْكُلْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلُ	أَكَلْنَ	أَكَلَتَا	أَكَلَتْ	স্ত্রী
تَأْكُلُوْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلُ	أَكَلْتُمْ	أَكَلْتُمَا	أَكَلْتَ	পুং
تَأْكُلْنَ	تَأْكُلَانِ	تَأْكُلِيْنَ	أَكَلْتُنَّ	أَكَلْتُمَا	أَكَلْتِ	স্ত্রী
نَأْكُلُ		آكُلُ	أَكَلْنَا		أَكَلْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْأَلُوْنَ	يَسْأَلَانِ	يَسْأَلُ	سَأَلُوْا	سَأَلَا	سَأَلَ	পুং
يَسْأَلْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلُ	سَأَلْنَ	سَأَلَتَا	سَأَلَتْ	স্ত্রী
تَسْأَلُوْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلُ	سَأَلْتُمْ	سَأَلْتُمَا	سَأَلْتَ	পুং
تَسْأَلْنَ	تَسْأَلَانِ	تَسْأَلِيْنَ	سَأَلْتُنَّ	سَأَلْتُمَا	سَأَلْتِ	স্ত্রী
نَسْأَلُ		أَسْأَلُ	سَأَلْنَا		سَأَلْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقْرَأُونَ	يَقْرَآنِ	يَقْرَأُ	قَرَأُوْا/قَرَؤُوا	قَرَآ	قَرَأَ	পুং
يَقْرَأْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَأُ	قَرَأْنَ	قرأتا	قَرَأَتْ	স্ত্রী
تَقْرَؤُوْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَأُ	قَرَأْتُمْ	قَرَأْتُمَا	قَرَأْتَ	পুং
تَقْرَأْنَ	تَقْرَآنِ	تَقْرَئِيْنَ	قَرَأْتُنَّ	قَرَأْتُمَا	قَرَأْتِ	স্ত্রী
نَقْرَأُ		أَقْرَأُ	قَرَأْنَا		قَرَأْتُ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَأْكُلُوْا	لا تَأْكُلَا	لا تَأْكُلْ	كُلُوْا	كُلَا	كُلْ	পুং
لا تَأْكُلْنَ	لا تَأْكُلَا	لا تَأْكُلِيْ	كُلْنَ	كُلَا	كُلِيْ	স্ত্রী

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَقْرَءُوْا	لا تَقْرَءَا	لا تَقْرَأْ	اِقْرَؤُوْا	اِقْرَءَا	اِقْرَأْ	পুং
لا تَقْرَأْنَ	لا تَقْرَءَا	لا تَقْرَئِيْ	اِقْرَأْنَ	اِقْرَءَا	اِقْرَئِيْ	স্ত্রী

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
سَائِلٌ	سُؤَالٌ/مَسْأَلة	سَلْ/ اِسْئَلْ	يَسْأَلُ	سَأَلَ	প্রশ্ন করা
قَارِئٌ	قِرَاءَةٌ/قرآنٌ	اِقْرَأْ	يَقْرَأُ	قَرَأَ	পড়া
آخِذٌ	أَخْذٌ	خُذْ	يَأْخُذُ	أَخَذَ	ধরা
آكِلٌ	أَكْلٌ	كُلْ	يَأْكُلُ	أَكَلَ	খাওয়া
آمِرٌ	أَمْرٌ	مُرْ	يَأْمُرُ	أَمَرَ *	আদেশ করা
آمِنٌ	أَمْنٌ	اِيْمَنْ	يَأْمَنُ	أَمِنَ	নিরাপদ হওয়া
آبٍ	اِبَاءٌ	اِيْب	يَأْبَى	أَبَى	অমান্য করা
رَاءٍ	رَأْيٌ	رَ	يَرَى	رَأَى *	দেখা
آتٍ	اِتْيَانٌ	اِيْتِ/اِئْتِ	يَأْتِي	أَتَى *	আসা
شَاءٍ	مَشِيئَةٌ	شَأْ	يَشَاءُ	شَاءَ *	চাওয়া
سَاوِئ	سَوْءٌ/سُوءٌ	سُؤْ	يَسُوءُ	سَاءَ	খারাপ হওয়া
جَاءٍ	مَجِيءٌ	جِئْ	يَجِيءُ	جَاءَ	আসা

লক্ষণীয়ঃ

- ف কালিমা হামজাহ হলে أَمْرٌ এর ক্ষেত্রে প্রথমে হামজাতুল ওয়াসলি নাও আসতে পারে। যেমনঃ

  أَكَلَ – يَأْكُلُ – كُلْ

- ع কালিমা হামজাহ হলে হামজাতুল ওয়াসলি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যেমনঃ

  سَأَلَ – يَسْأَلُ – اِسْئَلْ/ سَلْ

তারা দু'জন আজ স্কুলে আসে নি	لَمْ يَأْتِيَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمَ
যায়নাব সূরা বাক্বারা পড়ছে	قَرَأَتْ زَيْنَبُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ
[তোমরা দু'জন] এই ফলটি খাও	كُلَا هٰذِهِ الْفَاكِهَةَ
আদেশ করবে না	لَا تَأْمُرْ
আমি প্রশ্ন করি নি	لَمْ أَسْأَلْ
তারা সূর্য দেখবে না	لَنْ يَرَوا الشَّمْسَ

৩। الْفِعْلُ الْمُضَاعَفُ মুদায়াফ ক্রিয়া

আল মুদা'য়াফ হল এমন ক্রিয়াপদ যার দুইটা বর্ণ একই। যেমনঃ حَجَّ অর্থ সে হাজ্ব করলো। حَجَّ হল মূলত حَجَجَ যার ع কালিমার "হারকাত" উঠে গিয়ে হয়েছে حَجْجَ => حَجَّ । কিন্তু মুতাহাররিক সর্বনামের ক্ষেত্রে হারকাত ফিরে আসে। যেমনঃ حَجَجْتُمَا , حَجَجْتَ , حَجَجْنَ حَجَجْنَا ....

الْمُضَارِعُ এর ক্ষেত্রেও সাকিন সর্বনামের ক্ষেত্রে ل কালিমার "হারকাত" উঠে যায়। যেমনঃ يَحْجُجُ => يَحُجُّ কিন্তু মুতাহাররিক সর্বনামের ক্ষেত্রে হারকাত ফিরে আসে। যেমনঃ يَحْجُجْنَ

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَحُجُّوْنَ	يَحُجَّانِ	يَحُجُّ	حَجُّوْا	حَجَّا	حَجَّ	পুং
يَحْجُجْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجُّ	حَجَجْنَ	حَجَّتَا	حَجَّتْ	স্ত্রী
تَحُجُّوْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجُّ	حَجَجْتُمْ	حَجَجْتُمَا	حَجَجْتَ	পুং
تَحْجُجْنَ	تَحُجَّانِ	تَحُجِّيْنَ	حَجَجْتُنَّ	حَجَجْتُمَا	حَجَجْتِ	স্ত্রী
نَحُجُّ		أَحُجُّ	حَجَجْنَا		حَجَجْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَضِلُّوْنَ	يَضِلَّانِ	يَضِلُّ	ضَلُّوا	ضَلَّا	ضَلَّ	পুং
يَضْلِلْنَ	تَضِلَّانِ	تَضِلُّ	ضَلَلْنَ	ضَلَّتَا	ضَلَّتْ	স্ত্রী
تَضِلُّوْنَ	تَضِلَّانِ	تَضِلُّ	ضَلَلْتُمْ	ضَلَلْتُمَا	ضَلَلْتَ	পুং
تَضْلِلْنَ	تَضِلَّانِ	تَضِلِّيْنَ	ضَلَلْتُنَّ	ضَلَلْتُمَا	ضَلَلْتِ	স্ত্রী
نَضِلُّ		أَضِلُّ	ضَلَلْنَا		ضَلَلْتُ	উভয়

মাজ্জুম ও আমরঃ

বর্তমানের রূপ يَحُجُّ কে মাজ্জুম করলে দাঁড়ায় يَحُجْجْ । দুই সাকিনের মিলন রোধে শেষে একটা হরকাত নিয়ে আসতে হয়। যেমন لَمْ يَحُجَّ । কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এরুপ সমস্যা হয় না যেমন لَمْ يَحُجُّوْا

আদেশের ক্ষেত্রে تَحُجُّ এর মুদারীর আলামত تَ এবং শেষের পেশ উঠে যাবে অর্থাৎ حُجّ । দুই সুকুনের মিলন রোধে শেষে যবর আসবে এবং এক্ষেত্রে কোন হামজাতুল ওয়াসালি আনতে হবে না যেহেতু প্রথমে সাকিন আসছে না। সুতরাং সবশেষে আমরের রূপ হবে حُجَّ । উল্লেখ্য যে মুদা'য়াফ এর আমর এভাবেও হয়ঃ أُرْدُدْ , أُصْدُدْ ইত্যাদি।

নিষেধ نَهْيٌ			আদেশ أَمْرٌ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَحُجُّوْا	لا تَحُجَّا	لا تَحُجَّ	حُجُّوْا	حُجَّا	حُجَّ	পুং
لا تَحْجُجْنَ	لا تَحُجَّا	لا تَحُجِّيْ	اُحْجُجْنَ	حُجَّا	حُجِّيْ	স্ত্রী

নিষেধ نَهْيٌ			আদেশ أَمْرٌ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَضِلُّوْا	لا تَضِلَّا	لا تَضِلَّ	ضِلُّوْا	ضِلَّا	ضِلَّ	পুং
لا تَضْلِلْنَ	لا تَضِلَّا	لا تَضِلِّيْ	اِضْلِلْنَ	ضِلَّا	ضِلِّيْ	স্ত্রী

মুদায়াফ ক্রিয়ার উদাহরণ,

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
حَيٌّ	حَيَاةٌ/حَيَوانٌ	اِحْيَ	يَحْيَا	حَيَّ	জীবিত হওয়া
رَادٌّ	رَدٌّ/ ترداد	أُرْدُدْ/رُدَّ	يَرُدُّ	رَدَّ	ফিরে যাওয়া
صَادٌّ	صَدٌّ/ صدود	أُصْدُدْ/صُدَّ	يَصُدُّ	صَدَّ	বাধা দেওয়া
ضَارٌّ	ضَرٌّ/ضَرَر	أُضْرُرْ/ضُرَّ	يَضُرُّ	ضَرَّ	ক্ষতি করা

মনে করা	ظَنَّ	يَظُنُّ	أُظْنُنْ/ظُنَّ	ظَنٌّ	ظَانٌّ
গণনা করা	عَدَّ	يَعُدُّ	أُعْدُدْ/عُدَّ	عَدٌّ/تعداد	عَادٌّ
ছড়ানো	مَدَّ	يَمُدُّ	أُمْدُدْ/مُدَّ	مَدٌّ	مَادٌّ
ইচ্ছা করা	وَدَّ	يَوَدُّ	اِيْدَدْ/وَدَّ	وِدٌّ/وُدٌّ/وَدٌّ	وَادٌّ
পথভ্রষ্ট হওয়া	ضَلَّ	يَضِلُّ	اِضْلِلْ/ضِلَّ	ضَلَالَةٌ، ضَلَالٌ	ضَالٌّ
বিভ্রান্ত করা	غَرَّ	يَغُرُّ	أُغْرُرْ/غُرَّ	غُرُورٌ/غَرٌّ	غَارٌّ
স্পর্শ করা	مَسَّ	يَمَسُّ	أُمْسُسْ/مَسَّ	مَسٌّ	مَاسٌّ

তারা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল	كَانُوا ضَلَّوْا
তারা (দু'জন) হাজ্ব করছে	يَحُجَّانِ
তোমরা তারাগুলো গণনা করো	عُدُّوْا النُجُوْمَ
তোমরা ধারণা করবে না	لنْ تَظُنُّوْا
আমরা কারো ক্ষতি করি নি	لَمْ نَضُرَّ أَحَدًا
মেয়েরা খাবার স্পর্শ করবেই না	لَنْ تَمَسَّ الْبَنَاتُ الطَّعَامَ

৪। التَّعْلِيْلُ বর্ণের রুপান্তর

শব্দে দুর্বল বর্ণগুলোর কিছু পরিবর্তন হয়। একে التَّعْلِيل বলে। এই পরিবর্তনের কয়েকটি সূত্র নিম্নরুপঃ

১) হরকতযুক্ত و বা ي এর আগে যবর থাকলে ا বা ى এ পরিনত হয়। (দ্বিবচনে হয় না)

سَارَ	<	سَيَرَ	قَالَ	<	قَوَلَ
مَشَى	<	مَشَيَ	خَافَ	<	خَوِفَ
			دَعَا	<	دَعَوَ

২) হরকতযুক্ত و ، ي এর আগে যের থাকলে ي পরিনত হয়

نَسِيَ	<	نَسِيَ	رَضِيَ	<	رَضِوَ
بَقِيَ	<	بَقِيَ	قَوِيَ	<	قَوِوَ

৩) و এর আগে যবর ওয়ালা আলামতে মুদারী থাকলে এবং পরে যের হলে সেই و বাদ যাবে।

يَجِدُ	<	يَوْجِدُ

৪) وْ এর আগে যের হলে তা ي পরিনত হয়

اِيْجَلْ	<	اِوْجَلْ

৫) দুই সাকিনের মিলন রোধে দুর্বল বর্ণ বাদ যাবে।

قُلْ	<	قُوْلْ	جَئْنَ > جِئْنَ	<	جَائْنَ
دَعَتْ	<	دَعَاتْ	قَلْنَ > قُلْنَ	<	قَالْنَ

৬) ع কালিমার و ي এর হরকত পূর্বের সাকিন বর্ণে যাবে

يَقُوْلُ	<	يَقْوُلُ
يَجِيْءُ	<	يَجْيِءُ

৭) শব্দমূলের অতিরিক্ত আলিফের পরে و ي আসলে তা হামযাহ হয়ে যায়।

قَائِلٌ	<	قَاوِلٌ
بَائِعٌ	<	بَايِعٌ
بِنَاءٌ	<	بَنَى

৮) পেশের পরে وِ পড়া কষ্ট তাই যেরটা পূর্বের বর্ণে চলে যায়। হরকত সরে গেলে সেখানে সাকিন হয়।

تَدْعِيْنَ	<	تَدْعِوْيْنَ	<	تَدْعُوِيْنَ

৯) হরকত ওয়ালা و ي এর পুর্বে যের থাকলে তা লোপ পায় এবং লোপের প্রভাবে পূর্বের বর্নে অতিরিক্ত যের যোগ হয়।

بَانٍ	<	بَانِيٌ
دَاعٍ	<	دَاعِوٌ

১০) পেশের পরে ي আর যেরের পরে و পড়া কষ্ট তাই পরবর্তী হরফ অনুসরন করে হরকত পরিবর্তন হবে।

تَوَلِّيٌ	<	تَوَلُّيٌ
نَسُوْا	<	نَسِوْا

৫। اَلْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ দুর্বল ক্রিয়া

যে ক্রিয়াগুলোতে ا ي এবং و থাকে সেগুলোকে দুর্বল ক্রিয়া اَلْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ বলে। যেমনঃ رَاَى , قَالَ ইত্যাদি। দুর্বল ক্রিয়ার লিখিত রূপে و কে ا (আলিফ) ও ي (ইয়া) এবং ي কে ا বা ى (আলিফ) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

দুর্বল ক্রিয়াগুলো তিন প্রকার।

দুর্বল ক্রিয়া (اَلْفِعْلُ اَلْمُعْتَلُّ)

اَلنَّاقِصُ ل কালিমা দুর্বল বর্ণ		اَلْأَجْوَفُ ع কালিমা দুর্বল বর্ণ		اَلْمِثَالُ ف কালিমা দুর্বল বর্ণ	
সে পথ দেখালো	هَدَى (هَدَيَ)	সে হাটল	سَارَ (سَيَرَ)	সে পেল	وَجَدَ
সে ডাকল	دَعَا (دَعَوَ)	সে বলল	قَالَ (قَوَلَ)	সে রাখল	وَضَعَ
সে কাঁদল	بَكَى (بَكَيَ)	সে ঘুমালো	نَامَ (نَوِمَ)	সে সহজ হল	يَسِرَ
সে দেখল	رَأَى (رَأَيَ)			ঘুম থেকে উঠল	يَقِظَ

৬। الْفِعلُ الْمِثَالُ মিছাল ক্রিয়া

মিছাল ক্রিয়ার ف কালিমা দুর্বল। অর্থাৎ প্রথম বর্ণ و বা ي হয়। যেমনঃ

يَئِسَ	يَسَرَ	وَجَدَ	وَضَعَ
সে হতাশ হল	সে বিনয়ী হল	সে পেল	সে রাখল

এখানে আমরা মিছাল ক্রিয়াগুলোর ১৪ টি গঠন দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
وَضَعُوْا	وَضَعَا	وَضَعَ	وَجَدُوْا	وَجَدَا	وَجَدَ	পুং
وَضَعْنَ	وَضَعَتَا	وَضَعَتْ	وَجَدْنَ	وَجَدَتَا	وَجَدَتْ	স্ত্রী
وَضَعْتُمْ	وَضَعْتُمَا	وَضَعْتَ	وَجَدْتُمْ	وَجَدْتُمَا	وَجَدْتَ	পুং
وَضَعْتُنَّ	وَضَعْتُمَا	وَضَعْتِ	وَجَدْتُنَّ	وَجَدْتُمَا	وَجَدْتِ	স্ত্রী
وَضَعْنَا		وَضَعْتُ	وَجَدْنَا		وَجَدْتُ	উভয়

الْمِثَالُ ক্রিয়ার অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে পরিবর্তনঃ

الْمُضَارِعُ	<< পরিবর্তন <<	الْمَاضِي
يَوْجِدُ < يَجِدُ يَوْهَبُ < يَهَبُ يَوْجَلُ	বাব فَتَحَ– يَفْتَحُ এবং বাব ضَرَبَ–يَضْرِبُ এর ক্ষেত্রে দুর্বল و বাদ যাবে। কিন্তু বাব سَمِعَ– يَسْمَعُ এর ক্ষেত্রে বাদ যায় না। মূলত যে و এর পূর্বে যবর বিশিষ্ট আলামতে	وَجَدَ وَهَبَ وَجِلَ

	মুদারীয় থাকে এবং পরে যের হয় সেই و বাদ যায়।	
يَيْسَرُ	মিছাল ক্রিয়ার শুরুতে ي হলে তা সালিম ক্রিয়ার মত হয়।	يَسِرَ

اَلْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			اَلْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَضَعُوْنَ	يَضَعَانِ	يَضَعُ	يَجِدُوْنَ	يَجِدَانِ	يَجِدُ	পুং
يَضَعْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعُ	يَجِدْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدُ	স্ত্রী
تَضَعُوْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعُ	تَجِدُوْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدُ	পুং
تَضَعْنَ	تَضَعَانِ	تَضَعِيْنَ	تَجِدْنَ	تَجِدَانِ	تَجِدِيْنَ	স্ত্রী
نَضَعُ		أَضَعُ	نَجِدُ		أَجِدُ	উভয়

اَلْمِثَالُ ক্রিয়ার বর্তমান কাল থেকে আদেশবাচকে পরিবর্তনঃ

اَمْرٌ	<< পরিবর্তন <<	اَلْمُضَارِعُ
جِدْ هَبْ اِوْجَلْ > اِيْجَلْ	বাব ضَرَبَ-يَضْرِبُ এবং বাব فَتَحَ- يَفْتَحُ এর ক্ষেত্রে হামজাতুল ওয়াসালি আনতে হবে না। কিন্তু বাব سَمِعَ- يَسْمَعُ এর ক্ষেত্রে হামজাতুল ওয়াসালি আনতে হবে।	تَجِدُ تَهَبُ تَوْجَلُ
اِيْقَظْ	মিছাল ক্রিয়ার শুরুতে ي হলে তা সালিম ক্রিয়ার মত হয়।	يَيْقَظُ

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لَا تَجِدُوْا	لَا تَجِدَا	لَا تَجِدْ	جِدُوْا	جِدَا	جِدْ	পুং
لَا تَجِدْنَ	لَا تَجِدَا	لَا تَجِدِيْ	جِدْنَ	جِدَا	جِدِيْ	স্ত্রী

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَضَعُوْا	لا تَضَعَا	لا تَضَعْ	ضَعُوْا	ضَعَا	ضَعْ	পুং
لا تَضَعْنَ	لا تَضَعَا	لا تَضَعِيْ	ضَعْنَ	ضَعَا	ضَعِيْ	স্ত্রী

মিছাল ক্রিয়ার উদাহরণ

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
وَاذِرٌ	وَذْرٌ	ذَرْ	يَذَرُ	وَذِرَ	পেছনে ফেলা
وَاضِعٌ	وَضْعٌ/مَوضِعٌ	ضَعْ	يَضَعُ	وَضَعَ	রাখা
وَاقِعٌ	وُقُوعٌ/وقِعَةٌ	قَعْ	يَقَعُ	وَقَعَ	ঘটে যাওয়া
وَاهِبٌ	وَهْبٌ/ هِبَة	هَبْ	يَهَبُ	وَهَبَ	দান করা
وَاجِدٌ	وُجُودٌ/وِجدَان	جِدْ	يَجِدُ	وَجَدَ	খুঁজে পাওয়া
وَارِثٌ	وِرْثٌ/وِرَاثَةٌ	رِثْ	يَرِثُ	وَرَثَ	উত্তরাধিকারী হওয়া
وَازِرٌ	وِزْرٌ	زِرْ	يَزِرُ	وَزَرَ	ওজন বহন করা
وَاصِفٌ	وَصْفٌ/صِفَةٌ	صِفْ	يَصِفُ	وَصَفَ	বর্ণনা করা

ওয়াদা করা	وَعَدَ	يَعِدُ	عِدْ	وَعْدٌ/مَوعِد	وَاعِدٌ
পৌছানো	وَصَلَ	يَصِلُ	صِلْ	وَصْلٌ/صِلَةٌ	وَاصِلٌ
সহজ হওয়া	يَسِرَ	يَيْسَرُ	اِيْسَرْ	يَسَرٌ/يُسرٌ	يَاسِرٌ
বেড়ে ওঠা	يَفَعَ	يَيْفَعُ	اِيْفَعْ	يَفْعٌ	يَافِعٌ
শুকানো	يَبِسَ	يَيْبَسُ	اِيْبَسْ	يَبْسٌ	يَابِسٌ
আশা ছেড়ে দেওয়া	يَئِسَ	يَيْئَسُ	اِيئَسْ	يَأْسٌ	يَائِسٌ

যে সকল ক্রিয়া মূলের প্রথম অক্ষর و সেগুলোর মাসদার দুরকম। একটাতে و বাদ যাবে এবং ة শেষে আসবে। যেমনঃ

সে বর্ণনা করল	وَصَفَ	وَصْفٌ	صِفَةٌ
সে উপদেশ দিল	وَعَظَ	وَعْظٌ	عِظَةٌ
সে বিশ্বাস করল	وَثِقَ	وَثْقٌ	ثِقَةٌ

খালিদ তার বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হবে	سَيَرِثُ خَالِدٌ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْهِ
খাতাটি টেবিলের উপর রাখো	ضَعْ الدَّفْتَرَ عَلَى الْمَكْتَبِ
আশা ছেড়ে দিও না	لَا تَيْأَسْ
আমিনা মক্কা পৌঁছাতে পারে নি	لَمْ تَصِلْ أَمِنَةُ مَكَّةَ
কেউ কারো ওজন বহন করবে না	لَنْ يَزِرَ أَحَدٌ وِزْرَ آخرَ

৭। الْفِعلُ الْأَجْوَفُ আজওয়াফ ক্রিয়া

الْأَجْوَفُ ক্রিয়ার ع কালিমা দুর্বল। অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণ و বা ي হয়। লিখিত রূপে و এবং ي কে ا (আলিফ) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। যেমনঃ

خَافَ (خَوِفَ)	نَامَ (نَوِمَ)	سَارَ (سَيَرَ)	قَالَ (قَوَلَ)
সে ভয় পেল	সে ঘুমালো	সে হাটলো	সে বলল

এখানে তাঁর ১৪ টি গঠন দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
قَالُوْا	قَالاَ	قَالَ	جَاؤُوْا	جَاءَا	جَاءَ	পুং
قُلْنَ**	قَالَتَا	قَالَتْ	جِئْنَ *	جَاءَتَا	جَاءَتْ	স্ত্রী
قُلْتُمْ	قُلْتُمَا	قُلْتَ	جِئْتُمْ	جِئْتُمَا	جِئْتَ	পুং
قُلْتُنَّ	قُلْتُمَا	قُلْتِ	جِئْتُنَّ	جِئْتُمَا	جِئْتِ	স্ত্রী
قُلْنَا		قُلْتُ	جِئْنَا		جِئْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিল جَائْنَ। দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের। ** মূলত এটা ছিল قَاْلْنَ। দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
بَاعُوْا	بَاعَا	بَا عَ	نَامُوْا	نَامَا	نَامَ	পুং
بِعْنَ	بَاعَتَا	بَاعَتْ	نِمْنَ *	نَامَتَا	نَامَتْ	স্ত্রী
بِعْتُمْ	بِعْتُمَا	بِعْتَ	نِمْتُمْ	نِمْتُمَا	نِمْتَ	পুং
بِعْتُنَّ	بِعْتُمَا	بِعْتِ	نِمْتُنَّ	نِمْتُمَا	نِمْتِ	স্ত্রী
بِعْنَا		بِعْتُ	نِمْنَا		نِمْتُ	উভয়

*মূলত এটা ছিল نَامْنَ । দুই সুকুনের মিলন রোধে দুর্বলটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাব نَصَرَ হলে ف কালিমায় পেশ, নইলে যের।

নিচে এর অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে পরিবর্তন দেখি,

الْمُضَارِعُ	<< পরিবর্তন <<	الْمَاضِي
يَقْوُلُ < يَقُوْلُ	উচ্চারণের সুবিধার জন্য সুকুন ও হারাকাত	قَالَ (قَوَلَ)
يَخْافُ < يَخَافُ	তাদের অবস্থানের বদল করবে। ع কালিমায়	خَافَ (خَوِفَ)
يَسْيِرُ < يَسِيْرُ	و , ي এর হরকত পূর্বের কালিমায় যায়।	سَارَ (سَيَرَ)

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَقُوْلُوْنَ	يَقُوْلَانِ	يَقُوْلُ	يَجِيْئُوْنَ	يَجِيْئَانِ	يَجِيْءُ	পুং

يَقُلْنَ	تَقُوْلَانِ	تَقُوْلُ	يَجِئْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْءُ	স্ত্রী
تَقُوْلُوْنَ	تَقُوْلَانِ	تَقُوْلُ	تَجِيْئُوْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْءُ	পুং
تَقُلْنَ	تَقُوْلَانِ	تَقُوْلِيْنَ	تَجِئْنَ	تَجِيْئَانِ	تَجِيْئِيْنَ	স্ত্রী
نَقُوْلُ		أَقُوْلُ	نَجِيْءُ		أَجِيْءُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَبِيْعُوْنَ	يَبِيْعَانِ	يَبِيْعُ	يَنَامُوْنَ	يَنَامَانِ	يَنَامُ	পুং
يَبِعْنَ	تَبِيْعَانِ	تَبِيْعُ	يَنَمْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامُ	স্ত্রী
تَبِيْعُوْنَ	تَبِيْعَانِ	تَبِيْعُ	تَنَامُوْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامُ	পুং
تَبِعْنَ	تَبِيْعَانِ	تَبِيْعِيْنَ	تَنَمْنَ	تَنَامَانِ	تَنَامِيْنَ	স্ত্রী
نَبِيْعُ		أَبِيْعُ	نَنَامُ		أَنَامُ	উভয়

الْأَجْوَفُ ক্রিয়ার বর্তমান কাল থেকে আদেশবাচকে পরিবর্তনঃ

أَمْرٌ	<< পরিবর্তন <<	الْمُضَارِعُ
قُوْلْ > قُلْ سِيْرْ > سِرْ خَافْ > خَفْ	এক্ষেত্রে হামজাতুল ওয়াসলি আনতে হয় না যেহেতু হারফু মুদারিয়া বাদ দিলে উচ্চারনে সমস্যা হয় না। আর দুই সাকিনের মিলন রোধ করতে দুর্বল অক্ষরটি উঠে যাবে।	تَقُوْلُ تَسِيْرُ تَخَافُ

নিষেধ نَهْيٌ			আদেশ أَمْرٌ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لَا تَقُوْلُوْا	لَا تَقُوْلَا	لَا تَقُلْ	قُوْلُوْا	قُوْلَا	قُلْ	পুং
لَا تَقُلْنَ	لَا تَقُوْلَا	لَا تَقُوْلِيْ	قُلْنَ	قُوْلَا	قُوْلِيْ	স্ত্রী

নিষেধ نَهْيٌ			আদেশ أَمْرٌ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَجِيْئُوْا	لا تَجِيْئَا	لا تَجِئْ	جِيْئُوْا	جِيْئَا	جِئْ	পুং
لا تَجِئْنَ	لا تَجِيْئَا	لا تَجِيْئِيْ	جِئْنَ	جِيْئَا	جِيْئِيْ	স্ত্রী

আজওয়াফ ক্রিয়ার উদাহরণ

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
تَائِبٌ	تَوْبَةٌ/تَوبٌ	تُبْ	يَتُوبُ	تَابَ	তাওবা করা
ذَائِقٌ	ذَوْقٌ/ذَوَاق	ذُقْ	يَذُوقُ	ذَاقَ	স্বাদ নেওয়া
فَائِزٌ	فَوْزٌ	فُزْ	يَفُوزُ	فَازَ	সফল হওয়া
قَائِلٌ	قَوْلٌ/قَولَة	قُلْ	يَقُولُ	قَالَ	বলা
قَائِمٌ	قِيَامٌ، قَوْمَةٌ	قُمْ	يَقُومُ	قَامَ	দাঁড়ানো
كَائِنٌ	كَوْنٌ/كِيانٌ	كُنْ	يَكُونُ	كَانَ	হওয়া
مَائِتٌ	مَوْتٌ	مُتْ	يَمُوتُ	مَاتَ	মরে যাওয়া
خَائِفٌ	خَوْفٌ	خَفْ	يَخَافُ	خَافَ	ভীত হওয়া

كَائِدٌ	كَوْدٌ	كَدْ	يَكَادُ	كَادَ	প্রায় হওয়া
كَائِدٌ	كَيْدٌ	كِدْ	يَكِيدُ	كَادَ	কৌশল করা
زَائِدٌ	زِيَادَةٌ/مزيد	زِدْ	يَزِيدُ	زَادَ	বাড়ানো
بَائِعٌ	بَيْعٌ	بِعْ	يَبِيْعُ	بَاعَ	বিক্রি করা
سَائِرٌ	سَيْرٌ	سِرْ	يَسِيْرُ	سَارَ	হাঁটা
عَائِشٌ	عَيْشٌ/عِيشَة	عِشْ	يَعِيْشُ	عَاشَ	বেঁচে থাকা
غَائِبٌ	غِيَابٌ/غَيب	غِبْ	يَغِيْبُ	غَابَ	অনুপস্থিত থাকা
عَائِذٌ	عِيَاذٌ	عُذْ	يَعُوذُ	عَاذَ	আশ্রয় চাওয়া
زَائِرٌ	زِيَارَةٌ	زُرْ	يَزُوْرُ	زَارَ	পরিদর্শন করা
طَائِفٌ	طَوْفٌ/طواف	طُفْ	يَطُوْفُ	طَافَ	তাওয়াফ করা

১) শব্দসমূহের অতিরিক্ত আলিফের পরে و এবং ء , ي হয়। একারনে قَاوِلٌ> قَائِلٌ

২) (قَوَلَ) قَالَ ক্রিয়া থেকে ইসম মাফউল مَقُوْلٌ এর গঠন ব্যাখ্যাঃ মুতাহাররিক و এবং ي এদুটির পূর্বে সাকিন থাকলে তা স্থান পরিবর্তন করে। একারনে مَقُوْلٌ < مَقْوُلٌ

৩) (بَيَعَ) بَاعَ ক্রিয়া থেকে ইসম মাফুল مَبِيْعٌ এর গঠন ব্যাখ্যাঃ

مَبِيْعٌ	<	مَبِوْعٌ	<	مَبُيْوْعٌ	<	مَبْيُوْعٌ
وْ এর আগে যের হলে তা ي হয়		দুই সাকিনের মিলনে হারফু ইল্লাত বাদ। ইয়া বাদ যাওয়ার প্রভাবে পেশটা যের হয়ে গেছে		হরকত বদল		ইসম মাফুলের সাধারণ গঠন مَفْعُوْلٌ

মেয়েরা ভয় পেয়েছিল	خَافَتِ الْفَتَيَاةُ
আমরা আল্লাহর কাছে শাইত্বান থেকে আশ্রয় চাই	نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
ফাতিমা, আল্লাহর কাছে তাওবা করো	تُوْبِي إِلَى اللهِ يَا فَاطِمَةُ
ছাত্রীরা, অনুপস্থিত থেকো না	يَا أَيَّتُهَا الطَّالِبَاتُ لَا تَغِبْنَ

৮। الْفِعْلُ النَّاقِصُ নাকিস ক্রিয়া

النَّاقِصُ ক্রিয়ার ل কালিমা দুর্বল। অর্থাৎ শেষ বর্ণ و বা ي হয়। লিখিত রূপে و কে ا (আলিফ) এবং ي কে ى (আলিফ মাকসুরা) দ্বারা পরিবর্তন করা হয় অথবা ي ই থেকে যায়। যেমনঃ

هَدَى (هَدَيَ)	دَعَا (دَعَوَ)	بَكَى (بَكَيَ)	رَاَى (رَأَيَ)
সে পথ দেখালো	সে ডাকল	সে কাঁদলো	সে দেখল

এখানে তাঁর ১৪ টি গঠন দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
مَشَوْا	مَشَيَا	مَشَى	دَعَوْا	دَعَوَا	دَعَا	পুং
مَشَيْنَ	مَشَتَا	مَشَتْ	دَعَوْنَ	دَعَتَا	دَعَتْ	স্ত্রী
مَشَيْتُمْ	مَشَيْتُمَا	مَشَيْتَ	دَعَوْتُمْ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتَ	পুং
مَشَيْتُنَّ	مَشَيْتُمَا	مَشَيْتِ	دَعَوْتُنَّ	دَعَوْتُمَا	دَعَوْتِ	স্ত্রী
مَشَيْنَا		مَشَيْتُ	دَعَوْنَا		دَعَوْتُ	উভয়

লক্ষণীয়ঃ

- ৩য় পুরুষের দ্বিবচনে মূল অক্ষর و ফিরে এসেছে
- ৩য় পুরুষের বহুবচনে ل কালিমা উঠে যায়। যেমনঃ دَعَوُوْا > دَعَوْا
- .দুই সুকুনের মিলন রোধে دَعَاْتْ এর দুর্বল অক্ষরটি উঠে গিয়ে হবে دَعَتْ
- মুতাহাররিক সর্বনাম (نَ، تَ، تُمَا، تُمْ، تِ، تُمَا، تُنَّ، تُ، نَا) গুলোতে ل কালিমা স্বরুপে ফিরে আসে।

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
رَأَوْا	رَأَيَا	رَأَى	نَسُوْا *	نَسِيَا	نَسِيَ	পুং
رَأَيْنَ	رَأَتَا	رَأَتْ	نَسِيْنَ	نَسِيَتَا	نَسِيَتْ	স্ত্রী
رَأَيْتُمْ	رَأَيْتُمَا	رَأَيْتَ	نَسِيْتُمْ	نَسِيْتُمَا	نَسِيْتَ	পুং
رَأَيْتُنَّ	رَأَيْتُمَا	رَأَيْتِ	نَسِيْتُنَّ	نَسِيْتُمَا	نَسِيْتِ	স্ত্রী
رَأَيْنَا		رَأَيْتُ	نَسِيْنَا		نَسِيْتُ	উভয়

* نَسِيُوْا > نَسِوْا > نَسُوْا

النَّاقِصُ ক্রিয়ার বর্তমান কালে লক্ষ্যণীয়ঃ

মারফুঃ

১. লাম কালিমা (و বা ي) ফিরে আসে এবং লাম কালিমায় পেশের বদলে সুকুন হয়। যেমনঃ

الْمُضَارِعُ	<= **পরিবর্তন** <=	**الْمَاضِي**
يَدْعُوْ	يَدْعُوُ	دَعَا (دَعَوَ)
يَبْكِيْ	يَبْكِيُ	بَكَى (بَكَيَ)
يَنْسَى	يَنْسَيُ	نَسِيَ (نَسِيَ)

২. ৩য় পুরুষের বহুবচনে ل কালিমা উঠে যায়। যেমনঃ يَدْعُوُوْنَ=> يَدْعُوْنَ যেখানে وُ তুলে দেওয়া হয়েছে। يَنْسَيُوْنَ => يَنْسَوْنَ যেখানে يُ তুলে দেওয়া হয়েছে। تَدْعُوِيْنَ=> تَدْعِيْنَ পেশের পরে و পড়া যায় না তাই و এর যের পূর্বে দিতে হয়।

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَمْشُوْنَ	يَمْشِيَانِ	يَمْشِيْ	يَدْعُوْنَ	يَدْعُوَانِ	يَدْعُوْ	পুং
يَمْشِيْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْ	يَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ	স্ত্রী
تَمْشُوْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْ	تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعُوْ	পুং
تَمْشِيْنَ	تَمْشِيَانِ	تَمْشِيْنَ	تَدْعُوْنَ	تَدْعُوَانِ	تَدْعِيْنَ	স্ত্রী
نَمْشِيْ		أَمْشِيْ	نَدْعُوْ		أَدْعُوْ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَرَوْنَ	يَرَيَانِ	يَرَى	يَنْسَوْنَ	يَنْسَيَانِ	يَنْسَى	পুং
يَرَيْنَ	تَرَيَانِ	تَرَى	يَنْسَيْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَى	স্ত্রী
تَرَوْنَ	تَرَيَانِ	تَرَى	تَنْسَوْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَى	পুং
تَرَيْنَ	تَرَيَانِ	تَرَيْنَ	تَنْسَيْنَ	تَنْسَيَانِ	تَنْسَيْنَ	স্ত্রী
نَرَى		أَرَى	نَنْسَى		أَنْسَى	উভয়

মানসুবঃ

১. و এবং ي দ্বারা শেষ হওয়া ক্রিয়ার উপর যবর উচ্চারিত হয় কিন্তু আলিফ দ্বারা শেষ হওয়া যবর উচ্চারিত হয় না। যেমনঃ لَنْ يَبْكِيَ ، لَنْ يَدْعُوَ কিন্তু لَنْ يَنْسَى

মাজ্জুমঃ

১। ل কালিমা উঠে যায়।

যেমন, لَمْ يَدْعُوْ => لَمْ يَدْعُ অনুরূপ ভাবে, اُدْعُ

لَمْ يَبْكِيْ => لَمْ يَبْكِ অনুরূপ ভাবে, اِبْكِ

لَمْ يَنْسَىْ => لَمْ يَنْسَ অনুরূপ ভাবে, اِنْسَ

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَدْعُوْا	لا تَدعُوَا	لا تَدْعُ	اُدْعُوْا	اُدْعُوَا	اُدْعُ	পুং
لا تَدْعُوْنَ	لا تَدعُوَا	لا تَدْعِيْ	اُدْعُوْنَ	اُدْعُوَا	اُدْعِيْ	স্ত্রী

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَمْشُوْا	لا تَمْشِيَا	لا تَمْشِ	اِمْشُوْا	اِمْشِيَا	اِمْشِ	পুং
لا تَمْشِيْنَ	لا تَمْشِيَا	لا تَمْشِيْ	اِمْشِيْنَ	اِمْشِيَا	اِمْشِيْ	স্ত্রী

নাকিস ক্রিয়ার উদাহরণ

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
تَالٍ	تِلَاوَةٌ	اُتْلُ	يَتْلُوْ	تَلَا	তিলাওয়াত করা
دَاعٍ	دُعَاءٌ/دعوة	اُدْعُ	يَدْعُوْ	دَعَا	ডাকা
عَافٍ	عَفْوٌ/عفاء	اُعْفُ	يَعْفُوْ	عَفَا	ক্ষমা করা
شَاكٍ	شِكَايَةٌ/شكوى	اُشْكُ	يَشْكُوْ	شَكَا	অভিযোগ করা
مَاحٍ	مَحْوٌ	اُمْحُ	يَمْحُوْ	مَحَا	মুছে ফেলা
رَاجٍ	رَجَاءٌ/مرجاة	اُرْجُ	يَرْجُوْ	رَجا	আশা করা
مَاشٍ	مشْيٌ	اِمْشِ	يَمْشِيْ	مَشَى	হাঁটা
سَاقٍ	سَقْيٌ	اِسْقِ	يَسْقِيْ	سَقَى	পান করানো

بَانٍ	بِنَاءٌ	اِبْنِ	يَبْنِيْ	بَنَى	বানানো
بَا غٍ	بَغْيٌ	اِبْغِ	يَبْغِيْ	بَغَى	খুব চাওয়া
ناهٍ	نَهْيٌ	اِنْهَ	يَنْهَى	نَهَى	নিষেধ করা
جَارٍ	جَرَيَانٌ/جريٌ	اِجْرِ	يَجْرِي	جَرَى	প্রবাহিত হওয়া
قَاضٍ	قَضَاءٌ	اِقْضِ	يَقْضِي	قَضَى	বিচার করা
كَافٍ	كِفَايَةٌ	اِكْفِ	يَكْفِي	كَفَى	যথেষ্ট হওয়া
هَادٍ	هِدَايَةٌ	اِهْدِ	يَهْدِي	هَدَى	পথ দেখানো
عانٍ	عَنيٌ	اِعْنِ	يَعْنِي	عَنَى	বোঝানো
خَاشٍ	خَشْيَةٌ/خَشيٌ	اِخْشَ	يَخْشَى	خَشِيَ	ভয় করা
رَاضٍ	رِضْوَانٌ/مرضاة/	اِرْضَ	يَرْضَى	رَضِيَ	সন্তুষ্ট হওয়া
نَاسٍ	نِسْيَانٌ	اِنْسَ	يَنْسَى	نَسِيَ	ভুলে যাওয়া
بَاقٍ	بَقَاءٌ	اِبْقَ	يَبْقَى	بَقِيَ	স্থায়ী হওয়া
لَاقٍ	لِقَاءٌ	اِلْقَ	يَلْقَى	لَقِيَ	মিলিত হওয়া

নোটঃ

১) শেষে و বা ي এর পুর্বে যের থাকলে তা উঠে যায় আর এর পুর্বে অতিরিক্ত যের যোগ হয়।

একারনে بَانٍ > بَانِيٌ ، دَاعٍ> دَاعِوٌ

২) مَدْعُوٌّ > مَدْعُوْوٌ

৩) (بَ يَ) بَنَى ক্রিয়া থেকে ইসম মাফুল مَبْنِيٌّ এর গঠন ব্যাখ্যাঃ

مَبْنِيٌّ	<	مَبْنِيْيٌ	<	مَبْنُيْيٌ	<	مَبْنُوْيٌ
ইয়া সাকিন ও মুতাহাররিক ইয়া পরস্পর ইদগাম হয়ে গেছে		পেশের পর ইয়া হয় না তাই পেশটা যের হয়ে গেছে		ওয়া এবং ইয়া পরস্পর আসলে এবং এদের প্রথমটায় সাকিন হলে তা ইয়া হয়		ইসম মাফুলের সাধারণ গঠন مَفْعُوْلٌ

تَلَتْ عَائِشَةُ الْقُرْآنَ	আয়েশা কুর'আন তিলাওয়াত করেছে
كَانُوا نَسُوْا	তারা ভুলে গিয়েছিল
يَمْشِيَانِ فِيْ الْحَدِيْقَةِ صَبَاحًا	তারা (দু'জন) সকালে বাগানে হাঁটে
نَرْجُوْ رَحْمَةَ اللهِ	আমরা আল্লাহ্‌র রহমত আশা করি
لَا تَخْشَيَا	তোমরা (দু'জন) ভয় করো না
لَمْ يَنْهَهُ أَحَدٌ	তাকে কেউ নিষেধ করে নি
يَاأَيُّهَا الطُّلَّابُ امْحُوْا السَّبُّوْرَةَ	ছাত্ররা, বোর্ডটি মুছো
لَنْ يَبْقَى حَيَاةُ الدُّنْيَا	দুনিয়ার জীবন স্থায়ী হবে না

৯। الفِعْلُ اللَّفِيْفُ লাফিফ ক্রিয়া

যে ক্রিয়া মূলের একাধিক অক্ষর দুর্বল তাকে الْفِعْلُ اللَّفِيْفُ বলে। যেমনঃ

قَوِيَ	حَيِيَ	وَنَى	وَقَى
সে দৃঢ় হল	সে বেচে থাকল	সে দুর্বল হলো	সে রক্ষা করলো

এখানে তাঁর ১৪ টি গঠন দেখি,

الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
حَيُّوْا	حَيَّا	حَيَّ	وَقَوْا	وَقَيَا	وَقَى	পুং
حَيِيْنَ	حَيَّتَا	حَيَّتْ	وَقَيْنَ	وَقَتَا	وَقَتْ	স্ত্রী
حَيِيْتُمْ	حَيِيْتُمَا	حَيِيْتَ	وَقَيْتُمْ	وَقَيْتُمَا	وَقَيْتَ	পুং
حَيِيْتُنَّ	حَيِيْتُمَا	حَيِيْتِ	وَقَيْتُنَّ	وَقَيْتُمَا	وَقَيْتِ	স্ত্রী
حَيِيْنَا		حَيِيْتُ	وَقَيْنَا		وَقَيْتُ	উভয়

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَحْيَوْنَ	يَحْيَيَانِ	يَحْيَا	يَقُوْنَ	يَقِيَانِ	يَقِيْ	পুং
يَحْيَيْنَ	تَحْيَيَانِ	تَحْيَا	يَقِيْنَ	تَقِيَانِ	تَقِيْ	স্ত্রী

تَحْيَوْنَ	تَحْيَيَانِ	تَحْيَا	تَقُوْنَ	تَقِيَانِ	تَقِيْ	পুং
تَحْيَيْنَ	تَحْيَيَانِ	تَحْيَيْنَ	تَقِيْنَ	تَقِيَانِ	تَقِيْنَ	স্ত্রী
نَحْيَا		أَحْيَا	نَقِيْ		أَقِيْ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَقُوْا	لا تَقِيَا	لا تَقِ	قُوْا	قِيَا	قِ	পুং
لا تَقِيْنَ	لا تَقِيَا	لا تَقِيْ	قِيْنَ	قِيَا	قِيْ	স্ত্রী

লাফিফ ক্রিয়ার উদাহরণ

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
وَاقٍ	وِقَايَةٌ	قِ	يَقِي	وَقَى	রক্ষা করা
قَاوٍ	قُوَّةٌ	اِقْوَ	يَقْوَى	قَوِيَ	শক্তিশালী হওয়া
وَالٍ	وِلَايَةٌ	لِ	يَلِي	وَلِيَ	বন্ধু হওয়া

কুরানীয় উদাহরণঃ (মাহমুজ ক্রিয়া)

দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না	لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ
ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত	وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
যে তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন	أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا

একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করবেন	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

কুরানীয় উদাহরণঃ (মুদায়াফ ক্রিয়া)

নিশ্চয়ই আমি পথভ্রান্ত হয়েছি	قَدْ ضَلَلْتُ
এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করেছে,	وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
নিশ্চয়ই তারা পতিত হয়েছে সুদুর বিভ্রান্তিতে	قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا
অতঃপর যে কাবা ঘরে হজ্জ করে অথবা উমরাহ করে	فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
এবং তারা ধারনা করেছে যেমন তোমরা ধারণা করেছো	وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ
ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুইহাত এবং সে নিজেও	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
যখন তার উপর ছেয়ে গেলো রাত্রি	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
নিশ্চয়ই তাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে বর্ণনা করেছি	قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
তাদেরকে আযাব স্পর্শ করবে	يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ
তারা (মনে করে) মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে	يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا
সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পালাবে	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

কুরানীয় উদাহরণঃ (মিছাল ক্রিয়া)

হে আমার রব! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি	رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ
তিনি তাকে কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন	وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ
আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরস্কার স্বরূপ দিলাম ইয়াকুবকে	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

যখন মহা ঘটনা ঘটবে	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে	الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ
এবং যারা বজায় রাখে যা আল্লাহ আদেশ করেছেন	وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান দান করেন	يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا

কুরানীয় উদাহরণঃ (আজওয়াফ ক্রিয়া)

তিনি বললেন, হে আদম,	قَالَ يَا آدَمُ
তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল	إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ
তারা সে সমস্ত লোক যাদের তওবা আমি কবুল করি	فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ
এবং সে সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল	وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।	فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে,	فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের	فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا
অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে ভয় কর	فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ	قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ
যখন নাকি মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব,	أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
আর যখন তাদের মধ্যে থেকে এক সম্প্রদায় বলল	وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার,	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শ্রম ব্যয় করে তোমার কাছে আসল	مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ
তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে	لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا

কুরানীয় উদাহরণঃ (নাকিস ক্রিয়া)

যখন তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট হতে দেখলে	إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا
নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পথ দেখান না	إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি	إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا
তারপর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি,	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم
যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়,	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি	قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
তারা তাতে পথ চলে	مَّشَوْا فِيهِ ج
এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে,	وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে	إِنَّهُ طَغَىٰ
তারা বলল, আমরা পানি পান করাতে পারি না	قَالَتَا لَا نَسْقِي
আর যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদন করেন	وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
তাঁরা দুজন তাদের মাছের কথা ভুলে গেল	نَسِيَا حُوتَهُمَا
যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত	تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট	رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ

ওটা তার জন্যে যে তার রবকে ভয় করে।	ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ
সত্বরই সে প্রবেশ করবে শিখাযুক্ত অগ্নিতে	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
তিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র সহীফা	يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
এবং জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে যে দেখবে তার জন্য	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ

অধ্যায়-১৫ (কর্মবাচ্যের ক্রিয়া)

قَرَأَ অর্থ সে পড়েছে এখানে কর্তা هُوَ পরিচিত। এজন্য একে বলা হয় الفِعْلُ الْمَعْلُومُ আর قُرِئَ অর্থ পড়া হয়েছে। এখানে কে পড়েছে উল্লেখ নাই। এজন্য একে বলা হয় اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ

অতীত কালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ع কালিমায় যের এবং ل কালিমায় যবর বসে (ইলা)। এর পূর্বে যেকোন অক্ষরে "পেশ" বসবে যদি তাতে সুকুন না থাকে।

অতীতকাল	কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য	অতীতকাল	কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
তাকে নামানো হল	نُزِّلَ	نَزَّلَ	সে কৃত হল	فُعِلَ	فَعَلَ
সে ব্যবহৃত হল	أُسْتُخْدِمَ	اِسْتَخْدَمَ	তাকে সাহায্য করা হল	نُصِرَ	نَصَرَ
সে ব্যবহৃত হল	أُسْتُعْمِلَ	اِسْتَعْمَلَ	তাকে শোনানো হল	سُمِعَ	سَمِعَ
তাকে ডাকা হল	نُوْدِيَ	نَادَى	তাকে অবতীর্ন করা হল	أُنْزِلَ	أَنْزَلَ

বর্তমান কালের ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে ع কালিমায় যবর ل কালিমায় পেশ বসে (আলু)। এর পূর্বে হারফু মুদারিয়া বাদে যেকোন অক্ষরে "যবর" বসবে যদি তাতে সুকুন না থাকে। মাদি ও মুদারী উভয় ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষরে পেশ হবে।

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য	বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
তাকে অবতীর্ণ করা হয় /হবে	يُنَزَّلُ	يُنَزِّلُ	তাকে সাহায্য করা হয়/হবে	يُنْصَرُ	يَنْصُرُ
তাকে ব্যবহার করা হয় /হবে	يُسْتَعْمَلُ	يَسْتَعْمِلُ	তাকে প্রহার করা হয়/হবে	يُضْرَبُ	يَضْرِبُ
			তাকে অবতীর্ণ করা হয় /হবে	يُنْزَلُ	يَنْزِلُ

নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ লক্ষ্য করি,

الْمُضَارِعِ الْمجهول		الْمَاضي الْمجهول	
পড়া হয়/হবে	يُقْرَأُ	পড়া হয়েছে	قُرِئَ
লেখা হয়/হবে	يُكْتَبُ	লেখা হয়েছে	كُتِبَ
শোনা হয়/হবে	يُسْمَعُ	শোনা হয়েছে	سُمِعَ
মুখস্থ করা হয়/হবে	يُحْفَظُ	মুখস্থ করা হয়েছে	حُفِظَ
বলা হয়/হবে	يُقَالُ	বলা হয়েছে	قِيلَ
বিচার করা হয়/হবে	يُقْضَى	বিচার করা হয়েছে	قُضِيَ
কাজ করা হয়/হবে	يُعمَلُ	কাজ করা হয়েছে	عُمِلَ
খাওয়া হয়/হবে	يُأْكَلُ	খাওয়া হয়েছে	أُكِلَ
পান করা হয়/হবে	يُشْرَبُ	পান করা হয়েছে	شُرِبَ
লড়াই করা হয়/হবে	يُقَاتَلُ	লড়াই করা হয়েছে	قُوتِلَ
হত্যা করা হয়/হবে	يُكْذَبُ	মিথ্যাচার করা হয়েছে	كُذِبَ
প্রকাশ করা হয়/হবে	يُظْهَرُ	প্রকাশ করা হয়েছে	أُظْهِرَ
খেলা হয়/হবে	يُلْعَبُ	খেলা হয়েছে	لُعِبَ
আকা হয়/হবে	يُرْسَمُ	আকা হয়েছে	رُسِمَ
মোছা হয়/হবে	يُمْسَحُ	মোছা হয়েছে	مُسِحَ
দেখা হয়/হবে	يُنْظَرُ	দেখা হয়েছে	نُظِرَ
অন্বেষণ করা হয়/হবে	يُطْلَبُ	অন্বেষণ করা হয়েছে	طُلِبَ

খোঁজা হয়/হবে	يُبْحَثُ	খোঁজা হয়েছে	بُحِثَ
ধোয়া হয়/হবে	يُغْسَلُ	ধোয়া হয়েছে	غُسِلَ
জানানো হয়/হবে	يُعَرَّفُ	জানানো হয়েছে	عُرِّفَ
খোলা হয়/হবে	يُفْتَحُ	খোলা হয়েছে	فُتِحَ
বন্ধ করা হয়/হবে	يُغْلَقُ	বন্ধ করা হয়েছে	أُغْلِقَ
বোঝা হয়/হবে	يُفْهَمُ	বোঝা হয়েছে	فُهِمَ
গোপন করা হয়/হবে	يُكْتَمُ	গোপন করা হয়েছে	كُتِمَ
কেনা হয়/হবে	يُشْتَرَى	কেনা হয়েছে	أُشْتُرِيَ
বেচা হয়/হবে	يُبَاعُ	বেচা হয়েছে	بِيْعَ
শহীদ করা হয়/হবে	يُسْتَشْهَدُ	শহীদ করা হয়েছে	أُسْتُشْهِدَ
টানা হয়/হবে	يُسْحَبُ	টানা হয়েছে	سُحِبَ
নিক্ষেপ করা হয়/হবে	يُلْقَى	নিক্ষেপ করা হয়েছে	أُلْقِيَ
আদেশ করা হয়/হবে	يُؤْمَرُ	আদেশ করা হয়েছে	أُمِرَ
শিক্ষা দেওয়া হয়/হবে	يُتَعَلَّمُ	শিক্ষা দেওয়া হয়েছে	تُعُلِّمَ
তিলাওয়াত করা হয়/হবে	يُتْلَى	তিলাওয়াত করা হয়েছে	تُلِيَ
চাওয়া হয়/হবে	يُرَادُ	চাওয়া হয়েছে	أُرِيْدَ
দেওয়া হয়/হবে	يُعْطَى	দেওয়া হয়েছে	أُعْطِيَ

দোয়া করা হয়/হবে	يُصَلَّى	দোয়া করা হয়েছে	صُلِّيَ
ভালোবাসা হয়/হবে	يُحَبُّ	ভালোবাসা হয়েছে	أُحِبَّ
রান্না করা হয়/হবে	يُطْبَخُ	রান্না করা হয়েছে	طُبِخَ
ধরা হয়/হবে	يُؤْخَذُ	ধরা হয়েছে	أُخِذَ
ছেড়ে দেওয়া হয়/হবে	يُتْرَكُ	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে	تُرِكَ
নিয়ে আসা	يُؤْتَى بِ	নিয়ে আসা হয়েছে	أُتِيَ بِ
রাখা হয়/হবে	يُضَعُ	রাখা হয়েছে	وُضِعَ
শুরু করা হয়/হবে	يُشْرَعُ	শুরু করা হয়েছে	شُرِعَ
ছড়িয়ে দেওয়া হয়/হবে	يُنْشَرُ	ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে	نُشِرَ
প্রশ্ন করা হয়/হবে	يُسْأَلُ	প্রশ্ন করা হয়েছে	سُئِلَ
উত্তর দেওয়া হয়/হবে	يُجَابُ	উত্তর দেওয়া হয়েছে	أُجِيْبَ
অপছন্দ করা হয়/হবে	يُكْرَهُ	অপছন্দ করা হয়েছে	كُرِهَ
ঈমান আনা হয়/হবে	يُؤْمَنُ بِ	ঈমান আনা হয়েছে	أُوْمِنَ بِ
ডাকা হয়/হবে	يُدْعَى	ডাকা হয়েছে	دُعِيَ
বানানো হয়/হবে	يُبْنَى	বানানো হয়েছে	بُنِيَ
ধরা হয়/হবে	يُؤْخَذُ	ধরা হয়েছে	أُوخِذَ

বাক্যের কর্ম এখানে মারফু অবস্থায় কর্তার স্থানে বসে। এজন্য তাকে বলা হয় نَائِبُ الفَاعِلِ । এছাড়া اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ গুলোও ফেলে মাজহুলের মত কাজ করে।

نَائِبُ الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কর্মবাচক	الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوفُ কর্তৃবাচক
الْإِنْسَانُ	خُلِقَ الْإِنْسَانُ	اللهُ	خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ
الدَّرْسُ	يُشْرَحُ الدَّرْسُ	الْمُدَرِّسُ	يَشْرَحُ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ
الْمَسِيْحُ	مَا صُلِبَ الْمَسِيْحُ	اليَهُوْدُ	مَا صَلَبَ اليَهُوْدُ الْمَسِيْحَ

যদি মাফউলুন বিহি সর্বনাম হয় তাহলে نَائِبُ الفَاعِلِ সর্বনামের মারফু অবস্থায় আসবে।

نَائِبُ الفَاعِلِ	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ	اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوفُ
تَ	عَمَّ سُئِلْتَ؟	عَمَّ سَأَلَكَ الْمُدِيْرُ؟
وْ	قُتِلُوا بِالْمُسَدَّسِ	قَتَلَهُم الْمُجْرِمُ بِالْمُسَدَّسِ
نَا	ضُرِبْنَا بِا لْعَصَا	ضَرَبَنَا الرَّجُلُ بِا لْعَصَا

একধিক কর্ম থাকলে প্রথম মাফুলুন বিহি নায়িবু ফায়িল হিসেবে মারফু হবে আর দ্বিতীয়টি মানসুব থাকবে। যেমন,

পাসকৃতকে পুরুস্কার দেওয়া হয়েছিলো	أُعْطِيَ النَّاجِحُ جَائِزَةً

নিচে কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রুপান্তরের কিছু নমুনা দেখি,

	اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ	اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوفُ
মানুষ সৃষ্টি হয়েছে	خُلِقَ الْإِنْسَانُ	خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ
দারসটি ব্যাখ্যা করা হবে	يُشْرَحُ الدَّرْسُ	يَشْرَحُ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ
মাসীহ শুলবিদ্ধ করা হয়নি	مَا صُلِبَ الْمَسِيْحُ	مَا صَلَبَ اليَهُوْدُ الْمَسِيْحَ

কি বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসিত হয়েছো	عَمَّ سُئِلْتَ؟	عَمَّ سَأَلَكَ الْمُدِيْرُ؟
সে পিস্তল দ্বারা নিহত হয়েছে	قُتِلُوا بِالْمُسَدَّسِ	قَتَلَهُمْ الْمُجْرِمُ بِالْمُسَدَّسِ
আমরা লাঠি দ্বারা প্রহৃত হয়েছি	ضُرِبْنَا بِالْعَصَا	ضَرَبَنَا الرَّجُلُ بِالْعَصَا
তুমি লাঠি দ্বারা প্রহৃত হবে	تُضْرَبُ بِالْعَصَا	يَضْرِبُكَ الشُّرْطِيُّ بِالْعَصَا
পাসকারিকে উপহার দেওয়া হয়েছে	أُعْطِيَ النَّاجِحُ جَائِزَةً	أعْطَى الْمدَرِّسُ النَّاجِحَ جَائِزَةً
বল দিয়ে খেলা হয়েছে	لُعِبَ بِالْكُرَةِ	لعِبَ الطِّفْلُ بِالْكُرَةِ
পনির খাওয়া হয়েছে	أُكِلَ الجُبْنُ	أَكَلَ الفَأْرُ الجُبْنَ
শ্রোতাদের বক্তৃতা দেওয়া হবে	يُخْطَبُ السَّامِعُونَ	يَخْطُبُ الوَاعِظُ السَّامِعِينَ
গত পড়শু তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرْتَ أَوَّلَ أمسِ	نَصَرْتُكَ أَوَّلَ أَمْسِ
ছাত্রদের খোজা হয়েছে	طُلِبَ الطُّلَّابُ	طلَبَ الْمُدِيرُ الطلَّابَ
আমাদেরকে পরীক্ষার ব্যাপারে জানানো হয়েছে	أُخْبِرْنَا عَنِ الاِمتِحَانِ	أخْبَرَنَا الْمُدرِّسُ عَنِ الاِمتِحَانِ
তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে	نُصِرُوا	نَصرَهُمْ اللهُ
তোমাদেরকে শীঘ্রই একটা নতুন দারস শিক্ষা দেওয়া হবে	ستُعَلَّمُوْنَ دَرْسًا جديدًا	سَيُعَلِّمُكُمْ دَرْسًا جديدًا
ফেরেশতা নামানো হয়েছে	أُنْزِلَ الْمَلَائِكَةُ	أَنْزلَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ
তোমরা তার নিজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছো	اُسْتُخْدِمْتُمْ لِنَفسِهِ	اِسْتَخْدَمَكُمْ لِنَفسِهِ
হামিদ রমদান মাসে জন্ম নিয়েছে	وُلِدَ حامدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ	وَلَدَتْ حامدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

ক্ষেত চাষ করা হয়েছে	زُرِعَ الْحَقْلُ	زَرَعَ الفَلَّاحُ الْحَقْلَ
অবশ্যই আমি তোমাদের মিলনে খুশি হয়েছি	لَقَدْ سُرِرْتُ بِلقائِكَ اليَوْمَ	لَقَدْ سَرَّنِي لِقَائُكَ اليومِ
ফাতিমাকে একটি বই দেওয়া হয়েছে	وُهِبَتْ فاطِمَةُ كِتَابًا	وهَبْتُ فَاطِمَةَ كِتَابًا
তমাকে সারাদিন খোঁজা হয়েছে	بُحِثَ عَنْكَ طُوْلَ اليومِ	بَحَثْتُ عَنْكَ طُوْلَ اليَومِ
তোমাদেরকে এখনও সাহায্য করা হয়নি	لَمَّا تُنْصَرُوْا	لَمَّا يَنْصُرْكُمْ الشُّرْطِيُّ
আমাদেরকে বক্তৃতা শোনানো হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে	سُمِعْنَا الْمُحَاضَرةَ و فُهِمْنَاهَا	سَمِعْنَا الْمُحَاضَرةَ و فَهِمْنَاهَا
তাদেরকে এই কথার উপর কিছুতেই বিশ্বাস করা হবে না	لَنْ يُؤْمَنُوا بِهِم على هٰذا الكَلامِ	لَنْ نُؤمِنَ بِهِمْ عَلَى هٰذا الكَلامِ
খাদেমার বিপক্ষে বিচার করা হয়েছে	قُضِيَ علَى الخادمَةِ	قَضَى رَبُّ البيتِ علَى الخادمَةِ
মুসাকে রসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছে	بُعِثَ مُوسَى رَسُولًا	بَعَثَ اللهُ مُوسَى رَسُولًا
গল্পগুলো বর্ননা করা হয়েছে	تُحْكَى الْقِصَصُ	تَحْكِي الأمُّ الْقِصَصَ
এলাকায় মসজিদগুলো নির্মান করা হবে	تُبْنَى الْمَساجِدُ في الحيِّ	تَبنِي الحُكومَةُ الْمَساجِدَ في الحيِّ
তোমাদেরকে কি সেখানে নেওয়া হবে?	أتُؤْخَذُونَ هُناك ؟	أتأْخُذُكم السَّيَّارَةُ هناك؟
মুরগির গোশ্ত কি রান্না করা হবে?	هل يُطْبَخُ لحمُ الدَّجَاجةِ؟	هل تَطبُخُ الأمُّ لَحْمَ الدَّجَاجَةِ؟

১। الْمَجْهُولُ لِلسَّالِمِ সালিম ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে সাহায্য করা হলো	نُصِرَ	نَصَرَ
সেটা খোলা হলো	فُتِحَ	فَتَحَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে সাহায্য করা হবে	يُنْصَرُ	يَنْصُرُ
সেটা খোলা হবে	يُفْتَحُ	يَفْتَحُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

বর্তমানকালের ক্রিয়া			অতীতকালের ক্রিয়া		
يُنْصَرُوْنَ	يُنْصَرَانِ	يُنْصَرُ	نُصِرُوْا	نُصِرَا	نُصِرَ
يُنْصَرْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرُ	نُصِرْنَ	نُصِرَتَا	نُصِرَتْ
تُنْصَرُوْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرُ	نُصِرْتُمْ	نُصِرْتُمَا	نُصِرْتَ
تُنْصَرْنَ	تُنْصَرَانِ	تُنْصَرِيْنَ	نُصِرْتُنَّ	نُصِرْتُمَا	نُصِرْتِ
نُنْصَرُ		أُنْصَرُ	نُصِرْنَا		نُصِرْتُ

কর্মবাচ্য ক্রিয়ার কিছু উদাহরণ

মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ
কোন বছরে তুমি জন্মেছিলে?	فِيْ اَيِّ عَامٍ وُلِدْتَ؟

তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাকেও কেউ জন্ম দেননি	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ.
আমিনা কি নিয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছিল?	عَمَّ سُئِلَتْ اَمِنَةُ؟

২। الْمَجْهُولُ لِلمَهْمُوز মাহমুজ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে আদিষ্ট হলো	أُمِرَ	أَمَرَ
সে জিজ্ঞাসিত হলো	سُئِلَ	سَأَلَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
সে আদিষ্ট হয়	يُؤْمَرُ	يَأْمُرُ
সে জিজ্ঞাসিত হয়	يُسْأَلُ	يَسْأَلُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

বর্তমানকালের ক্রিয়া			অতীতকালের ক্রিয়া		
يُسْأَلُونَ	يُسْأَلَانِ	يُسْأَلُ	سُئِلُوْا	سُئِلَا	سُئِلَ
يُسْأَلْنَ	تُسْأَلَانِ	تُسْأَلُ	سُئِلْنَ	سُئِلَتَا	سُئِلَتْ
تُسْأَلُونَ	تُسْأَلَانِ	تُسْأَلُ	سُئِلْتُمْ	سُئِلْتُمَا	سُئِلْتَ
تُسْأَلْنَ	تُسْأَلَانِ	تُسْأَلِيْنَ	سُئِلْتُنَّ	سُئِلْتُمَا	سُئِلْتِ
نُسْأَلُ		أُسْأَلُ	سُئِلْنَا		سُئِلْتُ

৩। الْمَجْهُولُ لِلمُضَعَّف মুদায়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে কামড়ানো হল	عُضَّ	عَضَّ
তাকে স্পর্শ করা হল	مُسَّ	مَسَّ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
তাকে কামড়ানো হবে	يُعَضُّ	يَعَضُّ
তাকে স্পর্শ করা হবে	يُمَسُّ	يَمَسُّ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

বর্তমানকালের ক্রিয়া			অতীতকালের ক্রিয়া		
يُعَضُّوْنَ	يُعَضَّانِ	يُعَضُّ	عُضُّوْا	عُضَّا	عُضَّ
يُعْضَضْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضُّ	عُضَضْنَ	عُضَّتَا	عُضَّتْ
تُعَضُّوْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضُّ	عُضَضْتُمْ	عُضَضْتُمَا	عُضَضْتَ
تُعْضَضْنَ	تُعَضَّانِ	تُعَضِّيْنَ	عُضَضْتُنَّ	عُضَضْتُمَا	عُضَضْتِ
نُعَضُّ		أُعَضُّ	عُضَضْنَا		عُضَضْتُ

৪। الْمَجْهُولُ لِلمِثَال মিছাল ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
পাওয়া গেল	وُجِدَ	وَجَدَ
রাখা হল	وُضِعَ	وَضَعَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
পাওয়া যাবে	يُوْجَدُ	يَجِدُ
রাখা হবে	يُوْضَعُ	يَضَعُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

বর্তমানকালের ক্রিয়া			অতীতকালের ক্রিয়া		
يُوْجَدُوْنَ	يُوْجَدَانِ	يُوْجَدُ	وُجِدُوْا	وُجِدَا	وُجِدَ
يُوْجَدْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدُ	وُجِدْنَ	وُجِدَتَا	وُجِدَتْ
تُوْجَدُوْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدُ	وُجِدْتُمْ	وُجِدْتُمَا	وُجِدْتَ
تُوْجَدْنَ	تُوْجَدَانِ	تُوْجَدِيْنَ	وُجِدْتُنَّ	وُجِدْتُمَا	وُجِدْتِ
نُوْجَدُ		أُوْجَدُ	وُجِدْنَا		وُجِدْتُ

৫। الْمَجْهُولُ لِلأَجْوَف আজওয়াফ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
বলা হল	قِيْلَ	قَالَ (قَوَلَ)
বিক্রি করা হল	بِيْعَ	بَا عَ (بَيَعَ)
বাড়ানো হল	زِيْدَ	زَادَ (زَيَدَ)

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
বলা হয়/হবে	يُقَالُ	يَقُوْلُ
বিক্রি করা হয়/হবে	يُبَاعُ	يَبِيْعُ
বাড়ানো হয়/হবে	يُزَادُ	يَزِيْدُ

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

বর্তমানকালের ক্রিয়া			অতীতকালের ক্রিয়া		
يُقَالُوْنَ	يُقَالَانِ	يُقَالُ	قِيْلُوْا	قِيْلَا	قِيْلَ
يُقَلْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالُ	قُلْنَ	قِيْلَتَا	قِيْلَتْ
تُقَالُوْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالُ	قُلْتُمْ	قُلْتُمَا	قُلْتَ
تُقَلْنَ	تُقَالَانِ	تُقَالِيْنَ	قُلْتُنَّ	قُلْتُمَا	قُلْتِ
نُقَالُ		أُقَالُ	قُلْنَا		قُلْتُ

৬। الْمَجْهُولُ لِلنَّاقِص নাকিস ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ

অতীতকাল	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
ডাকা হল	دُعِيَ	دَعَا
দেওয়া হল	أُتِيَ	أَتَى
ভুলিয়ে দেওয়া হল	نُسِيَ	نَسِيَ

বর্তমান/ভবিষ্যৎ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া
ডাকা হবে	يُدْعَى	يَدْعُو
দেওয়া হবে	يُؤْتَى	يَأْتِي
ভুলিয়ে দেওয়া হবে	يُنْسَى	يَنْسَى

কর্তার সাথে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনঃ

বর্তমানকালের ক্রিয়া			অতীতকালের ক্রিয়া		
يُدْعَوْنَ	يُدْعَيَانِ	يُدْعَى	دُعُوْا	دُعِيَا	دُعِيَ
يُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَى	دُعِيْنَ	دُعِيَتَا	دُعِيَتْ
تُدْعَوْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَى	دُعِيْتُمْ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتَ
تُدْعَيْنَ	تُدْعَيَانِ	تُدْعَيْنَ	دُعِيْتُنَّ	دُعِيْتُمَا	دُعِيْتِ
نُدْعَى		أُدْعَى	دُعِيْنَا		دُعِيْتُ

কুরআনীয় উদাহরণঃ

এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে	وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
সে দিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে	يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ
অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল	وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ
আর তাদের অন্তরে সিল মারা হয়েছে	وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
মানুষ কি মনে করেছে ‘‘আমরা ঈমান এনেছি’’ এ কথা বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবে না?	أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
নিশ্চয়ই যখন রুহ কবয করা হয় দৃষ্টি তার অনুসরণ করে	إِنَّ الرُّوحَ إِذاَ قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ
আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না,	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
এবং বিষয়টি সম্পন্ন হলো, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল	وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার উদাহরণ	مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
আর আমলনামা সামনে রাখা হবে	وَوُضِعَ الْكِتَابُ
আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের এবাদত করতে	إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ
এবং কাফেরদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে	وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا
যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয় ততটুকু যতটা সে নিপিড়ীত হয়েছে	وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ
আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও	وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত	بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ

আর যখন তাদের সামনে তার আয়াত পাঠ করা হয়	وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا
এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে	وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا
তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন	وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না	وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না	وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না	وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
ঐ দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে	وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে	قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ
তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে	يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

অধ্যায়-১৬ (ক্রিয়াপদের বিভিন্ন গঠন)

১। الْمُجَرَّدُ এবং الْمَزِيْدُ

যেসকল ক্রিয়াপদ কেবল ক্রিয়ামূল দ্বারা গঠিত তাদের الْمُجَرَّدُ বলে। যেমনঃ ذَهَبَ, زَلْزَلَ ইত্যাদি ।

আর যে সকল ক্রিয়াপদ ক্রিয়ামূলের সাথে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ হয়ে গঠিত হয় তাদের কে الْمَزِيْدُ বলে। যেমনঃ تَعَارَفَ, تَكَلَّمَ, جَاهَدَ, أَسْلَمَ, سَبَّحَ ইত্যাদি।

মাজিদ ক্রিয়ার বিভিন্ন ফর্ম,

إِسْمُ الْمَفْعُوْل	إِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	নং
مُفَعَّلٌ	مُفَعِّلٌ	تَفْعِيْلٌ	فَعِّلْ	يُفَعِّلُ	فَعَّلَ	II
مُفْعَلٌ	مُفْعِلٌ	إِفْعَالٌ	أَفْعِلْ	يُفْعِلُ	أَفْعَلَ	III
مُفَاعَلٌ	مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلَةٌ– فِعَالٌ	فَاعِلْ	يُفَاعِلُ	فَاعَلَ	IV
مُتَفَعَّلٌ	مُتَفَعِّلٌ	تَفَعُّلٌ	تَفَعَّلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	V
مُتَفَاعَلٌ	مُتَفَاعِلٌ	تَفَاعُلٌ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ	VI
–	مُنْفَعِلٌ	اِنْفِعَالٌ	اِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ	VII
مُفْتَعَلٌ	مُفْتَعِلٌ	اِفْتِعَالٌ	اِفْتَعِلْ	يَفْتَعِلُ	اِفْتَعَلَ	VIII
–	مُفْعَلٌّ	اِفْعِلَالٌ	اِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	اِفْعَلَّ	IX
مُسْتَفْعَلٌ	مُسْتَفْعِلٌ	اِسْتِفْعَالٌ	اِسْتَفْعِلْ	يَسْتَفْعِلُ	اِسْتَفْعَلَ	X

উল্লেখ্যঃ আন্তর্জাতিক নিয়মে أَفْعَلَ হল গ্রুপ-৪ এবং فَاعَلَ গ্রুপ-৩। আমরা একটু ব্যতিক্রম করেছি। পাঠকদের এটা খেয়াল রাখা জরুরী। মনে রাখার জন্য আমরা কিছু পরিচিত উদাহরণ মুখস্ত রাখতে পারি।

নং	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ	اِسْمُ الْفَاعِلِ	اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ
II	سَبَّحَ	يُسَبِّحُ	سَبِّحْ	تَسْبِيْحٌ	مُسَبِّحٌ	مُسَبَّحٌ
III	أَسْلَمَ	يُسْلِمُ	أَسْلِمْ	إِسْلَامٌ	مُسْلِمٌ	مُسْلَمٌ
IV	جَاهَدَ	يُجَاهِدُ	جَاهِدْ	مُجَاهَدَةٌ	مُجَاهِدٌ	مُجَاهَدٌ
V	تَكَلَّمَ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمْ	تَكَلُّمٌ	مُتَكَلِّمٌ	مُتَكَلَّمٌ
VI	تَعَارَفَ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفْ	تَعَارُفٌ	مُتَعَارِفٌ	مُتَعَارَفٌ
VII	اِنْقَلَبَ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلِبْ	اِنْقِلَابٌ	مُنْقَلِبٌ	
VIII	اِخْتَلَفَ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلِفْ	اِخْتِلَافٌ	مُخْتَلِفٌ	مُخْتَلَفٌ
IX	إِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	اِحْمَرَّ	اِحْمِرَارٌ	مُحْمَرٌّ	
X	اِسْتَغْفَرَ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفِرْ	اِسْتِغْفَارٌ	مُسْتَغْفِرٌ	مُسْتَغْفَرٌ

লক্ষনীয়ঃ

১। প্রথম তিন গ্রুপ (২,৩,৪) ক্ষেত্রে الْمُضَارِعُ পেশ দিয়ে শুরু বাকী সব ক্ষেত্রে যবর দিয়ে শুরু।

২। الْمَاضِي এর প্রথম অক্ষরে হামজা থাকলে الْمُضَارِعُ তে তা বাদ যাবে।

৩। تَفَعَّلَ, تَفَاعَلَ, إِفْعَلَّ এই তিনটার মুদারীতে ع এর উপর যবর বাকী সব ক্ষেত্রে যের। [মনে রাখার জন্যঃ কথা বলে تَكَلَّمَ চেনা যায় تَعَارَفَ লাল মিয়াকে إِحْمَرَّ]

৪। الْمُضَارِعُ এর ২য় অক্ষরে হরকত থাকলে আমরে اِ আনতে হয় না।

৫। তিন অক্ষর বিশিষ্ট মুজাররাদ ক্রিয়ার اَلْمَصْدَرُ এর নির্দিষ্ট কোন গঠন নাই বরং বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু বাকী সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গঠন আছে।

৬। اَلْمُضَارِعُ থেকে اِسْمُ الْفَاعِلِ করতে হারফু মুদারীকে مُ দ্বারা পরিবর্তন করতে হয় এবং ع কালিমায় যের হয়। (ব্যতিক্রম রঙ যেমন, মুহমাররুন)

৭। اِسْمُ الْفَاعِلِ থেকে اِسْمُ الْمَفْعُوْل করতে হলে ع কালিমার উপর যেরকে যবর করলেই হয়।

বি দ্রঃ অকর্মক ক্রিয়ার اِسْمُ الْمَفْعُوْل নাই।

ক্রমানুসারে ক্রিয়ার গঠনগুলো মনে রাখার জন্যঃ

সে আল্লাহর প্রশংসা করে سَبَّحَ ও মুসলিম হয় أَسْلَمَ । এরপর সে জিহাদের جَاهَدَ ব্যাপারে কথা বলে تَكَلَّمَ এবং চিনতে পারে تَعَارَفَ আসল সংগ্রাম اِنْقَلَبَ কি জিনিস। কিন্তু সে মতভেদ اِخْتَلَفَ দেখে রাগে লাল হয়ে যায় اِحْمَرَّ পরে আবার ক্ষমা চায় اِسْتَغْفَرَ

২। Form II فَعَّلَ

ক্রিয়া	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
	فَعَّلَ	يُفَعِّلُ	فَعِّلْ	تَفْعِيْلٌ	مُفَعِّلٌ
মহিমান্বিত করা	سَبَّحَ	يُسَبِّحُ	سَبِّحْ	تَسْبِيْحٌ	مُسَبِّحٌ
শাস্তি দেয়া	عَذَّبَ	يُعَذِّبُ	عَذِّبْ	تَعْذِيبٌ	مُعَذِّبٌ
পরিবর্তন করা	بَدَّلَ	يُبَدِّلُ	بَدِّلْ	تَبْدِيْلٌ	مُبَدِّلٌ
নিষেধ করা	حَرَّمَ	يُحَرِّمُ	حَرِّمْ	تَحْرِيْمٌ	مُحَرِّمٌ
শিক্ষা দেয়া	دَرَّسَ	يُدَرِّسُ	دَرِّسْ	تَدْرِيْسٌ	مُدَرِّسٌ
সতর্ক করা	نَبَّهَ	يُنَبِّهُ	نَبِّهْ	تَنْبِيْهٌ	مُنَبِّهٌ
প্রচার করা	بَلَّغَ	يُبَلِّغُ	بَلِّغْ	تَبْلِيْغٌ	مُبَلِّغٌ
বর্ণনা করা	حَدَّثَ	يُحَدِّثُ	حَدِّثْ	تَحْدِيْثٌ	مُحَدِّثٌ
প্রাধান্য দেয়া	فَضَّلَ	يُفَضِّلُ	فَضِّلْ	تَفْضِيْلٌ	مُفَضِّلٌ
সম্মান করা	كَرَّمَ	يُكَرِّمُ	كَرِّمْ	تَكْرِيْمٌ	مُكَرِّمٌ
সুসংবাদ দেওয়া	بَشَّرَ	يُبَشِّرُ	بَشِّرْ	تَبْشِيْرٌ	مُبَشِّرٌ
স্পষ্ট করা	بَيَّنَ	يُبَيِّنُ	بَيِّنْ	تَبْيِيْنٌ	مُبَيِّنٌ
সজ্জিত করা	زَيَّنَ	يُزَيِّنُ	زَيِّنْ	تَزْيِيْنٌ	مُزَيِّنٌ
নিয়ন্ত্রন করা	سَخَّرَ	يُسَخِّرُ	سَخِّرْ	تَخْسِيْرٌ	مُسَخِّرٌ
সত্য বলা	صَدَّقَ	يُصَدِّقُ	صَدِّقْ	تَصْدِيْقٌ	مُصَدِّقٌ

مُكَذِّبٌ	تَكْذِيْبٌ	كَذِّبْ	يُكَذِّبُ	كَذَّبَ	মিথ্যা বলা
مُنَبِّءٌ	تَنْبِيْءٌ	نَبِّئْ	يُنَبِّئُ	نَبَّأَ	সংবাদ দেওয়া
مُنَزِّلٌ	تَنْزِيْلٌ	نَزِّلْ	يُنَزِّلُ	نَزَّلَ	অবতীর্ন করা
مُؤَذِّنٌ	تَأْذِيْنٌ	أَذِّنْ	يُؤَذِّنُ	أَذَّنَ	ঘোষনা করা
مُكَوِّرٌ	تَكْوِيْرٌ	كَوِّرْ	يُكَوِّرُ	كَوَّرَ	পেচানো,
مُنَجٍّ	تَنْجِيَةٌ	نَجِّ	يُنَجِّيْ	نَجَّى	উদ্ধার করা

** এই গ্রুপের নাকিস ক্রিয়ার মাসদার হলো, تَفْعِلَةٌ যেমন, زَكَّى সে পবিত্র হলো এর মাসদার হলো تَزْكِيَةٌ । তবে নাকিস ছাড়াও অন্য ক্রিয়ার এই গঠনের মাসদার হতে পারে। যেমন, ذَكَّرَ সে স্মরণ করলো এর মাসদার হলো تَذْكِيْرٌ/تَذْكِرَةٌ

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُعَلِّمُوْنَ	يُعَلِّمَانِ	يُعَلِّمُ	عَلَّمُوْا	عَلَّمَا	عَلَّمَ	পুং
يُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	عَلَّمْنَ	عَلَّمَتَا	عَلَّمَتْ	স্ত্রী
تُعَلِّمُوْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	عَلَّمْتُمْ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتَ	পুং
تُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمِيْنَ	عَلَّمْتُنَّ	عَلَّمْتُمَا	عَلَّمْتِ	স্ত্রী
نُعَلِّمُ		أُعَلِّمُ	عَلَّمْنَا		عَلَّمْتُ	উভয়

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تُعَلِّمُوْا	لا تُعَلِّمَا	لا تُعَلِّمْ	عَلِّمُوْا	عَلِّمَا	عَلِّمْ	পুং
لا تُعَلِّمْنَ	لا تُعَلِّمَا	لا تُعَلِّمِيْ	عَلِّمْنَ	عَلِّمَا	عَلِّمِيْ	স্ত্রী

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের (কর্মবাচ্যের রূপ)			الْمَاضِي অতীত কালের (কর্মবাচ্যের রূপ)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُعَلَّمُوْنَ	يُعَلَّمَانِ	يُعَلَّمُ	عُلِّمُوْا	عُلِّمَا	عُلِّمَ	পুং
يُعَلَّمْنَ	تُعَلَّمَانِ	تُعَلَّمُ	عُلِّمْنَ	عُلِّمَتَا	عُلِّمَتْ	স্ত্রী
تُعَلَّمُوْنَ	تُعَلَّمَانِ	تُعَلَّمُ	عُلِّمْتُمْ	عُلِّمْتُمَا	عُلِّمْتَ	পুং
تُعَلَّمْنَ	تُعَلَّمَانِ	تُعَلَّمِيْنَ	عُلِّمْتُنَّ	عُلِّمْتُمَا	عُلِّمْتِ	স্ত্রী
نُعَلَّمُ		أُعَلَّمُ	عُلِّمْنَا		عُلِّمْتُ	উভয়

فَعَّلَ গঠনের কিছু তাতপর্য্য

ক) অর্থের পরিবর্তনঃ

	বাক্য	ক্রিয়া	অর্থ
প্রতিটি গোত্র জেনে নিল নিজেদের পান করার স্থান	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ	عَلِمَ	সে জানল
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ	عَلَّمَ	সে শেখালো
আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন	سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ	سَخِرَ	সে ঠাট্টা করলো

পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন	سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا	سَخَّرَ	সে বশীভূত করলো
হামিদ লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে	كَلِمَ حَامِدٌ بِالعَصَا	كَلِمَ	আঘাত করা
আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি	وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا	كَلَّمَ	কথা বলা
হাসান অসুস্থ হয়েছে	مَرِضَ حَسَنٌ	مَرِضَ	অসুস্থ হওয়া
সেবকটি সেবা করেছে	مَرَّضَ الْمُمَرِّضُ	مَرَّضَ	সেবা করা

খ) কাজের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বোঝাতে فَعَّلَ গঠনের ব্যবহার

ব্যাপকতা	সাধারন
قَتَّلَ الْمُجْرِمُ أَهْلَ القَرْيَةِ সন্ত্রাসী গ্রামবাসীকে ব্যাপকভাবে হত্যা করলো	قَتَلَ الْمُجْرِمُ رَجُلًا সন্ত্রাসী একটা লোক হত্যা করলো
عَدَّدَ الرَّجُلُ مَالَهُ লোকটি বারবার তার সম্পদ গুনলো	عَدَّ الرَّجُلُ مَالَهُ লোকটি তার সম্পদ গুনলো

তীব্রতা	সাধারন
كَسَّرْتُ الكُوْبَ আমি কাপটি খন্ড খন্ড করে ভাঙলাম।	كَسَرْتُ الكُوْبَ আমি কলমটি ভেঙ্গেছিলাম।
قَطَّعْتُ الحَبَلَ আমি রশিটি টুকরা টুকরা করে কেটেছিলাম।	قَطَعْتُ الحَبَلَ আমি রশিটি কেটেছিলাম

নোটঃ ব্যাপকতা বোঝানোর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার কর্ম বহুবচন বা একবচন হয়। কিন্তু তীব্রতা বোঝাতে একবচনেই তীব্রভাবে করা বোঝায়।

৩। Form III أَفْعَلَ

ক্রিয়া	الْمَاضِي	الْمُضَارِعُ	أَمْرٌ	الْمَصْدَرُ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
	أَفْعَلَ	يُفْعِلُ	أَفْعِلْ	إِفْعَالٌ	مُفْعِلٌ
বের করা	أَخْرَجَ	يُخْرِجُ	أَخْرِجْ	إِخْرَاجٌ	مُخْرِجٌ
চাওয়া	أَرَادَ	يُرِيْدُ	أَرِدْ	إِرَادَةٌ	مُرِيْدٌ
জানানো	أَدْرَى	يُدْرِي	أَدْرِ	إِدْرَاءٌ	مُدْرٍ
ধ্বংস করা	أَهْلَكَ	يُهْلِكُ	أَهْلِكْ	إِهْلَاكٌ	مُهْلِكٌ
দেখা	أَبْصَرَ	يُبْصِرُ	أَبْصِرْ	إِبْصَارٌ	مُبْصِرٌ
ভালো করা	أَحْسَنَ	يُحْسِنُ	أَحْسِنْ	إِحْسَانٌ	مُحْسِنٌ
প্রবেশ করানো	أَدْخَلَ	يُدْخِلُ	أَدْخِلْ	إِدْخَالٌ	مُدْخِلٌ
ফিরানো	أَرْجَعَ	يُرْجِعُ	أَرْجِعْ	إِرْجَاعٌ	مُرْجِعٌ
পাঠানো	أَرْسَلَ	يُرْسِلُ	أَرْسِلْ	إِرْسَالٌ	مُرْسِلٌ
অপচয় করা	أَسْرَفَ	يُسْرِفُ	أَسْرِفْ	إِسْرَافٌ	مُسْرِفٌ
আত্মসমর্পন	أَسْلَمَ	يُسْلِمُ	أَسْلِمْ	إِسْلَامٌ	مُسْلِمٌ
শিরক করা	أَشْرَكَ	يُشْرِكُ	أَشْرِكْ	إِشْرَاكٌ	مُشْرِكٌ
সংশোধন করা	أَصْلَحَ	يُصْلِحُ	أَصْلِحْ	إِصْلَاحٌ	مُصْلِحٌ
ডুবিয়ে দেওয়া	أَغْرَقَ	يُغْرِقُ	أَغْرِقْ	إِغْرَاقٌ	مُغْرِقٌ
বিশৃঙ্খলা করা	أَفْسَدَ	يُفْسِدُ	أَفْسِدْ	إِفْسَادٌ	مُفْسِدٌ

مُفْلِحٌ	إِفْلَاحٌ	أَفْلِحْ	يُفْلِحُ	أَفْلَحَ	সফল হওয়া
مُنْبِتٌ	إِنْبَاتٌ	أَنْبِتْ	يُنْبِتُ	أَنْبَتَ	জন্মানো
مُنْذِرٌ	إِنْذَارٌ	أَنْذِرْ	يُنْذِرُ	أَنْذَرَ	সতর্ক করা
مُنْعِمٌ	إِنْعَامٌ	أَنعِمْ	يُنْعِمُ	أَنْعَمَ	নিয়ামত দাওয়া
مُؤْمِنٌ	إِيْمَانٌ	آمِنْ	يُؤْمِنُ	آمَنَ	বিশ্বাস করা
مُضِلٌّ	إِضْلَالٌ	أَضِلَّ	يُضِلُّ	أَضَلَّ	পথভ্রষ্ট করা
مُوْقِنٌ	إِيْقَانٌ	أَيْقِنْ	يُوْقِنُ	أَيْقَنَ	দৃঢ় বিশ্বাস করা
مُرِيْدٌ	إِرَادَةٌ	أَرِدْ	يُرِيْدُ	أَرادَ	ইচ্ছা করা
مُلْقٍ	إِلْقَاءٌ	أَلْقِ	يُلْقِيْ	أَلْقَى	ছুড়ে ফেলা

** এই গ্রুপের আজওয়াফ ক্রিয়ার মাসদার হলো, إِفْعَالَةٌ যেমন, أَقَامَ সে প্রতিষ্ঠা করলো। হলো এর মাসদার হলো إِقَامَةٌ

** এই গ্রুপের নাকিস ক্রিয়ার মাসদার হলো, إِفْعَاءٌ যেমন, أَوْفَى সে পূর্ণ করলো এর মাসদার হলো إِيْفَاءٌ

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْرِجُوْنَ	يُخْرِجَانِ	يُخْرِجُ	أَخْرَجُوْا	أَخْرَجَا	أَخْرَجَ	পুং
يُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	أَخْرَجْنَ	اَخْرَجَتَا	أَخْرَجَتْ	স্ত্রী
تُخْرِجُوْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجُ	أَخْرَجْتُمْ	أَخْرَجْتُمَا	أَخْرَجْتَ	পুং

تُخْرِجْنَ	تُخْرِجَانِ	تُخْرِجِيْنَ	أَخْرَجْتُنَّ	أَخْرَجْتُمَا	أَخْرَجْتِ	স্ত্রী
نُخْرِجُ		أُخْرِجُ	أَخْرَجْنَا		أَخْرَجْتُ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تُخْرِجُوْا	لا تُخْرِجَا	لا تُخْرِجْ	أَخْرِجُوْا	أَخْرِجَا	أَخْرِجْ	পুং
لا تُخْرِجْنَ	لا تُخْرِجَا	لا تُخْرِجِيْ	أَخْرِجْنَ	أَخْرِجَا	أَخْرِجِيْ	স্ত্রী

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْرَجُوْنَ	يُخْرَجَانِ	يُخْرَجُ	أُخْرِجُوْا	أُخْرِجَا	أُخْرِجَ	পুং
يُخْرَجْنَ	تُخْرَجَانِ	تُخْرَجُ	أُخْرِجْنَ	أُخْرِجَتَا	أُخْرِجَتْ	স্ত্রী
تُخْرَجُوْنَ	تُخْرَجَانِ	تُخْرَجُ	أُخْرِجْتُمْ	أُخْرِجْتُمَا	أُخْرِجْتَ	পুং
تُخْرَجْنَ	تُخْرَجَانِ	تُخْرَجِيْنَ	أُخْرِجْتُنَّ	أُخْرِجْتُمَا	أُخْرِجْتِ	স্ত্রী
نُخْرَجُ		أُخْرَجُ	أُخْرِجْنَا		أُخْرِجْتُ	উভয়

অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তর

فَعَّلَ এবং أَفْعَلَ বাবে পরিণত করে অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়াতে রুপান্তর করা যায়।

সকর্মক	অকর্মক	
نَزَّلْتُ الطِّفْلَ শিশুটিকে নামিয়েছিলাম	نَزَلْتُ مِنَ السَّيَّارَةِ গাড়ি থেকে নামলাম	نَزَلَ সে নামলো نَزَّلَ সে নামালো

جَلَسَ সে বসলো أَجْلَسَ সে বসালো	جَلَسْتُ هُنَا এখানে বসেছিলাম	أَجْلَسْتُ الطِّفْلَ بِجَانِبِي শিশুটিকে আমার পাশে বসিয়েছিলাম

তবে সবসময় এই গঠনটা সকর্মক করে না, যেমন أَسْلَمَ, أَفْلَحَ، أَثْمَرَ،

সকর্মক ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় রুপান্তরঃ

সকর্মক ক্রিয়াকে فَعَّلَ বা أَفْعَلَ ফর্মে নিলে তা দ্বিকর্মক ক্রিয়া হয়।

ক্রিয়া	সকর্মক	দ্বিকর্মক
دَرَسَ সে শিখলো دَرَّسَ সে শিখালো	دَرَسَ حَامِدٌ الْقُرْآنَ হামিদ কুরআন শিখলো	دَرَّسَنِي حَامِدٌ الْقُرْآنَ হামিদ আমাকে কুরআন শিখালো
سَمِعَ সে শুনলো أَسْمَعَ সে শুনালো	سَمِعَ الْمُدَرِّسُ الْقُرْآنَ শিক্ষকটি কুরআন শুনলো	أَسْمَعَ الطُّلَّابُ الْمُدَرِّسَ الْقُرْآنَ ছাত্ররা শিক্ষকটিকে কুরআন শুনালো

৪। Form IV فَاعَلَ

اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُفَاعِلٌ	مُفَاعَلَةٌ– فِعَالٌ	فَاعِلْ	يُفَاعِلُ	فَاعَل	
مُعَاقِبٌ	مُعَاقَبَةٌ–عِقَابٌ	عَاقِبْ	يُعَاقِبُ	عَاقَبَ	শাস্তি দেয়া
مُخَادِعٌ	مُخَادَعَةٌ–خِدَاعٌ	خَادِعْ	يُخَادِعُ	خَادَعَ	ধোকা দেয়া
مُبَارِكٌ	مُبَارَكَةٌ–بِرَاكٌ	بَارِكْ	يُبَارِكُ	بَارَكَ	বরকত দেওয়া
مُجَادِلٌ	مُجَادَلَةٌ–جِدَالٌ	جَادِلْ	يُجَادِلُ	جَادَلَ	ঝগড়া করা
مُسَافِرٌ	مُسَافَرَةٌ	سَافِرْ	يُسَافِرُ	سَافَرَ	ভ্রমণ করা
مُعَامِلٌ	مُعَامَلَةٌ	عَامِلْ	يُعَامِلُ	عَامَلَ	কাজ করা
مُحَارِبٌ	مُحَارَبَةٌ	حَارِبْ	يُحَارِبُ	حَارَبَ	যুদ্ধ করা
مُخَالِفٌ	مُخَالَفَةٌ	خَالِفْ	يُخَالِفُ	خَالَفَ	বিরুদ্ধতা করা
مُفَارِقٌ	مُفَارَقَةٌ	فَارِقْ	يُفَارِقُ	فَارَقَ	বিছিন্ন হওয়া
مُقَابِلٌ	مُقَابَلَةٌ	قَابِلْ	يُقَابِلُ	قَابَلَ	মুখোমুখি হওয়া
مُشَاوِرٌ	مُشَاوَرَةٌ	شَاوِرْ	يُشَاوِرُ	شَاوَرَ	পরামর্শ দেওয়া
مُسَابِقٌ	مُسَابَقَةٌ	سَابِقْ	يُسَابِقُ	سَابَقَ	প্রতিযোগীতা করা
مُجَاهِدٌ	جِهَادٌ– مُجَاهَدَةٌ	جَاهِدْ	يُجَاهِدُ	جَاهَدَ	চেষ্টা করা
مُقَاتِلٌ	مُقَاتَلَةٌ	قَاتِلْ	يُقَاتِلُ	قَاتَلَ	যুদ্ধ করা
مُنَادٍ	نِدَاءٌ	نَادٍ	يُنَادِي	نَادَى	ডেকে বলা

مُنَافِقٌ	مُنَافَقَةٌ	نَافِقْ	يُنَافِقُ	نَافَقَ	মুনাফেকি করা
مُهَاجِرٌ	مُهَاجَرَةٌ	هَاجِرْ	يُهَاجِرُ	هَاجَرَ	হিজরত করা
مُؤَاخِذٌ	مُؤَاخَذَةٌ	آخِذْ	يُؤَاخِذُ	آخَذَ	গ্রহণ করা
مُوَاعِدٌ	مُوَاعَدَةٌ	وَاعِدْ	يُوَاعِدُ	وَاعَدَ	ওয়াদা করা
مُنَادٍ	مُنَادَاةٌ	نَادِ	يُنَادِيْ	نَادَى	ডাকা
مُحَاجٌّ	مُحَاجَّةٌ	حَاجِجْ	يُحَاجُّ	حَاجَّ	তর্ক করা

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُجَاهِدُوْنَ	يُجَاهِدَانِ	يُجَاهِدُ	جَاهَدُوْا	جَاهَدَا	جَاهَدَ	পুং
يُجَاهِدْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدُ	جَاهَدْنَ	جَاهَدَتَا	جَاهَدَتْ	স্ত্রী
تُجَاهِدُوْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدُ	جَاهَدْتُمْ	جَاهَدْتُمَا	جَاهَدْتَ	পুং
تُجَاهِدْنَ	تُجَاهِدَانِ	تُجَاهِدِيْنَ	جَاهَدْتُنَّ	جَاهَدْتُمَا	جَاهَدْتِ	স্ত্রী
نُجَاهِدُ		أُجَاهِدُ	جَاهَدْنَا		جَاهَدْتُ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تُجَاهِدُوْا	لا تُجَاهِدَا	لا تُجَاهِدْ	جَاهِدُوْا	جَاهِدَا	جَاهِدْ	পুং
لا تُجَاهِدْنَ	لا تُجَاهِدَا	لا تُجَاهِدِيْ	جَاهِدْنَ	جَاهِدَا	جَاهِدِيْ	স্ত্রী

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
يُجَاهَدُونَ	يُجَاهَدَانِ	يُجَاهَدُ	جُوْهِدُوا	جُوْهِدَا	جُوْهِدَ	পুং
يُجَاهَدْنَ	تُجَاهَدَانِ	تُجَاهَدُ	جُوْهِدْنَ	جُوْهِدَتَا	جُوْهِدَتْ	স্ত্রী
تُجَاهَدُونَ	تُجَاهَدَانِ	تُجَاهَدُ	جُوْهِدْتُمْ	جُوْهِدْتُمَا	جُوْهِدْتَ	পুং
تُجَاهَدْنَ	تُجَاهَدَانِ	تُجَاهَدِيْنَ	جُوْهِدْتُنَّ	جُوْهِدْتُمَا	جُوْهِدْتِ	স্ত্রী
نُجَاهَدُ		أُجَاهَدُ	جُوْهِدْنَا		جُوْهِدْتُ	উভয়

৫। Form V تَفَعَّلَ

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُتَفَعِّلٌ	تَفَعُّلٌ	تَفَعَّلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	
مُتَفَكِّرٌ	تَفَكُّرٌ	تَفَكَّرْ	يَتَفَكَّرُ	تَفَكَّرَ	চিন্তা করা
مُتَذَكِّرٌ	تَذَكُّرٌ	تَذَكَّرْ	يَتَذَكَّرُ	تَذَكَّرَ	স্মরণ করা
مُتَوَكِّلٌ	تَوَكُّلٌ	تَوَكَّلْ	يَتَوَكَّلُ	تَوَكَّلَ	ভরসা করা
مُتَبَيِّنٌ	تَبَيُّنٌ	تَبَيَّنْ	يَتَبَيَّنُ	تَبَيَّنَ	সুস্পষ্ট করা
مُتَوَلٍّ	تَوَلٍّ	تَوَلَّ	يَتَوَلَّى	تَوَلَّى	মুখ ঘুরানো
مُتَوَفٍّ	تَوَفٍّ	تَوَفَّ	يَتَوَفَّى	تَوَفَّى	পুর্ণ মাত্রায় নেওয়া
مُتَكَلِّمٌ	تَكَلُّمٌ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	কথা বলা

مُتَعَلِّقٌ	تَعَلُّقٌ	تَعَلَّقْ	يَتَعَلَّقُ	تَعَلَّقَ	সম্পর্ক রাখা
مُتَقَبِّلٌ	تَقَبُّلٌ	تَقَبَّلْ	يَتَقَبَّلُ	تَقَبَّلَ	গ্রহণ করা
مُتَطَهِّرٌ	تَطَهُّرٌ	تَطَهَّرْ	يَتَطَهَّرُ	تَطَهَّرَ	পবিত্র হওয়া
مُتَوَضِّئٌ	تَوَضُّأٌ	تَوَضَّأْ	يَتَوَضَّأُ	تَوَضَّأَ	ওযু করা
مُتَفَرِّقٌ	تَفَرُّقٌ	تَفَرَّقْ	يَتَفَرَّقُ	تَفَرَّقَ	পৃথক হওয়া
مُتَزَوِّجٌ	تَزَوُّجٌ	تَزَوَّجْ	يَتَزَوَّجُ	تَزَوَّجَ	বিবাহ করা
مُتَقَلِّبٌ	تَقَلُّبٌ	تَقَلَّبْ	يَتَقَلَّبُ	تَقَلَّبَ	পরিবর্তন হওয়া
مُتَأَخِّرٌ	تَأَخُّرٌ	تَأَخَّرْ	يَتَأَخَّرُ	تَأَخَّرَ	দেরি করা
مُتَوَجِّهٌ	تَوَجُّهٌ	تَوَجَّهْ	يَتَوَجَّهُ	تَوَجَّهَ	দিক করা
مُتَبَيِّنٌ	تَبَيُّنٌ	تَبَيَّنْ	يَتَبَيَّنُ	تَبَيَّنَ	সুস্পষ্ট করা
مُتَلَقٍّ	تَلَقٍّ	تَلَقَّ	يَتَلَقَّى	تَلَقَّى	গ্রহণ করা
مُتَوَفٍّ	تَوَفٍّ	تَوَفَّ	يَتَوَفَّى	تَوَفَّى	পূর্ন করা

تَفَعَّلَ গঠনের কিছু তাতপর্য

ক) فَعَّلَ গ্রুপে ক্রিয়া কর্মের উপর বর্তায় কিন্তু تَفَعَّلَ এই গ্রুপে ক্রিয়া কর্তার নিজের উপর বর্তায়।

সে শিখলো	تَعَلَّمَ	সে শিখাল	عَلَّمَ
সে আলাদা হলো	تَفَرَّقَ	সে আলাদা করলো	فَرَّقَ
সে জায়গা করে নিলো	تَفَسَّحَ	সে জায়গা করে দিল	فَسَّحَ

খ) এই গ্রুপে ক্রিয়া অনেক সময় ধীরে ধীরে করা বোঝায়,

সে চুমুক দিয়ে দিয়ে পান করলো	تَجَرَّعَ	সে গিলে ফেলল	جَرَعَ

গ) সম্পূর্ণ নতুন অর্থঃ

সে কথা বলল	تَكَلَّمَ	সে আঘাত করলো	كَلِمَ
সে দান করলো	تَصَدَّقَ	সে সত্য বলল	صَدَقَ

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَتَأَخَّرُوْنَ	يَتَأَخَّرَانِ	يَتَأَخَّرُ	تَأَخَّرُوْا	تَأَخَّرَا	تَأَخَّرَ	পুং
يَتَأَخَّرْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرُ	تَأَخَّرْنَ	تَأَخَّرَتَا	تَأَخَّرَتْ	স্ত্রী
تَتَأَخَّرُوْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرُ	تَأَخَّرْتُمْ	تَأَخَّرْتُمَا	تَأَخَّرْتَ	পুং
تَتَأَخَّرْنَ	تَتَأَخَّرَانِ	تَتَأَخَّرِيْنَ	تَأَخَّرْتُنَّ	تَأَخَّرْتُمَا	تَأَخَّرْتِ	স্ত্রী
نَتَأَخَّرُ		أَتَأَخَّرُ	تَأَخَّرْنَا		تَأَخَّرْتُ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَتَأَخَّرُوْا	لا تَتَأَخَّرَا	لا تَتَأَخَّرْ	تَأَخَّرُوْا	تَأَخَّرَا	تَأَخَّرْ	পুং
لا تَتَأَخَّرْنَ	لا تَتَأَخَّرَا	لا تَتَأَخَّرِيْ	تَأَخَّرْنَ	تَأَخَّرَا	تَأَخَّرِيْ	স্ত্রী

৬। Form VI تَفَاعَلَ

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُتَفَاعِلٌ	تَفَاعُلٌ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ	
مُتَعَارِفٌ	تَعَارُفٌ	تَعَارَفْ	يَتَعَارَفُ	تَعَارَفَ	পরস্পর পরিচিত হওয়া
مُتَنَافِسٌ	تَنَافُسٌ	تَنَافَسْ	يَتَنَافَسُ	تَنَافَسَ	প্রতিযোগিতা করা
مُتَشَاوِرٌ	تَشَاوُرٌ	تَشَاوَرْ	يَتَشَاوَرُ	تَشَاوَرَ	পরামর্শ করা
مُتَعَاوِنٌ	تَعَاوُنٌ	تَعَاوَنْ	يَتَعَاوَنُ	تَعَاوَنَ	পরস্পর সাহায্য করা
مُتَحَاسِدٌ	تَحَاسُدٌ	تَحَاسَدْ	يَتَحَاسَدُ	تَحَاسَدَ	পরস্পর হিংসা করা
مُتَكَاسِلٌ	تَكَاسُلٌ	تَكَاسَلْ	يَتَكَاسَلُ	تَكَاسَلَ	অলসতা করা
مُتَنَافِرٌ	تَنَافُرٌ	تَنَافَرْ	يَتَنَافَرُ	تَنَافَرَ	পরস্পর ঘৃণা করা
مُتَسَاءِلٌ	تَسَاؤُلٌ	تَسَاءَلْ	يَتَسَاءَلُ	تَسَاءَلَ	পরস্পর জিজ্ঞেস করা
مُتَعَاوِنٌ	تَعَاوُنٌ	تَعَاوَنْ	يَتَعَاوَنُ	تَعَاوَنَ	পরস্পর সাহায্য করা
مُتَنَادٍ	تَنَادٍ	تَنَادَ	يَتَنَادَى	تَنَادَى	পরস্পর ডাকা
مُتَوَاعِدٌ	تَوَاعُدٌ	تَوَاعَدْ	يَتَوَاعَدُ	تَوَاعَدَ	পরস্পর ওয়াদা করা

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَتَنَافَرُوْنَ	يَتَنَافَرَانِ	يَتَنَافَرُ	تَنَافَرُوْا	تَنَافَرَا	تَنَافَرَ	পুং
يَتَنَافَرْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرُ	تَنَافَرْنَ	تَنَافَرَتَا	تَنَافَرَتْ	স্ত্রী
تَتَنَافَرُوْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرُ	تَنَافَرْتُمْ	تَنَافَرْتُمَا	تَنَافَرْتَ	পুং
تَتَنَافَرْنَ	تَتَنَافَرَانِ	تَتَنَافَرِيْنَ	تَنَافَرْتُنَّ	تَنَافَرْتُمَا	تَنَافَرْتِ	স্ত্রী
نَتَنَافَرُ		أَتَنَافَرُ	تَنَافَرْنَا		تَنَافَرْتُ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَتَنَافَرُوْا	لا تَتَنَافَرَا	لا تَتَنَافَرْ	تَنَافَرُوْا	تَنَافَرَا	تَنَافَرْ	পুং
لا تَتَنَافَرْنَ	لا تَتَنَافَرَا	لا تَتَنَافَرِيْ	تَنَافَرْنَ	تَنَافَرَا	تَنَافَرِيْ	স্ত্রী

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُتَنَافَرُوْنَ	يُتَنَافَرَانِ	يُتَنَافَرُ	تُنُوفِرُوْا	تُنُوفِرَا	تُنُوفِرَ	পুং
يُتَنَافَرْنَ	تُتَنَافَرَانِ	تُتَنَافَرُ	تُنُوفِرْنَ	تُنُوفِرَتَا	تُنُوفِرَتْ	স্ত্রী
تُتَنَافَرُوْنَ	تُتَنَافَرَانِ	تُتَنَافَرُ	تُنُوفِرْتُمْ	تُنُوفِرْتُمَا	تُنُوفِرْتَ	পুং
تُتَنَافَرْنَ	تُتَنَافَرَانِ	تُتَنَافَرِيْنَ	تُنُوفِرْتُنَّ	تُنُوفِرْتُمَا	تُنُوفِرْتِ	স্ত্রী
نُتَنَافَرُ		أُتَنَافَرُ	تُنُوفِرْنَا		تُنُوفِرْتُ	উভয়

Form V এবং Form VI এর ক্ষেত্রে শুরুতে যখন পরপর দুইটি ت আসে তখন একটা ت বাদ দেওয়া যায়। অর্থাৎ تَتَنَزَّلُ → تَنَزَّلُ ، تَتَنَافَسُ → تَنَافَسُ

ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে	**تَنَزَّلُ** الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم
তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না	**تَتَنَزَّلُ** عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا

৭। Form VII اِنْفَعَلَ

اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُنْفَعِلٌ	اِنْفِعَالٌ	اِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ	
مُنْقَلِبٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	উলটে যাওয়া
مُنْتَهٍ	اِنْتِهَاءٌ	اِنْتَهِ	يَنْتَهِي	اِنْتَهَى	শেষ করা
مُنْصَرِفٌ	اِنْصِرَافٌ	اِنْصَرِفْ	يَنْصَرِفُ	اِنْصَرَفَ	চলে যাওয়া
مُنْقَلِبٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقَلِبْ	يَنْقَلِبُ	اِنْقَلَبَ	সংগ্রাম করা
مُنْطَلِقٌ	اِنْطِلَاقٌ	اِنْطَلِقْ	يَنْطَلِقُ	اِنْطَلَقَ	চলে যাওয়া
مُنْكَشِفٌ	اِنْكِشَافٌ	اِنْكَشِفْ	يَنْكَشِفُ	اِنْكَشَفَ	খুলে যাওয়া
مُنْفَصِلٌ	اِنْفِصَالٌ	اِنْفَصِلْ	يَنْفَصِلُ	اِنْفَصَلَ	আলাদা হওয়া
مُنْفَجِرٌ	اِنْفِجَارٌ	اِنْفَجِرْ	يَنْفَجِرُ	اِنْفَجَرَ	প্রবাহিত হওয়া
مُنْفَرِدٌ	اِنْفِرَادٌ	اِنْفَرِدْ	يَنْفَرِدُ	اِنْفَرَدَ	একাকী হওয়া

ফেটে যাওয়া	اِنْشَقَّ	يَنْشَقُّ	اِنْشَقِقْ	اِنْشِقَاقٌ	مُنْشَقٌّ
ভেঙ্গে যাওয়া	اِنْهَارَ	يَنْهَارُ	اِنْهَارْ	اِنْهِيَارٌ	مُنْهَارٌ
যথাযথ হওয়া	اِنْبَغَى	يَنْبَغِيْ	اِنْبَغِ	اِنْبِغَاءٌ	مُنْبَغٍ

	الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া		
	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পুং	اِنْفَرَدَ	اِنْفَرَدَا	اِنْفَرَدُوْا	يَنْفَرِدُ	يَنْفَرِدَانِ	يَنْفَرِدُوْنَ
স্ত্রী	اِنْفَرَدَتْ	اِنْفَرَدَتَا	اِنْفَرَدْنَ	تَنْفَرِدُ	تَنْفَرِدَانِ	يَنْفَرِدْنَ
পুং	اِنْفَرَدْتَ	اِنْفَرَدْتُمَا	اِنْفَرَدْتُمْ	تَنْفَرِدُ	تَنْفَرِدَانِ	تَنْفَرِدُوْنَ
স্ত্রী	اِنْفَرَدْتِ	اِنْفَرَدْتُمَا	اِنْفَرَدْتُنَّ	تَنْفَرِدِيْنَ	تَنْفَرِدَانِ	تَنْفَرِدْنَ
উভয়	اِنْفَرَدْتُ		اِنْفَرَدْنَا	أَنْفَرِدُ		نَنْفَرِدُ

	أَمْرٌ আদেশ			نَهْيٌ নিষেধ		
	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
পুং	اِنْفَرِدْ	اِنْفَرِدَا	اِنْفَرِدُوْا	لا تَنْفَرِدْ	لا تَنْفَرِدَا	لا تَنْفَرِدُوْا
স্ত্রী	اِنْفَرِدِيْنَ	اِنْفَرِدَا	اِنْفَرِدْنَ	لا تَنْفَرِدِيْ	لا تَنْفَرِدَا	لا تَنْفَرِدْنَ

মাফউলুন বিহি যখন ফা'য়িল [কর্ম যখন কর্তা]

বাব اِنْفَعَلَ তে সাধারণত আমরা যাকে ক্রিয়ার কর্ম বলে চিনি সেটাই কর্তা হয়। যেমনঃ
كَسَرْتُ الكُوْبَ (আমি গ্লাসটি ভাঙলাম), এখানে الكُوْبَ হচ্ছে مَفْعُوْلٌ بِهِ

اِنْكَسَرَ الكُوْبُ (গ্লাসটি ভেঙ্গে গেল), এখানে الكُوْبُ হচ্ছে فَاعِلٌ

অনুরূপভাবে,

فَتَحْتُ البَابَ (আমি দরজাটি খুললাম), এখানে البَابَ হচ্ছে مَفْعُوْلٌ بِهِ

اِنْفَتَحَ البَابُ (দরজাটি খুলে গেল), এখানে البَابُ হচ্ছে فَاعِلٌ

اِنْفَعَلَ বাবের পূর্বে প্রশ্নসূচক أَ থাকলে হামযাতুল ওয়াসলি উঠে যায়

أَاِنْفَتَحَ البَابُ	←	أَنْفَتَحَ البَابُ؟	দরজাটি কি খুলে গেল?
أَاِنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ	←	أَنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ؟	গাড়িটি কি উল্টে গেল?

৮। Form VIII اِفْتَعَلَ

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُفْتَعِلٌ	اِفْتِعَالٌ	اِفْتَعِلْ	يَفْتَعِلُ	اِفْتَعَلَ	
مُخْتَلِفٌ	اِخْتِلَافٌ	اِخْتَلِفْ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفَ	মতভেদ করা
مُتَّبِعٌ	اِتِّبَاعٌ	اِتَّبِعْ	يَتَّبِعُ	اِتَّبَعَ	অনুসরন করা
مُتَّخِذٌ	اِتِّخَاذٌ	اِتَّخِذْ	يَتَّخِذُ	اِتَّخَذَ	গ্রহন করা
مُتَّقٍ	إِتِّقَاءٌ	اِتَّقِ	يَتَّقِي	اِتَّقَى	ভয় করা
مُفْتَرٍ	اِفْتِرَاءٌ	اِفْتَرِ	يَفْتَرِي	اِفْتَرَى	মিথ্যা রচনা করা
مُهْتَدٍ	اِهْتِدَاءٌ	اِهْتَدِ	يَهْتَدِي	اِهْتَدَى	সঠিক পথ অনুসরন করা
مُبْتَغٍ	اِبْتِغَاءٌ	اِبْتَغِ	يَبْتَغِي	اِبْتَغَى	খোজা
مُرْتَدٌّ	اِرْتِدَادٌ	اِرْتَدَّ	يَرْتَدُّ	اِرْتَدَّ	ফিরে যাওয়া
مُخْتَارٌ	اِخْتِيَارٌ	اِخْتَرْ	يَخْتَارُ	اِخْتَارَ	পছন্দ করা
مُهْتَدٍ	اِهْتِدَاءٌ	اِهْتَدِ	يَهْتَدِيْ	اِهْتَدَى	পথ দেখানো
مُتَّقٍ	اِتَّقَاءٌ	اِتَّقِ	يَتَّقِيْ	اِتَّقَى	এড়িয়ে চলা/ ভীত হওয়া

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَخْتَلِفُوْنَ	يَخْتَلِفَانِ	يَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفُوْا	اِخْتَلَفَا	اِخْتَلَفَ	পুং
يَخْتَلِفْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفْنَ	اِخْتَلَفَتَا	اِخْتَلَفَتْ	স্ত্রী
تَخْتَلِفُوْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفْتُمْ	اِخْتَلَفْتُمَا	اِخْتَلَفْتَ	পুং
تَخْتَلِفْنَ	تَخْتَلِفَانِ	تَخْتَلِفِيْنَ	اِخْتَلَفْتُنَّ	اِخْتَلَفْتُمَا	اِخْتَلَفْتِ	স্ত্রী
نَخْتَلِفُ		أَخْتَلِفُ	اِخْتَلَفْنَا		اِخْتَلَفْتُ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌআদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لاتَخْتَلِفُوا	لاتَخْتَلِفَا	لاتَخْتَلِفْ	اِخْتَلِفُوا	اِخْتَلِفَا	اِخْتَلِفْ	পুং
لاتَخْتَلِفْنَ	لاتَخْتَلِفَا	لاتَخْتَلِفِيْ	اِخْتَلِفْنَ	اِخْتَلِفَا	اِخْتَلِفِيْ	স্ত্রী

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُخْتَلَفُوْنَ	يُخْتَلَفَانِ	يُخْتَلَفُ	أُخْتُلِفُوْا	أُخْتُلِفَا	أُخْتُلِفَ	পুং
يُخْتَلَفْنَ	تُخْتَلَفَانِ	تُخْتَلَفُ	أُخْتُلِفْنَ	أُخْتُلِفَتَا	أُخْتُلِفَتْ	স্ত্রী
تُخْتَلَفُوْنَ	تُخْتَلَفَانِ	تُخْتَلَفُ	أُخْتُلِفْتُمْ	أُخْتُلِفْتُمَا	أُخْتُلِفْتَ	পুং

تُخْتَلَفْنَ	تُخْتَلَفَانِ	تُخْتَلَفِيْنَ	اُخْتُلِفْتُنَّ	اُخْتُلِفْتُمَا	اُخْتُلِفْتِ	স্ত্রী
نُخْتَلَفُ		أُخْتَلَفُ	اُخْتُلِفْنَا		اُخْتُلِفْتُ	উভয়

বাব اِفْتَعَلَ এর ت এর পরিবর্তন

এর পরিবর্তন কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন

অর্থ	اِفْتَعَلَ	فَعَلَ	ت এর পরিবর্তন
সে স্মরন করল	اِذْتَكَرَ ← اِذْدَكَرَ	ذَكَرَ	যদি ف কালিমা ز ذ د হয়
ভিড় করা	اِزْتَحَمَ ← اِزْدَحَمَ	زَحَمَ	তাহলে ت → د
ধৈর্য্য ধরা	اِصْتَبَرَ ← اِصْطَبَرَ	صَبَرَ	যদি ف কালিমা ظ ط ض
সে জানত	اِطْتَلَعَ ← اِطَّلَعَ	طَلَعَ	ص হয় তাহলে
সে ভুল করল	اِظْتَلَمَ ← اِظْطَلَمَ	ظَلَمَ	ت → ط
সে এক হল	اِوْتَحَدَ ← اِتَّحَدَ	وَحَدَ	যদি ف কালিমা و হয় ,
সে ভীত হল	اِوْتَقَى ← اِتَّقَى	وَقَى	তাহলে و → ت

৯। Form IX اِفْعَلَّ

اِسْمُ الْفَاعِلِ	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	ক্রিয়া
مُفْعَلٌّ	اِفْعِلَالٌ	اِفْعَلَّ	يَفْعَلُّ	اِفْعَلَّ	
مُخْضَرٌّ	اِخْضِرَارٌ	اِخْضَرَّ	يَخْضَرُّ	اِخْضَرَّ	সবুজ হওয়া
مُصْفَرٌّ	اِصْفِرَارٌ	اِصْفَرَّ	يَصْفَرُّ	اِصْفَرَّ	হলুদ হওয়া
مُبْيَضٌّ	اِبْيِضَاضٌ	اِبْيَضَّ	يَبْيَضُّ	اِبْيَضَّ	সাদা হওয়া
مُسْوَدٌّ	اِسْوِدَادٌ	اِسْوَدَّ	يَسْوَدُّ	اِسْوَدَّ	কালো হওয়া
مُعْوَجٌّ	اِعْوِجَاجٌ	اِعْوَجَّ	يَعْوَجُّ	اِعْوَجَّ	বাঁকা হওয়া
مُحْمَرٌّ	اِحْمِرَارٌ	اِحْمَرَّ	يَحْمَرُّ	اِحْمَرَّ	লাল হওয়া

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَخْضَرُّوْنَ	يَخْضَرَّانِ	يَخْضَرُّ	اِخْضَرُّوْا	اِخْضَرَّا	اِخْضَرَّ	পুং
يَخْضَرِرْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرُّ	اِخْضَرَرْنَ	اِخْضَرَّتَا	اِخْضَرَّتْ	স্ত্রী
تَخْضَرُّوْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرُّ	اِخْضَرَرْتُمْ	اِخْضَرَرْتُمَا	اِخْضَرَرْتَ	পুং
تَخْضَرِرْنَ	تَخْضَرَّانِ	تَخْضَرِّيْنَ	اِخْضَرَرْتُنَّ	اِخْضَرَرْتُمَا	اِخْضَرَرْتِ	স্ত্রী
نَخْضَرُّ		أَخْضَرُّ	اِخْضَرَرْنَا		اِخْضَرَرْتُ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لاتَخْضَرُّوا	لاتَخْضَرَّا	لاتَخْضَرَّ	اِخْضَرُّوا	اِخْضَرَّا	اِخْضَرَّ	পুং
لاتَخْضَرِرْنَ	لاتَخْضَرَّا	لاتَخْضَرِّي	اِخْضَرِرْنَ	اِخْضَرَّا	اِخْضَرِّي	স্ত্রী

১০। Form X اِسْتَفْعَلَ

اِسْمُ الْفَاعِل	الْمَصْدَرُ	أَمْرٌ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ
مُسْتَفْعِلٌ	اِسْتِفْعَالٌ	اِسْتَفْعِلْ	يَسْتَفْعِلُ	اِسْتَفْعَلَ	
مُسْتَعْجِلٌ	اِسْتِعْجَالٌ	اِسْتَعْجِلْ	يَسْتَعْجِلُ	اِسْتَعْجَلَ	তাড়াতাড়ি করা
مُسْتَغْفِرٌ	اِسْتِغْفَارٌ	اِسْتَغْفِرْ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفَرَ	ক্ষমা চাওয়া
مُسْتَكْبِرٌ	اِسْتِكْبَارٌ	اِسْتَكْبِرْ	يَسْتَكْبِرُ	اِسْتَكْبَرَ	অহঙ্কার করা
مُسْتَهْزِئٌ	اِسْتِهْزَاءٌ	اِسْتَهْزِئْ	يَسْتَهْزِئُ	اِسْتَهْزَأَ	উপহাস করা
مُسْتَجِيْبٌ	اِسْتِجَابَةٌ	اِسْتَجِبْ	يَسْتَجِيْبُ	اِسْتَجَابَ	গ্রহন করা
مُسْتَطِيعٌ	اِسْتِطَاعَةٌ	اِسْتَطِعْ	يَسْتَطِيعُ	اِسْتَطَاعَ	সক্ষম হওয়া
مُسْتَقِيمٌ	اِسْتِقَامَةٌ	اِسْتَقِمْ	يَسْتَقِيمُ	اِسْتَقَامَ	সোজা হওয়া
مُسْتَعِينٌ	اِسْتِعَانَةٌ	اِسْتَعِنْ	يَسْتَعِينُ	اِسْتَعَانَ	সাহায্য চাওয়া

مُسْتَسْلِمٌ	اِسْتِسْلَامٌ	اِسْتَسْلِمْ	يَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلَمَ	আনুগত্য করা
مُسْتَعْمِلٌ	اِسْتِعْمَالٌ	اِسْتَعْمِلْ	يَسْتَعْمِلُ	اِسْتَعْمَلَ	ব্যবহার করা
مُسْتَفْهِمٌ	اِسْتِفْهَامٌ	اِسْتَفْهِمْ	يَسْتَفْهِمُ	اِسْتَفْهَمَ	জিজ্ঞাসা করা
مُسْتَأْذِنٌ	اِسْتِئْذَانٌ	اِسْتَأْذِنْ	يَسْتَأْذِنُ	اِسْتَأْذَنَ	অনুমতি চাওয়া
مُسْتَعْلٍ	اِسْتِعْلَاءٌ	اِسْتَعْلِ	يَسْتَعْلِي	اِسْتَعْلَى	উপরে ওঠা

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের ক্রিয়া			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يَسْتَسْلِمُوْنَ	يَسْتَسْلِمَانِ	يَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلَمُوْا	اِسْتَسْلَمَا	اِسْتَسْلَمَ	পুং
يَسْتَسْلِمْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلَمْنَ	اِسْتَسْلَمَتَا	اِسْتَسْلَمَتْ	স্ত্রী
تَسْتَسْلِمُوْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلَمْتُمْ	اِسْتَسْلَمْتُمَا	اِسْتَسْلَمْتَ	পুং
تَسْتَسْلِمْنَ	تَسْتَسْلِمَانِ	تَسْتَسْلِمِيْنَ	اِسْتَسْلَمْتُنَّ	اِسْتَسْلَمْتُما	اِسْتَسْلَمْتِ	স্ত্রী
نَسْتَسْلِمُ		أَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلَمْنَا		اِسْتَسْلَمْتُ	উভয়

نَهْيٌ নিষেধ			أَمْرٌ আদেশ			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
لا تَسْتَسْلِمُوْا	لا تَسْتَسْلِمَا	لا تَسْتَسْلِمْ	اِسْتَسْلِمُوْا	اِسْتَسْلِمَا	اِسْتَسْلِمْ	পুং
لا تَسْتَسْلِمْنَ	لا تَسْتَسْلِمَا	لا تَسْتَسْلِمِيْ	اِسْتَسْلِمْنَ	اِسْتَسْلِمَا	اِسْتَسْلِمِيْ	স্ত্রী

الْمُضَارِعُ বর্তমান কালের (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			الْمَاضِي অতীত কালের ক্রিয়া (কর্মবাচ্য ক্রিয়া)			
বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
يُسْتَسْلَمُوْنَ	يُسْتَسْلَمَانِ	يُسْتَسْلَمُ	أُسْتُسْلِمُوا	أُسْتُسْلِمَا	أُسْتُسْلِمَ	পুং
يُسْتَسْلَمْنَ	تُسْتَسْلَمَانِ	تُسْتَسْلَمُ	أُسْتُسْلِمْنَ	أُسْتُسْلِمَتَا	أُسْتُسْلِمَتْ	স্ত্রী
تُسْتَسْلَمُوْنَ	تُسْتَسْلَمَانِ	تُسْتَسْلَمُ	أُسْتُسْلِمْتُمْ	أُسْتُسْلِمْتُمَا	أُسْتُسْلِمْتَ	পুং
تُسْتَسْلَمْنَ	تُسْتَسْلَمَانِ	تُسْتَسْلَمِيْنَ	أُسْتُسْلِمْتُنَّ	أُسْتُسْلِمْتُمَا	أُسْتُسْلِمْتِ	স্ত্রী
نُسْتَسْلَمُ		أُسْتَسْلَمُ	أُسْتُسْلِمْتُنَا		أُسْتُسْلِمْتُ	উভয়

১১। الْفِعْلُ الرُّبَاعِيُّ মূলচার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া

ছুলাছি ক্রিয়ার মত এদেরও মুজাররাদ ও মাজীদ ক্রিয়া আছে। মুদারী মুজাররাদের একটি মাত্র গঠন হয়।

اِسمُ الفَاعِلِ	المَصْدَرُ	الْمُضَارِعُ	الْمَاضِي	অর্থ	গঠন
مُتَرْجِمٌ	تَرْجَمَةٌ	يُتَرْجِمُ	تَرْجَمَ	সে অনুবাদ করল	فَعْلَلَ
مُبَعْثِرٌ	بَعْثَرَةٌ	يُبَعْثِرُ	بَعْثَرَ	সে ছড়িয়ে দিল	
مُهَرْوِلٌ	هَرْوَلَةٌ	يُهَرْوِلُ	هَرْوَلَ	সে দ্রুত হাটল	
مُوَسْوِسٌ	وَسْوَسَةٌ	يُوَسْوِسُ	وَسْوَسَ	সে কুমন্ত্রনা দিল	
مُبَسْمِلٌ	بَسْمَلَةٌ	يُبَسْمِلُ	بَسْمَلَ	সে বিসমিল্লাহ বললো	
مُتَرَعْرِعٌ	تَرَعْرُعٌ	يُتَرَعْرَعُ	تَرَعْرَعَ	সে বেড়ে উঠল	تَفَعْلَلَ

مُتَمَضْمِضٌ	تَمَضْمُضٌ	يَتَمَضْمَضُ	تَمَضْمَضَ	সে কুলি করল	
مُطْمَئِنٌّ	اِطْمِئْنَانٌ	يَطْمَئِنُّ	اِطْمَأَنَّ	সে তৃপ্ত হল	اِفْعَلَلَّ
مُشْمَئِزٌّ	اِشْمِزَازٌ	يَشْمَئِزُّ	اِشْمَأَزَّ	সে ঘৃনা করল	
مُقْشَعِرٌّ	اِقْشِعْرَارٌ	يَقْشَعِرُّ	اِقْشَعَرَّ	সে কাঁপল	
مُفْرَنْقِعٌ	اِفْرِنْقَاعٌ	يَفْرَنْقِعُ	اِفْرَنْقَعَ	সে ছড়িয়ে পড়লো	اِفْعَنْلَلَ

পড়ি ও লিখিঃ

আমরা সকাল বিকাল আল্লহর পবিত্রতা ঘোষনা করি	نَحْنُ نُسَبِّحُ اللهَ صَبَاحًا وَ مَسَاءً
আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ভীষণ শাস্তি দেবেন	يُعَذِّبُ اللهُ الكَافِرِيْنَ عَذَابًا شَدِيدًا
সত্যকে মিথ্যা দিয়ে পরিবর্তন কর না	لَا تُبَدِّلِ الحَقَّ بِالبَاطِلِ
তিনি হারাম করেছেন যা কিছু খারাপ সব	حَرَّمَ الخَبِيْثَاتِ كُلَّهَا
তোমারা কুরআন শিখ এবং তা শিক্ষা দাও	تَعَلَّمُوا القُرْآنَ وعَلِّمُوهُ
প্রচার কর যা তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ন	بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّكَ
আমি তোমাকে সতর্ক করছি যাতে মিথ্যা না বলো	أُنَبِّهُكَ أَلَّا تُكَذِّبَ
আল্লাহ তাদের তোমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন	فَضَّلَهُمُ اللهُ عَلَيكُمْ
বড়দের সম্মান কর আর ছোটদের স্নেহ কর	اَكْرِمِ الكبار وَارْحَمِ الصغار
তোমরা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও	بَشِّرُوْهُمْ بِالْجَنَّةِ
তিনিই সে যিনি তার রসুল পাঠিয়েছেন	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
আমরা বিকেলে খেলতে যেতে চাই	نُرِيْدُ اَنْ نَذْهَبَ لِلَّعِبِ مَسَاءً

তিনি দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান	يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
আমরা আত্মসমর্পন করেছি আমাদের রবের কাছে	أَسْلَمْنَا لِرَبِّنَا العَظِيْمِ
আল্লাহ মৃত থেকে জীবিতদের বের করেন	يُخْرِجُ اللهُ الحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন যে শিরক করে	حَرَّمَ اللهُ الجَنَّةَ لِمَنْ يُشْرِكُ به
তারা মনে করেছে যে তারা আমাদের ধোকা দেবে	يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُخَادِعُونَنَا
আল্লাহ তোমাদের কাজে বরকত দিক	بَارَكَ اللهُ فِي أُمُورِكم
ঝগড়া কর না তাদের সাথে যারা মুর্খ	لَا تُجَادِلُوا الجاهلين
দুটি দল মুখোমুখি হয়েছিলো বদরের প্রান্তে	قَابَلَ الْفِئَتَانِ فِي البَدْرِ
তুমি পরামর্শ কর তাদের সাথে	شَاوِرْهُمْ
আমরা জান্নাতের জন্য প্রতিযোগীতা করি	نَحْنُ نُسَابِقُ لِلْجَنَّةِ
মুমিনরা কুরআন নিয়ে চিন্তা করে	يَتَفَكَّرُ الْمُؤْمِنُونَ بِالقُرْآنَ
আমরা কেবল তোমার উপরই ভরসা করি	نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতগুলো সুস্পষ্ট করেছেন	بَيَّنَ الله لكم الْآيَاتِ
যে ইসলাম থেকে মুখ ঘুরালো সে ধংস হলো	مَنْ تَوَلَّى عَنِ الإِسْلَامِ فَقَدْ هَلَكَ
মুত্তাকীদের সাথে সম্পর্ক রাখ	تَعَلَّقْ مَعَ الْمُتَّقِينَ
আল্লহ কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহন করেন	إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
সালাতের পূর্বে পবিত্র হওয়া ওয়াজিব	هذا وَاجِبٌ أَنْ نَتَطَهَّرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
মুসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন	كَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا
প্রথমে আমরা পরস্পর পরিচিত হলাম	تَعَارَفْنَا فِي البداية

দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা কর না	لَا تَتَنَافَسُوا فِي الدُّنْيَا
একজন ভালো আলিমের সাথে পরামর্শ কর	تَشَاوَرْ مَعَ عَالِمٍ جَيِّدٍ
নেক ও ভালো কাজে পরস্পর সাহায্য কর	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
পরস্পর হিংসা কর না	لَا تَتَحَاسَدُوا
তারা যেন পরস্পরকে ঘৃনা না করে	لَا يَتَنَافَرُوا
গড়িটি রাস্তায় উলটে গেল	اِنْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ فِي الشَّارِعِ
বক্তৃতা আমরা তাকে সালাম করলাম	سَلَّمْنَا عليه بَعْدَ الخُطْبَةِ
আজকের সংগ্রাম কেবল শান্তির জন্য	نِضَالُنَا اليَوْمَ لِأَجْلِ السَّلام فَقَطْ
তার সামনে সম্ভাবনার দরজা খুলে গেল	اِنْكَشَفَ بَابُ الْاِحْتِمَالِ اَمَامَهُ
এ বিষয়ে তারা মতভেদ করত	كانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا الْموضوعِ
তারা তাদের আলিমদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে	اِتَّخَذُوا عُلَمَاءَهُمْ اَرْبَابًا
রসুল (স) এর সুন্নাহ অনুসরন কর	اِتَّبِعْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ
আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত	اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ
গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে	يَصْفَرُّ وَرَقُ الشَّجَرَةِ
জামাটি আগের চেয়ে অনেক সাদা হয়েছে	اِبْيَضَّ الثَّوْبُ كَثِيْرًا مِن قَبْلُ
আকাশ হঠাত কালো হয়ে গেল	اِسْوَدَّتِ السَّمَاءُ بَغْتَةً
সকালে আর বিকালে সুর্য লাল হয়	تَحْمَرُّ الشَّمْسُ صَبَحًا وَ مَسَاءً
আমরা শিক্ষককে দুইটি প্রশ্ন করলাম	سَأَلْنَا الْمدَرِّسَ سُؤَالَيْنِ

হে আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা কর	اللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا
তারা দুজন (স্ত্রী) অহঙ্কার করলো	اِسْتَكْبَرَتَا
তুমি কি এই কাজ করতে সক্ষম?	هل أنتَ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَفْعَلَ هَذَا؟
আমরা কেবল আপনার কাছেই সাহায্য চাই	اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
এটা আপনার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন	يُمْكِنُكَ اَنْ تَسْتَعْمِلَ هَذَا فِي حَاجَتِكَ
কে এই সুন্দর বইটার অনুবাদ করলো?	مَنْ تَرْجَمَ هَذَا الكِتَابَ الجَمِيْلَ
সে সবার মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে দিল	بَعْثَرَ البُشْرَى فِي الجَمَاعَةِ
সে দ্রুত হাটল যেন পিছে না পড়ে	هَرْوَلَ لِكَيْلَا يَتَخَلَّفَ
শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়	الشَّيْطَانُ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ دَائمًا
আমরা খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলি	نُبَسْمِلُ قَبْلَ التَّنَاوُلِ
লতাটি খুটি বেয়ে বেড়ে উঠলো	تَرَعْرَعَ النَبَاتُ بِالعَصَا

Form-ii এর কুরআনীয় উদাহরণ

শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
তোমাদের জন্যে আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি	قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে	وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا

Form-iii এর কুরআনীয় উদাহরণ

যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে	وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
এবং কিসে আপনাকে জানাবে সেটা কি?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
তিনিই প্রেরণ করেছেন নিজ রসূলকে হেদায়েত সহ	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
সে বললঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম	قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়	قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

Form IV এর কুরআনীয় উদাহরণ

যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে।	وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন	وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন	وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا
যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে	الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ

Form V এর কুরআনীয় উদাহরণ

নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল কর	رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ
তাদের উপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়	تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
জাহান্নাম কি অহংকারীদের আবাসস্থল নয় ?	أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

Form VI এর কুরআনীয় উদাহরণ

একজন অপরজনকে চিনবে	يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ
সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Form VII এর কুরআনীয় উদাহরণ

এবং সে তার পরিবারের কাছে সন্তুটষ্ট হয়ে ফিরবে	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে	إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ
যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে	وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ
এবং আমার মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়	وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي

Form-viii এর কুরআনীয় উদাহরণ

মুমিনগন যেন কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে	لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না	وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ
যারা কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়	الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে	فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে	وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا

Form-ix কুরআনীয় উদাহরণ

সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

Form-x কুরআনীয় উদাহরণ

সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ
ধৈর্য্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না	لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন	هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ
অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদশন করেছে ও অহংকার করেছে	ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

কুরআনীয় উদাহরণ

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।	أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অধ্যায়-১৭ (বাক্য)

১। বাক্য جُمْلَةٌ

আরবীতে বাক্যকে বলা হয় جُمْلَةٌ । গঠনানুযায়ী আরবী বাক্য দুই প্রকার। ১) নামপ্রধান বাক্য এবং ২) ক্রিয়া প্রধান বাক্য।

১) নামপ্রধান বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ

যখন কোন বাক্য اِسْمٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে নামপ্রধান বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ বলে। এর দুটি অংশ রয়েছেঃ ক) مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য (subject) অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে কিছু বলা হয় এবং খ) خَبَرٌ বা বিধেয় (Predicate) অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে খবর/সংবাদ দেওয়া হয়। যেমন আমরা উপরোক্ত বাক্যটির আরবী দেখি,

خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ	
جَدِيْدٌ	اَلْكِتَابُ	বইটি নতুন

বাক্যটিতে 'বইটি' সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তা নতুন। সুতরাং বইটি হল مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য আর তার خَبَرٌ হলো 'নতুন'। مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ সর্বদা مَرْفُوْعٌ হবে। কিছু ব্যতিক্রম বাদে মুবতাদা শুরুতে আসলে নির্দিষ্ট হয়। খবর নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ই হতে পারে। মুবতাদা ও খবরের মধ্যে লিংগ ও বচনে মিল থাকবে।

২) ক্রিয়া প্রধান বাক্য বা اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ

যখন কোন বাক্য فِعْلٌ দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ বলে। এর মৌলিক দুইটি অংশ। فِعْلٌ ক্রিয়া (verb) ও فَاعِلٌ কর্তা (Doer)। কর্তা সর্বদা মারফু।

فَاعِلٌ   فِعْلٌ

خَالِدٌ   خَرَجَ   খালিদ বের হলো

কর্তা অনেক সময় উহ্য বা গোপন থাকতে পারে যেমন, নিচের বাক্যটিতে কর্তা هُوَ "সে" উহ্য আছে।

فِعْلٌ

خَرَجَ   "সে" বের হলো

এছাড়া অর্থানুযায়ী বাক্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়।

১) সংবাদমূলক বাক্য الجُمْلَةُ الخَبَرِيَّةُ

যে বাক্যকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায়। যেমন,

أَنَا طَالِبٌ	নামপ্রধান সরল বাক্য	الجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ
ذَهَبَ زَيْدٌ إِلَى السُّوْقِ	ক্রিয়া প্রধান সরল বাক্য	الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ

২) রচনামূলক বাক্য الجُمْلَةُ الانْشَائِية।

যে বাক্যকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায় না। যেমন আদেশ, নিষেধ, প্রশ্ন ইত্যাদি।

ফেরাউনের কাছে যাও!	اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ	আদেশ	الأَمْر
শয়তানের ইবাদাত করো না	لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ	নিষেধ	النَّهي
মহাঘটনাটা কি?	مَا الْقَارِعَةُ ؟	প্রশ্নসূচক বাক্য	الإِسْتِفْهَام
ধ্বংস হোক মানুষ, সে কতই না অকৃতজ্ঞ	قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ	আশ্চর্যবাচক বাক্য	التَّعَجُّب
বিক্রি করেছি ও কিনেছি	بِعْتُ وَ اِشْتَرَيْتُ	চুক্তিমূলক বাক্য	العُقُوْد
হে আল্লাহ!	يَا اَللّٰهُ	আহবানসূচক বাক্য	النِدَاء
তুমি কি আমাদের সাথে সফর করবে না	أَلَا تُسَافِرُ مَعَنَا	অনুযোগমূলক বাক্য	العَرْض
আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই যায়েদেকে প্রহার করবো	وَاللهِ لَاَضْرِبَنَّ زَيْدًا	শপথমূলক বাক্য	القَسَم

২। বিভিন্ন প্রকার خَبَرٌ বা বিধেয়

বিধেয় (predicate) বা خَبَرٌ একটা মাত্র শব্দ বিশিষ্ট, একটা শব্দ গুচ্ছ বিশিষ্ট আবার একটা পুর্ন বাক্য নিজেই খবর হতে পারে। খবর মোট পাঁচ প্রকার,

	খবরের প্রকার	**خَبَرٌ**	**مُبْتَدَأٌ**
১	এক শব্দ বিশিষ্ট খবর الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ	جَمِيْلٌ	الْقَمَرُ
২	জার মাজরুর খবর جَارٌّ وَمَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	عَلَى الْمَكْتَبِ	الْكِتَابُ

৩	জারফ খবর ظَرْفٌ خَبَرٌ	الْحَقِيْبَةُ تَحْتَ الْمَكْتَبِ
8	নামপ্রধান বাক্যের খবর اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ	أَحْمَدُ لَهُ طِفْلٌ صَغِيْرٌ
৫	ক্রিয়া প্রধান বাক্যের খবর الْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ	أَحْمَدُ ذَهَبَ إِلَى الْجَامِعَةِ

এবার আমরা প্রত্যেক প্রকার খবরের বিস্তারিত দেখব ইনশা আল্লাহ।

৩। এক শব্দ বিশিষ্ট খবর الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ

الكِتَابُ جَدِيْدٌ বাক্যটিতে الكِتَابُ হল مُبْتَدَأٌ আর جَدِيْدٌ হল خَبَرٌ । এখানে খবর মাত্র একটি শব্দ বিশিষ্ট। এধরণের এক শব্দ বিশিষ্ট খবরকে বলা হয় الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ এক শব্দ বিশিষ্ট خَبَرٌ এর কিছু উদাহরণঃ

বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ	বাংলা অর্থ	خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
কলমটি ভাঙ্গা	مَكْسُوْرٌ	الْقَلَمُ	রুমালটি নোংরা	وَسِخٌ	الْمِنْدِيْلُ
দরজাটি খোলা	مَفْتُوْحٌ	الْبَابُ	পানি ঠান্ডা	بَارِدٌ	الْمَاءُ
বালকটি বসা	جَالِسٌ	الْوَلَدُ	চাঁদটি সুন্দর	جَمِيْلٌ	الْقَمَرُ

নিচের বাক্যগুলোতে এক শব্দ বিশিষ্ট খবর লক্ষ্য করি,

اِسْمِيْ حَامِدٌ	আমার নাম হামিদ	الْقَلَمُ مَكْسُوْرٌ	কলমটি ভাঙা
ذٰلِكَ بَيْتُنَا	ওটা আমাদের বাড়ি	الْقَلَمُ قَدِيْمٌ	কলমটি পুরাতন
بَيْتُنَا جَمِيْلٌ	আমাদের বাড়িটি সুন্দর	اَلْقِطُّ صَغِيْرٌ	বিড়ালটি ছোট

مَدْرَسَةُ خَالِدٍ كَبِيْرَةٌ	খালিদের স্কুলটি বড়	اَلْكَلْبُ كَبِيرٌ	কুকুরটি বড়
عَذَابُ القَبْرِ شَدِيْدٌ	কবরের আযাব কঠোর	اَلْمِنْدِيلُ وَسِخٌ	রুমালটি নোংরা
اَلْقَمَرُ جَمِيلٌ	চাঁদটি সুন্দর	اَلْمَاءُ بَارِدٌ	পানি ঠান্ডা
هٰذِهِ قَرِيَتُنَا	এটা আমাদের গ্রাম	اَلْبَيْتُ قَرِيبٌ	বাড়িটি নিকটে
أَنَا طَالِبٌ	আমি একজন ছাত্র	اَلْمَسْجِدُ بَعِيدٌ	মসজিদটি দূরে

বাক্য দুটির ব্যকরণগত বিশ্লেষণ লক্ষ করি,

الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ	مُضَافٌ إِلَيْهِ	مُبْتَدَأٌ
شَدِيْدٌ	القَبْرِ	عَذَابُ
		مُضَافٌ

مُضَافٌ إِلَيْهِ	الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ	مُبْتَدَأٌ
خَالِدٍ	بَيْتُ	ذٰلِكَ
	مُضَافٌ	

৪। জার মাজরুর খবর جَارٌّ وَمَجْرُوْرٌ خَبَرٌ

حَرْفُ جَرٍّ ও তার পরবর্তী اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ মিলে গঠিত হয় جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ যেমন, اَلْكِتَابُ عَلَى اَلْمَكْتَبِ 'বইটি টেবিলের উপর' বাক্যটিতে عَلَى اَلْمَكْتَبِ হলো جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ

جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ	
عَلَى اَلْمَكْتَبِ	اَلْكِتَابُ	বইটি টেবিলের উপর

অথবা যদি مُبْتَدَأٌ অনির্দিষ্ট হয় তাহলে হবে,

مُبْتَدَأٌ	جَرٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	
كِتَابٌ	عَلَى اَلْمَكْتَبِ	টেবিলটির উপর একটি বই

আমরা এর আরও কিছু উদাহরণ দেখি,

مُبْتَدَأٌ	جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
فِي الْمَطْبَخِ رَجُلٌ রান্না ঘরটিতে একজন লোক		الرَّجُلُ فِي الْمَطْبَخِ লোকটি রান্না ঘরে	
فِي الْحَقْلِ حِصَانٌ খামারটিতে একটি ঘোড়া		الْحِصَانُ فِي الْحَقْلِ ঘোড়াটি খামারে	

নিচের বাক্যগুলোতে حَرْفُ جَرٍّ ও اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ নিয়ে গঠিত জার মাজরুর খবর খেয়াল করি,

الطَّالِبُ فِي الفَصْلِ	ছাত্রটি ক্লাস রুমে
فِي البَيْتِ طَبِيْبٌ	বাড়িতে একজন ডাক্তার
أَنَا مِنَ الْهِنْدِ	আমি ভারত থেকে
القَلَمُ لِحَامِدٍ	কলমটি হামিদের
بِالبَابِ سَائِلٌ	দরজায় একজন ভিক্ষুক
عَائِشَةُ كَالْقَمَرِ	আয়েশা চাঁদের মত
عَلَى السَّرِيْرِ مِفْتَاحٌ	খাটের উপর একটা চাবি

বাক্য দুটির ব্যকরণগত বিশ্লেষণ লক্ষ করি,

الْمِفْتَاحُ — مُبْتَدَأٌ

عَلَى السَّرِيْرِ — جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ

عَلَى — حَرْفُ جَرٍّ

السَّرِيْرِ — اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ

عَلَى السَّرِيْرِ — جَارٌّ وَ مَجْرُوْرٌ خَبَرٌ

مِفْتَاحٌ — مُبْتَدَأٌ

عَلَى — حَرْفُ جَرٍّ

السَّرِيْرِ — اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ

৫। জারফ খবর ظَرْفٌ خَبَرٌ

শুধু ظَرْفٌ গুলোই خَبَرٌ । যেমনঃ اللّٰهُ فَوْقَ العَرْشِ আল্লাহ আরশের উপর – এখানে اللّٰهُ হল মুবতাদা, فَوْقَ হল জারফ খবর।

مُضَافٌ إِلَيْهِ	ظَرْفٌ خَبَرٌ / مُضَافٌ	مُبْتَدَأٌ
الْعَرْشِ	فَوْقَ	اللّٰهُ

আমরা আরও কিছু উদাহরণ,

ظَرْفٌ خَبَرٌ — مُبْتَدَأٌ	مُبْتَدَأٌ — ظَرْفٌ خَبَرٌ
تَحْتَ الْمَكْتَبِ حَقِيْبَةٌ টেবিলটির নীচে একটি ব্যাগ	الْحَقِيْبَةُ تَحْتَ الْمَكْتَبِ ব্যাগটি টেবিলের নীচে
خَلْفَ الْمَسْجِدِ بَيْتٌ মসজিদটির পিছনে একটি বাড়ি	البَيتُ خَلْفَ الْمَسْجِدِ ঘরটি মসজিদের পিছনে
أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ نَهْرٌ স্কুলের সামনে একটি নদী	النَّهْرُ أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ নদীটি স্কুলের সামনে

লক্ষ্যণীয়ঃ مُبْتَدَأٌ অনির্দিষ্ট হওয়াতে ظَرْفٌ خَبَرٌ এর পরে এসেছে।

নিচের বাক্যগুলোতে ظَرْفٌ خَبَرٌ খেয়াল করি,

بَيْتُنَا قُرْبَ السُّوْقِ	আমাদের বাড়িটি বাজারের নিকটে
بِجَانِبِ الْمَسْجِدِ عَيْنٌ	মসজিদটির পাশে একটি নলকূপ
خَارِجَ الْغُرْفَةِ رَجُلٌ	রুমের বাইরে একজন লোক
حَوْلَ الْمَلْعَبِ حَدِيْقَةٌ	মাঠের চারপাশে একটি বাগান
مَكْتَبِيْ مُقَابِلَ الْمَسْجِدِ	মসজিদের বিপরীতে আমার অফিস
الْحِصَانُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ	ঘোড়াটি গাছের নিচে
تَحْتَ الشَّجَرَةِ حِصَانٌ	গাছের নিচে একটি ঘোড়া

বাক্য দুটির ব্যকরণগত বিশ্লেষণ লক্ষ করি,

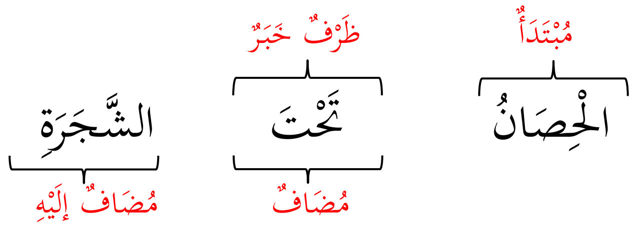

৬। নামপ্রধান বাক্যের খবর اَلْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ خَبَرٌ

একটা পুর্ণ নাম প্রধান বাক্য আবার অন্য একটি মুবতাদার খবর হতে পারে। এক্ষেত্রে নাম প্রধান খবরে একটা সর্বনাম থাকে যা পুর্বোক্ত মুবতাদাকে নির্দেশ করে। যেমন নিচের বাক্যটি লক্ষ্য করি,

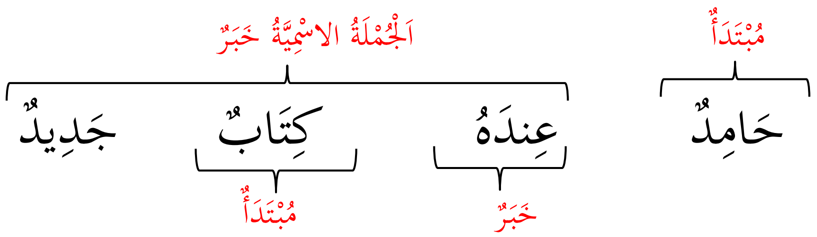

সম্পূর্ণ বাক্যের মুবতাদা হল حَامِدٌ এবং খবর হল عِنْدَهُ كِتَابٌ جَدِيدٌ যা নিজেই একটা নাম প্রধান বাক্য। عِنْدَهُ এর هُ দ্বারা حَامِدٌ কে নির্দেশ করা হয়েছে। অনুরূপ আরও কিছু বাক্য হল,

মুবতাদা مُبْتَدَأٌ	اَلْجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ خَبَرٌ	বাংলা অর্থ
أَحْمَدُ	لَهُ طِفْلٌ صَغِيْرٌ	আহমাদ, তার একটি ছোট শিশু আছে
آمِنَةُ	مَعَهَا زَوْجُهَا	আমিনাহ, তার সাথে তার বর
اللّٰهُ	عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ	আল্লাহ, তার কাছে আছে বিরাট পুরস্কার
الْوَلَدُ	اسْمُهُ حَامِدٌ	ছেলেটি, তার নাম হামিদ

৭। ক্রিয়া প্রধান বাক্যের খবর اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ

এক্ষেত্রে একটি পূর্ন ক্রিয়া প্রধান বাক্য অন্য একটা মুবতাদার খবর হয় । যেমন নিচের বাক্যটি লক্ষ্য করি,

مُبْتَدَأٌ — اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ

أَحْمَدُ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ

সম্পূর্ণ বাক্যের মুবতাদা হল حَامِدٌ এবং খবর হল ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ যা নিজেই একটা ক্রিয়া প্রধান বাক্য। যেখানে ذَهَبَ হল ক্রিয়া এবং কর্তা هُوَ যা উহ্য (مُسْتَتِرٌ) । অনুরূপ আরও কিছু ক্রিয়া প্রধান বাক্যের খবর বাক্য হল,

বাংলা অর্থ	اَلْجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ خَبَرٌ	مُبْتَدَأٌ
আহমাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গেল	ذَهَبَ إِلَى الْجَامِعَةِ فِعْلٌ=ذَهَبَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	أَحْمَدُ
শিক্ষকটি ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে গেল	خَرَجَ مِنَ الفَصْلِ فِعْلٌ=خَرَجَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	الْمُدَرِّسُ
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা	جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا فِعْلٌ= جَعَلَ فَاعِلٌ= هُوَ (مُسْتَتِرٌ)	وَاللّٰهُ

৮। না-বাচক নাম প্রধান বাক্য

নাম প্রধান বাক্যে না অর্থে إِن ، لَا ، مَا ব্যবহৃত হয়। এগুলো খবরকে মানসুব করে।

বাড়িটি নতুন নয়	مَا الْبَيْتُ جَدِيْدًا
আমি শিক্ষক নই	مَا أَنَا مُدَرِّسًا
আমার কাছে কোন গাড়ি নাই	مَا عِنْدِي سَيَّارَةٌ
একজন লোক ভদ্র নয়	لَا رَجُلٌ شَرِيْفًا
একজন বালক দায়ী নয়	لَا وَلَدٌ دَعِيًّا
আমার কাছে কোন গাড়ি নাই	لَا عِنْدِي سَيَّارَةٌ

তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে মানসুব হয় না যেমন,

১) এদের পরে إِلَّا বা إِنْ আসলে খবর মানসুব হবে না।

মুহাম্মাদ (স) রসুল বৈ কিছু নয়	مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ
তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র	إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ
লোকটা একজন ভদ্রলোক ছাড়া কিছু নয়	لَا رَجُلٌ إِلَّا شَرِيْفٌ

২) مَا , لا এর পরে খবর মুবতাদার পূর্বে আসলে মানসুব হবে না।

লোকটি ভদ্র নয়	لَا شَرِيْفٌ رَجُلٌ

৩) مَا পরে অতিরিক্ত إِن আসলে খবর মানসুব হবে না।

জায়েদ মুসাফির নয়	مَا إِنْ زَيْدٌ مُسَافِرٌ

৪) لا এর পরে ইসম নির্দিষ্ট হলে খবর মানসুব হবে না। তখন لا কে পুনরুক্ত করা অপরিহার্য।

লোকটি সম্মানিত নয় এবং না তার ছেলে	لَا الرَّجُلُ كَرِيْمٌ وَ لَا اِبْنُهُ

বালকটির জামা পরিস্কার নয়	مَا قَمِيْصُ الْوَلَدِ نَظِيْفًا
তার বাবা ডাক্তার নয়	مَا أَبُوهُ طَبِيْبًا
লোকটি ধনী নয়	مَا الرَّجُلُ غَنِيًّا
আমি মিথ্যাবাদী নই	مَا أَنَا كَاذِبًا
আমার কাছে কিছু নাই	مَا عِنْدِيْ شَيْئٌ
মসজিদটি বড় নয়	مَا الْمَسْجِدُ كَبِيْرًا
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নয়	مَا السَّمَاءُ غَائِمًا
ফলটি কাচাও নয় পাকাও নয়	مَا الْفَاكِهَةُ غَيْرَ نَاضِجَةٍ وَ لَا نَاضِجَةً

কুরআনীয় উদাহরণঃ (মুবতাদা ও খবর)

তালাক্ব দুইবার	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
মুমিনরা ভাই ভাই	الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
আমাদের বাবা অনেক বৃদ্ধ	أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
তার জন্য সকলেই বিনীত	كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ
সে একজন কবি	هُوَ شَاعِرٌ
ওটা একটা প্রসিদ্ধ দিবস	ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

এটা জাহান্নাম	هَٰذِهِ جَهَنَّمُ
এটা একতা উটনী	هَٰذِهِ نَاقَةٌ
এটা একটা উপদেশ	هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ
এটা আল্লাহর উট	هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ
এগুলো গৃহপালিত পশু ও সুরক্ষিত ক্ষেত	هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ
এইনদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত	هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي
ওটা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত বিষয়	ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
সেটা একটা বিরাট সংবাদ	هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
সেটা একটা জাতি যা গত হয়েছে	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
এটা আমার পথ	هَٰذِهِ سَبِيلِي
ওটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করেন	ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
ওগুলো আল্লাহর সীমারেখা	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
ওটা পূর্ন দশ	تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
সেটা একটা প্রকাশ্য অজগর	هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
সেটা একটা বিকট আওয়াজ	هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
সেটা স্থায়ী ঘর	هِيَ دَارُ الْقَرَارِ
আর সেটা ধোয়া	وَهِيَ دُخَانٌ
সেটা একটা পরীক্ষা	هِيَ فِتْنَةٌ

কুরআনীয় উদাহরণঃ (ফেল, ফায়েল ও মাফুলুন বিহি)

সে তার পরিবারের কাছে গেলো	ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ
সে তার পিতামাতাকে সিংহাসনে উঠালো	رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ
তার রবের নাম স্মরণ করেছে অতঃপর সালাত পড়েছে	ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ
দাউদ জালুতকে হত্যা করেছে	قَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ
তার সাথে দুই যুবক জেলে প্রবেশ করেছে	دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ
সে সম্পদ জমা করেছে এবং বার বার গণনা করেছে	جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
প্রত্যেক মানুষ তার পান করার জায়গা জেনে নিলো	عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
তোমার কিতাব পড়	اقْرَأْ كِتَابَكَ
আর তোমাকে পেয়েছেন পথহারা	وَوَجَدَكَ ضَالًّا
তাকে খেয়েছে একটা নেকড়ে	أَكَلَهُ الذِّئْبُ

অধ্যায়-১৮ (প্রশ্নবোধক বাক্য)

১। أَدَوَاتُ الاسْتِفْهَامِ প্রশ্নবোধক শব্দ

কোন কিছু জানতে চাওয়ার জন্য প্রশ্নবোধক ইসম ও হারফ ব্যবহৃত হয়। যেমন,

অর্থ	উদাহরণ	অর্থ	الاسْتِفْهَامُ
তোমার নাম কি ?	مَا اسْمُكَ؟	কি?	مَا...؟
তুমি কেমন আছ?	كَيْفَ حَالُكَ؟	কেমন?	كَيْفَ...؟
তুমি কোত্থেকে (এসেছো)?	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟	কোত্থেকে	مِنْ أَيْنَ...؟
তুমি কি একজন ছাত্র?	هَلْ أَنْتَ طَالِبٌ؟	(তাই) কী?	هَلْ ...؟
তোমার কি কোন ভাই আছে ?	أَ لَكَ أَخٌ ؟	(তাই) কী?	أَ...؟
এটা কি একটি বাড়ি?	أَهٰذَا بَيْتٌ؟	(তাই) কী?	
তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে কেন?	لِمَاذَا ذَهَبْتَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى؟	কেন?	لِمَاذَا. /لِمَ؟
তুমি কখন বের হয়েছিলে?	مَتَى خَرَجْتَ؟	কখন?	مَتَى...؟
হামিদ কোথায় গেল ?	أَيْنَ ذَهَبَ حَامِدٌ؟	কোথায়?	أَيْنَ...؟
শোবার ঘরে কে ?	مَنْ فِي الْغُرْفَةِ؟	কে?	مَنْ...؟
টেবিলটির উপর কি ?	مَاذَا عَلَى الْمَكْتَبِ؟	কি?	مَاذَا...؟
এই কলমটি কার?	لِمَنْ هٰذَاالْقَلَمُ؟	কার জন্য?	لِمَنْ...؟
তোমার কাছে কয়টি কলম আছে?	كَمْ قَلَمًا عِنْدَكَ؟	কত?	كَمْ....؟

তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ	কোন ব্যাপারে?	عَمَّ...؟
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ	কখন?	أَيَّانَ...؟
তোমার জন্য এটা কোত্থেকে?	أَنَّىٰ لَكِ هٰذَا	কোথা হতে/ কখন/কিভাবে	أَنَّى...؟
না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে?	أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ	না কি ?	أَمْ...؟

২। প্রশ্নের উত্তরে بَلَى، لَا، نَعَمْ ইত্যাদির ব্যবহার

হ্যাঁ বোধক প্রশ্নের উত্তর হাঁ বোধক হলে نَعَمْ এবং না বোধক হলে لَا ব্যবহৃত হয়। আর না বোধক প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বোধক হলে بَلَى এবং না বোধক হলে نَعَمْ ব্যবহৃত হয়।

তুমি কি গতকাল স্কুলে গিয়েছিলে?	أَذَهَبْتَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ أَمْسِ؟	হা বোধক প্রশ্ন
হ্যাঁ ,আমি গিয়েছিলাম।	نَعَمْ، ذَهَبْتُ	হ্যা উত্তর
না ,আমি যাইনি।	لا، مَا ذَهَبْتُ	না উত্তর
এটা কি একটি বাড়ি?	أَهَٰذَا بَيْتٌ؟	প্রশ্ন
হ্যাঁ ,এটা একটা বাড়ি	نَعَمْ، هَٰذَا بَيْتٌ	হ্যা উত্তর
না ,এটা একটা মাসজিদ	لَا، هَٰذَا مَسْجِدٌ	না উত্তর

তুমি কি আজ লাইব্রেরীতে যাওনি ?	أَمَا ذَهَبْتَ إِلَى الْمَكْتَبَةِ الْيَوْمَ ؟	না বোধক প্রশ্ন
অবশ্যই !গিয়েছিলাম।	بَلَى، ذَهَبْتُ	হ্যা উত্তর
হ্যা ,আমি যাইনি।	نَعَمْ، مَا ذَهَبْتُ	না উত্তর

৩। প্রশ্ন করতে أَيٌّ এবং كَمْ শব্দের ব্যবহার

أَيٌّ শব্দের অর্থ "কোন"। এটা مُضَافٌ হিসেবে আসে এবং এর পরবর্তী শব্দ মাজরুর।

أَيُّ طَالِبٍ خَرَجَ؟ কোন ছাত্রটি বের হয়েছিলো?	مَرْفُوْعٌ
أَيَّ كِتَابٍ قَرَأْتَ؟ কোন বইটি তুমি পড়েছিলে?	مَنْصُوْبٌ
بِأَيِّ قَلَمٍ كَتَبْتَ؟ কোন কলম দিয়ে তুমি লিখেছিলে?	مَجْرُوْرٌ

كَمْ অর্থ "কত"। প্রশ্ন করতে كَمْ এর পরবর্তী ইসম একবচন, অনির্দিষ্ট ও مَنْصُوْبٌ হবে।

তোমার কয়টি বই আছে?	كَمْ كِتَاباً لَكَ ؟

كَمْ مِنْ হলে এর পরবর্তী ইসম নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়ি হতে পারে।

কয়টি বই তোমার কাছে?	كَمْ مِنَ الكِتَابِ عِنْدَكَ؟
কয়টি রুম আছে ঘরটিতে?	كَم مِّن حُجرَةٍ فِي البَيتِ؟

كَمْ এর পুর্বে হারফ জার থাকলে ইসমটি مَجْرُوْرٌ বা مَنْصُوْبٌ উভয়ই হতে পারে

এটা কত রিয়াল?	بِكَمْ رِيَالٍ هٰذَا؟
এটা কত রিয়াল?	بِكَمْ رِيَالًا هٰذَا؟

৪। প্রশ্নবোধক বাক্যে أَمْ ও أَ ব্যবহার

তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার নাকি ডাক্তার ?	أَ مُهَنْدِسٌ أَنْتَ أَمْ طَبِيْبٌ؟
তুমি পাকিস্তান থেকে নাকি ভারত থেকে ?	أَمِنْ بَاكِسْتَانَ أَنْتَ أَمْ مِنَ الْهِنْدِ؟
এটা আমার নাকি তোমার ?	أَلِيْ هٰذَا أَمْ لَكَ؟

৫। প্রশ্নবোধক বাক্যের কয়েকটি বিষয়

ক) প্রশ্নবোধক أَ এর পরে اَلْ থাকলে آ হয়।

শিক্ষকটি কি তোমাকে বলেছিল ?	آلْمُدَرِّسُ قَالَ لَكَ ؟
আজ কি তাকে দেখেছিলে ?	آلْيَوْمَ رَأَيْتَهُ ؟
ছাত্রটি কি ভারত থেকে ?	آلطَّالِبُ مِنَ الْهِنْدِ؟

খ) প্রশ্নবোধক أَ এর পূর্বে সংযোজক و বসে না

অর্থ	সঠিক	ভুল
এবং হেডমাস্টার এসেছিলো কী?	أَ وَجَاءَ الْمُدِيرُ؟	وَأَ جَاءَ الْمُدِيْرُ؟

তবে وَ এর পরে هَلْ বসে। যেমনঃ وَ هَلْ جَاءَ الْمُدِيْرُ؟ এবং হেডমাস্টার এসেছিল কি?

গ) প্রশ্নবোধক مَا এর পূর্বে حَرْفُ جَرٍّ থাকলে مَا এর আলিফ উঠে যায়।

عَنْ + مَا = عَمَّ	مِنْ + مَا = مِمَّ	لِ + مَا = لِمَ	بِ + مَا = بِمَ
কোন ব্যাপারে?	কি হতে?	কি জন্য, কেন?	কি দ্বারা?

প্রশ্নবোধক বাক্য	বিবৃতি মূলক বাক্য
بِمَ ضَرَبْتَهُ؟	وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
কি দ্বারা তাকে মেরেছিলে?	এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ তার দর্শক
لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟	فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
যা করনা তা বল কেন?	অতঃপর আল্লাহ মুমিনদের পথ দেখিয়েছেন সেই সত্য বিষয়ে,
مِمَّ تُنْفِقُوْنَ؟	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
কি হতে তোমরা ব্যয় কর ?	এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ؟	وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
তারা কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে ?	এবং আল্লাহ তোমরা যা কর তা সম্পর্কে অনবহিত নন।

কুরআনীয় উদাহরণঃ (প্রশ্নবোধক বাক্য)

তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ!	قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ
তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে ?	أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ
আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে ?	قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে,	أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি?	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ
তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে, তারা কি ব্যয় করবে?	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?	قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا
তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে	قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ
বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে?	قَالَ كَمْ لَبِثْتَ
আজ রাজত্ব কার?	لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়?	أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ
অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
তুমি কি বিশ্বাস কর না?	قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن

কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে?	كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ
তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে?	مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ
তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে?	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ
কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে	مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়?	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ

অধ্যায়-১৯ (তুলনাবাচক বাক্য)

১। দুইয়ের মধ্যে তুলনা করতে

اِسْمُ التَّفْضِيْلِ এরপর مِنْ অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো লিঙ্গ ও বচনভেদে পরিবর্তন হয় না।

বেলাল হামিদের থেকে ভালো	بِلَالٌ أَحْسَنُ مِنْ حَامِدٍ
বেলাল হামিদের থেকে ভালো ছাত্র	بِلَالٌ أَحْسَنُ طَالِبٍ مِنْ حَامِدٍ
আয়িশা আমিনার চেয়ে ভালো ছাত্রী	عَائِشَةُ أَحْسَنُ طَالِبَةٍ مِنْ آمِنَةَ
তারা তোমাদের থেকে ভালো ছাত্র	هُمْ أَفْضَلُ طُلَّابٍ مِنْكُمْ

বিশেষঃ তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত "মাসদার" কিংবা أَفْعَلُ/فَعْلَاءُ প্যাটার্ণের শব্দ হলে সেগুলোর মাসদারের পূর্বে أَكْثَرُ / أَشَدُّ / أَعْظَمُ ইত্যাদি যোগ করতে হয়। তখন এর পরবর্তী ইসমটি মানসুব হয়। যেমন,

أَشَدُّ إِيْمَانًا	إِيْمَانٌ
অধিক বিশ্বাস	বিশ্বাস
أَكْثَرُ بَيَاضًا	أَبْيَضُ/بَيْضَاءُ
অধিক সাদা	সাদা

২। সবার সাথে তুলনা

১। ال যুক্ত করে যেখানে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ উল্লেখ থাকে না। এগুলো লিঙ্গ ও বচনভেদে পরিবর্তন হয়। লিঙ্গ ও বচন ভেদে এর গঠনগুলো নিম্নরূপঃ

ভঙ্গুর বহুবচন	সুগঠিত বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
أَفَاعِلُ	أَفْعَلُوْنَ	أَفْعَلَانِ	أَفْعَلُ	পুং
فُعَلٌ	فُعْلَيَاتٌ	فُعْلَيَانِ	فُعْلَى	স্ত্রী

নিচে আমরা এর কিছু উদাহরণ দেখি,

আল্লাহ সবচেয়ে মহান	اللهُ أَكْبَرُ
সবচেয়ে বড় ঘরটি আরামদায়ক	البَيْتُ الأَكْبَرُ مُرِيْحٌ
সবচেয়ে বড় ঘরটি সুন্দর	الدَّارُ الكُبْرَى جَمِيْلَةٌ
সবচেয়ে বড় শহীদ	الشَّهِيدُ الْأَكْبَرُ
সবচেয়ে মহান দুইজন শহীদ	الشَّهِيْدَانِ الأَكْبَارَانِ
সবচেয়ে মহান শহীদগন	الشُّهَدَاءُ الأَكَابِرُ/الأَكْبَرُوْنَ
সবচেয়ে বড় বাগানটি	الْحَدِيْقَةُ الكُبْرَى
সবচেয়ে বড় বাগানদুটি	الْحَدِيْقَتَانِ الْكُبْرَيَانِ
সবচেয়ে বড় বাগানগুলো	الْحَدِيْقَاتُ الْكُبْرَيَاتُ/الْكُبَرُ

২। মুদাফ ইলাইহি যোগ করে। এক্ষেত্রে মুদাফ ইলাইহি অনির্দিষ্ট হলে اِسْمُ التَّفْضِيْلِ পুরুষবাচক ও একবচন হবে

আলিয়া সবচেয়ে ভালো ছাত্রী	عَالِيَةُ أَحْسَنُ طَالِبَةٍ
বেলাল ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র	بِلَالٌ أَحْسَنُ طَالِبٍ فِي الْفَصْلِ
সালমানের বাড়িটি সবচেয়ে বড়	بَيْتُ سَلْمَانَ أَكْبَرُ بَيْتٍ

আরবী ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ভাষা	اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ أَسْهَلُ لُغَةٍ فِي الْعَالَمِ
এই যুবকেরা সবচেয়ে লম্বা হাজ্জী	هٰؤُلَاءِ الفِتيَةُ أَطْوَلُ حُجَّاجٍ
আমার রব আমার কাছে এসেছিল সর্বোত্তম সুরাতে	أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

আর নির্দিষ্ট হলে مُفَضَّلٌ এর লিঙ্গ ও বচন অনুযায়ী হতেও পারে নাও হতে পারে।

মক্কা এবং মদীনা সকল শহরের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ	الْمَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ أَفْضَلُ الْمُدُنِ
মক্কা এবং মদীনা সকল শহরের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ	الْمَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ أَفْضَلا الْمُدُنِ
খাদিজা সকল নারীর চেয়ে মর্যাদাবান	خَدِيجَةُ أَفْضَلُ النِّسَاءِ
খাদিজা সকল নারীর চেয়ে মর্যাদাবান	خَدِيجَةُ فُضْلَى النِّسَاءِ

এছাড়াও خَيْرٌ (ভালো) ও شَرٌّ (খারাপ) এই দুটি শব্দ أَفْعَلُ গঠনের না হলেও তুলনার্থে ব্যবহৃত হয় যেমন,

শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ	لَيْلَةُ الْقَدْرِ **خَيْرٌ مِّنْ** أَلْفِ شَهْرٍ
যায়েদ বকরের চেয়ে খারাপ	زَيْدٌ **شَرٌّ** مِنْ بَكْرٍ
যায়েদ সবচেয়ে মন্দ লোক	زَيْدٌ **شَرٌّ** النَّاسِ

পড়ি ও লিখি,

মা সন্তানের থেকেও বেশি খুশি	اَلْأُمُّ أَفْرَحُ مِنَ الْأَوْلَادِ
সে আমার চেয়ে বেশি অজ্ঞ	هُوَ أَجْهَلُ مِنِّيْ
মেয়েটি ছেলেটির চেয়ে খাটো	اَلْفَتَاةُ أَقْصَرُ مِنَ الْفَتَى

যায়েদ খালিদের থেকে কৃপণ	زَيْدٌ أَبْخَلُ مِنْ خَالِدٍ
আইশা যায়নাবের চেয়ে সুন্দরী	عَائِشَةُ أَجْمَلُ مِنْ زَيْنَبَ
বরফ পানির চেয়ে ঠাণ্ডা	الثَّلَاجُ أَبْرَدُ مِنَ الْمَاءِ
তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে?	مَنْ أَظْلَمُ مِنْهُ؟
সে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছাত্র	هُوَ أَنْشَطُ طُلَابٍ
সবচেয়ে বড় বাড়িটি দূরে	اَلْبَيْتُ الأَكْبَرُ بَعِيْدٌ
আল্লাহর রসূল (স) মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী	رَسُولُ اللهِ أَعْلَمُ النَّاسِ
সবচেয়ে ছোট মেয়েটি বুদ্ধিমতি	اَلْبِنْتُ الصُّغْرَى ذَكِيَّةٌ
আল্লাহ সবচেয়ে বেশি দয়ালু	اللهُ أَرْحَمُ الراحمين
জান্নাত সবচেয়ে সুন্দর স্থান	اَلْجَنَّةُ أَجْمَلُ الْمَكَانِ
সবচেয়ে বিখ্যাত ডাক্তারটি একজন ভাল লোক	الطَّبِيْبُ الْأَشْهَرُ رَجُلٌ صَالِحٌ
পাথর পাতার চেয়ে ভারী	الحَجَرُ أَثْقَلُ مِنَ الوَرَقِ
সে তার চেয়ে দুর্বল	هِيَ أَضْعَفُ مِنْهُ
সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কিতাব	أَصْدَقُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ
এই বইটি সবচেয়ে সহজ বই	هَذَا الكِتَابُ أَسْهَلُ كِتَابٍ
লোকটির ঘর আমার ঘরের থেকে সুন্দর	بَيْتُ الرَّجُلِ أَجْمَلُ مِنْ بَيْتِي
সবচেয়ে দুর্বল ঘর হলো মাকড়সার ঘর	أَوْهَنُ الْبُيُوْتِ بَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ
সবচেয়ে বড় মুরগীটি আমার	الدَّجَاجَةُ الكُبْرَى لِيْ

কুরআনীয় উদাহরণ (ইসমুত তাফদিলি)

আর ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ	وَالْفِتْنَةُ **أَكْبَرُ** مِنَ الْقَتْلِ
আর আমি তার গ্রীবা ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী	وَنَحْنُ **أَقْرَبُ** إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
আর আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং কার?	وَمَنْ **أَحْسَنُ** مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী	وَأَنتَ **أَحْكَمُ** الْحَاكِمِينَ
তিনিই সর্বাধিক দয়ালু	وَهُوَ **أَرْحَمُ** الرَّاحِمِينَ
আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?	أَلَيْسَ اللَّهُ **بِأَحْكَمِ** الْحَاكِمِينَ
তিনি সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী	وَهُوَ **أَسْرَعُ** الْحَاسِبِينَ
আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী	أَنَا **أَكْثَرُ** مِنكَ مَالًا
তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম?	أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ **أَدْنَىٰ** بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম।	وَرَحْمَتُ رَبِّكَ **خَيْرٌ** مِّمَّا يَجْمَعُونَ
যাতে আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন	لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ **أَسْوَأَ** الَّذِي عَمِلُوا
এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন।	وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم **بِأَحْسَنِ** الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ কোন সন্দেহ নেই।	لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ **الْأَخْسَرُونَ**
নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভূক্ত।	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي **الْأَذَلِّينَ**
নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।	إِنَّ **أَنكَرَ** الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত।	وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ **أَعْمَىٰ** فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ**أَضَلُّ** سَبِيلًا
এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্যে এরা পবিত্র।	هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ **أَطْهَرُ** لَكُمْ
এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল	إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ **أَقْوَمُ**
দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।	لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا
তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর	هُوَ **أَشَدُّ** مِنْهُمْ قُوَّةً

অধ্যায়-২০ (আশ্চর্যবোধক বাক্য)

১। আশ্চর্যবোধক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় তিনটি বিষয়

- فِعْلُ التَّعَجُّبِ বা আশ্চর্যবোধক ক্রিয়ার সাধারণ গঠনঃ مَا أَفْعَلَ
- أَفْعَلَ হল পুং জাতীয় এমনকি স্ত্রী اِسْمٌ এর জন্যও।
- যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেটা মানসুব হবে।

গাড়িটি কী সুন্দর!	مَا أَجْمَلَ السَّيَّارَةَ !
তুমি কত ভালো !	مَا أَطْيَبَكَ!
কত অসঙ্খ্য তারা !	مَا أَكْثَرَ النُّجُومَ!
এই পাঠটি কত সহজ!	مَا أَسْهَلَ هٰذَا الدَّرْسَ!
গাছটি কত লম্বা!	مَا أَطْوَلَ الشَّجَرَةَ!
আকাশটা কত বিশাল!	مَا أَوْسَعَ السَّمَاءَ!
ছেলেটি কতই না ধৈর্য্যবান!	مَا أَصْبَرَ الْوَلَدَ!
লোকটি কত ব্যস্ত!	مَا أَشْغَلَ الرَّجُلَ!
গরু কতই না উপকারী!	مَا أَنْفَعَ الْبَقَرَةَ!
আল্লাহ কত দয়ালু!	مَا أَرْحَمَ اللهَ!
মানুষ কতই অকৃতজ্ঞ!	مَا أَكْنَدَ النَّاسَ!

এছাড়াও أَفْعِلْ بِهِ গঠনও আশ্চর্যবোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

বাড়িটি কত সুন্দর!	أَجْمِلْ بِا لْبَيْتِ!

২। আশ্চর্যবোধকের জন্য إِذَا এর ব্যবহার

‘ যদি ’ ও ‘ যখন ’ অর্থ প্রকাশার্থে إِذَا এর ব্যবহার ব্যাপক। তবে إِذَا আশ্চর্যবোধকের জন্য বা আকস্মিক এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। একে إِذَا الْفُجَائِيَّةُ বলে। এক্ষেত্রে إِذَا এর পূর্বে فَ আসে এবং إِذَا বাক্যের শুরুতে আসে না।

আমি বের হলাম আর কি আশ্চর্য ,দরজায় একজন পুলিশ !	خَرَجْتُ فَإِذَا شُرْطِيٌّ بِالْبَابِ
রুমে ঢুকলাম কি আশ্চর্য খাটের উপর একটা সাপ	دَخَلْتُ الغُرْفَةَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَلَى السَّرِيْرِ

৩। আশ্চর্যবোধকের জন্য كَمْ এর ব্যবহার

আশ্চর্যবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে كَمْ এর পরবর্তী ইসম مَجْرُوْرٌ হবে এবং একবচন কিংবা বহুবচনও হতে পারে।

তোমার কাছে কত বই!	كَمْ كِتَابٍ عِنْدَكَ!
তোমার কাছে কত্তগুলো বই!	كَمْ كُتُبٍ عِنْدَكَ!
বইটিতে কতগুলো পৃষ্ঠা!	كَمْ صَفْحَةٍ فِيْ الْكِتَابِ!
হজ্জে কত বর্ণ!	كَمْ لَوْنٍ فِيْ الْحَجِّ!
পৃথিবীতে কত ভাষা!	كَمْ لُغَةٍ فِيْ الْأَرْضِ!
তার মাথায় কত চুল!	كَمْ شَعْرٍ فِيْ رَأْسِهِ!
রাস্তায় কত পুলিশ!	كَمْ شُرْطَةٍ فِيْ الشَّارِعِ!

কুরানীয় উদাহরণ (আশ্চর্যবোধক বাক্য)

তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন!	**أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ**
সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে	**أَسْمِعْ** بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا
মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ!	قُتِلَ الْإِنسَانُ **مَا أَكْفَرَهُ**
অতএব, তারা দোযখের উপর কত ধৈর্য্য ধারণকারী!	فَمَا **أَصْبَرَهُمْ** عَلَى النَّارِ
সুতরাং সে তার লাঠিটি ছুড়লো আর কি আশ্চর্য তা একটি দৃশ্যমান সাপ!	فَأَلْقَى عَصَاهُ **فَإِذَا** هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيْنٌ
তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।	**فَإِذَا** هُم بِالسَّاهِرَةِ
আর তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো।	وَنَزَعَ يَدَهُ **فَإِذَا** هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল বিজয়ী হয়েছে কত বৃহৎ দলের মোকাবেলায়	**كَم** مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।	**وَكَم** مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

অধ্যায়-২১ (বাক্যে জোরদান)

১। নাম প্রধান বাক্যে জোরদান

জোরদানকে বলা হয় اَلتَّوْكِيْدُ । নাম প্রধান বাক্যে জোর দেওয়ার জন্য কয়েকভাবে করা যায় যেমন,

ক) إِنَّ ব্যবহার করে। কখনও আরো জোর দিতে এর পরে لَ আসে।

অবশ্যই আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম।	إِنَّ ذِكْرَ اللهِ لَأَكْبَرُ
নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল	إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُوْرٌ
নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শণ আছে।	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

খ) نَفْسُهُ ব্যবহার করে

মন্ত্রী নিজে আমার সাথে কথা বলেছেন	حَادَثَنِي الْوَزِيْرُ نَفْسُهُ
আমি স্বয়ং মন্ত্রীর নিজের সাথেই সাক্ষাত করেছি	قَابَلْتُ الْوَزِيْرَ نَفْسَهُ
আমি খোদ মন্ত্রীর কাছেই লিখেছি	كَتَبْتُ إِلَى الْوَزِيْرِ نَفْسِهِ

গ) كُلُّ এবং كِلَا ব্যবহার করে

সকল ছাত্ররাই উপস্থিত ছিল।	حَضَرَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ
এবং তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখালেন	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
নিশ্চয়ই সকল আদেশ আল্লাহরই	إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

সব কাজ থেকেই সরে এসেছি	فَرَغْتُ مِنَ الأَعْمَالِ كُلِّهَا
দুই ভাইই পাস করেছে	نَجَحَ الأَخَوانِ كِلَاهُمَا
আমরা দুটি মেষই জবেহ করেছি	ذَبَحْنَا الكَبْشَيْنِ كِلَيْهِمَا

ঘ) একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করে

অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয়েছে, হাজির হয়েছে	حَضَرَ حَضَرَ الغَائِبُ
না, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি না	لا، لا أَخُونُ العَهْدَ
আমি কুমিরটি দেখেছি, কুমিরটি	رَأَيْتُ التِّمْسَاحَ التِّمْسَاحَ

ঙ) অতিরিক্ত সর্বনাম ব্যবহার করে

আমি তো কর্তব্য সম্পাদন করেছি	قُمْتُ أَنَا بِالوَاجِبِ
আপনার কাছে তো কেউ আসেনি	مَا جَاءَكَ أَنْتَ أَحَدٌ
ফরিদ সে-ই বইটা পড়েছে	فَرِيْدٌ قَرَأَ هُوَ الْكِتَابَ

চ) অতিরিক্ত হারফ জার ব্যবহার করে

কেউই অনুপস্থিত নয়	مَا غَابَ مِنْ أَحَدٍ
আমি কাউকেই দেখিনি	مَا رَأَيْتُ مِنْ أَحَدٍ
কেউ যেন বাইরে না যায়	لَا يَخْرُجْ مِنْ أَحَدٍ
কিছুই লিখো না	لَا تَكْتُبْ مِنْ شَيْءٍ

কোন প্রশ্ন?	هَلْ مِنْ سُؤَالٍ؟
আরও আছে কি?	هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟
নতুন কিছু?	هَلْ مِنْ جَدِيْدٍ؟

লক্ষ্যণীয়ঃ প্রশ্নবোধকে কেবল هَلْ ব্যবহৃত হবে এবং مِنْ এর পরবর্তী اِسْمٌ টি অনির্দিষ্ট

ছ) বাক্যের শুরুতে لَ বসে জোর দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। একে لَامُ الِابْتِدَاءِ বলে। যেমন,

অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
অবশ্যই আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম।	لَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ
নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল	لَرَبُّكَ غَفُوْرٌ
অবশ্যই আখিরাতের বাস উত্তম	وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ

২। ক্রিয়া প্রধানবাক্যে জোরদান

ক) অতীতের না-বোধক ক্রিয়ায় জোর দিতে قَدْ ، قَطُّ ব্যবহৃত হয়।

আমি কখনোই মদ পান করিনি	مَا شَرِبْتُ الْخَمْرَ قَطُّ
আমি তাকে কখনো দেখিনি।	مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ
নিশ্চয়ই হামিদ আরবী পড়েছে	قَدْ دَرَسَ حَامِدٌ الْعَرَبِيَّةَ

খ) ভবিষ্যত কালের না-বোধক ক্রিয়ায় জোর দিতে أَبَدًا ব্যবহৃত হয়।

আমি কখনোই তার কাছে লিখব না	لَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ أَبَدًا
আমি কখনও মদ পান করবোই না	لَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ أَبَدًا

৩। نُوْنُ التَّوْكِيْدِ জোর দেওয়ার নুন

মুদারি, আমর কিংবা নাহিকে জোর দিতে অনেক সময় نُوْنُ التَّوْكِيْدِ ব্যবহৃত হয়। এটা নুন খফিফাহ (সুকুন ওয়ালা নুন) نْ বা নুন ছাকিলাহ (তাশদিদ ওয়ালা নুন) نِّ ، نَّ দ্বারা হতে পারে। তবে نّ ই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

আল্লাহর শপথ আমি আমার দেশে ইসলামের প্রচার করব	وَاللهِ لَأَنْشُرَنَّ الْإِسْلاَمَ فِيْ بَلَدِيْ
এখান থেকে বের হও !	أُخْرُجَنَّ مِنْ هُنَا
এখান থেকে বের হও!	أُخْرُجَنْ مِنْ هُنَا

মুদারিতে নুন যুক্ত হওয়ার নিয়ম

গ্রুপ-১ কর্তা উহ্য

نْ যুক্ত মুদারি	**نّ যুক্ত মুদারি**	**মুদারি**
يَكْتُبَنْ	يَكْتُبَنَّ	يَكْتُبُ
تَكْتُبَنْ	تَكْتُبَنَّ	تَكْتُبُ
أَكْتُبَنْ	أَكْتُبَنَّ	أَكْتُبُ
نَكْتُبَنْ	نَكْتُبَنَّ	نَكْتُبُ

গ্রুপ-২: ن আসে ن যায়

نْ যুক্ত মুদারি	نّ যুক্ত মুদারি	মুদারি
নুন খফিফাহ হয় না	**يَكْتُبَانِّ**	يَكْتُبَانِ
নুন খফিফাহ হয় না	**تَكْتُبَانِّ**	تَكْتُبَانِ
يَكْتُبُنْ	يَكْتُبُنَّ	يَكْتُبُوْنَ
تَكْتُبُنْ	تَكْتُبُنَّ	تَكْتُبُوْنَ
تَكْتُبِنْ	تَكْتُبِنَّ	تَكْتُبِيْنَ

গ্রুপ-৩: تُنَّ ও هُنَّ মাবনী

نْ যুক্ত মুদারি	نّ যুক্ত মুদারি	মুদারি
নুন খফিফাহ হয় না	**يَكْتُبْنَانِّ**	يَكْتُبْنَ
নুন খফিফাহ হয় না	**تَكْتُبْنَانِّ**	تَكْتُبْنَ

আদেশে নুন যুক্ত হওয়ার নিয়ম

نْ যুক্ত	نّ যুক্ত	আমর
أُكْتُبَنْ	أُكْتُبَنَّ	أُكْتُبْ
–	أُكْتُبَانِّ	أُكْتُبَا
أُكْتُبُنْ	أُكْتُبُنَّ	أُكْتُبُوْا
أُكْتُبِنْ	أُكْتُبِنَّ	أُكْتُبِيْ
–	أُكْتُبْنَانِّ	أُكْتُبْنَ

কুরআন ও হাদিসের উদাহরণ

তথায় তারা চিরকাল থাকবে	خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
তবে কখনই তারা সৎপথে আসবে না	فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
আমি মনে করি না, এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে	مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا
কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব কারণে যা আগে পাঠিয়েছে	وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
কবরের দৃশ্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি	مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ
নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একজনই	إِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ
পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন	وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদের সাথে আছেন	وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ।	لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ
এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনই সংকীর্ণতা রাখেননি	وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
কোন ফাটল দেখতে পাও কি?	هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ
তিনি যা চান তাই করেন	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ
আমি শপথ করছি এই শহরের	لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ
তার মতো কেউই নাই	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ

করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব।	لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا
নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়।	لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ
তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়াকে	وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا
তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব।	وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا
অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব।	لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।	كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا
তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল।	فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুমান।	بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে। অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ, ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

অধ্যায়-২২ (ব্যতিতসূচক বাক্য)

১। اَلْاسْتِثْنَاءُ ব্যতীত

কোন কিছু ব্যতীত বোঝাতে إِلاَّ ، سِوَى ،غَيْرَ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এদেরকে أَدَاةُ الْاسْتِثْنَاءِ বলে। যেমন نَجَحَ الطُّلاَّبُ إِلاَّ خَالِدًا খালিদ ব্যতীত সকল ছাত্র পাস করেছিল। যাকে বাদ দেওয়া হয় তাকে বলে اَلْمُسْتَثْنَى আর যা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয় اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ

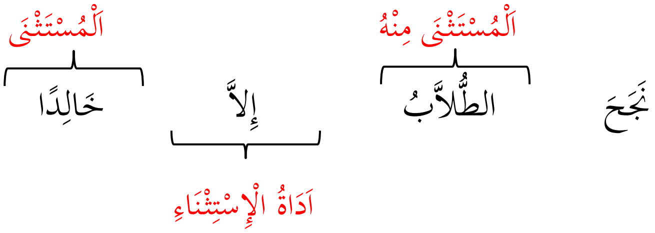

اَلْمُسْتَثْنَى সাধারণত মানসুব হয় অথবা বাক্যে তার অবস্থান অনুযায়ী ইরাব নেয়। কিছু ক্ষেত্রে মুস্তাসনা মিনহু নাও থাকতে পারে যেমন, مَا نَجَحَ إِلاَّ خَالِدٌ খালিদ ব্যতীত কেউ পাস করেনি। এই বাক্যে কাদের থেকে খালিদকে বাদ দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ নাই। اَلْإِسْتِثْنَاءُ মূলত দুই প্রকার,

১) مُفَرَّغٌ মুফাররাগঃ اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ নাই। এক্ষেত্রে মুস্তাসনার ইরাব বাক্যের গঠনানুযায়ী হবে।

২) تَامٌّ তাম্মুঃ اَلْمُسْتَثْنَى ও اَلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ উভয় আছে। এক্ষেত্রে মুস্তাসনা সাধারণত মানসুব। তবে প্রশ্ন, না বোধক, আদেশ, নিষেধের ক্ষেত্রে বাক্যের ইরাব অনুযায়ী হতে পারে।

সকল ছাত্ররাই পাশ করেছে খলিদ ছাড়া	نَجَحَ الطُّلاَّبُ كُلُّهُمْ إِلاَّ خَالِدً
জানালাগুলো খুলো শেষেরটি বাদে	اِفْتَحِ النَّوَافِذَ إِلاَّ الْأَخِيرَةَ

আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করবেন শিরক ছাড়া	يَغْفِرُ اللّٰهُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا إِلاَّ الشِّرْكَ
অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া।	فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
ইব্রাহীম ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকেনি	مَا غَابَ الطُّلاَّبُ إِلاَّ إِبْرَاهِيْمَ/ إِبْرَاهِيْمُ
নতুনরা ছাড়া যেন কেউ বের না হয়	لاَ يَخْرُجْ أَحَدٌ إِلاَّ الْجُدُدَ / الْجُدُدُ
অলস ছাড়া কেউ কি ফেল করেছে ?	هَلْ يَرْسُبُ أَحَدٌ إِلاَّ الْكَسْلاَنَ؟ / الْكَسْلاَنُ
আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়!	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
অতিথিরা পৌঁছেছিলো তাদের লাগেজ ছাড়া	وَصَلَ الضُّيُوْفُ إِلاَّ أَمْتِعَتَهُمْ
প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে মৃত্যু ছাড়া	لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلاَّ الْمَوْتَ
অতিথিরা কি পৌঁছেছিলো তাদের লাগেজ ছাড়া?	هَلْ وَصَلَ الضُّيُوْفُ إِلاَّ اَمْتِعَتَهُمْ
কেউ তার মাল ছাড়া আসেনি	مَا جَاءَ اَحَدٌ إِلاَّ مَالَهُ
হামিদ ছাড়া কেউ আসেনি	مَا جَاءَ إِلاَّ حَامِدٌ
হামিদকে ছাড়া আমি কাউকে দেখিনি	مَا رَأَيْتُ إِلاَّ حَامِدًا
বেলাল ছাড়া কি কেউ ফেল করেছে	هَلْ رَسَبَ إِلاَّ بِلاَلٌ؟
আমি খালিদ ছাড়া আর কাউকে খুঁজিনি	مَابَحَثْتُ إِلاَّ عَنْ خَالِدٍ
আলী ব্যতিত বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছে	حَضَرَ الأَصْدِقَاءُ غَيْرَ عَلِيٍّ
একটি অঙ্ক ব্যতিত অঙ্কগুলো সমাধান করেছি	حَلَلْتُ الرِّيَاضِيَّاتِ إِلَّا وَاحِدَةً
দুই পৃষ্ঠা ব্যতিত বইটি পড়েছি	قَرَأْتُ الكِتَابَ إِلَّا صَفْحَتَيْنِ
একটি গাছ ব্যতিত সব গাছে ফল ধরেছে	أَثْمَرَتِ الشَّجَرَاتُ كُلُّهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً

ডাক্তার ব্যতিত রোগীটিকে কেউ দেখতে যায়নি	مَا زَارَ الْمَرِيْضَ اَحَدٌ إِلَّا الطَّبِيْبَ
আল্লাহ ব্যতিত কারও উপর ভরসা করো না	لَا تَوَكَّلْ عَلَى اَحَدٍ إِلَّا اللهَ

২। غَيْرُ ও سِوَى এর পরবর্তী মুসতাসনা

غَيْرُ এর পরবর্তী মুসতাসনা মাজরুর হবে মুদাফ ইলাইহি হিসেবে। কিন্তু غَيْرُ বা غَيْرَ হওয়ার দুটি ক্ষেত্র আছে।

نَجَحَ الطُّلَّابُ غَيْرَ حَامِدٍ	হ্যা বোধক বাক্যে غَيْرَ হয়
مَا نَجَحَ غَيْرُ حَامِدٍ مَا سَأَلْتُ غَيْرَ حَامِدٍ	না-বোধক বাক্যে غَيْرَ বা غَيْرُ উভয়ই হতে পারে

سِوَى এর বিভক্তি ঠিক غَيْرُ এর মত

যে রাতে ও দিনে ফরজ ব্যতিত বারো রাকাত সালাত পড়ে তাঁর জন্য জান্নাতে একটা বাড়ি তৈরী করা হয়।	مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

আমি দুইটি অধ্যায় বাদে বইটি পড়েছি	قَرَأْتُ الْكِتَابَ غَيرَ بَابَيْنِ
ব্যায়ের সাথে সাথে সব কিছুই কমে যায় জ্ঞান ছাড়া	يَنْقُصُ كُلُّ شَيْءٍ بِاالإِنْفَاقِ سِوَى الْعِلْمِ
মৃত্যুর পর ভালো (কাজ) ছাড়া কিছুই কাজে আসে না	لَا ينفعُ شيء بَعْدَ الْمَوْتِ غَيرَ الأعمالِ الصالحاتِ

৩। مَاخَلَا ও مَاعَدَا এর পরবর্তী মুসতাসনা

এই দুটি উপাদানের পরবর্তী মুসতাসনা মানসুব। যেমন,

তিনজন ছাত্র ব্যতিত সকলকে পরীক্ষা করেছিলাম	اِخْتَبَرْتُ الطُّلاَّبَ مَاعَدَا ثَلاَثَةً
জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল	أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ

কুরানীয় উদাহরণঃ

অতঃপর সবাই সিজদা করলো ইবলীস ব্যতীত	فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া	فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
আর মুহাম্মদ একজন রসূল মাত্র	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
তাদের খবর অল্প লোকই জানে।	مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ
এটা তো সারা বিশ্বের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
আগুন কয়েকদিন ব্যতীত আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না	لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না।	لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ

অধ্যায়-২৩ (শর্তসূচক বাক্য)

১। الطَّلَبُ তলব ও جَوَابُ الطَّلَبِ তলবের উত্তর

কোন আদেশ বা নিষেধের পর বক্তা তার একটা প্রতিউত্তর কামনা করে। অর্থাৎ সেই আদেশ নিশেষ পালনের ফল। এরকম ক্ষেত্রে সেই আদেশকে الطَّلَبُ ও তার প্রতিউত্তরকে جَوَابُ الْطَّلَبِ বলা হয়।

অর্থ	جَوَابُ الْطَّلَبِ	الطَّلَبُ
সেটা পুনরায় পড় বুঝতে পারবে	تَفْهَمْهُ	اِقْرَأْهُ مَرَّةً أُخْرَى
অলস হয়ো না পাস করবে।	تَنْجَحْ	لَا تَكْسَلْ

“নতুবা” অর্থে جَوَابُ الْطَّلَبِ এর পূর্বে وَإِلَّا ব্যবহৃত হয়।

পাঠে পরিশ্রম কর নতুবা ফেল করবে	اِجْتَهِدْ فِي الدِّرَاسَةِ وَإِلَّا تَرْسُبْ
আমি যা আদেশ করি তা কর নতুবা ব্যর্থ হবে	اِفْعَلْ مَا آمُرُكَ بِهِ وَإِلَّا تَفْشَلْ
সেটা পুনরায় পড় নতুবা ভুলে যাবে	اِقْرَأْهُ مَرَّةً أُخْرَى وَإِلَّا تَنْسَ

২। الجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ শর্তযুক্ত বাক্য

যে সকল বাক্যে শর্ত ও তার জবাব থাকে তাকে শর্তযুক্ত বাক্য বলে। যেমন, إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ যদি তুমি যাও আমি যাবো। শর্তযুক্ত বাক্যের সাধারণ গঠনঃ

أَدَواتُ الشَّرْطِ + فِعْلُ الشَّرْطِ + جَوَابُ الشَّرْط

	جَوَابُ الشَّرْطِ	فِعْلُ الشَّرْطِ	أَدْوتُ الشَّرْطِ
যদি তুমি যাও আমি যাব	أَذْهَبْ	تَذْهَبْ	إِنْ
যখন খালিদকে দেখবে তাকে জিজ্ঞাসা করবে	فَاسْأَلْهُ	رَأَيْتَ خَالِدًا	إِذَا
যখন তুমি সফর করবে আমি করব	أُسَافِرْ	تُسَافِرْ	مَتَى

أَدَواتُ الشَّرْطِ দুই প্রকার।

১) غَيْرُ جَازِمٍ অর্থাৎ যা এর পরবর্তী ক্রিয়াকে মাজ্জুম করে না। এদের মধ্যে আছে, لَوْ এবং إِذَا

২) جَازِمٌ অর্থাৎ এরা এর পরবর্তী فِعْلُ الشَّرْطِ ও جَوَابُ الشَّرْطِ কে মাজ্জুম করে। এদের মধ্যে আছে, إِنْ ، مَنْ ، أَيْنَ ، مَا ، مَتَى ، أَيُّ ، مَهْمَا، أَمَّا

এবং যদি আল্লাহ চাইতেন তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا	যদি	لَوْ
যদি তুমি যাও আমি যাব	إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ	যদি	إِنْ
সুতরাং যে অণু পরিমাণ ভালো করবে তা দেখতে পাবে	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	যে কিনা	مَنْ
এবং যা কিছু ভালো তোমরা কর আল্লাহ তা জানেন	وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ	যা কিনা	مَا
যখনই তুমি সফর করবে আমি করব	مَتَى تُسَافِرْ أُسَافِرْ	যখনই	مَتَى
যেখানেই তুমি থাকবে আমি থাকব	أَيْنَ تَسْكُنْ أَسْكُنْ	যেখানেই	أَيْنَ
যে বই-ই আমি পাঠাগারে পাব সেটাই পড়ব	أَيَّ كِتَابٍ أَجِدْ فِي الْمَكْتَبَةِ أَقْرَأْهُ	যেটি	أَيُّ

তুমি যাই বল আমরা তোমাকে সত্যায়ন করব	مَهْمَا تَقُلْ نُصَدِّقْكَ	যাই হোক	مَهْمَا
যায়েদের ব্যাপার হলো সে আমাকে সম্মান করেছে আর আমরের ব্যাপার হলো সে আমাকে গালি দিয়েছে	أَمَّا زيدٌ فأَكْرَمَني وأَمَّا عمرو فَسَبَّنِي	ব্যাপার হলো	أَمَّا

جَوَابٌ গুলো কয়েকটি ক্ষেত্রে فَ গ্রহণ করে, এই فَ কে فَاءُ الرَّابِطَةِ বলে। সেক্ষেত্রে মুদারি মাজ্জুম হবেনা। এদের কিছু হলো,

যখন جَوَابُ الشَّرْطِ নামপ্রধান বাক্য হয়	যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম কর তাহলে পাস নিশ্চিত	إِذَا اجْتَهَدْتَ فَالنَّجَاحُ مَضْمُوْنٌ
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ আদেশ ,নিষেধ বা প্রশ্ন হয়	এবং যদি তুমি হামিদকে দেখ তাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে	إِذَا رَأَيْتَ حَامِدًا فَاسْأَلْهُ عَنْ الْسَّفَرِ
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ যামিদ ক্রিয়া হয়।	যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়	مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَا مِنَّا
যদি جَوَابُ الشَّرْطِ এর ক্রিয়ার পূর্বে قَدْ থাকে	এবং যে আল্লাহ ও তার রসুলকে অনুসরণ করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে	وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمَا

পড় ও লিখঃ

যখন তুমি ফিরে আসবে, আমরা বাজারে যাবো	مَتَى تَرْجِعْ نَذْهَبْ اِلَى السُّوقِ
পানি না পেলে আমরা মারা যেতাম	اِنْ لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ سَنَمُوتُ
যদি তুমি খাও, আমি খাবো	اِنْ تَأْكُلْ آكُلْ
যে ঈমান আনবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে	مَنْ يُؤْمِنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

তোমরা যা কিছুই খাও, আল্লাহ্‌র নাম নাও	مَهْمَا تَأْكُلُوا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ
যখনই সূর্য উঠবে, আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বো	مَتَي تَطلُعِ الشَّمْسُ نَخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ
তাকে যেখানেই পাবে, এই চিঠিটি পৌঁছে দিবে	اَيْنَ تَجِدْهُ بلغ هَذِهِ الرِّسَالَةَ
তোমরা যে মাসেই যাও, সেখানে আমাকে পাবে	اَيَّ شَهْرٍ تَذْهَبُوا تَجِدُونِي هُنَاكَ
যখন হেডমাস্টার ক্লাসে আসবেন তখন তোমরা হাসবে না	إِذَا دخل الْمُدِيْرُ الفَصْلَ فَلَا تَضْحَكوا
তুমি যদি একদিন আগে আসতে তাকে সেখানে পেতে	لَوْ أَتَيْتَ قَبْلَ يَوْمٍ لَوَجَدْتَهُ هُنَاكَ
তুমি যদি এই অধ্যায় বুঝে থাক তাহলে তুমি খুবই চমৎকার	إِنْ تَفْهَمِيْ هَذَا الدَرْسَ فَأَنْتِ مُمْتَازَةٌ
যে ঘরে প্রবেশ করবে তাকে সালাম দিবে	مَنْ يَدْخُلْ البَيْتَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ
আল্লাহ কুরআনে যা নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আন	مَهما أَنْزَلَ اللهُ فِيْ القُرْآنِ فَآمِنُوْا بِهِ
আমরা যেখানেই যাই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন	أَيْنَ نَذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ مَعَنَا
তুমি যে খাবারই আন না কেন আমি তা খাবো	أَيُّ طَعَامٍ تُعْطِنِيْ آكُلْهُ
আমরা যাই হই না কেন কারো কাছ থেকে কিছু চুরি করব না	مَهْمَا نَكُنْ لن نَسْرِقَ مِنْ أَحدٍ شَيئًا
আমার বাবা যদি বাধা না দিতেন তোমাকে কঠিন মার মারতাম	لَوْلاَ منعَ أَبِيْ لَضَرَبْتُكَ ضَرْباً
তোমরা যখন ভ্রমণ করবে আমি তোমাদের সাথে ভ্রমণ করব	مَتَى تُسَافِرُوْا فَسَأُسَافِرُ مَعَكُمْ

কুরানীয় উদাহরণঃ

মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের রবকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে	وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ

আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়	وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ
তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, পুরাকালের উপকথা।	إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন	إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ
তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌছে গেছে	إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ
যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব	لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ
আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে	وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ
যদি আমি চাইতাম তাকে লোনা করে দিতাম	لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا
বস্তুতঃ আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা জানতেন তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন।	وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ
আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতি করতেন	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ
তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ
বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে।	وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ
আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে,	وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ
আর তোমরা যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তো জানেন।	وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে	فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
যে মন্দ কাজ করবে, তাকে তার শাস্তি দেওয়া হবে।	مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে	وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না।	وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন।	أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
যেদিকে তাকে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না।	أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ
যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
যাকে আল্লাহ পথহারা করেন তার কোন দিশাদাতা নাই	مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

অধ্যায়-২৪ (তামিজ)

১। اَلتَّمْيِيْزُ স্পষ্টকরণ

তামিজ হল এমন اِسْمٌ যা পূর্বে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের নির্দেশিত অর্থ প্রকাশে সহায়ক হয়। যেমনঃ شَرِبْتُ لِتْرًا حَلِيْبًا আমি এক লিটার দুধ পান করেছি। এখানে কেবল شَرِبْتُ لِتْرًا বললে প্রশ্ন থেকে যায় এক লিটার কী পান করেছে ? حَلِيْبًا ইসমটি তার উত্তর দেয়। অনুরূপভাবে إِبْرَاهِيْمُ أَحْسَنُ مِنِّي خَطًّا ইব্রাহিম আমার চেয়ে হাতের লেখায় ভাল। এখানে خَطًّا কোন ক্ষেত্রে ভালো তার উত্তর দেয়। এগুলোই تَمْيِيْزُ । তামিজ মানসুব। তবে তার পূর্বে হারফ যার হলে বা সেটা মুদাফ ইলাইহি হলে মাজরুর হয়। তমিজ সবসময় অনির্দিষ্ট হয়। যেমনঃ

আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرًا مِنْ الحَلِيْب
আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرَ حَلِيْبٍ
আমি এগারোজন ছাত্রকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا
আমি এক মিটার সিল্ক কিনেছিলাম	اِشْتَرَيْتُ مِتْرًا حَرِيْرًا
আমাকে দুই লিটার দুধ দাও	أَعْطِنِيْ لِتْرَيْنِ حَلِيْبًا
আমার কাছে এক কিলোগ্রাম কমলা আছে	عِنْدِيْ كِيْلُوْغِرَامٌ بُرْتُقَالاً
এই ছাত্রটি চরিত্রগত দিকে ভালো।	حَسُنَ هٰذَا الطَّالِبُ خُلُقًا
বেলাল চরিত্রগত দিকে ভালো।	حَسُنَ بِلَالٌ خُلُقًا

কিছু শব্দ তামিজ নিয়ে আসে। যেমনঃ

তোমার কয়জন কন্যা আছে ?	كَمْ بِنْتًا لَكَ؟	كَمْ
তোমার কাছে কি একটি ময়দার বস্তা আছে?	هَلْ عِنْدَكَ كِيْسٌ دَقِيْقًا؟	كِيْسٌ
যে অনু পরিমান ভালো করবে তা সে দেখতে পাবে	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
আকাশে হাতের তালু পরিমাণও মেঘ নাই	مَا فِيْ السَّمَاءِ قَدْرُ كَفٍّ سَحَابًا	قَدْرُ رَاحَةٍ

পড় ও লিখঃ

আমি এক গ্লাস পানি পান করেছি	شَرِبْتُ كُوبًا مَاءً
আমি এক বিঘা জমির মালিকও নই	لَا أَمْلِكُ مِسَاحَةَ أَرْضٍ
আমি এক লিটার দুধ পান করেছি	شَرِبْتُ لِتْرًا حَلِيْبًا
তারা তিনটি গাছ রোপন করেছে	زرعوا ثَلَاثَ شَجَرَاتٍ
কথা বলায় ছেলেটি ভালো	الوَلَدُ خَيْرٌ تكَلُّمًا
দৈহিক গঠনে লোকটি সুষম	الرَّجُلُ سَلِيْمٌ جِسْمًا
মূল্যে রেশম তুলার চেয়ে দামী	الحَرِيْرُ اَغْلَى مِنَ القُطْنِ ثَمَنًا
আমি এক কেজি গোশত কিনেছি	إشْتَرَيْتُ كِيلُوجِرَامًا لَحْمًا/ كِيلُوجِرَامَ لَحْمٍ
আমি ইফতারে এক কাপ চা পান করেছি	شَرِبْتُ كُوْبًا شَايًا/ كُوْبَ شَايٍ فِيَ الإِفْطَارِ
সাদাকাতুল ফিতর হচ্ছে অর্ধ সা গম	صَدَقَةُ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً
ক্ষেতে বিশটা গরু আছে	فِي الْحَقْلِ عِشْرُونَ بَقَرَةً
আনন্দে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেল	فَاضَ القَلْبُ سُرُورًا

কুরআনীয় উদাহরণ

বলো, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।	وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।	أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।	إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির	وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
আর যারা ইমান আনে তারা আল্লাহর প্রতি বেশি ভালোবাসা রাখে	وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ
আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার?	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?	أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
তাদেরকে বর্জন করুন যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া কৌতুক হিসেবে নিয়েছে	وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম	وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا
যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল?	مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا
সে আমার চেয়ে ভাষায় অধিক স্পষ্ট	هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
ওটা সর্বোত্তম ও পরিনতিতে ভালো	ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
সেটা প্রবৃত্তি দলনে কঠোর ও স্পষ্ট কথনে অধিক উপযোগী	هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

অধ্যায়-২৫ (হাল)

১। اَلحَالُ কর্তা ও কর্মের অবস্থা

اَلْحَالُ হল এমন ইসম যা কর্তা, কর্ম, মুবতাদা, খবর ইত্যাদির অবস্থা বর্ননা করে। হাল মানসুব ও অনির্দিষ্ট। যেমনঃ جَاءَ بِلَالٌ رَاكِبًا এখানে رَاكِبًا হল اَلحَالُ এবং بِلَالٌ হল " সাহিব আল হাল" অর্থাৎ যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সাহিব আল হাল সাধারণত নির্দিষ্ট হয় কিন্তু তা মুদাফ বা মানুত হলে অনির্দিষ্ট হতে পারে। حَالٌ সাধারণত ক্রিয়া উদ্ভূত ইসম বা اِسْمٌ مُشْتَقٌ হয়।

লোকটি আমার সাথে হেসে কথা বলল	كَلَّمَنِي الرَّجُلُ بَاسِمًا	কর্তার হাল
আযান পরিষ্কারভাবে শোনা যায়	يُسْمَعُ الْاَذَانُ وَاضِحًا	নায়িব আল ফায়িলের হাল
আমি মুরগিটি জবাই করা অবস্থায় কিনেছি	اِشْتَرَيْتُ الدَّجَاجَةَ مَذْبُوْحَةً	কর্মের হাল
বাচ্চাটি রুমে ঘুমন্ত আছে	اَلطِّفْلُ فِي الْغُرْفَةِ نَائِمًا	মুবতাদার হাল
এই নতুন চাঁদটি উদিত হচ্ছে	هٰذَا الْهِلَالُ طَالِعًا	খবরের হাল

اَلحَالُ কয়েকভাবে হতে পারে। যেমনঃ

এক শব্দের হাল	
বেলাল আরোহী অবস্থায় এসেছিল	جَاءَ بِلَالٌ رَاكِبًا
বাচ্চাটি কান্নারত অবস্থায় আমার কাছে আসল	جَاءَتْنِي الطِّفْلَةُ بَاكِيَةً
আমি গোস্ত ঝলসানো পছন্দ করি	أُحِبُّ اللَّحْمَ مَشْوِيًّا

পানি স্বচ্ছ অবস্থায় প্রবাহিত হয়েছে	جَرَى الْمَاءُ صَافِيًا
পানি ঘোলা অবস্থায় পান করো না	لَا تَشْرَبِ الْمَاءَ كَدِيْرًا
শব্দগুচ্ছের হাল	
আমি বক্তাকে মঞ্চের উপর দেখেছি	أَبْصَرْتُ الخَطِيْبَ فَوْقَ الْمِنْبَرِ
চাঁদ মেঘের মধ্যে উদিত হয়েছে	طَلَعَ البَدْرُ بَينَ السَّحَابِ
আমি গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রি করেছি	بِعْتُ الثَّمَرَ عَلَى شَجَرَةٍ
পাখিটি কষ্ট পেয়েছে খাঁচার ভেতর	تَأَلَّمَ الطَّائِرُ فِي القَفَصِ
বাক্যের হাল	
আমি ছোট অবস্থায় কুরআন মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ الْقُرْآنَ وَ أَنَا صَغِيْرٌ
আহত ব্যক্তি রক্ত ঝরা অবস্থায় এসেছিল	جَاءَ الْجَرِيْحُ وَدَمُهُ يَتَدَفَّقُ
বোনেরা হাসতে হাসতে এসেছিল	جَاءَتِ الْأَخَوَاتُ يَضْحَكْنَ
আমি মক্কায় প্রবেশ করলাম যখন সূর্য ডুবছিল	دَخَلْتُ مَكَّةَ وَ الشَّمْسُ تَغْرُبُ
ছাত্ররা ফিরে এসেছিল ক্লান্ত অবস্থায়	رَجَعَ الطُّلَّابُ وَ هُمْ مُتْعَبُوْنَ
তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা	لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ

اَلْحَالُ الْجُمْلَةُ বা "বাক্যের হাল" একটা শব্দ দ্বারা মুল বাক্যের সাথে যুক্ত হয় যাকে اَلرَّابِطُ বলে।

এটা হয় ضَمِيْرٌ বা و অথবা দুটিই। তবে বাক্যটি ক্রিয়া প্রধান হলে و আসবে না। যেমন,

অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ

২। نَعْتٌ এবং حَالٌ এর মধ্যে পার্থক্য

نَعْتٌ এবং حَالٌ এর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো نَعْتٌ এর ক্ষেত্রে ইরব বা বিভক্তির মিল থাকতে হয় আর হালের ক্ষেত্রে তা নয়। নিচে আমরা نَعْتٌ আর حَالٌ এর মধ্যকার পার্থক্য লক্ষ্য করি।

حَالٌ	**نَعْتٌ**
رَأَيْتُ الْوَلَدَ **بَاكِيًا**	رَأَيْتُ وَلَدًا **بَاكِيًا**
আমি বালকটিকে কান্নারত দেখেছিলাম	আমি একটি কান্নারত বালককে দেখেছিলাম
رَأَيْتُ وَلَدًا **وَهُوَ يَبْكِيْ**	رَأَيْتُ وَلَدًا **يَبْكِيْ**
আমি একটি বালককে দেখেছিলাম যখন সে কাঁদছিল	আমি দেখেছিলাম একটি বালক কাঁদছে

পড় ও লিখঃ

উভয় সৈন্য লড়লো সাহসিকতার সাথে	قَاتَلَ الْجَيْشَانِ وَ هُمَا شُجَاعَانِ
তোমার বাচ্চাকে ছোট অবস্থায় আদাব শিখাও	اَدِّبْ طِفْلَكَ وَ هُوَ صَغِيْرٌ
আমি মহিলাদের অভিযোগ করতে শুনলাম	سَمِعْتُ النِّسَاءَ يَشْكِيْنَ
কেন তুমি বসা অবস্থায় সালাত পড়েছো?	لِمَا صَلَّيْتَ وَ اَنْتَ جَالِسٌ؟
মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে	خُلِقَ الْاِنْسَانَ ضَعْيفًا
সৈন্যদল বিজয়ী হয়ে ফিরে আসল	عَادَ الجَيشُ ظَافِرًا
নির্যাতিত কান্নারত অবস্থায় এগিয়ে আসল	أَقْبَلَ الْمَظْلُومُ بَاكِيًا
ছেঁড়া কাপড় পরবে না	لَا تَلْبَسِ الثَّوْبَ مُمَزَّقًا
আমরা উন্মত্ত অবস্থায় সমুদ্রে ভ্রমণ করেছি	رَكِبْنَا الْبَحْرَ هَائِجًا
কাঁচা অবস্থায় ফল খাবে না	لَا تَأْكُلُوا الفَاكِهَةَ وَ هِيَ فَجَّةٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।	رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي **صَغِيرًا**
ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।	يَصْلَاهَا **مَذْمُومًا مَّدْحُورًا**
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي **مُحَرَّرًا**
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শ্রম ব্যয় করে তোমার কাছে আসল	وَأَمَّا مَن جَاءَكَ **يَسْعَىٰ**
আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে যায়	وَتَرَكُوكَ **قَائِمًا**
এবং সে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাবে আনন্দচিত্তে।	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ **مَسْرُورًا**
আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়।	وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ **عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا**
অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে।	فَخَرَجَ مِنْهَا **خَائِفًا** يَتَرَقَّبُ

অধ্যায়-২৬ (রঙ ও সময়)

১। اللَّوْنُ রঙ

বহুবচন (فُعْلٌ)	স্ত্রী (فَعْلَاءُ)	পুং (أَفْعَلُ)	রঙ (لَوْنٌ)
بِيْضٌ	بَيْضَاءُ	أَبْيَضُ	সাদা
سُوْدٌ	سَوْدَاءُ	أَسْوَدُ	কালো
حُمْرٌ	حَمْرَاءُ	أَحْمَرُ	লাল
خُضْرٌ	خَضْرَاءُ	أَخْضَرُ	সবুজ
صُفْرٌ	صَفْرَاءُ	أَصْفَرُ	হলুদ
زُرْقٌ	زَرْقَاءُ	أَزْرَقُ	নীল
سُمْرٌ	سَمْرَاءُ	أَسْمَرُ	বাদামী

أَفْعَلُ প্যাটার্নের ইসমগুলো দ্বিত্ব (غَيْرُ مُنْصَرِفٍ)। সেক্ষেত্রে রঙ দ্বিত্ব। অর্থাৎ সেগুলো তানয়ীন নেয় না এবং মাজরুর অবস্থায় যবর গ্রহণ করে। তবে দ্বিত্বের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সেগুলো ال বিশিষ্ট হলে অথবা মুদাফ হলে ত্রিত্ব (مُعْرَبٌ) হয়ে যায়।

আমার একটি হলুদ জামা আছে	عِنْدِيْ قَمِيْصٌ أَصْفَرُ
তোমার কাছে কি লাল কলম আছে?	هَلْ عِنْدَكَ قَلَمٌ أَحْمَرُ؟
আকাশের রঙ নীল	لَوْنُ السَّمَاءِ أَزْرَقُ
নীল রঙের কলমগুলো কার?	لِمَنِ الأَقْلَامُ الزَّرْقَاءُ

আমাকে একটা সবুজ জামা দাও	أَعْطِنِي قَمِيْصًا أَخْضَرَ
আমি লাল ফুল ভালোবাসি	أُحِبُّ الزُّهُوْرَ الْحَمْرَاءَ
উসমানের কলমগুলো কালো আর জয়নাবের কলম গুলো লাল।	أَقْلَامُ عُثْمَانَ سَوْدَاءُ وَأَقْلَامُ زَيْنَبَ حَمْرَاءُ
আমি লাল কলম দিয়ে লিখেছিলাম।	كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ الْأَحْمَرِ
টেলিফোনটি একটি সবুজ বাক্সের মধ্যে	الْهَاتِفُ فِي عُلْبَةٍ خَضْرَاءَ
সবুজ বাক্সটিতে একটি আশ্চর্য জিনিস	فِيْ العُلْبَةِ الأَخْضَرِ شَيْءٌ عَجِيْبٌ

রঙ করার জন্য ব্যবহৃত ক্রিয়া,

صَفَّرَ	হলুদ করা	بَيَّضَ	সাদা করা
زَرَّقَ	নীল করা	سَوَّدَ	কালো করা
سَمَّرَ	বাদামী করা	حَمَّرَ	লাল করা

২। وَقْتٌ সময়

বছর	سَنَةٌ (ج) سَنَواتٌ	ঘন্টা	سَاعَةٌ (ج) سَاعَاتٌ
সপ্তাহ	أُسْبُوعٌ (ج) أسابيع	মিনিট	دَقِيقَةٌ (ج) دَقَائِقُ
দিন	يومٌ (ج) أيّام	সেকেন্ড	ثَانِيَةٌ (ج) ثَوانِي
প্রত্যেক দুই দিন	كُلُّ يومَيْنِ	মূহুর্ত	لَحْظَةٌ (ج) لَحَظَاتٌ
একদিন পর একদিন	يومًا بَعْدَ يَوْمٍ	গত সপ্তাহ	الأُسْبُوعُ الْمَاضِي

পরবর্তীতে	لَاحِقًا	আগামী সপ্তাহ	الأُسْبُوعُ الْمُقْبِلُ
মুহাররাম	مُحَرَّمٌ	পুরো দিন	طُوَالَ اليَوْمِ
সাফার	صَفَرٌ	প্রত্যেক দিন	كُلُّ يَوْمٍ
রবিউল আউয়াল	رَبِيعُ الْأَوَّلُ	সর্বদা	دَائِمًا
রবিউস সানি	رَبِيعُ الثَّانِي	সাধারণত	عَادَةً
জুমাদাল উলা	جُمَادَى ٱلْأُولَى	মাঝে মাঝে	أَحْيَانًا
জুমাদাস সানি	جمادى الثَّانِي	কদাচিৎ	نَادِراً
রজাব	رَجَبٌ	শনিবার	يَومُ الْسَّبْتِ
শাবান	شَعْبَانُ	রবিবার	يَومُ الْأَحَدِ
রমাদান	رَمَضَانُ	সোমবার	يَومُ الْإِثْنَيْنِ
শাওয়াল	شَوَّالٌ	মঙ্গলবার	يَومُ الثُّلَاثَاءِ
যুলক্বদাহ	ذُو الْقَعْدَةِ	বুধবার	يَومُ الأَرْبِعَاءِ
যুলহিজ্জা	ذُو الْحِجَّةِ	বৃহস্পতিবার	يَومُ الْخَمِيْسِ
একটা বাজে	السَّاعَةُ الواحِدَةُ	শুক্রবার	يَومُ الجُمُعَةِ
দুইটা বাজে	السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ	আগে	مُبَكِّرًا
তিনটা বাজে	السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ	দেরীতে	مُتَأَخِّرًا
দশটা বাজে	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ	কিছুক্ষন পর	بَعْدَ قَلِيلٍ
সাড়ে দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ وَالنِّصْفُ	গ্রীষ্মকাল	فَصْلُ الصَّيفِ
সোয়া দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ والرُّبعُ	শরৎ কাল	فَصْلُ الخَرِيفِ

পৌনে দশটা	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ إِلَّا رُبْعًا	শীত কাল	فصل الشِّتَاءِ
দশটা পাঁচ	السَّاعَةُ العَاشِرَةُ وَخَمْسُ دَقَائِقَ	বসন্ত কাল	فصلُ الرَّبِيعِ
এগারোটা	السَّاعَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ	শতাব্দী	قَرْنٌ (ج) قُرُونٌ
বারোটা	السَّاعَةُ االثَّانِيَةَ عَشْرَةَ	দশ বছর	حِقْبَةٌ (ج) حِقْبَاتٌ

উদাহরণ

কয়টা বাজে?	كَمْ السَّاعَةُ؟
এগারোটা বাজে	السَّاعَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ
আজকে কি বার?	مَا هُوَ اليَوم؟
আজ শনিবার	هُوَ اليَومُ الْأَحَدِ
নিশ্চয়ই আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে	إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
হামিদ আগামী সপ্তাহে আসবে	يَجِيءُ حامِدٌ فِي الْأُسْبُوْعِ الْمُقْبِلِ
সে গত সপ্তাহে রিয়াদে পৌঁছেছে	وَصَلَ إِلَى الرِّيَاضِ فِي الْأُسْبُوعِ الْمَاضِي
আমি প্রতিদিন সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠি	أَسْتَيْقِظُ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ كُلَّ صَبَاحٍ
বিকাল তিনটায় মাঠে এসো	اِئْتِ إِلَى الْمَلْعَبِ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ مَسَاءً

পড় ও লিখঃ

গাছের পাতা সবুজ।	وَرَقَةُ الشَّجَرَةِ خَضْرَاءُ
রেস্টুরেন্ট রাত দশটা পর্যন্ত খোলা।	اَلْمَطْعَمُ مَفْتُوْحٌ إِلَى السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ

আজ আমি অসুস্থ।	أَنَا مَرِيْضٌ الْيَوْمَ
তোমরা দেরি করলে কেন?	لِمَا تَأَخَّرْتُمْ
আনাস প্রতি দিন আগে আগে মাসজিদে যায়	يذْهَبُ أَنَسٌ إِلَى الْمَسْجِدِ مُبَكِّرًا كُلَّ يَوْمٍ
বিছানার উপর যে লাল কাপড়গুলো সেগুলো নোংরা।	الثِّيَابُ الحَمْرَاءُ التي عَلَى السَرِيْرِ وَسِخَةٌ
আমরা হজে কালো পাথরকে চুমু খাই।	نُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِيْ الحَجِّ
মুহাম্মাদ বের হল এবং একঘন্টা পরে ফিরে এল।	خَرَجَ مُحَمَّدٌ وَعَادَ قَبْلَ سَاعَةٍ
পরীক্ষা একসপ্তাহ পর অনুষ্ঠিত হবে	سَيُعْقَدُ الْإِمْتِحَانُ بَعْدَ أُسْبُوعٍ
আমি একজন অন্ধ ব্যক্তিকে অতিক্রম করলাম	مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَزْرَقَ
তিনি সোমবার মারা গিয়েছেন	تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ

কুরআনীয় উদাহরণ

তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম	عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ
তিনি বলেছেন যে, গাঢ় হলুদ বর্ণের গাভী	قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ- সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ।	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ
তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন	الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا
সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়।	وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

অধ্যায়-২৭ (নাম্বার)

১। الْعَدَدُ নম্বর

সংখ্যা গুলোকে عَدَدٌ ও যাকে গণনা করা হয় তাকে مَعْدُوْدٌ বলে।

অর্থ	স্ত্রী বাচক শব্দ গুনতে	পুং বাচক শব্দ গুনতে	অঙ্ক	অর্থ
এক	وَاحِدَةٌ	وَاحِدٌ	١	১
দুই	اِثْنَتَانِ	اِثْنَانِ	٢	২
তিন	ثَلاثٌ	ثَلاثَةٌ	٣	৩
চার	أَرْبَعٌ	أَرْبَعَةٌ	٤	৪
পাঁচ	خَمْسٌ	خَمْسَةٌ	٥	৫
ছয়	سِتٌّ	سِتَّةٌ	٦	৬
সাত	سَبْعٌ	سَبْعَةٌ	٧	৭
আট	ثَمَانِيْ	ثَمَانِيَةٌ	٨	৮
নয়	تِسْعٌ	تِسْعَةٌ	٩	৯
দশ	عَشْرٌ	عَشَرَةٌ	١٠	১০
শূন্য	صِفرٌ	صِفرٌ	٠	0

গণনাঃ ১–২ عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ গুলো مَنْعُوْتٌ ও نَعْتٌ এর মত কাজ করে।			
একজন ছাত্রী	طَالِبَةٌ وَاحِدَةٌ	একজন ছাত্র	طَالِبٌ وَاحِدٌ
দুইজন ছাত্রী	طَالِبَتَانِ اِثْنَتَانِ	দুইজন ছাত্র	طَالِبَانِ اِثْنَانِ
গণনাঃ ৩-৯ এক্ষেত্রে عَدَدٌ ও مَعْدُوْدٌ যথাক্রমে مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ এর মত কাজ করে।			
তিনজন ছাত্রী	ثَلاثُ طَالِبَاتٍ	তিনজন ছাত্র	ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ
চারজন ছাত্রী	أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ	চারজন ছাত্র	أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ
পাঁচজন ছাত্রী	خَمْسُ طَالِبَاتٍ	পাঁচজন ছাত্র	خَمْسَةُ طُلَّابٍ
ছয়জন ছাত্রী	سِتُّ طَالِبَاتٍ	ছয়জন ছাত্র	سِتَّةُ طُلَّابٍ
সাতজন ছাত্রী	سَبْعُ طَالِبَاتٍ	সাতজন ছাত্র	سَبْعَةُ طُلَّابٍ
আটজন ছাত্রী	ثَمَانِي طَالِبَاتٍ	আটজন ছাত্র	ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ
নয়জন ছাত্রী	تِسْعُ طَالِبَاتٍ	নয়জন ছাত্র	تِسْعَةُ طُلَّابٍ
দশজন ছাত্রী	عَشْرُ طَالِبَاتٍ	দশজন ছাত্র	عَشَرَةُ طُلَّابٍ

<table>
<tr><td colspan="2">গণনাঃ ১১–১২
এক ও দুই এর আরবী কিছুটা পরিবর্তন হয়। পুরুষবাচক শব্দ গুনতে عَشَرَ যোগ হয় আর স্ত্রীবাচক গুনতে عَشْرَةَ যোগ হয়। যাকে গননা করা হবে তা সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে) হবে।</td></tr>
<tr><td>إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>اِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>اِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td colspan="2">গণনাঃ ১৩–১৯
সংখ্যাগুলোর শেষের তানয়ীন থাকে না, তাতে এক যবর হয়। পুরুষবাচক শব্দ গুনতে عَشَرَ যোগ হয় আর স্ত্রীবাচক গুনতে عَشْرَةَ যোগ হয়। যাকে গননা করা হবে তা সর্বদা একবচন মানসুব (১১-৯৯ সকল ক্ষেত্রে) হবে।</td></tr>
<tr><td>ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>سِتَّ عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>سِتَّةَ عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>سَبْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>سَبْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>ثَمَانِيْ عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>ثَمَانِيَةَ عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>تِسْعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً</td><td>تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا</td></tr>
<tr><td>আমার কাছে তেরো রিয়াল আছে</td><td>عِنْدِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا</td></tr>
<tr><td>আমি তেরো রিয়াল চাই</td><td>أُرِيْدُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا</td></tr>
<tr><td>এই বইটি তেরো রিয়াল</td><td>هٰذَا الْكِتَابُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ رِيَالًا</td></tr>
</table>

গননাঃ ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ...৯০

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক مَعْدُوْدٌ এর জন্য এগুলোর রূপ পরিবর্তন হয় না। মাদুদ একবচন মানসুব। বিভক্তির পরিবর্তন সুগঠিত পুরুষবাচক বহুবচনের বিভক্তির ন্যায়।

عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	عِشْرُوْنَ طَالِبًا
ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً	ثَلاثُوْنَ طَالِبًا
أَرْبَعُوْنَ طَالِبَةً	أَرْبَعُوْنَ طَالِبًا
خَمْسُوْنَ طَالِبَةً	خَمْسُوْنَ طَالِبًا
سِتُّوْنَ طَالِبَةً	سِتُّوْنَ طَالِبًا
سَبْعُوْنَ طَالِبَةً	سَبْعُوْنَ طَالِبًا
ثَمَانُوْنَ طَالِبَةً	ثَمَانُوْنَ طَالِبًا
تِسْعُوْنَ طَالِبَةً	تِسْعُوْنَ طَالِبًا

গণনাঃ ২১–২৯

একক সংখ্যাগুলোর সাথে عِشْرُوْنَ শব্দ যোগ হয়।

إِحْدَى/ وَاحِدَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	وَاحِدٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
اِثْنَتَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	اِثْنَانِ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
ثَلَاثٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
أَرْبَعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
خَمْسٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	خَمْسَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا
سِتٌّ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً	سِتَّةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا

سَبْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	سَبْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	ثَمَانٍ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
تِسْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبًا	تِسْعٌ وَ عِشْرُوْنَ طَالِبَةً
عِنْدِي ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُوْنَ رِيَالًا	আমার কাছে তেইশ রিয়াল আছে
أُرِيْدُ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِيْنَ رِيَالًا	আমি তেইশ রিয়াল চাই
هٰذَا الْكِتَابُ بِثَلَاثَةٍ وَ عِشْرِيْنَ رِيَالًا	এই বইটি তেইশ রিয়াল

গননাঃ ৩১–৯৯ একই রকম।

وَاحِدٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	إِحْدَى/ وَاحِدَةٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً
اِثْنَانِ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	اِثْنَتَانِ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً
ثَلَاثَةٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	ثَلَاثٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً
أَرْبَعَةٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	أَرْبَعٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً
خَمْسَةٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	خَمْسٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً
سِتَّةٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	سِتٌّ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً
سَبْعَةٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	سَبْعٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً
ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	ثَمَانٍ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً
تِسْعَةٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبًا	تِسْعٌ وَ ثَلاثُوْنَ طَالِبَةً

গননাঃ ১০১–১০২ সংখ্যা দুটির দুটি অংশ যেমনঃ একশত ছাত্র (مِائَةُ طَالِبٍ) এবং একজন ছাত্র طَالِبٌ ।	
مِائَةُ طَالِبَةٍ وَ طَالِبَةٌ	مِائَةُ طَالِبٍ وَ طَالِبٌ
مِائَةُ طَالِبَةٍ وَ طَالِبَتَانِ	مِائَةُ طَالِبٍ وَ طَالِبَانِ
গননাঃ ১০৩–১৯৯ সংখ্যাগুলোর দুটি অংশ যেমনঃ একশত مِائَةٌ এবং তিনজন ছাত্র (ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ)	
مِائَةٌ وَ ثَلاثُ طَالِبَاتٍ	مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ
مِائَةٌ وَ أَرْبَعُ طَالِبَاتٍ	مِائَةٌ وَ أَرْبَعَةُ طُلَّابٍ
مِائَةٌ وَ خَمْسُ طَالِبَاتٍ	مِائَةٌ وَ خَمْسَةُ طُلَّابٍ
مِائَةٌ وَ سِتُّ طَالِبَاتٍ	مِائَةٌ وَ سِتَّةُ طُلَّابٍ
مِائَةٌ وَ سَبْعُ طَالِبَاتٍ	مِائَةٌ وَ سَبْعَةُ طُلَّابٍ
مِائَةٌ وَ ثَمَانِيْ طَالِبَاتٍ	مِائَةٌ وَ ثَمَانِيَةُ طُلَّابٍ
مِائَةٌ وَ تِسْعُ طَالِبَاتٍ	مِائَةٌ وَ تِسْعَةُ طُلَّابٍ
مِائَةٌ وَ عَشْرُ طَالِبَاتٍ	مِائَةٌ وَ عَشَرَةُ طُلَّابٍ
مِائَةٌ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ طَالِبَةً	مِائَةٌ وَ أَحَدَ عَشَرَ طَالِبًا
مِائَةٌ وَ اِثْنَتَا عَشْرَةَ طَالِبَةً	مِائَةٌ وَ اِثْنَا عَشَرَ طَالِبًا
مِائَةٌ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَالِبًا
مِائَةٌ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	مِائَةٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ طَالِبًا
مِائَةٌ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ طَالِبَةً	مِائَةٌ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ طَالِبًا

গননাঃ ১০০ ,২০০ ,৩০০ ,৪০০ ,৫০০........... ,৯০০	
مِائَةُ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	مِائَةٌ
مِائَتَا طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	مِائَتَانِ
ثَلاثُمِائَةِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	ثَلاثُمِائَةٍ
أَرْبَعُمِائَةِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	أَرْبَعُمِائَةٍ
خَمْسُمِائَةِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	خَمْسُمِائَةٍ
سِتُّمِائَةِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	سِتُّمِائَةٍ
سَبْعُمِائَةِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	سَبْعُمِائَةٍ
ثَمَانِيْمِائَةِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	ثَمَانِيْمِائَةٍ
تِسْعُمِائَةِ طَالِبٍ طَالِبَةٍ	تِسْعُمِائَةٍ
লক্ষণীয় পুরুষ এবং মেয়ে যাই গণনা করা হোক না কেন مِائَةٍ এর পূর্বে পুরুষ বাচক সঙ্খ্যা থাকবে এবং এটা একই সাথে মুদাফ এবং মুদাফ ইলাইহি। মাদুদ মুদাফ ইলাইহি একবচন মাজরুর।	

গণনাঃ ১০০০ ,২০০০ ,৩০০০...................৯,০০০	
أَلْفُ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	أَلْفٌ
أَلْفَا طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	أَلْفَانِ
ثَلاثَةُ آلَافِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	ثَلاثَةُ آلَافٍ
أَرْبَعَةُ آلَافِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	أَرْبَعَةُ آلَافٍ
خَمْسَةُ آلَافِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	خَمْسَةُ آلَافٍ
سِتَّةُ آلَافِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	سِتَّةُ آلَافٍ

سَبْعَةُ آلَافِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	سَبْعَةُ آلَافٍ
ثَمَانِيَةُ آلَافِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	ثَمَانِيَةُ آلَافٍ
تِسْعَةُ آلَافِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	تِسْعَةُ آلَافٍ
عَشَرَةُ آلَافِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	عَشَرَةُ آلَافٍ
লক্ষনীয় পুরুষ এবং মেয়ে যাই গণনা করা হোক না কেন أَلْفٍ এর পূর্বে স্ত্রী বাচক সঙ্খ্যা থাকবে এবং মাদুদ মুদাফ ইলাইহি একবচন মাজরুর।	
أَحَدَ عشرَ أَلفَ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	أَحَدَ عَشَرَ أَلْفًا
اِثْنَا عَشَرَ أَلفَ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا
ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلفَ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا
عِشْرُونَ أَلفَ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	عِشْرُونَ أَلفًا
مِائَةُ أَلْفِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	مِائَةُ أَلْفٍ
مِائتَا أَلفِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	مِائتَا أَلفٍ
ثَلاثمِائةِ أَلفِ طَالِبٍ/طَالِبَةٍ	ثَلاثمِائةِ أَلفٍ

বৃহৎ সঙ্খ্যা গননার ক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করি।

৬৫৪৩ জন ছাত্র	ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ وَخَمْسُمِائَةٍ وَسِتَّةُ آلَافِ طَالِبٍ
৬৫৪৩ জন ছাত্রী	ثَلَاثٌ وَأَرْبَعُوْنَ وَخَمْسُمِائَةٍ وَسِتَّةُ آلَافِ طَالِبَةٍ
৯৩২২ টি লোক	اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ وَثَلاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةُ آلَافِ رَجُلٍ

উল্লেখ্য এখানে একক, দশক, শতক এভাবে আগানো হয়েছে তবে এর বিপরী ক্রমও সম্ভব। আর এই সঙ্খ্যাগুলোর প্রতিটা অংশ বিভক্তি অনুযায়ী পরিবর্তন হয়।

২। أَلْفٌ ও مِائَةٌ

مِائَةٌ = এক শত এবং أَلْفٌ = এক হাজার। এই দুটি নম্বরের পর মাদুদ **একবচন** মাজরুর হয়। পুরুষ ও স্ত্রী বাচকের জন্য এর রুপ পরিবর্তন হয় না। তবে এর বিভক্তি পরিবর্তনশীল।

فِي فَصْلِنَا أَلْفُ طَالِبٍ আমাদের ক্লাসে এক হাজার ছাত্র	فِي فَصْلِنَا مِائَةُ طَالِبٍ আমাদের ক্লাসে একশত ছাত্র	مَرْفُوْعٌ
رَأَيْتُ أَلْفَ رَجُلٍ فِيْ الْمَسْجِدِ আমি মসজিদে এক হাজার লোক দেখেছিলাম	رَأَيْتُ مِائَةَ طَالِبٍ فِيْ الشَّارِعِ আমি রাস্তায় একশত ছাত্র দেখেছিলাম	مَنْصُوْبٌ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ কদরের রাতটি হাজার মাস হতে উত্তম	إِشْتَرَيْتُ هٰذَا الْكِتَابَ بِمِائَةِ رُبِيَّةٍ এই বইটি একশত রুপি দিয়ে কিনেছিলাম	مَجْرُوْرٌ

৩। ক্রমবাচক সংখ্যা

স্ত্রী বাচক	পুরুষ বাচক	
الأُوْلىٰ	الأَوَّلُ	প্রথম
الثَّانِيَةُ	الثَّانِي	দ্বিতীয়
الثَّالِثَةُ	الثَّالِثُ	তৃতীয়
الرَّابِعَةُ	الرَّابِعُ	চতুর্থ
الْخَامِسَةُ	الخَامِسُ	পঞ্চম
السَّادِسَةُ	السَّادِسُ	ষষ্ঠ

السَّابِعَةُ	السَّابِعُ	সপ্তম
الثَّامِنَةُ	الثَّامِنُ	অষ্টম
التَّاسِعَةُ	التَّاسِعُ	নবম
العَاشِرَةُ	العَاشِرُ	দশম
الحَادِيَة عَشْرَةَ	الحَادِيَ عَشَرَ	একাদশ
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ	الثَّانِيَ عَشَرَ	দ্বাদশ
الثاَالِثَةَ عَشْرَةَ	الثاَالِثَ عَشَرَ	ত্রয়োদশ
الرَابِعَةَ عَشْرَةَ	الرَابِعَ عَشَرَ	চতুর্দশ
الخَامِسَةَ عَشْرَةَ	الخَامِسَ عَشَرَ	পঞ্চদশ
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ	السَّادِسَ عَشَرَا	ষোড়শ
السَابِعَةَ عَشْرَةَ	السَابِعَ عَشَرَ	সপ্তদশ
الثَامِنَةَ عَشْرَةَ	الثَامِنَ عَشَرَ	অষ্টাদশ
التَاسِعَةَ عَشْرَةَ	التَاسِعَ عَشَرَ	ঊনবিংশ
العِشْرُوْنَ	العِشْرُوْنَ	বিংশ
الحَادِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ	الحَادِيْ وَالعِشْرُوْنَ	একবিংশ
الثَانِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ	الثَانِيْ وَالعِشْرُوْنَ	দ্বাবিংশ
الثَالِثَة وَالعِشْرُوْنَ	الثَالِثُ وَالعِشْرُوْنَ	ত্রয়োবিংশ
الرَابِعَةُ وَالعِشْرُوْنَ	الرَابِعُ وَالعِشْرُوْنَ	চতুর্বিংশ
الخَامِسَةُ وَالعِشْرُوْنَ	الخَامِسُ وَالعِشْرُوْنَ	পঞ্চবিংশ

السَادِسَةُ وَالعِشْرُوْنَ	السَادِسُ وَالعِشْرُوْنَ	ষড়বিংশ
السَابِعَةُ وَالعِشْرُوْنَ	السَابِعُ وَالعِشْرُوْنَ	সপ্তবিংশ
الثَامِنَةُ وَالعِشْرُوْنَ	الثَامِنُ وَالعِشْرُوْنَ	অষ্টাবিংশ
التَاسِعَةُ وَالعِشْرُوْنَ	التَاسِعُ وَالعِشْرُوْنَ	উনত্রিংশ
الثَلَاثُوْنَ	الثَلَاثُوْنَ	ত্রিংশ

[একাদশ থেকে উনবিংশ মাবনী]

ক্রমবাচক সংখ্যার উদাহরণ

আমি প্রথম পাঠ পড়েছিলাম	قَرَأْتُ الدَّرْسَ الأَوَّلَ	প্রথম পাঠ	الدَّرْسُ الأَوَّلُ
আমি দ্বিতীয় তলায় থাকি	أَسْكُنُ فِيْ الطَّابِقِ الثَّانِي	দ্বিতীয় তলা	الطَّابِقُ الثَّانِي
আমরা ৩য় ফ্লাটে গিয়েছিলাম	ذَهَبْنَا إِلَى الشَّقَّةِ الثَّالِثَةِ	তৃতীয় ফ্ল্যাট	الشَّقَّةُ الثَّالِثَةُ
হামিদ চতুর্থ বছরে পাস করেছিলো	نَجَحَ حَامِدٌ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ	চতুর্থ বছর	السَّنَةُ الرَّابِعَةُ
আমরা পঞ্চম দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম	دَخَلْنَا مِنَ الْبَابِ الْخَامِسِ	পঞ্চম দরজা	الْبَابُ الخَامِسُ
ষষ্ঠ পরীক্ষা আসছে	الإِمْتِحَانُ السَّادِسُ قَادِمٌ	ষষ্ঠ পরীক্ষা	الإِمْتِحَانُ السَّادِسُ
সপ্তম ঘরটি পরিচালকের	الْبَيْتُ السَّابِعُ لِلْمُدِيْرِ	সপ্তম ঘর	الْبَيْتُ السَّابِعُ
আব্বাস অষ্টম পৃষ্ঠা খুলেছিল	فَتَحَ عَبَّاسٌ الصَّفْحَةَ الثَّامِنَةَ	অষ্টম পৃষ্ঠা	الصَّفْحَةُ الثَّامِنَةُ
আমরা এখানে দশম বছরে ফিরে এসেছিলাম	رَجَعْنَا هُنَا فِي السَّنَةِ العَاشِرَةِ	দশম বছর	السَّنَةُ العَاشِرَةُ

পুনরাবৃত্তিঃ

مَرَّةً أُخْرَى	أَوَّلَ مَرَّةٍ	كُلَّ مَرَّةٍ	ثَلاثَ مَرَّاتٍ	مَرَّتَانِ	مَرَّةً
দ্বিতীয়বার	প্রথমবার	সব সময়	তিন বার	দুইবার	একবার

৪। ভগ্নাংশ

এক সপ্তমাংশ	سُبْعٌ/ سُبُعٌ	١/٧	অর্ধেক	نِصْفٌ	١/٢
এক অষ্টমাংশ	ثُمْنٌ/ ثُمُنٌ	١/٨	এক তৃতীয়াংশ	ثُلْثٌ/ثُلُثٌ	١/٣
এক নবমাংশ	تُسْعٌ/ تُسُعٌ	١/٩	এক চতুর্থাংশ	رُبْعٌ/رُبُعٌ	١/٤
এক দশমাংশ	عُشْرٌ/عُشُرٌ	١/١٠	এক পঞ্চমাংশ	خُمْسٌ/خُمُسٌ	١/٥
			এক ষষ্ঠাংশ	سُدْسٌ/سُدُسٌ	١/٦

দেড়	ثَلاَثَةُ أَنْصَافٍ	٣/٢	দুইয়ের দুই	نِصْفانِ	٢/٢
তিন তৃতীয়াংশ	ثَلاَثَةُ أَثْلاثٍ	٣/٣	দুই তৃতীয়াংশ	ثُلُثانِ	٢/٣
তিন চতুর্থাংশ	ثَلاَثَةُ أَرْباعٍ	٣/٤	দুই চতুর্থাংশ	رُبُعانِ	٢/٤

ভগ্নাংশগুলো মুদাফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

ছাত্রগণ আধা ঘন্টা আগে লাইব্রেরীতে ছিল	كَانَ الطُّلاَّبُ فِي الْمَكْتَبَةِ قَبْلَ نِصْفِ سَاعَةٍ
শিক্ষক পাঁচ মিনিট আগে ক্লাসরুমে ছিলেন	كَانَ الْمُدَرِّسُ فِي الفَصْلِ قَبْلَ خُمْسِ دَقَائِقَ

পড় ও লিখঃ

দুইজন ছাত্রী স্কুলে গেল	ذَهَبَتْ طَالِبَتَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ
তার তিনটি মেয়ে আছে	لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ
আমি চারটি বই কিনলাম	إِشْتَرَيْتُ أَرْبَعَةَ كُتُبٍ
আমাদের ক্লাসে আটজন ছাত্রী ও দশজন ছাত্র আছে	فِيْ فَصْلِنَا ثَمَانِيْ طَالِبَاتٍ وَ عَشَرَةُ طُلَّابٍ
একটি দলে এগারজন খেলোয়াড় আছে	فِيْ جَمَاعَةٍ أَحَدَ عَشَرَ لَاعِبًا
সে বারোটি ফল কিনলো	إِشْتَرَى إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَاكِهَةً
বাসটিতে ২৫জন পুরুষ ও ২৬জন মহিলা যাত্রী আছে	فِيْ الْحَافِلَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُوْنَ رَجُلًا وَ سِتٌّ وَ عِشْرُوْنَ امْرَأَةً
আমি ৮৮ দিনার জমিয়েছি	جَمَعْتُ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ دِيْنَارًا
বইটির দাম ১০০ দিনার	ثَمَنُ الْكِتَابِ مِائَةُ دِيْنَارٍ
বছরে ৩৬৫ দিন	فِيْ سَنَةٍ خَمْسَةٌ وَ سِتُّوْنَ وَ ثَلَاثُمِائَةِ يَوْمٍ
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৪১জন ছাত্র পাশ করলো	نَجَحَ مِنَ الْجَامِعَةِ وَاحِدٌ وَ أَرْبَعُوْنَ وَ أَرْبَعُمِائَةِ طَالِبٍ
আমাদের স্কুলে ৫৩২ জন ছাত্রী আছে	فِيْ مَدْرَسَتِنَا إِثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُوْنَ وَ خَمْسُمِائَةِ طَالِبَةٍ
তাদের গ্রামে ৩৪২৭ জন পুরুষ আছে	فِيْ قَرْيَتِهِمْ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُوْنَ وَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةُ آلَافِ رَجُلٍ
২য় প্রতিযোগীটি দুপুর ৩টায় পৌছালো	اَلْمُتَسَابِقُ الثَّانِي وَصَلَ فِيْ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ظُهْرًا

আমি বইটির একাদশ অধ্যায় পড়লাম	قَرَأْتُ الدَّرْسَ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنَ الْكِتَابِ
শিশুটি ১২তম মাসে জন্মেছিল	وُلِدَ الطِّفْلُ فِيْ الشَّهْرِ الثَّانِيّ عَشَرَ
গল্পটি ৫০তম পৃষ্ঠায়	اَلْقِصَّةُ فِيْ الصَّفْحَةِ الْخَمْسِيْنَ
আমি বইটি ৩০০ ডলারে কিনলাম	إِشْتَرَيْتُ الْكِتَابَ بِثَلَاثِمِائَةِ دُوْلَارٍ
বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়েছে	اِسْتقلَّت بنغلاديش عَامَ أَلفٍ و تِسعِمِائةٍ وواحِدٍ وسَبْعِينَ

কুরআনীয় উদাহরণ

আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গননায় মাস বারটি	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়।	إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর	وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থে বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌছেছে,	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস	وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ন করেছি আরো দশ দ্বারা।	وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে।	فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম।	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

কুরআনীয় উদাহরণ

যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম।	كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

কুরআনীয় উদাহরণ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।	السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:١١]
আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [٤:١٢]

কুরআনীয় উদাহরণঃ

তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।	أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।	قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে;	فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

অধ্যায়-২৮ (বিভক্তি)

১। ইসমের মারফু অবস্থা

নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে একটা ইসম মারফু হয়,

আল্লাহ সবচেয়ে মহান	اَللهُ أَكْبَرُ	খবর ও মুবতাদা
দরজাটি খোলা ছিল	كَانَ الْبَابُ مَفْتُوْحًا	ইসমু কানা
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ	খবর ইন্না
আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ كُلَّ شَيءٍ	ফায়িল
মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِيْنٍ	নায়িবু ফায়িল

২। ইসমের মাজরুর অবস্থা

দুটি ক্ষেত্রে ইসম মাজরুর হয়।

মানুষের উপর একটি যমানা আসবে	يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ	হারফ জারের পরে
মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসুল	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ	মুদাফ ইলাইহি

৩। ইসমের মানসুব অবস্থা

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ইসমগুলো মানসুব হয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ	ইসমু ইন্না
খাদ্যটি সুস্বাদু ছিল	كَانَ الطَّعَامُ لَذِيْذًا	খবর কানা

পাঠটি বুঝেছিলাম	فَهِمْتُ الدَّرْسَ	মাফউলুন বিহী
আমার আব্বা রাতে সফর করেছিল	سَافَرَ أَبِيْ لَيْلاً	মাফউলুন ফিহী
গরমের ভয়ে বের হইনি	مَاخَرَجْتُ خَوْفًا مِنَ الْحَرِّ	মাফউলুন লাহু
পাহাড় ধরে দৌড়িয়েছিলাম	سِرْتُ وَالْجَبَلَ	মাফউলুন মায়াহু
আল্লাহকে অধিকহারে স্বরণ কর	أُذْكُرُوْ اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا	মাফউলুন মুতলাক
আমার দাদা বসে নামাজ পড়ে	جَدِّيْ يُصَلِّيْ قَاعِدًا	হাল
আমি তোমার চেয়ে হাতের লেখায় ভালো	أَنَا أَحْسَنُ مِنْكَ خَطًّا	তামিজ
হামিদ ছাড়া সকল ছাত্র অনুপস্থিত	حَضَرَ الطُّلَّابُ كُلُّهُمْ إِلَّا حَامِدًا	মুস্তাছনা
হে আল্লাহর বান্দা	يَا عَبْدَاللهِ	মুনাদা যখন মুদাফ

৪। ক্রিয়ার মানসুব অবস্থা

মুদারিকে মানসুব করে এমন কিছু অব্যয়ের ব্যবহার নিচে দেখানো হলো।

আমি আগামিকাল রিয়াদ যাবনা	لَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرِّيَاضِ غَدًا	না অর্থে	لَنْ
তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	যে	أَنْ
যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদন্ডে।	أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ	যেন নয়	أَلَّا (اَنْ+لَا)
যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি।	كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا	যাতে	كَيْ

যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানতে পারে	لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا	যাতে নয়	كَيْلَا
কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ	যতক্ষণ পর্যন্ত	حَتَّى
আমাকে আরো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমি প্রথম মুসলিম হই।	وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ	এ জন্য যে	لِأَنْ
আমি বের হতে চাই	أُرِيْدُ لِأَخْرُجَ	জন্য	لِ
তাহলে তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন	فَيُضَاعِفَهُ لَهُ	কারন বোঝাতে	فَ

৫। ক্রিয়ার মাজ্জুম অবস্থা

মুদারিকে মাজ্জুম করে এমন কিছু অব্যয়ের ব্যবহার নিচে দেখানো হলো।

তুমি যেও না	لَا تَذْهَبْ	না	لَا
সে পড়েনি	لَمْ يَدْرُسْ	নয়	لَمْ
এখনও সে পড়েনি	لَمَّا يَدْرُسْ	এখনও নয়	لَمَّا
যদি তুমি যাও আমি যাব	إِنْ تَذْهَبْ أَذْهَبْ	যদি	إِنْ
যে যাবে সে পাবে	مَنْ يَذْهَبْ يَجِدْ	যে কিনা	مَنْ
তোমরা যা করবে আমি সেটা করব	مَا تَفْعَلُوا أَفْعَلْهُ	যা কিনা	مَا
যখনই তুমি বের হবে আমি বের হব	مَتَى تَخْرُجْ أَخْرُجْ	যখনই	مَتَى
যেখানেই তুমি থাকবে আমি থাকব	أَيْنَ تَسْكُنْ أَسْكُنْ	যেখানেই	أَيْنَ

যে বই-ই আমি কিনবো তা পড়ব	أَيَّ كِتَابٍ أَشْتَرِ أَقْرَأْهُ	যেটি	أَيُّ
তুমি যাই বল আমরা তোমাকে সত্যায়ন করব	مَهْمَا تَقُلْ نُصَدِّقْكَ	যাই হোক	مَهْمَا

পড় ও লিখঃ

আমি চাই যে খাদিম উপস্থিত হয়	أُرِيْدُ أَنْ يَحْضُرَ الخَادِمُ
ছাত্ররা বের হওয়ার আগেই আমরা বের হব	نَخْرُجُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الطُّلاَّبُ
তারা ধারণা করেছে যে, কোন অনিষ্ট হবে না।	وحَسِبُوا أَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ
অতঃপর আমি তাকে তার জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায়	فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
তারা তাতে ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি দেখতে পাবে।	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
আমি আরবি শিখছি যাতে করে কুরআন বুঝতে পারি	أَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ كَيْ أَفْهَمَ الْقُرْآنَ
আমি লিখে রেখেছি যেন ভুলে না যাই	كَتَبَتُ كَيْلَا أَنْسَى
আমি কুরআন হিফয করতে চাই	أُرِيْدُ اَنْ اَحْفَظَ الْقُرْآنَ
আমরা জাহান্নামে যেতে চাই না	نُرِيْدُ اَلَّا نَدْخُلَ النَّارَ
তারা আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করব	نَحْنُ نَنْتَظِرُ هُنَا حَتَّي يَرْجِعَ
সালাতে প্রথম কাতারে বসতে সে আগে আগে এসেছে	جَاءَ مُبَكِّرًا لِاَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّفِّ الْاَوَّلِ
এটা তোমাদের জন্য ভালো যে তোমরা দেরি করবে না	هَذَا خَيْرٌ لَكُمْ اَلَّا تَتَأَخَّرُوْا
আল্লাহ সবচেয়ে মহান	اَللّٰهُ أَكْبَرُ
মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসুল	مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল	اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ
আর মানুষ বলবে তার কি হয়েছে?	وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا
তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ الْإِنسَانَ
নাকি মানুষের জন্য রয়েছে যা সে কামনা করেছে	أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ
ইব্রাহীম ইহুদী ছিলো না	مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا
ইব্রাহিমের উপর সালাম	سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ধৈর্য্যশীল	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
সেইদিন মানুষ তার রবের সামনে দাঁড়াবে	يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
মানুষের মালিকের	مَلِكِ النَّاسِ
ছেয়ে যাবে মানুষকে	يَغْشَى النَّاسَ
মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসুল	مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
আর ইমান আনো তাতে যা মুহাম্মাদের উপর নাযিল হয়েছে	وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
আর শপথ বায়তুল মামুরের	وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ
সবচেয়ে দুর্বল ঘর মাকড়শার ঘর	أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ
যখন তিনি ঘরটিকে মানুষের মিলনস্থান করলেন	وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

অধ্যায়-২৯ (বিবিধ বিষয়)

১। هَمْزَةُ الْقَطْعِ এবং هَمْزَةُ الْوَصْلِ

আরবীতে কোন কোন শব্দে ا কখনো উচ্চারিত হয় আবার কখনো উচ্চারিত হয় না, এরুপ ا কে هَمْزَةُ الْوَصْلِ বলে। যথা: اللهُ শব্দের ا । আবার কোন কোন শব্দের ا সবসময় উচ্চারিত হয় এরুপ ا কে هَمْزَةُ الْقَطْعِ বলে। هَمْزَةُ الْوَصْلِ তে হরকত থাকে না আর هَمْزَةُ الْقَطْعِ তে হরকত থাকে। নিম্নে এগুলোর কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

উচ্চারণ	هَمْزَةُ الْوَصْلِ	উচ্চারণ	هَمْزَةُ الْقَطْعِ
হুয়াবনুল মুদাররিসি	هُوَ ابْنُ الْمُدَرِّسِ	মিন আইনা আন্তা?	مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟
বায়তুল্লাহি	بَيْتُ اللهِ	ইলাইহিম	إِلَيْهِمْ
ছুম্মাযহাব	ثُمَّ اذْهَبْ	আসলামা আহমাদু	أَسْلَمَ أَحْمَدُ
মাসমুকা?	مَا اسْمُكَ؟	ইন্নাল ইনসানা	إِنَّ الإِنْسَانَ
নাসারতুম্রআতান	نَصَرْتُ امْرَأَةً	আন আখরুজা	أَنْ أَخْرُجَ
সুম্মাস্তাকবালা	ثُمَّ اسْتَقْبَلَ	বায়তুল আবি	بَيْتُ الْأَبِ
ওয়াসনানি	وَاثْنَانِ	আল্লাহু আকবারু	اللهُ أَكْبَرُ
হুয়াল্লাজি	هُوَ الَّذِي	ওয়া আনা	وَ أَنَا

শব্দের শুরুতে হামজাতুল, ওয়াসলি সর্বদা উচ্চারিত হয়। যেমন اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)। আবার কখনও কখনও হামজাতুল ওয়াসলিকে লেখার সময়ও বাদ দেওয়া হয় যেমন, بِسْمِ اللّٰهِ এখানে اِسْمٌ এর হামজাতুল ওয়াসলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

২। اِلتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ দুই সাকিনের মিলন

পর পর দুটি সাকিন আসলে তাকে উচ্চারণ করা যায় না। সেক্ষেত্রে একটা সাকিন কে বিলুপ্ত করে যথাযথ হারকতের সাহায্য নিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। এর কিছু নিয়ম আছে যেমন,

عَنِ الْمُجْرِمِينَ	عَنْ الْمُجْرِمِينَ	ক) সাধারণ নিয়ম হল প্রথম সাকিনের স্থলে যের দিতে হয় ।
شَرِبَتِ الْبَقَرَةُ الْمَاءَ	شَرِبَتْ الْبَقَرَةُ الْمَاءَ	
سَأَلَ بِلاَلٌ (بِلاَلُنِ) ابْنَهُ	سَأَلَ بِلاَلٌ ابْنَهُ	
قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ	قُل لِّمَنْ الْأَرْضُ	
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ	أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَىٰ	
وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ	وَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ	খ) বহুবচনের مْ আসলে مُ হবে। যেমন,
بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ	بَلَغَنِيْ الْكِبَرُ	গ) ي মুতাকাল্লিমের পরে الْ আসলে তাতে যবর নেয়।
مِنَ الْبَيْتِ	مِنْ الْبَيْتِ	ঘ) مِنْ এর نْ সর্বদা نَ হবে।
كِتَابَا الْوَلَدِ	كِتَابَاْ الْوَلَدِ	ঙ) اْ এর আগে যবর, وْ এর আগে পেশ এবং يْ এর আগে যের হলে উচ্চারণে يْ وْ اْ বাদ যাবে।
اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ	اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ	
فِي الْبَيْتِ	فِيْ الْبَيْتِ	

৩। مُبْتَدَأٌ উদ্দেশ্য ও خَبَرٌ বিধেয়

মুবতাদা ও খবরের কিছু বৈশিষ্ট্য হলঃ

১। মুবতাদা اِسْمٌ বা ضَمِيرٌ বা الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ বা اِسمُ الاستِفْهَامِ হতে পারে।

اللهُ رَبُّنَا	اِسْمٌ
نَحْنُ طُلَّابٌ	ضَمِيرٌ
وَأَنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى	الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ
كَيْفَ حَالُكَ؟	الاِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ

২। মুবতাদা সাধারণত নির্দিষ্ট কিন্তু তা অনির্দিষ্টও হতে পারে। যেমন নিচের ক্ষেত্রগুলোতে,

تَحْتَ الْمَكْتَبِ سَاعَةٌ	• যদি খবর জার-মাজরুর/ জারফ-মাজরুর হয় এবং তা আগে আসে।
فِيْ الْغُرْفَةِ رَجُلٌ	
مَنْ مَرِيْضٌ؟	• যদি মুবতাদা الاِسْمُ الإِسْتِفْهَامُ হয়।
كَمْ طَالِبًا فِيْ الْفَصْلِ؟	
أَ أَقْرَبٌ فِي الفَصْلِ؟	• প্রশ্নবোধক শব্দের পর
أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ؟	
كِتَابٌ جَدِيْدٌ عَلَى الْمَكْتَبِ	• মুবতাদা مَنْعُوتٌ হলে
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	• মুবতাদা দুয়ার জন্য হলে

• মুদাফ হিসেবে আসলে	قَلَمُ طَالِبٍ مَكْسُوْرٌ
• না বোধকের পর আসলে	مَا ظَالِمٌ نَاجِحًا
• শ্রেণী বোঝাতে	وُجُوهٌ يومَئذٍ خَاشِعَةٌ

৩। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে খবর আগে আসতে পারে,

• যদি তা اِسْمُ الإِسْتِفْهَامِ হয়,	مَا اسْمُكِ؟
• যদি তা اِسْمُ الإِسْتِفْهَامِ এর পরে আসে,	أَ قَائِمٌ أَنْتَ؟
• যদি জার-মাজরুর/ জারফ-মাজরুর খবর হয় এবং মুবতাদা অনির্দিষ্ট হয় (মুদাফ, মানউত ব্যতীত)	أَمَامَ الْبَيْتِ شَجَرَةٌ
• যদি জার-মাজরুর/ জারফ-মাজরুর খবর হয় এবং মুবতাদা নির্দিষ্ট হয়।	فِي التَّأَنِي السَّلَامَةُ أَمَامَ القَاضِي قَائِلُ الْحَقِّ

৪। মুবতাদা বা খবর উঠে যায়। যেমনঃ مَا اِسْمُكَ؟ এর জবাবে কেবল مُحَمَّدٌ ব্যবহৃত হয়।

৫। মুবতাদা ও খবর স্থান বদল করতে পারে।

عَجِيْبٌ هٰذَا > هَذا عَجِيْبٌ	أأَنْتَ مُدَرِّسٌ؟ > أَ مُدَرِّسٌ أَنْتَ؟

আরও কিছু বিষয়ঃ

- هَلْ لَدَيْكَ سُؤَالٌ তোমার কোন প্রশ্ন আছে ? এখানে هَلْ হল হারফুল ইসতিফহাম। এর ব্যাকরণগত কোন অবস্থান নাই। لَدَيْكَ হল খবর এবং سُؤَالٌ হল মুবতাদা।

- حَرْفُ হল فَ এখানে আমি কি যাব নাকি পাঠে উপস্থিত হব? أَفَأَذْهَبُ أَمْ أَحْضُرُ الدَّرْسَ؟

  عَطْفٍ এটা أَ এর পরে আসে কারন এর আগে কিছু আসে না। তবে هَلْ হলে فَ আগে আসত।

  যেমনঃ فَهَلْ أَذْهَبُ؟ সুতরাং আমি কি যাব ?
- প্রশ্নবোধক বাক্যে মুবতাদা ও খবর স্থান বদল হবে না। যেমন مَنْ مَرِيْضٌ؟ কিন্তু

  مَرِيْضٌ مَنْ؟ হবে না।
- একাধিক খবর হতে পারে। যেমনঃ الرُّمَّانُ حُلْوٌ حَامِضٌ

৪। الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ মাবনী

যে সকল ইসমের শেষ বর্ণের হরকত পরিবর্তন হয় তাকে مُعرَبٌ বলে। যেমন ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে مُحَمَّدٌ শব্দটির শেষে মারফু অবস্থায় পেশ, মানসুব অবস্থায় যবর আর মাজরুর অবস্থায় যের হয়। অন্যদিকে যে সকল ইসমের শেষ বর্ণের হরকত পরিবর্তন হয় না তাদেরকে مَبْنِيٌّ বলে। মোট সাত প্রকার ইসম মাবনী।

ব্যতিক্রম	উদাহরণ	প্রকার	
هَذَانِ ، هَاتَانِ	هٰذَا، ذٰلِكَ، أُولٰئِكَ	أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ	১
	مَا، مَنْ، أَينَ ، مَتَى	أَسْمَاءُ الإِسْتِفْهَامِ	২
	هُوَ ، هُمَا ، هُمْ	ضَمِيْرٌ	৩
الَّذَانِ ، الَّتَانِ	الَّذِي، الَّتِي ، الَّذِيْنَ	الاِسْمُ الْمَوْصُولُ	৪
	إِذَا ، الآنَ ، أَمْسِ	بَعْضُ الظُّرُوفِ	৫
	أُفٍّ، آهِ ، آمِيْنْ	أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ	৬

إِثْنَا عَشَرَ، إِثْنَتَا عَشْرَةَ	أَحَدَ عَشَرَ، إِحْدَى عَشْرَةَ	العَدَدُ الْمُرَكَّبَةُ	৭

الْكَلِمَاتُ الْمَبْنِيَّةُ এর উদাহরণ

مَجْرُوْرٌ	مَنْصُوْبٌ	مَرْفُوْعٌ
فِي هٰذَا البَيْتِ	سَمِعْتُ هٰذَا	هٰذَا بَيْتٌ
এই বাড়িটিতে	আমি এটা শুনেছি	এটা একটি বাড়ি
لِمَنْ هٰذَا الْقَلَمُ؟	ضَرَبَ مَنْ هُوَ؟	مَنْ هُوَ؟
এই কলমটি কার?	সে কাকে মেরেছিল?	সে কে?
لَهُ بَيْتٌ كَبِيْرٌ	أَنَا أَعْرِفُهُ	هُوَ طَبِيْبٌ
তার একটি বড় বাড়ি আছে	আমি তাকে চিনি	সে একজন ডাক্তার

এছাড়াও যখন দুটি ইসম মিলে একটা ইসমের ন্যায় কাজ করে যেমন لَيْلَ نَهَارَ দিন-রাত, صَبَاحَ مَسَاءَ সকাল সন্ধ্যা। এগুলো মাবনি।

আমি দিন রাত কাজ করি	أَعْمَلُ لَيْلَ نَهَارَ
আমরা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর ইবাদাত করি	نَعْبُدُ اللهَ صَبَاحَ مَسَاءَ

৫। مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ আংশিক পরিবর্তনশীল ইসম

কিছু শব্দ আছে যারা تَنْوِيْنٌ গ্রহন করে না এবং مَجْرُوْرٌ অবস্থায় যের এর বদলে যবর গ্রহন করে। আরবীতে এদেরকে الْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ বলে। যেমনঃ

এই বইটি হামজার	هٰذَا الْكِتَابُ لِحَمْزَةَ
হামিদ লন্ডনে গেল	حَامِدٌ ذَهَبَ إِلَى لَنْدَنَ
উসমানের কলমটি লাল	قَلَمُ عُثْمَانَ أَحْمَرُ

এদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরুপঃ

স্ত্রীবাচক নাম	مَرِيَمُ، زَيْنَبُ، آمِنَةُ ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল নাম তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন সেগুলো দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব উভয়ই হতে পারে। যদিও ত্রিত্ব হিসেবে ব্যবহারই উত্তম। যেমন هِنْدٌ، دَعْدٌ، رِيْمٌ
অনারব পুরুষের নাম	بَاكِسْتَانُ، وِلْيَامُ، إِبْرَاهِيْمُ ইত্যাদি। কিন্তু যেসকল নাম তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষরে সুকুন তারা ত্রিত্ব। যেমন لُوْطٌ ، نُوْحٌ
শেষে ة বিশিষ্ট পুরুষবাচক আরবী নাম	طَلحَةُ، أُسَامَةُ، حَمْزَةُ ইত্যাদি।
فُعَلُ গঠনের পুরুষবাচক আরবী নাম	عُمَرُ، زُفَرُ، زُحَلُ، هُبَلُ ইত্যাদি।
নামের শেষে اَنُ	رَمْضَانُ، مَرْوَانُ، شَعْبَانُ، عُثْمَانُ কিন্তু فَعَّالٌ গঠনের হলে দ্বিত্ব নয়। যেমন حَسَّانٌ
فَعْلاَنُ গঠনের বিশেষণ	مَلْآنُ، عَطْشَانُ، شَبْعَانُ، جَوْعَانُ
ক্রিয়ার ন্যায় গঠন	যেমন, أَجْمَلُ، أَحْمَدُ যা أَذْهَبُ এর মত এবং يَزِيْدُ যা يَبِيْعُ এর মত
أَفْعَلُ গঠনের বিশেষণ যা ة যোগে স্ত্রীবাচক হয় না	أَحْمَرُ (حَمْرَاءُ) ، أَكْبَرُ (كُبْرَى) কিন্তু أَرْمَلٌ দ্বিত্ব নয় কারণ তার স্ত্রীবাচক أَرْمَلَةٌ
مَفَاعِلُ , مَفَاعِيْلُ	حَدَاءِقُ، مَدَارِسُ، مَسَاجِدُ، مَنَادِيْلُ، فَنَادِقُ، أَنَامِلُ،

أَفْعِلَاءُ , فُعَلَاءُ ইত্যাদি গঠনের বহুবচন	سَلَاسِلُ
শেষে أَلِفُ التَّانِيْثِ বা স্ত্রীবাচক আলিফ।	ক) আলিফ মাকসুরাঃ مَرْضٰى، دُنْيَا، حُبْلَى، هَدَايَا، فَتَاوَى কিন্তু যে আলিফ তৃতীয় অক্ষর সেগুলো দ্বিত্ব নয়। যেমন عَصًا، رَحًى، فَتًى খ) আলিফ মামদুদাঃ أَغْنِيَاءُ، حَمْرَاءُ، صَحْرَاءُ، فُقَرَاءُ، أَصْدِقَاءُ কিন্তু أَفْعَالٌ গঠনের হলে দ্বিত্ব হবে না। যেমন أَنْحَاءٌ، أَلْآءٌ , أَبْنَاءٌ، أَسْمَاءٌ،

দ্বিত্বগুলো الْ বিশিষ্ট বা مُضَافٌ হলে ত্রিত্ব হয়ে যায়

লাল জামা পড়া ঐ বালকটি কে ?	مَنْ ذٰلِكَ الْوَلَدُ ذُوْ الْقَمِيْصِ الْأَحْمَرِ
হামিদ ক্ষুধার্ত বালকটিকে খাইয়েছিল	حَامِدٌ أَطْعَمَ الْوَلَدَ الْجَوْعَانَ
সে সবচেয়ে বড় বাড়িটিতে আছে	هُوَ فِي الْبَيْتِ الْأَكْبَرِ
আমি মদীনার স্কুলগুলোতে পড়িয়েছিলাম	دَرَّسْتُ فِي مَدَارِسِ الْمَدِيْنَةِ
সে সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের একজন	هُوَ مِنْ أَحْسَنِ الطُّلَّابِ
আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

৬। اَلأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য

পাঁচটি বিশেষ বিশেষ্য এমন যে যখন এরা মুদাফ হিসেবে আসে তখন ,মারফু অবস্থায় و মানসুব অবস্থায় ا

এবং মাজরুর অবস্থায় ي যোগ হয়। এগুলো হলো,

ذُوْ	فَمٌ	حَمٌ	أَخٌ	أَبٌ
ওয়ালা	মুখ	শ্বশুর	ভাই	পিতা

নিচে এদের বিভক্তি খেয়ায়ল করি,

তোমার আব্বা কেমন আছেন ?	كَيْفَ أَبُوْكَ؟	মারফূ
আমি বেলালের আব্বাকে চিনি	أَعْرِفُ أَبَا بِلَالٍ	মানসূব
বেলালের বাবার দিকে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ إِلَى أَبِيْ بِلَالٍ	মাজরূর

তবে মুদাফ ইলাইহি "ইয়া মুতাকাল্লিম" হলে কিছু যোগ হয় না।

আমার আব্বা কোথায় গিয়েছিল ?	أَيْنَ ذَهَبَ أَبِيْ؟	মারফূ
তুমি কি আমার ভাইকে চেন?	أَتَعْرِفُ أَخِيْ؟	মানসূব
আমার ভাইয়ের থেকে ঠিকানাটা নাও	خُذِالْعُنْوَانَ مِنْ أَخِيْ	মাজরূর

৭। الْمَنْقُوْصُ মানকুস

ইসমের শেষ বর্ণ ي এর পূর্বে যের থাকলে তা বিলুপ্ত হয়। এধরনের ইসমকে মানকুস বলে। যেমনঃ

قَاضِيٌّ > قَاضٍ বিচারক। একইভাবে مَعَانِيٌّ > مَعَانٍ অর্থ। যখন মানকুছ নির্দিষ্ট , মানসুব অথবা

মুদাফ হয় তখন ي ফিরে আসে।

বিচারক উকিলকে অপরাধী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল	سَأَلَ الْقَاضِيْ الْمُحَامِيَ عَنِ الْجَانِيْ	নির্দিষ্ট
আমি একজন বিচারককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَأَلْتُ قَاضِيًا	মানসুব
মক্কার বিচারক এসেছিলো	جَاءَ قَاضِيْ مَكَّةَ	মুদাফ

কিছু শব্দের বিভক্তি মানকুসের বিভক্তির ন্যায়

নির্দিষ্ট	বহুবচন	একবচন	
اَلْمَعَانِي	مَعَانٍ	مَعْنَى	অর্থ
اَلْجَوَارِي	جَوَارٍ	جَارِيَةٌ	মেয়ে
اَللَّيَالِي	لَيَالٍ	لَيْلَةٌ	রাত
اَلنَّوَادِي	نَادٍ	نَوَادٍ	ক্লাব

৮৷ ضَمِيْرُ الْفَصْلِ পৃথকীকরণ সর্বনাম

আমরা যদি বলি "এই সেই লোক" তাহলে আরবিতে তা হবে هَذَا هُوَ الرَّجُلُ

এরাই সেই অপরাধীরা	هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُجْرِمُوْنَ
এই সেই গাড়িটি	هَذِهِ هِيَ السَّيَّارَةُ
খেলোয়াড়টি হল হামিদ	حَامِدٌ هُوَ الَّاعِبُ
এবং তারাই যারা সফলকাম	وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

ওটাই হল বিরাট সফলতা	ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ العَظِيْم
কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে।	مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ
তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল	أُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
তারাই সত্যনিষ্ঠ	أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ
এই সেই মহিলা যে তোমাকে খাদ্য দেয়	هٰذِهِ هِيَ الْمَرْأَةُ أَلَّتِيْ تُعْطِيْكَ الطَّعَامَ
এই সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিলো	هٰذَا هُوَ الشَّهْرُ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ
ওটা সেই জায়গা যেখানে তুমি জন্মেছিলে	ذٰلِكَ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِيْ وُلِدْتَ فِيْهِ

কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমনঃ

সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই	ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
ওটা বিরাট সফলতা	ذٰلِكَ الفَوْزُ الْعَظِيْمُ

৯। اَلاِخْتِصَاصُ বা সর্বনামকে নির্দিষ্ট করণ

সর্বনামকে মাঝে মাঝে কিছু শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করতে হয়। যেমনঃ نَحْنُ الطُّلَّابَ। এই ঘটনাকে বলা হয় اَلإِخْتِصَاصُ। এক্ষেত্রে সর্বনামের পরের ইসমটি মানসুব। কারন তা প্রচ্ছন্নভাবে أَخُصُّ এর মাফউলুন বিহি। [خَصَّ অর্থ সে নির্দিষ্ট করল]

আমরা মুসলিমরা শুকরের গোশ্ত খাই না	نَحْنُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا نَأْكُلُ لَحْمَ الخِنْزِيْرِ
আমরা ছাত্ররা রাস্তায় খেলি না	نَحْنُ الطُّلَّابَ لَا نَلْعَبُ فِيْ الشَّارِعِ

তোমরা জ্ঞানানুসান্ধানকারীরা লাইব্রেরীতে যাও	أَنْتُمْ طُلَّابَ الْعِلْمِ ذَاهِبُوْنَ إِلَى الْمَكْتَبِ
আমরা এই ছাত্রীরা ভারত থেকে	نَحْنُ هٰؤُلاءِ الطَّالِبَاتِ مِنَ الْهِنْدِ

১০। মুক্ত সর্বনামগুলোর মানসুব অবস্থা

সাধারণত মুক্ত সর্বনামগুলো মারফু অবস্থায় থাকে। কিন্তু নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে এগুলো মানসুব হয়।

১) যদি ক্রিয়ার পূর্বে মাফুলুন বিহি হিসেবে বসে। যেমনঃ

نَعْبُدُكَ থেকে إِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। [আমরা نَعْبُدُ كَ বলতে পারি না ,

কারণ كَ হচ্ছে সংযুক্ত সর্বনাম] । অনুরূপভাবে, وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।

২) যদি তা একটি সংযোগকারী অব্যয় এবং إِلَّا এর পরে আসে। যেমন

وَهُ হবে না	رَأَيْتُكَ وَ إِيَّاهُ
وَ أَنْتَ হবে না	إِنِّي وَ إِيَّاكَ نَاجِحَانِ
তুমি তাকে ছাড়া কারও ইবাদাত করো না	لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ
কেবল তোমাকেই প্রশ্ন করেছিলাম	مَا سَأَلْتُ إِلَّا إِيَّاكَ
আমরা তোমাকে ছাড়া কারও ইবাদাত করি না	لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ
তোমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করি না	لَا أُؤْمِنُ إِلَّا إِيَّاكَ
সে ছাড়া এই গ্রামে আর কোন ডাক্তার নাই	مَا فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ طَبِيْبٌ إِلَّا إِيَّاهُ
তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই	مَا لِيْ أَحَدٌ إِلَّا أَنْتَ

৩) যদি তা সংযুক্ত সর্বনামের পরে আসে যা মানসুব হিসাবে আছে। যেমন ؟ أَيْنَ مَجَلَّةُ الْمُدِيْرِ

হেডমাস্টারের ম্যাগাজিনটি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়,

সেটাতো তোমাকে এবং তাকেই দিয়েছিলাম	أَعْطَيْتُكَ وَ إِيَّاهُ / أَعْطَيْتُكَهُ
সেটাতো তাকে দিয়েছিলাম	أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا

৪) كَانَ এর খবর সর্বনাম হলে তা যুক্ত বা মুক্ত উভয় অবস্থায় আসতে পারে। যেমন,

لاَ، مَا أُرِيْدُ أَنْ أَكُوْنَهُ / أَكُوْنَ إِيَّاهُ	أَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ قَاضِيًا؟
না, আমি তা হতে চাই না	তুমি কি চাও যে তুমি বিচারক হবে?

১১। التَّصغِيرُ ক্ষুদ্রতর অর্থে ইসম

ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহারের জন্য ইসমের সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়। এর তিনটি গঠন আছে। যেমনঃ فُعَيْلٌ ،
فُعَيْعِلٌ، فُعَيْعِيْلٌ

ভালো -ভালো	حَسَنٌ – حُسَيْنٌ	فُعَيْلٌ
খাল - নদী	نَهْرٌ – نُهَيْرٌ	
বুকলেট - বই	كِتَابٌ – كُتَيْبٌ	
ছোট দাস – দাস	عَبْدٌ – عُبَيْدٌ	
ছোট দিরহাম-দিরহাম	دِرْهَمٌ–دُرَيْهِمٌ	فُعَيْعِلٌ
বুকলেট-বই	كِتَابٌ–كُتَيِّبٌ	
ছোট কাপ-কাপ	فِنْجَانٌ–فُنَيْجِيْنٌ	فُعَيْعِيْلٌ

১৪। لَا النَّافِيَّةُ لِلْجِنْسِ সমষ্টিগতভাবে না বোঝাতে

কোনকিছুর না বোধককে ব্যাপকভাবে বোঝাতে لَا ব্যবহৃত হয়। এটা ঐ জাতীয় সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে। এরপর ইসম মানসুব হয় এবং আল বা তানয়ীন হয় না।

আমার কাছে কোন বইই নেই	لَا كِتَابَ عِنْدِي
দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই	لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ
তাতে কোন ধরণের সন্দেহ নেই	لَا رَيْبَ فِيْهِ
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহই নেই	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নাই	لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

উল্লেখ্যঃ

১) لَا এর পর ইসম নির্দিষ্ট হলে তা আর মানসুব করবে না। সেক্ষেত্রে দুইবার لَا আসবে। যেমন,

না যায়েদ আলিম না খালিদ	لَازَيْدٌ عَالِمٌ وَ لَا خَالِدٌ

২) ইসমটি لَا এর পরপর না আসলে মানসুব হবে না। এবং দুইবার আসবে।

ঘরটিতে না আছে বাতি না পাখা	لَا فِي الغُرْفَةِ مِصْبَاحٌ وَ لَا مِرْوَحَةٌ

লক্ষ্যনীয়ঃ

لَا النَّافِيَّةُ	لَا النَّافِيَّةُ لِلْجِنْسِ
لَا كِتَابٌ ثَمِينٌ	لَا كِتَابَ ثَمِينٌ

একটি বই দামী নয়	কোন বইই দামী নয়
لَا طَالِبٌ فِيْ الفَصْلِ	لَا طَالِبَ فِيْ الفَصْلِ
ক্লাসে একজন ছাত্র নাই	ক্লাসে কোন ছাত্র/ছাত্রী/একজন/দুইজন নাই

১৫। لَامُ الجُحُوْدِ অস্বীকার করার না

নাবাচক مَا ,لَمْ ইত্যাদির পর كَانَ ক্রিয়ার সাথে لِ আসলে তাকে لَامُ النَّفْيِ বা لَامُ الجُحُوْدِ বলে।

এর পরে اَنْ অব্যয়টি বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থাকে। যেমন:

আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে তাদের আযাব দিবেন	مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
মুমিন এমন হয় না যে মিথ্যা বলে	مَا كَانَ المؤْمِنُ لِيَكْذِبَ
আমি এমন নই যে মিথ্যা বলব	مَا كُنْتُ لِأَكْذِبَ

১৬। بَدَلٌ এর প্রকারভেদ

বাদাল মোট চার প্রকার।

তোমার ভাই হাশিম পাশ করেছে	نَجَحَ أَخُوْكَ هَاشِمٌ	পূর্ণ বাদল
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	
আমি খেয়েছি মুরগীটির অর্ধেক	أَكَلْتُ الدَّجَاجَةَ نِصْفَهَا	আংশিক বাদল

আমি বইটি পছন্দ করি তার স্টাইল	أَعْجَبَنِيْ هٰذا الْكِتَابُ أُسْلُوْبُهُ	বর্ণনামূলক বাদল
আমাকে বইটি দাও ,খাতাটি	أَعْطِنِيْ الْكِتَابَ الدَّفْتَرَ	ভুল সংশোধনের বাদল

بَدَلٌ এবং مُبْدَلٌ এর চার অবস্থা

উভয়ই ইসম	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ
উভয়ই ফে'ল	وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ
উভয়ই বাক্য	وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينٍ
বাদল বাক্য, মুবদাল ইসম	أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

১৭। نَعْتٌ এর প্রকারভেদ

আমরা এর আগে এক শব্দের বিশেষণ দেখেছি। কিন্তু জার মাজরুর বা জারফ কিংবা একটা পূর্ন বাক্যও কোন একটি শব্দের نَعْتٌ হতে পারে। এক্ষেত্রে মানউত অনির্দিষ্ট হয়।

অন্য সব আওয়াজের উপর সত্যের আওয়াজ	لِلْحَقِّ صَوْتٌ فَوْقَ كُلِّ صَوْتٍ
আল্লাহর ঘর নিরাপত্তার শহরে	بَيتُ اللهِ فِي بَلَدِ الأَمْنِ
এটা এমন একটা কাজ যা উপকারে আসে	هٰذَا عَمَلٌ يَنْفَعُ
একটি দিন অতিবাহিত হয়েছে যার গরম তীব্র	مَضَى يَوْمٌ حَرُّهُ شَدِيْدٌ
আমি একটা জাহাজ দেখেছিলাম যা ডুবছিল	نَظَرْتُ إِلَى سَفِيْنَةٍ تَغْرَقُ
এবং যে ইলম উপকার করে না তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও	وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ

এবং তিনি তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত	وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

১৮। النَّعْتُ السَّبَبِيُّ নিমিত্তবাচক বিশেষণ

একজনের গুনের কারনে অন্যজন গুনান্বিত হলে النَّعْتُ السَّبَبِيُّ বলে। যেমনঃ

এটা একটা রেস্টুরেন্ট যার খাবার সুস্বাদু	هَذَا مَطْعَمٌ لَذِيذٌ طَعَامُهُ
এই দুই ভাই যাদের বাবা দয়ালু	هَذانِ وَلَدانِ كَرِيمٌ أَبُوهُما
আমি সেই দেশকে ভালোবাসি যার প্রশাসক ন্যায়পরায়ণ	أُحِبُّ الْبَلَدَ الْعادِلَ حاكِمُهُ
সেই লোকটি এসেছিলো যার ভাই ভদ্র	جَاءَ الرَّجُلُ الْفَاضِلُ أَخُوهُ
একটি লোক এসেছে যার পুত্র একজন আলিম	جَاء رَجُلٌ عِالِمٌ وَلَدُهُ
এই একজন যুবতী যার বইগুলো এলোমেলো	هذه فتاةٌ ممزّقٌ كتابُها

প্রথম বাক্যে বিশেষণ “সুস্বাদু” আসলে রেস্টুরেন্টের গুন নয় বরং খাবারের গুন। তেমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যে “দয়ালু” দেশের গুন নয় বরং অধিবাসীর গুন। النَّعْتُ السَّبَبِيُّ এর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়ঃ

ক) النَّعْتُ السَّبَبِيُّ তার পূর্ববর্তী ইসমের বিভক্তি ও নির্দিষ্টতা গ্রহণ করে কিন্তু লিঙ্গ তার পরবর্তী ইসমকে অনুসরণ করে এবং সর্বদা একবচন হয়।

খ) النَّعْتُ السَّبَبِيُّ এর পরবর্তী ইসমটি সর্বদা মারফু এবং তার সাথে একটি সর্বনাম বিদ্যমান যার লিঙ্গ ও বচন পুর্ববর্তী ইসমকে অনুসরণ করে।

১৯। اَلْمَنْسُوْبُ সম্পৃক্ত বিশেষ্য

বিশেষ্যের গুনকে বলা হয় বিশেষ্যের বিশেষণ বা সম্পৃক্ত বিশেষ্য। যেমন পিতা থেকে পিতৃসূলভ, মাতা থেকে মাতৃসুলভ ইত্যাদি। সাধারণ নিয়ম হলো শেষে يٌّ নিয়ে এসে তার পূর্বে যের বসানো। তবে এর আরও কিছু নিয়ম আছে। যেমন,

১) ৩/4 অক্ষরের ইসমের শেষে ى থাকলে তা و তে পরিণত হয়। যেমন, عِيسَى < عِيسَوِيٌّ

২) ৫ অক্ষরের ইসমের শেষের ى বাদ যাবে। যেমন, مُصْطَفَى < مُصْطَفِيٌّ

৩) ইসমের শেষে ي থাকলে অতিরিক্ত ي লাগবে না। যেমন, شَافِعِيٌّ < شَافِعِيٌّ

৪) ইসমের শেষে ة থাকলে তা বাদ যাবে। যেমন, مَكَّةُ < مَكِّيٌّ

৫) فَعِيْلَةٌ গঠনের ইসমের শেষে ي ও ة থাকলে তা বাদ যাবে। যেমন, مَدِيْنَةٌ < مَدَنِيٌّ

৬) فَعِيْلٌ গঠনের ইসমের শেষে ي থাকলে তা প্রথমে و তে পরিনত হবে এবং এর পুর্বে যবর হবে। যেমন, عَلِيٌّ < عَلَوِيٌّ

৭) কিছু বিশেষ নিয়মে হয়। যেমন, نُوْرٌ < نُورَانِيٌّ

মানসুবগুলোর আরও কিছু উদাহরণ হলঃ

বিশেষ্যের বিশেষণ		বিশেষ্য		বিশেষ্যের বিশেষণ		বিশেষ্য	
نَبَوِيٌّ	নবী সুলভ	نَبِيٌّ	নবী	هِنْدِيٌّ	হিন্দুস্থানী	اَلْهِنْدُ	হিন্দ
رُجُولِيٌّ	পুরুষসূলভ	رَجُلٌ	পুরুষ	أَمْرِيْكِيٌّ	আমেরিকান	أَمْرِيْكَا	আমেরিকা

نِسْوِيٌّ	নারী সূলভ	نِسَاءٌ	নারী	سُوْرِيٌّ	সিরিয়ান	سُوْرِيَا	সিরিয়া
طُفُولِيٌّ	শিশুসুলভ	طِفْلٌ	শিশু	أَخَوِيٌّ	ভাইসুলভ	أَخٌ	ভাই
رِيفِيٌّ	গ্রামীণ	رِيْفٌ	গ্রাম	أَبَوِيٌّ	পিতৃসুলভ	أَبٌ	পিতা
				أُمُومِيٌّ	মাতৃসূলভ	أُمٌّ	মা

উদাহরণ

তুমি কি একজন হিন্দুস্থানী?	هَلْ هِنْدِيٌّ أَنْتَ؟
না আমি একজন তুর্কি	لَا، أَنَا تُرْكِيٌّ
আমি এটা পড়েছিলাম নববী হাদিস শরীফে	قَرَأْتُ هٰذَا فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ
এই আয়াতটি কি মাক্কী?	هَلْ هٰذِهِ الْآيَةُ مَكِّيَّةٌ؟
না, এই আয়াতটি মাদানী	لَا، هٰذِهِ الْآيَةُ مَدَنِيَّةٌ

২০। الفاءُ السَّبَبِيَّةُ কারণ বাচক فَ

অনেক সময় فَ অব্যয়টি একথা বুঝায় যে, পূর্ববর্তি ফেয়েলটি হচ্ছে পরবর্তী ফেলের কারন, বা পরবর্তী ফেলটি হচ্ছে পূর্ববর্তী ফেলের ফল। যেমন,

তুমি চেষ্টা করোনি যে তুমি সফল হবে	لم تَجْتَهِدْ فَتَنْجَحَ
তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে তারা মারা যাবে	لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا

২১। أَفْعَالُ الشُّرُوْعِ শুরু করার ক্রিয়া

শুরু করা অর্থে أَخَذَ , جَعَلَ , طَفِقَ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এরপর ইসম ও খবর আসে এবং এগুলোতে ক্রিয়ার বর্তমান /ভবিষ্যত রূপ বসে।

বিলাল লিখতে শুরু করল	طَفِقَ بِلَالٌ يَكْتُبُ
বেলাল পাঠটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করল	أَخَذَ بِلَالٌ يَشْرَحُ الْدَّرْسَ
আমি খেতে আরম্ভ করলাম	جَعَلْتُ آكُلُ
অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল	فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
বালকটি কাঁদতে শুরু করলো	طَفِقَ الْوَلَدُ يَبْكِيْ
আমিনা গাইতে আরম্ভ করলো	جَعَلَتْ آمِنَةُ تُغَنِّي
খেলোয়াড়রা ছুটতে শুরু করলো	أَخَذَ اللَّاعِبُوْنَ يَسْعَونَ
ইমাম কুরআন পড়তে শুরু করলো	طَفِقَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
আমরা রচনাটি লিখতে শুরু করলাম	جَعَلْنَا نَكْتُبُ الإِنْشَاءَ
তারা চোরটিকে মারতে শুরু করল	طَفِقُوْا يَضْرِبُونَ السَّارِقَ

২২। أَفعَالُ الْمَدْحِ والذَمِّ প্রশংসা ও ঘৃনা প্রকাশক ক্রিয়া

প্রশংসার জন্য شَرُفَ ، حَسُنَ ، نِعْمَ এবং দোষারোপের জন্য كَبُرَ ، ضَعُفَ ، سَاءَ ، بِئْسَ ইত্যাদি ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

অর্থ	স্ত্রী	পুরুষ	অর্থ	স্ত্রী	পুরুষ
কত নিকৃষ্ট হলো!	بِئْسَتْ	بِئْسَ	কত ভালো হলো!	نِعْمَتْ	نِعْمَ
কত দুর্বল হলো!	ضَعُفَتْ	ضَعُفَ	কত উত্তম হলো!	حَسُنَتْ	حَسُنَ
কত ঘৃণিত হলো!	كَبُرَتْ	كَبُرَ	কত মর্যাদাবান হলো!	شَرُفَتْ	شَرُفَ
			কত খারাপ হলো!	سَاءَتْ	سَاءَ

২৩। عَلامَاتُ الإِعْرَابِ বিভক্তির আলামত

ইরাব বা বিভক্তির আলামতগুলো কখনও ظَاهِرَةٌ প্রকাশ্য ও কখনও تَقْدِيْرِيٌّ গুপ্ত। প্রকাশ্য আলামতগুলো আবার দুই প্রকার। মুখ্য ও গৌন আলামত। আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময় এগুলো দেখেছি। এখানে এগুলো চার্ট হিসেবে উপস্থাপিত হলো।

ظَاهِرَةٌ				
প্রকাশ্য যা নিদর্শন দেখে বোঝা যায়				
فَرعِيةٌ গৌন আলামত		أَصْلِيةٌ মুখ্য আলামত		
مسلمُونَ، أَبوك	و	محمدٌ	ُ	مرفوع
مسلمِينَ، أباك، مسلماتٍ	ي، ا، ِ	محمدًا	َ	منصوب
مسلمِينَ، أبيك، ، فِرعونَ	ي ، َ	محمَّدٍ	ِ	مجرور

تَقْدِيْرِيٌّ		
গুপ্ত আলামত যার কোন নিদর্শন নাই। বাক্যে অবস্থান দেখে বুঝতে হয়		
هٰذا العَصَا لِي	مقصور	مرفوع
جَاء القَاضِي	منقُوص	
قَلَمِي جَمِيلٌ	مضاف إِلَى ياءِ متكلم	
وضَعْتُ العَصَا هُنَا	مقصور	منصوب
هَلْ رَأيتَ قَلَمِي	مضاف إِلَى ياءِ متكلم	
ضربَ بِالعَصَا	مقصور	مجرور
بَيتُ القَاضِي قَرِيبٌ	منقُوص	
جَانبَ قَلَمِي كِتابُك	مضاف إِلَى ياءِ متكلم	

২৪। দ্বিবচনের কয়েকটি নিয়ম

- শেষে ى ،ا থাকলে তা মূল অক্ষরে পরিনত হবে। যেমন,

অর্থ	**الْمُثَنَّى**	**الْمُفْرَدُ**
লাঠি	عَصَوَانِ	عَصًا (عصو)
চাকা	رَحَيَانِ	رَحًى (رحي)
গর্ভবতী	حُبلَيَانِ	حُبْلَى (حبلي)

- শেষে اء থাকলে ء যদি মৌলিক হয় তবে ء থাকবে। আর স্ত্রীবাচক হলে و তে পরিনত হবে। যেমন,
-

অর্থ	الْمُثَنَّى	الْمُفْرَدُ
পাঠক	قَرَّاءَانِ	قَرَّاءٌ
লাল	حَمْرَاوَانِ	حَمْرَاءُ

২৫। বহুবচনের কয়েকটি নিয়ম

নিচের শব্দগুলোর স্ত্রীবাচক সুগঠিত বহুবচন হয়,

- অনেক মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্যের

تَنْظِيْمَاتٍ	تَنْظِيْمَاتٌ	تَنْظِيْمٌ
বিন্যাসগুলোর/ বিন্যাসগুলোকে	বিন্যাসগুলো	বিন্যাস
تَطْبِيقَاتٍ	تَطْبِيقاتٌ	تَطْبِيقٌ
অনুশীলনগুলোর/অনুশীলনগুলোকে	অনুশীলনগুলো	অনুশীলন
إِصْلَاحاتٍ	إِصْلَاحاتٌ	إِصْلَاحٌ
সংশোধন	সংশোধন	সংশোধন
إِكْرَامَاتٍ	إِكْرَامَاتٌ	إِكْرَامٌ
সম্মান	সম্মান	সম্মান

- স্ত্রীবাচক নামের

زَيْنَبَاتٍ	زَيْنَبَاتٌ	زَيْنَبُ
যায়নাবদের/যায়নাবদেরকে	যায়নাবরা	একজন যায়নাব

- অনেক সামায়ী স্ত্রীবাচক শব্দের

حَمَّامَاتٍ	حَمَّامَاتٌ	حَمَّامٌ
গোসলখানাগুলোর/গোসলখানাগুলোকে	গোসলখানাগুলো	একটি গোসলখানা
سِجِّيلَاتٍ	سِجِّيلَاتٌ	سِجِّيلٌ
পাথর খন্ডগুলোর /পাথর খন্ডগুলোকে	পাথর খন্ডগুলো	পাথর খন্ড

- স্ত্রীবাচক শব্দ যার শেষে আলিফ থাকে

هُدَيَاتٍ	هُدَيَاتٌ	هُدًى
গাইডলাগুলোর/ গাইডলাইগুলোকে	গাইডলাইনগুলো	একটি গাইডলাইন
صَحْرَاوَاتٍ	صَحْرَاوَاتٌ	صَحْرَاءُ
মরুভূমিগুলোর/মরুভূমিগুলোকে	মরুভূমিগুলো	একটি মরুভূমি

- তাসগির বা ছোট অর্থের ইসমগুলোতে

نُهَيْرَاتٍ	نُهَيْرَاتٌ	نُهَيْرٌ
ছোট নদীগুলোর/ছোট নদীগুলোকে	ছোট নদীগুলো	একটি ছোট নদী
جُبَيلَاتٍ	جُبَيلَاتٌ	جُبَيلٌ
ছোট পাহাড়গুলোকে	ছোট পাহাড়গুলো	ছোট পাহাড়

২৬। جَمْعُ الجَمْعِ বহুবচনের বহুবচন

কিছু বহুবচনের আবার বহুবচন রয়েছে। এদের আর বহুবচন হয় না। যেমন,

বহুবচনের বহুবচন	বহুবচন	একবচন
পথসমূহ طُرُقَاتٌ	পথসমূহ طُرُقٌ	পথ طَرِيْقٌ
স্থানসমূহ أَمَاكِنُ	স্থানসমূহ أَمْكِنَةٌ	স্থান مَكَانٌ
চুড়িসমূহ أَسَاوِرُ	চুড়িসমূহ أَسْوِرَةٌ	চুড়ি سِوَارٌ
বাড়িগুলো بُيُوْتَاتٌ	বাড়িগুলো بُيُوْتٌ	বাড়ি بَيْتٌ

কুরানীয় উদাহরণঃ

তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।	وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক।	اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝাগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়।	فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ
তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا

	عَلَّمْتَنَا ۖ
(কিতাব) অনারব ভাষায় (আর রসূল) আর আরবী ভাষী?	أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ
এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়	وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ
কতই না উত্তম বন্ধু এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী	نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান	وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়	بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী	لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ
অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম	حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
আর বন্ধু হিসেবে তারা কত না উত্তম!	وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা	إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
কত দুর্বল প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়!	ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
কত কঠিন কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়!	كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

২৭। جَمْعُ الْقِلَّةِ এবং جَمْعُ الْكَثْرَةِ

তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যক বহুবচনকে جَمْعُ الْقِلَّةِ বলে। এর চারটি গঠন আছে।

অর্থ	বহুবচন	একবচন	গঠন
কুকুর	أَكْلُبٌ	كَلْبٌ	أَفْعُلٌ
কথা	أَقْوَالٌ	قَولٌ	أفْعَالٌ
সাহায্য	أعْوِنَةٌ	عَوْنٌ	أفْعِلَةٌ
চাকর	غِلْمَةٌ	غُلَامٌ	فِعْلَةٌ

অন্যদিকে দশ বা দশের অধিক সংখ্যক বহুবচনকে جَمْعُ الْكَثْرَةِ বলে। এর অনেক গঠন রয়েছে। এরমধ্যে কয়েকটি এখানে দেওয়া হলো।

অর্থ	বহুবচন	একবচন	গঠন
লোক	رِجَالٌ	رَجُلٌ	**فِعَالٌ**
চোখ	عُيُونٌ	عَيْنٌ	**فُعُوْلٌ**
জ্ঞানী	حُكَماءُ	حَكِيْمٌ	**فُعَلَاءُ**
রসূল	رُسُلٌ	رَسُوْلٌ	**فُعُلٌ**
নবী	أَنْبِيَاءُ	نَبِيٌّ	**أَفْعِلَاءُ**
রুম	غُرَفٌ	غُرْفَةٌ	**فُعَلٌ**
লেখক	كُتَّابٌ	كَاتِبٌ	**فُعَّالٌ**

এছাড়া ال যুক্ত হলে সুগঠিত বহুবচনগুলো জামউ কাসরা হয়। আবার কিছু কিছু শব্দের সুগঠিত ও ভঙ্গুর উভয় ধরনের বহুবচন রয়েছে।

ছাত্র	طُلَّابٌ	طَالِبُوْنَ	طَالِبٌ
জ্ঞানী	عُلَمَاءُ	عالِمُونَ	عالمٌ
লেখক	كُتَّابٌ	كاتِبونَ	كاتبٌ
কর্মী	عَوَامِلُ	عاملون	عامل
ইবাদতকারী	عَوابِدُ/عبَّادٌ/عَبِيدٌ	عابدون	عابدٌ

২৮। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে আলিফ এর রুপ

শব্দের শুরুতে ও মধ্যে আলিফ সর্বদা ا রুপেই বসে। তবে শেষে বসার ক্ষেত্রে ইসম, ফেল ও হারফের নিজ নিজ নিয়ম আছে। মনে রাখতে হবে যে শব্দের শেষের প্রকাশ্য আলিফ মূলত و কিংবা ي

<table>
<tr><th colspan="3">ইসমের ক্ষেত্রেঃ</th></tr>
<tr><th>মাবনী</th><th colspan="2">মু'রাব</th></tr>
<tr><td></td><td>তিন অক্ষরের ইসম</td><td>তিনোর্ধ অক্ষরের ইসম</td></tr>
<tr><td>মাবনী ইসমের ক্ষেত্রে أَلَى ، أَنَّى ، مَتَى ، لَدَى، أُوْلَى এই পাঁচটি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ا লেখা হয়। যেমনঃ أَنَا، هٰذَا</td><td>و থেকে উদ্ভূত হলে ا যেমনঃ عصَا
এবং ي থেকে উদ্ভূত হলে ى যেমনঃ هُدًى</td><td>১) জাতিবাচক নামের শেষে আলিফের পুর্বে ي হলে ا হবে যেমনঃ دُنْيَا আর আলিফের পুর্বে ي না হলে ى হবে। যেমনঃ مُشْتَشْفَى । তবে নামবাচক বিশেষ্যে আলিফের পুর্বে ي</td></tr>
</table>

		হলেও ى হবে। যেমনঃ يَحْيَ ২) অনারব নামে সর্বদা ا হবে যেমনঃ أَمْرِيْكَا ، فَرَنْسَا তবে مُوْسَى كِسْرَى ، عِيْسَى ইত্যাদি ব্যতিক্রম।

ফে'লের ক্ষেত্রে	
তিন অক্ষরের ফে'ল	তিনোর্ধ অক্ষরের ফে'ল
আলিফটি و থেকে উদ্ভূত হলে ا আর ي থেকে উদ্ভূত হলে ى যেমনঃ دَعَا عَفَا، مَشَى মনে রাখার জন্য, শব্দের মধ্যে و বা ء থাকলে শেষে ى হয় যেমনঃ جَوَى، وَقَى، شَأَى، بَأَى	তিনোর্ধ অক্ষরের ক্ষেত্রে শেষ আলিফের পুর্বে ي হলে ا হবে যেমনঃ أَحْيَا আর না হলে ى হবে। যেমনঃ اِنْتَهَى

হারফের ক্ষেত্রে
لَا، أَلَّا، كَلَّا، عَدَا এই চারটি ব্যতিত সকল হারফে ا হবে। যেমনঃ إِلَى، عَلَى، حَتَّى، بَلَى

আলিফ মাকসুরা ى এর পরে মানসুব বা মাজরুর অবস্থায় ضَمِيْرٌ আসলে তা 'ا' হয়ে যায়।

আমি তার অর্থ জানি না	لَا أَدْرِي مَعْنَاهُ	مَعْنَى + هُ = مَعْنَاهُ
সে সেটা ইস্ত্রী করল	كَوَاهُ	كَوَى + هُ = كَوَاهُ
বুখারি তা বর্ণনা করল	رَوَاهُ الْبُخَارِي	رَوَى + هُ = رَوَاهُ

২৯। শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে ء এর চেয়ার

ব্যতিক্রম	নিয়ম	ء এর অবস্থান
	শব্দের শুরুতে ء সর্বদা আলিফকে চেয়ার হিসেবে গ্রহন করে। যেমনঃ إ ، أ যবর আর পেশের ক্ষেত্রে উপরে আর যেরের ক্ষেত্রে নিচে বসে।	শব্দের শুরুতে
	১) ءِ এর পূর্বে যাই থাকুক না কেন তার চেয়ার হবে ي যেমনঃ سُئِلَ	শব্দের মধ্যে
وْ এবং يْ	২) ءُ এর পূর্বে যাই থাকুক না কেন তার চেয়ার হবে و যেমনঃ لَؤُمٌ ، رُؤُسٌ، تَلْؤُمٌ ، خَلطَاؤُهُ	
وْ এবং يْ	৩) ءَ এর পূর্বে, যবর/সাকিন হলে ا , যের হলে ي, পেশ হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ رَأَيْتَ، تَسْأَلُوْنَ، سَيِّئَةٌ، فُؤَادٌ	
	৪) ءْ এর পূর্বে, যবর হলে ا, যের হলে ي, পেশ হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ رَأْسٌ، بِئْسٌ، مُؤْمِنٌ	
	৫) ءَ / ءُ এর পূর্বে يْ হলে তার চেয়ার হবে ي যেমনঃ مَجِيْئُهَا ، مَلِيْئَةٌআর পূর্বে اْ ، وْ، وّ হলে চেয়ার ছাড়া। যেমনঃ يَتَسَاءَلُ تَوْءَمٌ، بَوَّءَهُمْ، يَسُوْءُهُمْ،	
	১) যবর এর পরে হলে ا, যের এর পরে হলে ي, পেশ এর পরে হলে و চেয়ার হিসেবে আসে। যেমনঃ قَرَأَ ، شَاطِئٌ، بِجُرُؤٌ	শব্দের শেষে
	২) সুকুন এর পরে আসলে চেয়ার ছাড়া। যেমনঃ شَيْءٌ، سَمَاءٌ، مَاءٌ	

অধ্যায়-৩০ (বিবিধ শব্দের ব্যবহার)

১। كَانَ এর ব্যবহার

كَانَ হল সহায়ক ক্রিয়া (auxiliary verb) যার অর্থ "ছিল" বা "হলো" । এটা নামবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ইসমকে মারফু এবং খবরকে মানসুব করে। তখন মুবতাদাকে বলা হয় اِسْمُ كَانَ ও খবরকে বলা হয় خَبَرُ كَانَ । যেমনঃ كَانَ حَامِدٌ حَاضِرًا 'হামিদ উপস্থিত ছিল' বা হামিদ উপস্থিত হলো। এখানে حَامِدٌ হল اِسْمُ كَانَ এবং حَاضِرًا হল خَبَرُ كَانَ

আর كَان এর পূর্বে তার ইসম উল্লেখ থাকলে তাহলে كَانَ তার পরের ইসমকে মানসুব করবে।
حَامِدٌ كَانَ مَرِيْضًا

كَانَ এরপর খবর না থাকলে শুধু اِسْمٌ কে মারফু করবে। তখন একে كَانَ تَامَّة বলা হয়। এক্ষেত্রে ইসমু কানাকে ফায়েল বলা হবে। যেমন, كَانَ الْمَطَرُ 'বৃষ্টি হয়েছে। এখানে الْمطرُ হল فاعل

كَانَ অতিরিক্ত অবস্থায় আসলে মানসুব করবে না। যেমন, إِنَّ مِنْ أفضَلِهم كَانَ حامِدٌ ।

এছাড়া কখনো অস্থায়ী আবার কখনো স্থায়ী অর্থ দেয়, যেমন,

লোকটি দন্ডায়মান ছিলো	كَانَ الرَّجُلُ قَائِمًا
আল্লাহ সর্বোজ্ঞ ও পরম সহিষ্ণু	كان اللهُ عَليمًا حَكِيمًا

كَانَ এর রূপ কর্তার পরিবর্তনের সাথে বদলায়ঃ

كَانُوْا	هُمْ	كَانَا	هُما	كَانَ	هُوَ
كُنَّ	هُنَّ	كَانَتَا	هُما	كَانَتْ	هِيَ
كُنْتُمْ	أَنْتُمْ	كُنْتُمَا	أَنْتُما	كُنْتَ	أَنْتَ
كُنْتُنَّ	أَنْتُنَّ	كُنْتُمَا	أَنْتُما	كُنْتِ	أَنْتِ
كُنَّا	نَحْن			كُنْتُ	أَنَا

কিছু উদাহরণঃ

অর্থ	আরবী
হামিদ অসুস্থ ছিলো	كَانَ حَامِدٌ مَرِيْضًا
তোমরা উৎফুল্ল ছিলে	كُنْتُمْ فَارِحِيْنَ
আয়িশা মেধাবী ছিলো	كَانَتْ عَائِشَةُ ذَكِيَّةً
ডাক্তারগণ ভালো ছিলো	الأَطِبَّاءُ كَانُوا صَالِحِيْنَ
তোমরা দুজন খুশি ছিলে না	مَا كُنْتُمَا فَارِحَيْنِ
তারা অপরাধী ছিলো	كَانُوا مُجْرِمِيْنَ
মেয়েটি খারাপ ছিলো না	مَا كَانَتِ الفَتَاةُ فَاسِدَةً

نَكُنْ ,أَكُنْ ,تَكُنْ ,يَكُنْ এই চারটি মাজ্জুম এর نْ উঠে গিয়ে نَكُ ,أَكُ ,تَكُ ,يَكُ হতে পারে

এবং পুর্বে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি কিছুই ছিলে না	وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا
তারা বলল, আমরা মুসল্লি ছিলাম না	قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ
অতঃপর যদি তারা তাওবা করত সেটা তাদের জন্য কল্যানকর হত	فَإِنْ يَتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ

كَانَ এর বোনঃ

সকালে লোকটি মুমিন হল	أَصْبَحَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا	সে হল, সে সকালে হল	أَصْبَحَ
হে আল্লহর বান্দারা তোমরা ভোরের সালাত আদায় করো	أَضْحُوا عِبَادَ اللهِ صَلَاةَ الضُّحٰى	দুপুরে হল	أَضْحَى
সন্ধ্যায় লোকটি মুমিন হল	أَمْسَى الرَّجُلُ مُؤْمِنًا	সে হল, সে সন্ধ্যায় হল	أَمْسَى
অতঃপর সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি।	فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ	দিনে হল	ظَلَّ
এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে	وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا	রাতে হল	بَاتَ
হামিদ অসুস্থ নয়	لَيْسَ حَامِدٌ مَرِيْضًا	নয়, not	لَيْسَ
লোকেরা এখনও আশাবাদী	مَا زَالَ الشَّعْبُ مُتَفَائِلاً	এখনও শেষ নয়, still not	مَا زَالَ
হামিদ এখনও অসুস্থ	لَا يَزَالُ حَامِدٌ مَرِيْضًا	এখনও, still	لَا يَزَالُ
বালকটি যুবক হয়ে গেছে	صَارَ الوَلَدُ شَابًّا	হওয়া, to be	صَارَ
যতক্ষণ লোকটি মিথ্যা বলছে আমি কিচ্ছু শুনব না	مَادَامَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا	যতক্ষণ, as long as	مَادَامَ

أَصْبَحَ لَيْسَ ও مَادَامَ ছাড়া অন্যান্য ফেল নাকিসগুলো مَاضِي, مُضَارِعٌ, أَمْرٌ, نَهْيٌ হয়। এছাড়া أمسى، أَضْحَى، ظَلَّ ইত্যাদি কখনো কেবল“ হলো ”অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।	فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

২। لَيْسَ এর ব্যবহার

لَيْسَ হল সহায়ক ক্রিয়া যার অর্থ "নয়" ইংরেজিতে "not"। এটা নামবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ لَيْسَ حَامِدٌ بِمُدَرِّسٍ 'হামিদ শিক্ষক নয়'। এখানে حَامِدٌ হল اِسْمُ لَيْسَ এবং بِمُدَرِّسٍ হল خَبَرُ لَيْسَ। لَيْسَ এর পর সাধারণত بِ যোগ হয়। এর বর্তমান কালের রুপ নাই।

না বাচক	হ্যাঁ বাচক
لَيْسَ الْقَلَمُ بِمَكْسُوْرٍ	اَلْقَلَمُ مَكْسُورٌ
কলমটি ভাঙ্গা নয়	কলমটি ভাঙ্গা
لَيْسَ الْكِتَابُ بِجَدِيْدٍ	اَلْكِتَابُ جَدِيدٌ
বইটি নতুন নয়	বইটি নতুন
لَيْسَ لِيْ أَخٌ	لِيْ أَخٌ
আমার কোন ভাই নাই	আমার এক ভাই আছে

তবে لَيْسَ এর পরে حَرْفُ جَرٍّ থাকলে بِ যোগ হয় না যেমন

তাদের হেদায়েত তোমার উপর নয় বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দেন	لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
সিদ্ধান্তের কোন কিছুই তোমার নয়	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে গোত্রবাদের দিকে আহবান করে	لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ

لَيْسَ এর রূপ কর্তার পরিবর্তনের সাথে বদলায়ঃ

لَيْسُوْا	هُمْ	لَيْسَا	هُما	لَيْسَ	هُوَ
لَسْنَ	هُنَّ	لَيْسَتَا	هُما	لَيْسَتْ	هِيَ
لَسْتُمْ	أَنْتُمْ	لَسْتُمَا	أَنْتُما	لَسْتَ	أَنْتَ
لَسْتُنَّ	أَنْتُنَّ	لَسْتُمَا	أَنْتُما	لَسْتِ	أَنْتِ
لَسْنَا	نَحْنُ			لَسْتُ	أَنَا

৪। عَسَى এর ব্যবহার

عَسَى দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক) আশা এবং খ) আশঙ্কা। এর পরে অসমাপিকা ক্রিয়া অর্থাৎ (أَنْ + مُضَارِع مَنْصُوبٌ) ব্যবহৃত হয়।

আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাপরায়ণ হবেন।	عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ	আশা অর্থে
তোমরা যা পছন্দ কর না এমন হতেই পারে যে, তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর	وَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ	
আশা করি এই বছর বিবাহ করব	عَسَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ هٰذَا الْعَامَ	
হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।	عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	
এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা পছন্দ কর তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর	وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ	আশংকা অর্থে
পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।	وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	

عَسَى দুর্বল ক্রিয়া বা পূর্ণ ক্রিয়া উভয় হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

اَلْفِعْلُ التَّامُ সরল ক্রিয়া বা পূর্ণ ক্রিয়া	الفِعْلُ النَّاقِصُ দুর্বল ক্রিয়া
عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي আশা করছি যে আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন।	عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ আশা করা যায় আল্লাহ তাদের উপর ক্ষমাপরায়ণ হবেন।

৫। ذُوْ এর ব্যবহার

ذُوْ অর্থ "অধিকারী/বিশিষ্ট/ওয়ালা"। এটা খবর বা নাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ذُوْ হল মুদাফ সুতরাং এর পরবর্তী ইসমটি হবে মুদাফ ইলাইহি।

অর্থ	উদাহরণ	ذُوْ এর অবস্থা
বেলাল জ্ঞানের অধিকারী	بِلَالٌ ذُوْ عِلْمٍ	خَبَرٌ
এই ছাত্রটি চরিত্রবান	هٰذَا الطَّالِبُ ذُوْ خُلُقٍ	خَبَرٌ
মিনার সহ মসজিদটি বড়	اَلْمَسْجِدُ ذُو الْمَنَارَةِ كَبِيْرٌ	نَعْتٌ
আমাদের মহল্লায় মিনারসহ একটি মসজিদ আছে	فِيْ حَيِّنَا مَسْجِدٌ ذُوْ مَنَارَةٍ	نَعْتٌ
আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর করুনাশীল	اَللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ	خَبَرٌ
আমি দাড়ি ওয়ালা লোকটিকে চিনি	أَعْرِفُ الرَّجُلَ ذَا اللِّحْيَةِ	نَعْتٌ

লক্ষ্যণীয়ঃ ذُوْ যখন নির্দিষ্ট اِسْمٌ এর نَعْتٌ হিসেবে আসে তখন মুদফ ইলাহীতে الْ যোগ হয়। এটা এ কারনে যে, মুদফ হওয়ার দরুন ذُوْ এর সাথে الْ হতে পারেনা।

যেমন الْمَسْجِدُ ذُوْ الْمَنَارَةِ كَبِيْرٌ বাক্যে الْمَسْجِدُ নির্দিষ্ট হওয়াতে মুদাফ ইলাইহি الْ বিশিষ্ট হয়েছে الْمَنَارَةِ

একজন দাড়ি ওয়ালা লোক	رَجُلٌ ذُوْ لِحْيَةٍ
দাড়ি ওয়ালা লোকটি	الرَّجُلُ ذُوْ اللِّحْيَةِ
এই দাড়ি ওয়ালা লোকটি	هٰذَا الرَّجُلُ ذُوْ اللِّحْيَةِ
এই লোকটি দাড়ি ওয়ালা	هٰذَا الرَّجُلُ ذُوْ لِحْيَةٍ

ذُوْ এর রুপ তার দ্বারা নির্দেশিত ইসমটির বচন, লিঙ্গ ও বিভক্তি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

বহুবচন	একবচন		
الطُّلَّابُ ذَوُوْ الْعِلْمِ ذَهَبُوْا أَمْسِ জ্ঞানী ছাত্ররা গতকাল গিয়েছিল	الطَّالِبُ ذُوْ خُلُقٍ ছাত্রটি চরিত্রবান	মারফু	পুরুষ
رَأَيْتُ الطُّلَّابَ ذَوِيْ العِلْمِ জ্ঞানী ছাত্রদেরকে দেখেছিলাম	أعْرِفُ الطَّالِبَ ذَا النَّظَّارَةِ চশমা পড়া ছাত্রটিকে আমি চিনি	মানসুব	
ذَهَبْتُ مَعَ طُلَّابٍ ذَوِيْ خُلُقٍ চরিত্রবান ছাত্রদের সাথে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ إِلَى رَجُلٍ ذِيْ مَالٍ সম্পদশালী এক লোকের কাছে গিয়েছিলাম	মাজরুর	
هَؤُلَاءِ الطَّالِبَاتُ ذَوَاتُ عِلْمٍ এই ছাত্রীগন জ্ঞানী	الطَّالِبَةُ ذَاتُ خُلُقٍ ছাত্রীটি চরিত্রবান	মারফু	

أعْرِفُ طَالِبَاتٍ ذَوَاتَ خُلُقٍ আমি চরিত্রবান ছাত্রীদেরকে চিনি	أعْرِفُ طَالِبَةً ذَاتَ خُلُقٍ আমি একজন চরিত্রবান ছাত্রীকে চিনি	মানসুব	স্ত্রী
ذَهَبْتُ مَعَ طَالِبَاتٍ ذَوَاتِ خُلُقٍ চরিত্রবান ছাত্রীদের সাথে গিয়েছিলাম	ذَهَبْتُ مَعَ الطَّالِبَةِ ذَاتِ العِلْمِ জ্ঞানী ছাত্রীটির সাথে গিয়েছিলাম	মাজরুর	

৬। اَلْ এর বিভিন্ন ব্যবহার

ইতিপূর্বে আমরা অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করতে اَلْ এর ব্যবহার দেখেছি। একে বলা হয় لَامُ التَّعْرِيْفِ এটা কয়েক প্রকার হয়। যেমন,

নারী ও সন্তানাদি থেকে	مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ	নির্দিষ্ট শ্রেণী	ال الْجِنْسِيَّة
সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর	الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ	একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর সকলকে বোঝাতে	ال الْإِسْتِغْرَاقِية
প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল। অতঃপর ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল	أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ	নির্দিষ্ট অর্থে যখন তা বাক্যে পূর্বে উল্লেখ থাকে	ال العَهْدِية الخَارِجِيَّة
মুসলিমরা ভাই ভাই	الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ	নির্দিষ্ট অর্থে যখন তা বাক্যে পূর্বে উল্লেখ থাকে না	ال العَهْدِية الجِهْنِيَّة
এবং মদীনাবাসী থেকে	وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ	অতিরিক্ত হিসেবে	ال الزَّائِدَة

এছাড়া ال বিশিষ্ট কর্তা বিশেষ্য ও কর্ম বিশেষ্য গুলো ইসমুল মাওসুলির অর্থ দেয়। যেমন,

হত্যাকারী এসেছে / সে এসেছে যে হত্যা করেছে	جَاءَ الَّذِي قَاتَل	جَاءَ القَاتِلُ
প্রহৃত ব্যক্তি মরেছে/ সে মরেছে যে প্রহৃত হয়েছে	مَاتَ الَّذِي ضُرِبَ	مَاتَ الْمَضْرُوبُ

আবার কখনও ال থাকলেও অনির্দিষ্টতার অর্থ দেয়, যেমন,

আর আমি ভয় করছি যে কোন নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।	وأخافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئبُ وَأَنتُم عنْهُ غَافِلُونَ

৭। كُلٌّ এর ব্যবহার

كُلٌّ এর অর্থ 'প্রত্যেক' অথবা 'সব'। যখন তা অনির্দিষ্ট ইসমের আগে আসে তখন সাধারণত 'প্রত্যেক' বোঝায় আর যখন নির্দিষ্ট ইসমের আগে আসে তখন 'সব' অর্থে আসে। এটা অধিকাংশ সময়ই মুদাফ এবং এর বিভক্তি যাকে জোর দেওয়া হয় তার মত।

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
প্রত্যেক রাতে আল্লাহ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতীর্ন হন	يَنْزِلُ اللّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ
প্রত্যেক প্রানীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
প্রত্যেক (প্রানীর) ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামে	كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ
এবং আল্লাহ কোন সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরকে ভালোবাসেন না	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
তাদের সকলেই তার প্রতি অনুগত	كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ
প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
এই ক্লাসের সকল ছাত্রীরাই ভারত থেকে	كُلُّ الطَّالِبَاتِ فِي هٰذَا الصَّفِّ مِنَ الْهِنْدِ

লক্ষ্যণীয়ঃ

প্রত্যেক পাতা	كُلُّ صَفْحَةٍ
সব পাতা	كُلُّ الصَّفْحَةِ
পাতাগুলোর সব	كُلُّ الصَّفْحَاتِ

৮। بَلْ শব্দের ব্যবহার

بَلْ শব্দের অর্থ" বরং"। এটি সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ক- পূর্বোক্ত বাক্যকে নাকচ করার জন্য। যেমন,

এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত ভেবো না বরং তারা জীবিত	وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করেছে।	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ
আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

খ- একটা বাক্যের অর্থকে পরবর্তী বাক্যে নিয়ে যাওয়া। যেমন,

ইব্রাহিম অলস, সে অসচেতনও বটে।	إِبْرَاهِيْمُ كَسْلاَنٌ بَلْ هُوَ مُهْمِلٌ
তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুতঃ ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়।	أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
বরং এটা মহান কুরআন	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ
এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।	وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ

৯। أَمَّا এর ব্যবহার

দুটি বা অধিক বিষয় সম্পর্কে বলতে أَمَّا ব্যবহৃত হয়। أَمَّا এর পরবর্তী خَبَرٌ এর সাথে فَ যুক্ত হয়।

আমার বোন আমার সাথে বাস করে ,আমার ভাইয়ের ব্যাপার হল সে আমার আব্বার সাথে বাস করে।	أُخْتِيْ تَسْكُنُ مَعِيْ أَمَّا أَخِيْ فَيَسْكُنُ مَعَ أَبِيْ
যারা মুমিন তারা জানে যে, তদের রবের পক্ষ থেকে আসা সেটা সত্য	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ
আর যারা কাফের তারা বলে, এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাতে চান?	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا
আর প্রাচীরের ব্যাপার-সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের।	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ

১০। إِنَّمَا এর ব্যবহার

(إِنَّ+مَا) إِنَّمَا এর অর্থ কেবল/ মূলত/ প্রকৃতপক্ষে। এরপর ইসম মারফু হয়।

প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা হল অপবিত্র	إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
কাজের ফল কেবল নিয়তের উপর	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
মূলত তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রাণী	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
আমি কেবল ছবিগুলো দেখছি।	إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى الصُّوَرِ

১১। حَتَّىٰ শব্দের ব্যবহার

حَتَّىٰ শব্দের অর্থ ১। যাতে (so that)। ২।পর্যন্ত (till) ৩। ব্যতিত (except) । এরপর ইসম মাজরুর এবং মুদারি মানসুব হয়।

যাতে (so that)

অপেক্ষা কর যতক্ষণ আমি পোশাক পরি	اِنْتَظِرْ حَتَّى أَلْبِسَ
আমি প্রবেশ করলাম (না বলে) যাতে তোমাকে বিচলিত না করি।	دَخَلْتُ حَتَّى لَا أَشْغَلَكَ
আমি পড়াশুনা করি যাতে আমি পাশ করতে পারি	أَدْرُسُ حتى أَنْجَحَ

পর্যন্ত (till)

আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন।	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ
এটা শান্তি, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।	سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ
এবং পালনকর্তার এবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
এবং কখনোই ইয়াহুদি এবং খ্রীষ্টানেরা আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষন আপনি তাদের পথ গ্রহন না করেন	وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন আমি যা নিয়ে এসেছি তাতে তার প্রবৃত্তি অনুগত হয়	لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ
কেয়ামত ততদিন হবে না যতক্ষন আমার উম্মতের একটা দল মুশরিকদের সাথে মিলিত হয় এবং যতক্ষন তারা মুর্তি পুজা করে	لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ

সে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো	انتظرْ حتى لا يرجعَ
আমরা মধ্যরাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি	قَدْ دَرَسْنَا حتى نِصَف اللَّيْلِ
আমি ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত পরেছি	قَرَأتُ حتى نِمْتُ
আমি মাছ খেয়েছি তার মাথা পর্যন্ত	أَكَلْتُ السَّمَكَ حتى رَأْسِها
বইটি শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ুন	اِقْرَأ الْكِتَابَ حتى آخِرَ صَفْحَةٍ

ব্যতিত (except)

কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

১২। وَ এর বিভিন্ন ব্যবহার

ক) "এবং" অর্থে সংযোগকারী অব্যয় হিসেবে

আমি একটি বই ও একটি কলম চাই	أُرِيْدُ كِتَابًا وَقَلَمًا
আমার আব্বা ও আম্মা তাদের রুমে আছেন।	أَبِي وَ أَمِّي فِي غُرْفَتِهِمَا
আরবী আল কুরআনের ভাষা এবং সেটা জান্নাতেরও ভাষা।	الْعَرَبِيَّةُ لُغَةُ الْقُرْآنِ وَ هِيَ لُغَةُ الْجَنَّةِ أَيْضًا

খ) কসমের জন্য বাক্যের শুরুতে وَ ব্যবহৃত হয়। وَ হল হারফ জার সুতরাং এর পর ইসমটি মাজরুর হবে। জোর দিতে হ্যাঁ বোধক বাক্যে وَ এরপর لَ ،لَقَد আসে কিন্তু না বোধক বাক্যে তা আসে না।

আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখেছিলাম	وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ
আল্লাহর কসম তাকে আমি বাজারে দেখিনি	وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ فِي السُّوْقِ

আল্লাহর কসম আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম	وَاللهِ لَقَدْ كِدْتُ أَمُوْتُ
আল্লাহর কসম আমি কিছুই খাইনি	وَاللهِ مَا أَكَلتُ شَيْئًا

গ) وَ আল হাল

আমার বাবা মারা গেছেন যখন আমি ছোট ছিলাম	مَاتَ اَبِيْ وَاَنَا صَغِيْرٌ
বালকটি আমার কাছে কান্নারত অবস্থায় আসল	جَاءَنِي الْوَلَدُ وَهُوَ يَبْكِيْ
তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ
আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম যখন ইমাম রুকু করছিল	دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَرْكَعُ
ইমাম রুকু করার পরে আমি মসজিদে প্রবেশ করেছি	دَخَلْتُ الْمسْجدَ وَقَدْ رَقَعَ الإِمَام
ইমাম ফাতিহা শেষ করার পর আমি মাসজিদে প্রবেশ করেছি	دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ قَرَأَ الْإِمَامُ الفَاتِحَةَ
শিক্ষকটি পাঠ ব্যাখ্যা শেষ করার পর আমরা ক্লাস ত্যাগ করেছিলাম	خَرَجْنَا مِنَ الفَصْلِ وَ قَدْ شَرَحَ الْمُدَرِّسُ الدَّرْسَ
রোগী মরার পরে ডাক্তার আসল	جَاءَ الطَّبِيْبُ وَ قَدْ مَاتَ الْمَرِيْضُ
হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে	رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

লক্ষ্যণীয়ঃ

- و আল হাল এর পর নামপ্রধান বাক্যে ক্রিয়ার বর্তমানকাল ব্যবহৃত হলেও অর্থ অতীতকালের হবে।
- و আল হাল এর পর ক্রিয়াপ্রধান বাক্যের হ্যাঁ-সূচক অতীতকালের পূর্বে قَدْ বসে।

ঘ) অতিরিক্ত وَ

যায়েদ আসলেও রশিদ অনুপস্থিত	جَاءَ زَيْد وَلَكِنِ غَابَ رَاشد
তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে রয়েছে	أولئك على هدى من ربهم

ঙ) পুনরায় আরম্ভ করার وَ

অতঃপর তিনি নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে।	ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ
আর মানুষের মাঝে এমন লোক আছে যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমাণ এনেছি।	وِمن الناس من يقول آمنا بالله

১৩। مَا এর বিভিন্ন ব্যবহার।

এর পূর্বে আমরা "না/নয়" অর্থে , প্রশ্ন করতে "কি" অর্থে, এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম হিসেবে "যা" অর্থে مَا এর ব্যাবহার দেখেছি। এখানে আমরা مَا এর আরও দুটি ব্যবহার দেখব।

ক) অনির্দিষ্ট" অর্থে مَا এর ব্যবহার

আমাকে যেকোনএকটা বই দাও	أَعْطِنِي كِتَابًا مَا
আমি তাকে কোন এক জায়গায় দেখেছিলাম	رَأَيْتُهُ فِي مَكَانٍ مَا
তুমি এটা কোন এক দিন বুঝবে	سَتَفْهَمُ هٰذَا يَوْمًا مَا

খ) "যতক্ষন পর্যন্ত" বা ইংরেজিতে "so long as" বোঝাতে مَا এর ব্যবহার

ইসলাম ততোদিন বাকী থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত পৃথিবী বাকী থাকবে	سَيَبْقَى الْإِسْلَامُ مَا بَقِيَ العَالَمُ

আমাকে মান্য কর যতক্ষন পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তার রসুলকে অনুসরন করি।	أَطِيْعُوْنِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ
এই চেয়ারটিতে বস যতক্ষন পর্যন্ত সে না আসে	اِجْلِسْ فِي هٰذَا الكُرْسِيِّ مَا لَمْ يَأْتِ

গ) মাসদার বা ক্রিয়া বিশেষ্যের পরিবর্তে مَا এর ব্যবহার

আমি প্রবেশ করেছিলাম শিক্ষকের প্রবেশের পরে	دَخَلْتُ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْمُدَرِّسُ
আমি প্রবেশ করেছিলাম শিক্ষকের প্রবেশের পরে	دَخَلْتُ بَعْدَ دُخُوْلِ الْمُدَرِّسِ
আমি তোমাকে ম্যাগাজিনটি দেখাবো শিক্ষকের বের হওয়ার পরে	سَأُرِيْكَ الْمَجَلَّةَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ الْمُدَرِّسُ
হিসাবের দিন ভুলে যাওয়ার জন্য তাদের জন্য আছে কঠোর আযাব	لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الحِسَابِ
তাহলে আযাব আস্বাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করছিলে	فَذُوْقُوْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

তাহলে এক নজরে কিছু ব্যবহার দেখি,

শিক্ষকটি নতুন নয়	مَا الْمُدَرِّسُ جَدِيْدًا	ما مُشَبَّهَةٌ بِلَيسَ
এতো কোন মানুষ নয়	مَا هَذا بَشَرًا	ما مشبهة بليس
তুমি কি খেয়েছো? আমি কিছুই খাইনি	مَاذَا أَكَلْتَ؟ مَا أَكَلْتُ شَيْئًا	ما استفهامية
মশার মত একটা উদাহরণ	مَثَلاً مَا بَعُوضَةً	ما مَوْصُوفةٌ
আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর।	لا أَعْبُد مَا تَعْبُدُونَ	ما مَوصُولَة
নিশ্চয়ই কাজগুলো নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত	إنّما الأعمالُ بالنياتِ	ما كَافَّةٌ
আর তোমরা যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন।	وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ	ما شَرْطِيةٌ

ধ্বংস হোক মানুষ সে কতই না অকৃতজ্ঞ	قُتِلَ الإنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ	ما تَعَجُّبِيةٌ
আপনি যা করেছেন তাতে আমি অবাক হয়েছি	عَجِبْتُ مِمَّا فعلتَ	ما مَصْدَرِية

১৪। كَ এর ব্যবহার

كَ অর্থ " মত" । এটা একটি حَرْفُ جَرٍّ সুতরাং এর পরের ইসমটি মাজরুর।

মুসলিমগণ একটা মাত্র লোকের ন্যায়	الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ
আমার ঘড়ি তোমার ঘড়ির মত।	سَاعَتِيْ كَسَاعَتِكَ
আর এভাবে আমি তোমাদের করেছি ভারসাম্যপূর্ণ জাতি	وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
নিশ্চয়ই আমার উপর মিথ্যারোপ অন্য কারো উপর মিথ্যারোপের মত নয়	إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ

كَ সর্বনামের সাথে ব্যবহৃত হয় না। যেমনঃ أَنَا كَهُ হবে না। এই ক্ষেত্রে كَ এর সাথে مِثْلُ যুক্ত হয়।

যেমনঃ أَنَا كَمِثْلِهِ আমি তার মত। অনুরূপে, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ তার মত সাদৃশ্যপূর্ন কেউই নাই ।

১৫। أَوْ এবং أَمْ এর ব্যবহার

বিবৃতি মূলক বাক্যে ‘অথবা’ অর্থে أَوْ কিন্তু প্রশ্নবোধক বাক্যে ‘অথবা/নাকি’ অর্থে أَمْ ব্যবহৃত হয়।

যেমনঃ

বেলাল অথবা হামিদ বের হল	خَرَجَ بِلَالٌ أَوْ حَامِدٌ

আমি বেলাল অথবা হামিদকে দেখেছিলাম	رَأَيْتُ بِلَالًا أَوْ حَامِدًا
গাড়িটি বেলালের অথবা হামিদের	السَّيَّارَةُ لِبِلَالٍ أَوْ لِحَامِدٍ
তুমি কি ভারত নাকি পাকিস্তান থেকে?	أَمِنَ الهِنْدِ أَنْتَ أَمْ مِنْ بَاكِسْتَانَ
তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার নাকি ডাক্তার?	أَ مُهَنْدِسٌ أَنْتَ أَمْ طَبِيْبٌ؟

১৬। فَإِنَّ ও لِأَنَّ এর ব্যবহার

কারণ অর্থে لِأَنَّ এবং যেহেতু/ অতএব/ তবে অর্থে فَإِنَّ এর ব্যবহার লক্ষ্য করি

শার্টটি পরিষ্কার কর যেহেতু সেটা ময়লা।	اِغْسِلِ القَمِيْصَ فَإِنَّهُ وَسِخٌ
আমি আজ স্কুলে যাইনি কারণ আমি অসুস্থ	مَا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمَ لِأَنَّنِي مَرِيْضٌ
আমরা আরবী ভাষা শিখেছিলাম কারণ সেটা কুরআনের ভাষা	دَرَسْنَا اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ لِأَنَّهَا لُغَةُ القُرْآنِ
বাড়ি থেকে বের হইনি কারণ আবহাওয়া ঠান্ডা	مَا خَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ لِأَنَّ الجَوَّ بَارِدٌ
এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে	وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
অতএব, আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম	فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ
যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরওয়া।	إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ
আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

১৭। آخَرُ ও أُخْرَى এর ব্যবহার

آخَرُ অর্থ "অন্য" এর স্ত্রীবাচক হল أُخْرَى। এরা উভয়ই দ্বিত্ব। অর্থাৎ এরা মাজরুর অবস্থায় যেরের বদলে যবর নেবে।

আজ ইব্রাহীম ও অন্য একজন ছাত্র অনুপস্থিত	غَابَ اليَوْمَ إِبْرَاهِيْمُ وَ طَالِبٌ آخَرُ
আমাদের শিক্ষক ও অন্য একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম	سَأَلْتُ مُدَرِّسَنَا وَ مُدَرِّسًا آخَرَ
আমি সূরা রহমান ও অন্য একটি সূরা মুখস্ত করেছিলাম	حَفِظْتُ سُوْرَةَ الرَّحْمَنِ وَ سُوْرَةً أُخْرَى

آخَرُ "অন্য"- এর বচন ও লিঙ্গ

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
آخَرُوْنَ	آخَرَانِ	آخَرُ	পুরুষ
أُخَرُ	أُخْرَيَانِ	أُخْرَى	স্ত্রী

বেলাল এবং অন্য একজন ছাত্র আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وَطَالِبٌ آخَرُ
বেলাল এবং অন্যান্য ছাত্ররা আজ অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَ الْيَوْمَ بِلَالٌ وَطُلَّابٌ آخَرُوْنَ
জয়নাব এবং অন্য এক ছাত্রী অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وَطَالِبَةٌ أُخْرَى
জয়নাব এবং অন্যান্য ছাত্রীরা অনুপস্থিত রয়েছে	غَابَتْ زَيْنَبُ وَطَالِبَاتٌ أُخَرُ

১৮। إِمَّا... وَإِمَّا এর ব্যবহার

হয়...অথবা" বা ইংরেজীতে either...or বোঝাতে إِمَّا.... وإِمَّا ব্যবহৃত হয়।

ইসম হয় পুরুষবাচক অথবা স্ত্রী	اَلْاِسْمُ إِمَّا مُذَكَّرٌ وَإِمَّا مُؤَنَّثٌ
হয় তুমি আমাকে দেখতে আসবে অথবা আমি তোমাকে দেখতে যাবো	إِمَّا تَزُوْرُنِيْ وَإِمَّا أَزُوْرُكَ

২২। مِنْ قَبْلُ এর ব্যবহার

আমরা জানি যে قَبْلَ এবং بَعْدَ হল জারফ এবং মুদাফ। কিন্তু এদের কখনো কখনো "মুদাফ ইলাইহি" নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে مِنْ قَبْلُ এবং مِن بَعْدُ হবে।

মুদাফ ইলাইহি ছাড়া	মুদাফ ইলাইহি সহ
لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ	ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْأَذَانِ
আগে পিছের সব আদেশ আল্লাহর	আযানের পুর্বে মাসজিদে গিয়েছিলাম

১৯। كِلَا এবং كِلْتَا এর ব্যবহার

كِلَا শব্দের অর্থ" উভয় "পুং এবং এর স্ত্রীবাচক كِلْتَا। এরা উভয়েই মুদাফ। সুতরাং এর পরবর্তী মুদাফ ইলাইহী দ্বিবচন মাজরুর হবে। যেমনঃ

উভয় ছাত্র লাইব্রেরিতে।	كِلَا الطَّالِبَيْنِ فِيْ الْمَكْتَبَةِ
উভয় গাড়ি বাড়িটির সামনে	كِلْتَا الْسَّيَّارَتَيْنِ أَمَامَ الْبَيْتِ

كِلَا ও كِلْتَا উভয়কেই একবচন ধরা হয় । তাই এদের খবর একবচন হয়। [দ্বিবচনও অনুমোদিত]

كِلَا الطَّالِبَيْنِ ذَهَبَ	উভয় ছাত্র গিয়েছিল
كِلْتَا السَّاعَتَيْنِ جَمِيْلَةٌ	সুন্দর ঘড়ি উভয়

كِلَا ও كِلْتَا উভয়ই মানসুব ও মাজরুর অবস্থায় অপরিবর্তনীয় যখন তাদের মুদাফ ইলাইহি কোন اِسْمٌ হয়। আর যদি মুদাফ ইলাইহি ضَمِيْرٌ হয় তাহলে এর বিভক্তি দ্বিবচনের ন্যায়।

	বিভক্তি অপরিবর্তনীয় যখন মুদাফ ইলাইহি اِسْمٌ	বিভক্তি পরিবর্তনীয় যখন মুদাফ ইলাইহি ضَمِيْرٌ
মারফু	كِلَا الطَّالِبَيْنِ مَسْرُوْرٌ	كِلَانَا مَسْرُوْرٌ
মানসুব	أَعْرِفُ كِلَا الْطَّالِبَيْنِ	رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا
মাজরুর	بَحَثْتُ عَنْ كِلَا الْطَّالِبَيْنِ	بَحَثْتُ عَنْ كِلَيْهِمَا

২০। إِيَّاكَ সাবধান করতে

কোন কাজ করা থেকে সাবধান করতে إِيَّاكَ এর পরে (أَنْ + مُضَارِعِ مَنْصُوبٌ) ব্যবহৃত হয়।

إِيَّاكَ أَنْ تَنَامَ فِي الفَصْلِ	ক্লাসে ঘুমানো থেকে সাবধান থেকো
إِيَّاكُم أَنْ تَزْنُوْا	যেনা করা থেকে সাবধান

যদি إِيَّاكَ এর পর ইসম থাকে তাহলে এরপর وَ আসে এবং পরবর্তী ইসমটি মানসুব।

إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ فِي الفَصْلِ	ক্লাসে ঘুমানো থেকে সাবধান থেকো
إِيَّاكَ وَ الْكَذِبَ	মিথ্যা থেকে সাবধান

হিংসা থেকে সাবধান	إِيَّكُنَّ وَ الْحَسَدَ
নব উদ্ভাবিত (ইবাদাত মূলক) কাজ থেকে সাবধান	إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ

২১। لَا بُدَّ এর ব্যবহার

কোনো কিছুকে অবশ্যই অর্থে لَا بُدَّ ব্যবহৃত হয়। এর পরে مِنْ বসে।

অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে	لَا بُدَّ مِنَ الإِخْتِبَارِ
অবশ্যই মরতে হবে	لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ

তবে এর পর অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে مِنْ কে বাদ দেওয়া যায়।

তোমাকে অবশ্যই তাকে লিখতে হবে	لَابُدَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ
তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে কম্পিউটার অপারেট করতে হয়	لَابُدَّ أَنْ تَتَعَلَّمُوْا تَشْغِيْلَ الحَاسُوْبِ

২২। تَعَالَ শব্দের ব্যবহার

تَعَالَ একটা আদেশ। অর্থ' ,আসো'। "সে আসল" এই অর্থে ব্যবহৃত ক্রিয়া হল جَاءَ– يَجِيْءُ ও أَتَى– يَأْتِي কিন্তু "আদেশে" ব্যবহৃত হয় تَعَالَ এর রুপগুলো হলঃ

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	
تَعَالَوْا	تَعَالَيَا	تَعَالَ	পুং
تَعَالَيْنَ	تَعَالَيَا	تَعَالَيْ	স্ত্রী

নোটঃ تَعَالَى হলো একটি ক্রিয়া যার অর্থ ‘সে উপরে উঠল ,সে উচ্চ হল’ ইত্যাদি। আদেশ বা আমর تَعَالَ এর মূল অর্থ হলো “উঠে আসো”

২৩। هَاتِ এর ব্যবহার

هَاتِ (দাও, নিয়ে আসো) এর ব্যবহার

বহুবচন	একবচন	
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ	هَاتِ قَلَمًا يَا وَلَدُ!	পুরুষ
তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো ,যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	একটা কলম দাও হে বালক	
هَاتِينَ بُرْهَانَكُنَّ إِنْ كُنْتُنَّ صَادِقَاتٍ	هَاتِيْ كِتَابًا يَا عَائِشَةُ!	স্ত্রী
তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো, যদি তোমরা (স্ত্রী) সত্যবাদী হও।	হে আয়েশা একটা বই নিয়ে আসো	

২৪। هَلاَّ এবং كَلَّا এর ব্যবহার

এটা ক্রিয়াপ্রধান বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এটা মুদরীতে কোন কাজের উৎসাহ দিতে আর মাদীতে কাজ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে বসে বা অনুমোদন না দিতে বসে।

তুমি কি তার ব্যাপারে হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করবে না! (অর্থাৎ অভিযোগ করা উচিত)	هَلاَّ تَشْكُوْهُ إِلى الْمُدِيْرِ
তোমার কি তার ব্যাপারে হেডমাস্টারের কাছে অভিযোগ করা উচিত ছিল না! (অর্থাৎ অভিযোগ করনি কেন)	هَلاَّ شَكَوْتَهُ إِلى الْمُدِيْرِ

كَلَّا শব্দের অর্থ ‘‘কক্ষণও না’’। এটা ধমকের অব্যয়,

কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র।	كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ
কখনও না, বরং তাদের অন্তরে মরিচা পড়েছে	كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم

২৫। إِذَنْ শব্দের ব্যবহার

إِذَنْ শব্দের অর্থ ‘‘সে কারণে’’। এটা মুদারির পূর্বে বসে তাকে মানসুব করে। একটা বিবৃতির জবাব হয়।

জবাব	**বিবৃতি**
إِذَنْ نَسْتَقْبِلَهُ فِي الْمَطَارِ	يَرْجِعُ الْمُدِيْرُ اليَوْمَ مِنَ الخَارِجِ
সে কারনে আমরা তাকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানাব	প্রধান শিক্ষক আজ বাহির থেকে ফিরবেন

إِذَنْ ক্রিয়াকে মানসুব করে নিচের তিনটি ক্ষেত্রেঃ

- إِذَنْ অবশ্যই বাক্যের শুরুতে আসবে। যেমন نَحْنُ إِذَنْ نَسْتَقْبِلُهُ তে ক্রিয়া মানসুব হয়নি যেহেতু তা শুরুতে আসেনি।
- ক্রিয়াপদ ঠিক তার পরপরই আসতে হবে। অবশ্য না বোধক لَا এবং و আল কসম এ দুয়ের মধ্যে আসতে পারে। যেমন إِذَنْ وَاللهِ نَسْتَقْبِلَهُ فِي الْمَطَارِ
- ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করবে।

২৬। فَ এর বিভিন্ন ব্যবহার

হামিদ এসেছে, তারপর আমর, তারপর আমর	جاء حَامِدَ فَعَمْرو ثُمَّ عَمْرو	حَرْفُ الْعَطْفِ
নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তিই বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে বা উমরা করবে তার জন্য এ দুটোর প্রদক্ষিণ করাতে কোনও গুনাহ নেই	إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَج البيت أو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا	اَلْفَاءُ الرَّابِطَةُ لِجَوَابِ الشَّرْطِ
যে বপন করে, ফসল কর্তনকারী তার জন্য অপেক্ষা করে।	مَن يَزْرَعْ فَالحصَّادُ يَنتَظِرُهُ	اَلْفَاءُ لِجَوَابِ الشَّرْطِ
কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে	إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا	اَلْفَاءُ لِجَوَابِ الشَّرْطِ
যদি তুমি পরিশ্রম করো তাহলে তোমাকে আপসোস করতে হবে না	إِنْ تَجْتَهِدْ فَمَا تَنْدَمْ	اَلْفَاءُ لِجَوَابِ الشَّرْطِ/ جَزَاء
তুমি যখন খাবে অতিরিক্ত খাবে না	إِنْ تَأْكُلْ فَلَا تَكْثُرْ	اَلْفَاءُ لِجَوَابِ الشَّرْطِ
পরিশ্রম করো তাহলে বছরের শেষে তুমি সফল হবে	اِجْتَهِدْ فَتَنْجَحَ آخرَ السَّنَةِ	اَلْفَاءُ لِلسَّبَب
তুমি অলস হয়োনা তাহলে তুমি পরিক্ষায় ফেল করবে	لا تَكْسِلْ فَتَرْسِبَ فِي الاِمْتِحَانِ	اَلْفَاءُ لِلسَّبَب
এবং একে কোন মন্দ ইচ্ছায় স্পর্শ করো না। অন্যথায়	وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ	اَلْفَاءُ لِلسَّبَب

তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।	أَلِيم	
আমি যা বলি তা শোনার জন্য তুমিকি কাছে আসবেনা	ألا تَدْنو فتَمْسَمعَ مَا أقولُ.	اَلْفَاءُ لِلسَّبَب
তুমি অভাবিদের সহযোগিতা কারো কারন সে তোমার মানবতার ভাই	ساعِدْ المحتاجَ فهو أخُوك في الإنسان	اَلْفَاءُ لِلتَّعْلِيْلِ
আমার কাছে মাত্র একশ টাকা	عندى مائةُ تَاكا فقط	اَلْفَاءُ لِلزَّائِدَةِ
তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চাইবে ? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর।	أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْه	اَلْفَاءُ الْفَصِيْحَةُ
প্রত্যেক ফায়েল মারফু হয়, সুতরাং ضرب زيد বাক্যে زيد মারফু হয়েছে।	كُل فَاعِلٍ مَرْفوعٌ فَزيد مَرْفُوعٌ فِي "ضَرَبَ زَيْدٌ"	فَاءُ التَّفْرِيْعِ
পরকথা হল, আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই	أَمَّا بَعْدُ فأعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ	اَلْفَاءُ الرَّابِطَةِ لِلْجَوَابِ
আর বালকটির ব্যাপার এই, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন	وأَمَّا الغلام فكان أبواه مؤمنين	

২৭। لام এর বিভিন্ন ব্যবহার

যায়েদ অবশ্যই দাঁড়িয়ে	لَزيد قائم	لَامُ الْاِبْتِدَاءِ لِلتَّوْكِيْدِ
সে অবশ্যই অবশ্যই করবে, যদিও আমি তাকে পূর্বে নিষেধ করেছি।	لَيَفْعَلَنَّ وَلَوْ نَهَيْتُ مِنْ قَبْل	لَامُ الْاِبْتِدَاءِ لِلتَّوْكِيْدِ
নিশ্চয়ই তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত	إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ	لَامُ الْمُزْحَلَقَةِ
যাতে আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি	لِيَنْصُرْ بَعْضُنَا بَعْضًا	لَامُ الْأَمْرِ
যদি তুমি আসতে অবশ্যই আমি তোমাকে সম্মান করতাম	لو جئتَ لَأكرمْتُك	اَللَّامُ الْوَاقِعَة لِجَوَابِ الشَّرْطِ
আল্লাহ এমন নন যে তিনি তাদের শাস্তি দিবেন	ماكان الله ليُعَذِّبَهم	لَامُ الْجُحُوْدِ
যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো আবশ্যই আমি তোমাদের বাড়িয়ে দিবো	لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ	1- اَللَّامُ مُوطِّئَةٌ لِلْقَسَمِ الْمَحْذُوْفِ. 2- اَللَّامُ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ
আমি ইসলাম গ্রহন করেছি জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য	أسلمتُ لأدْخُلَ الجنة	لَامُ التَّعْلِيْلِ
	يالَزيدٍ	
কি চমৎকার লোক	يَا لَهُ مِنْ رَجُلٍ	لَامُ التَّعَجُّبِ
আল্লাহর কশম, অবশ্যই আমি সাহায্য করবো	وَاللهِ لأنْصُرَنَّ	اَللَّامُ لِلْقَسَمِ
নিশ্চয়ই এরা দুজন জাদুকর	إنَّ هذان لَسَاحِرَانِ	اَللَّامُ الْفَارِقَةُ

২৮। إِنَّ، إِنْ، أَنَّ، أَنْ এর বিভিন্ন ব্যবহার

اَلْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ	إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ	নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
	إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।
إِنْ:مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ	وإِنْ وجدنا أكثرَهُمْ لَفَاسِقِينَ	বরং আমি তাদের অধিকাংশকে অবশ্যই অবাধ্য পেয়েছি
إِنْ:نَافِيَةٌ	إِنْ في صدورهم إِلَّا كبر	তাদের অন্তরে অহমিকা ছাড়া আর কিছুই নেই
	إِنْ الحكمُ إِلَّا لله	আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না
إِنْ: زَائِدَةٌ	مَا إِنْ زَيْدٌ شَرِيفٌ	যায়েদ ভদ্র লোক
إِنْ: شَرْطِيَّةٌ	إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العَابِدِين	বলুন, দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমি সর্ব প্রথম তার এবাদত করব।
إِنْ: نَافِيَةٌ	إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيْرٌ مُبِيْن	আমার কাছে এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।
إِنْ: شَرْطِيَّةٌ	وإِنْ كانتْ وَاحْدَةً فَلَهَا نِصْفُ	যদি কেবল একজন নারী থাকে, তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে।
إِنْ: حرف نَفِي	إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ	এমন কোন জীব নেই, যার কোন তত্ত্বাবধানকারী নেই।
اللَّامُ الفَارِقَةُ	وَ إِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيْنٌ	আর নিশ্চয় এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল।
إِنْ: شرطية	إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ	যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা

যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে	إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا	إِنْ: شرطية
যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস।	أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ	أَنْ: النَّاصِبَةُ
আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।	وإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِيْن	الحرف الْمُشَبَّهةُ بالفعل
সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে!	يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدَهُ	الحرف المشبهة بالفعل
আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম!	ونَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ	أَنْ: مُفَسِّرَةٌ
আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।	وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحمد لله رَبِّ العالمين	أَنْ: مُخَفَّفَةٌ مِن أنَّ
তিনি জানেন যে তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে	عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنْكُمْ مرضى	أَنْ: مخففة من الثقيلة
এবং (আমাকে) এই (বলা হয়েছে) যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজ চেহারাকে এই দীনের দিকেই কায়েম রাখবে	وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيْفا	أَنْ: تَفْسِيرِية
যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের কাছে আসল,	وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لوطا	أَنْ: زَائِدَة

কুরআনীয় উদাহরণ

ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না	مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা।	فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا
নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে?	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

কুরআনীয় উদাহরণ

ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়।	فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا
সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল।	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا
ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।	فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

কুরআনীয় উদাহরণ

এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ	فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ
দীর্ঘ স্তম্ভ সম্পন্ন ইরাম গোত্র	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
শপথ চক্রশীল আকাশের	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি	فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

কুরআনীয় উদাহরণ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে…	فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে	لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের বেলায়	إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ
নাকি তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে?	أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভান্ডার রয়েছে, নাকি তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক?	أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ

কুরআনীয় উদাহরণ

আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদ সাব্যস্ত কর না	لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই	وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ
নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল,	وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ
সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক।	هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

কুরআনীয় উদাহরণ

তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না	إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না	كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا

কুরআনীয় উদাহরণ

বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক হারাম করেছেন	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ
আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে সরে যাচ্ছে	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

অধ্যায়-৩১ (আলংকারিক বাক্য)

আরবী বাক্যে اَلْبَلَاغَةُ বালাগাহ বলতে বাক্যের সুন্দর ও যথাযথ উপস্থাপন বোঝায়। এতে বাক্যের উপস্থাপন এমন হয় যে বক্তার মনের ভাব সুন্দর ভাষায়, স্থান ও কালানুযায়ী সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়। এর মূলত তিনটি শাখা রয়েছে,

১. اَلْبَيَانُ এই অংশে বাক্যে আলংকারিক, রূপক, উপমার প্রয়োগ আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে তুলনামুলক কথা, রূপক কথা ও ইঙ্গিতপূর্ন কথা।

২. اَلْمَعَانِي এই অংশে বাক্যের অর্থকে স্থান কাল পাত্রের চাহিদানুযায়ী হওয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে খবর ও ইনশা, সংক্ষিপ্তকরণ, অতিরিক্ত শব্দ শব্দের বদল, যথাযথ শব্দ, শব্দের স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি।

৩. اَلْبَدِيْعُ এই অংশে বাক্যের ছন্দ প্রকরণ, শব্দ ও অর্থগত সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে একই শব্দের একাধিক প্রয়োগ, ছন্দ মিল, বিপরীত অর্থের শব্দ প্রয়োগ, ঠাট্টা বিদ্রুপ, অবাক করা উত্তর, দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি।

স্পষ্টকরণ

এই অধ্যায়ে আমরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অলঙ্কারিক যে ব্যখ্যাগুলো করবো তা পূর্ববর্তী আলিমদের করা ব্যাখ্যা। আলংকারিক এই ব্যাখ্যাগুলো হাদিস কুরআন দিয়ে সাব্যস্ত নয়। আমরা যদিও বলব এই কারণে এই হয়েছে কিন্তু এসব ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।

الْبَلاغَةُ	الْبَيَانُ	তুলনা	التَّشْبِيه
		রূপক	الْمَجَازُ
		ইঙ্গিত	الكِنَايَةُ
	الْمَعَانِي	খবর ও ইনশা	الخَبر والإنشاء
		সংক্ষিপ্তকরণ	الإيجَازُ
		অতিরিক্ত শব্দ	الإطنَابُ
		শব্দের বদল	الإبدال
		যথাযথ শব্দ	الْمُناسَبة
		স্থান পরিবর্তন	التَّقْدِيمُ والتَّأخِيرُ
	البَدِيْعُ	শব্দের একাধিক প্রয়োগ	الجِنَاس
		ছন্দ মিল	السَّجْعُ
		বিপরীত অর্থের শব্দ	الطِّبَاقُ والْمُقَابَلَةُ
		ঠাট্টা বিদ্রূপ	التَّهَكُّمُ
		অবাক করা উত্তর	أُسلُوبُ الحَكِيمِ
		দৃষ্টি আকর্ষণ	الإلتِفات

১। التَّشْبِيه তুলনামুলক কথা

তুলনামূলক বাক্যের চারটি অংশঃ যাকে তুলনা করা হয়, যার সাথে তুলনা করা হয়, তুলনার উপকরণ ও যা দিয়ে তুলনা করা হয়। যাকে তুলনা করা হয় এবং যার সাথে তুলনা করা হয় এই দুইটা সর্বদা থাকবে।

فِي الشُّجاعَةِ	الْأَسَدِ	كَ	هُوَ
বীরত্বে	সিংহের	মত	সে
যা দিয়ে তুলনা করা হয় وَجْهُ الشَّبَهِ	যার সাথে তুলনা করা হয় مُشَبَّهٌ بِهِ	তুলনার উপকরণ أَدَاتُ التَشْبِيْهِ	যাকে তুলনা করা হয় مُشَبَّهٌ

এটা চার প্রকার,

চারটি অংশই উপস্থিত	সুতরাং তা পাথরের মত এমনকি তার চেয়েও শক্ত	فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
যা দিয়ে তুলনা করা হয়েছে তা অনুপস্থিত	যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর	كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ
তুলনার উপকরণ অনুপস্থিত	সে বীরত্বে সিংহ	هُوَ أَسَدٌ فِي الشُّجاعَةِ
তুলনার উপকরণ ও যা দিয়ে তুলনা করা হয়েছে তা অনুপস্থিত	মুমিনরা তার ভাইয়ের আয়না	الْمُؤمِنُونَ مِرْآةُ أَخِيهِ

প্রথম উদাহরণটি লক্ষ্য করি যে এখানে চারটি অংশ আমরা পাই ১. هِيَ যাকে তুলনা করা হয়। ২. كَ তুলনার উপকরণ। ৩. الْحِجَارَةِ যার সাথে তুলনা করা হয়। ৪. قَسْوَةً যা দিয়ে তুলনা করা হয়। এটা হলো তাশবিহ এর প্রথম প্রকার। একে বলা হয় الْمُفَصَّلُ ।

দ্বিতীয় উদাহরণটি লক্ষ্য করি যে এখানে চারটি অংশের তিনটি উপস্থিত ১. هُم যাকে তুলনা করা হয়। ২. كَأَنَّ তুলনার উপকরণ। ৩. بُنْيَانٌ যার সাথে তুলনা করা হয়। ৪. (যা দিয়ে তুলনা করা হয়) এটা অনুপস্থিত। এটা হলো তাশবিহ এর দ্বিতীয় প্রকার। একে বলা হয় الْمُجْمَلُ ।

তৃতীয় উদাহরণটি লক্ষ্য করি যে এখানেও চারটি অংশের তিনটি উপস্থিত ১. هُوَ যাকে তুলনা করা হয়। ২. أَسَدٌ যার সাথে তুলনা করা হয়। ৩. الشُّجَاعَةِ যা দিয়ে তুলনা করা হয়। ৪. (তুলনার উপকরণ) এটা অনুপস্থিত। এটা হলো তাশবিহ এর তৃতীয় প্রকার। একে বলা হয় الْمُؤَكَّدُ الْمُفَصَّلُ ।

চতুর্থ উদাহরণটি লক্ষ্য করি যে এখানে চারটি অংশের দুটি উপস্থিত ১. الْمُؤْمِنُونَ যাকে তুলনা করা হয়। ২. مِرْآةٌ যার সাথে তুলনা করা হয়। তুলনার উপকরণ এবং যা দিয়ে তুলনা করা হয়-এই দুটি অংশ অনুপস্থিত। এটা হলো তাশবিহ এর চতুর্থ প্রকার। একে বলা হয় البَلِيْغُ ।

২। الْمَجَازُ রূপক কথা

الْمَجَازُ (রূপক কথা) দুই প্রকার ১. الْمَجَازُ الْمُشَبَّهُ তুলনা সহ রূপক কথা ২. الْمَجَازُ غَيرُ الْمشَبهِ তুলনাহীন রূপক কথা।

الْمَجَازُ الْمُشَبَّه তুলনা সহ রূপক কথা

অন্ধকারকে জাহিলিয়াত ও আলোকে হেদায়েতের সাথে তুলনা করা হয়েছে।	যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন	لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

মানুষের উপর মানুষ উপচে পড়ে না মুলত সাগরের ঢেউয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে	আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ
কঠিন পরিস্থিতিকে তুলনা করতে বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবে বলা হয়েছে	এমন এক দিনে যেদিন বালকদেরকে করে দিবে বৃদ্ধ	يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
সত্য গ্রহণ না করার গোয়ার্তুমিকে অন্তরের অসুস্থতার সাথে তুলনা করা হয়েছে	তাদের অন্তরে রয়েছে অসুখ। অতঃপর আল্লাহ অসুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন	فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

আমরা যদি প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করি যে এখানে الظُّلُمَاتِ ও النُّورِ এই দুটি শব্দ রুপক এসেছে। মূলত বুঝানো হয়েছে যে لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الجَاهِلِيَّةِ كَالظُّلُمَاتِ إِلَى الهِدَايَةِ كَالنُّورِ (মানুষকে বের করা হয়েছে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে হিদায়েতের আলোর দিকে) এখানে الهِدَايَةِ ও الجَاهِلِيَّةِ শব্দ দুটি নেই কিন্তু الظُّلُمَاتِ এর মাধ্যমে الجَاهِلِيَّةِ এবং النُّورِ এর মাধ্যমে الهِدَايَةِ বুঝানো হয়েছে । সূতরাং আমরা দেখছি এখানে যাকে তুলনা করা হয়েছে (الهِدَايَةِ ও الجَاهِلِيَّةِ যাকে مُشَبَّهٌ বলা হয়) তা অনুপস্থিত এবং যার সাথে তুলনা করা হয়েছে (الظُّلُمَاتِ ও النُّورِ যাকে مُشَبَّهٌ بِهِ বলা হয়) সেটা উপস্থিত। এটা হলো الْمَجَازُ এর একটি প্রকার আরবী ভাষায় একে বলা হয় تَصْرِيْحِيَّةٌ স্পষ্ট।

الْمَجَازُ এর আরেকটি প্রকার হলো যেখানে তাশবিহ এর মূল দুটি অংশের একটি থাকবেনা যেমন

আমরা যদি দ্বিতীয় উদাহরণটি লক্ষ করি যে এখানে মূলত বুঝানো হয়েছে যে يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ كَالبَحْرِ (ঐদিন সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়) এখানে البَحْرِ শব্দটি হলো مُشَبَّهٌ بِهِ (যার সাথে তুলনা করা হয়েছে) অনুপস্থিত। আরবী ভাষায় একে বলা হয় مَكْنِيَّةٌ সরাসরি।

الْمَجَازُ غير الْمُشَبَّه তুলনাহীন রূপক কথা

আকাশ থেকে আসলে রিযিক নেমে আসে না বরং কেবল বৃষ্টি নামে তা থেকে রিযিক উৎপন্ন হয়	এবং তিনি তাদের জন্য আকাশ থেকে রিযিক নাযিল করেন	وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا
এখানে সিজদা রুকু করা বলতে মুলত ইবাদত করা বোঝানো হয়েছে	হে মারিয়াম! তুমি তোমার রবের জন্য বিনিত হও এবং সিজদাহ করো আর রুকু করো তাদের সাথে যারা রুকু করে	يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ
ইয়াতিমকে বাচ্চা বয়সে তাদের সম্পদ দিতে বলা হয়নি বরং বড় হলে দিতে বলা হয়েছে	আর ইয়াতিমদের তাদের সম্পদ দাও	وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

৩। الكِنَايَةُ ইংগিতপূর্ন কথা

الكِنَايَةُ (ইংগিতপূর্ন কথা) অর্থাৎ একটি কথার মাধ্যমে ভিন্ন্য আরেকটি মেসেজ দেয়া।

চাবি দ্বারা জান্নাত ও সালাত এবং সালাত ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্ককে ইংগিত করা হয়েছে	জান্নাতের চাবি হলো নামাজ আর সালাতের চাবি হলো ওযু	مِفْتاحُ الجَنَّةِ الصَّلاةُ، ومِفْتاحُ الصَّلاةِ الوَضُوءُ

الْغَائِط শব্দটি দ্বারা নিম্নস্থান বোঝায়। আরবরা প্রাইভেসির জন্য টয়লেটে যেতো নিম্ন স্থানে তাই নিম্ন স্থান দিয়ে টয়লেট করা ইঙ্গিত করা হয়েছে। একইভাবে স্পর্শ করা দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মিলন ইঙ্গিত হয়েছে	অথবা আসে তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে অথবা তোমরা নারী স্পর্শ করে আসো	أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
মারইয়াম (আ) এবং ঈসা (আ) উভয়ই খাদ্য গ্রহণ করতেন এর দ্বারা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে তারা স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন।	আর তার মাতা বিশ্বাসী , তারা উভয়ই খাবার খেতো	وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ
ক্বরুনের সম্পদের আধিক্য ইঙ্গিত করতে তার চাবিগুলোর ওজন বর্ননা করা হয়েছে	আর আমরা তাকে দিয়েছিলাম ধনভান্ডার এতো বেশি যে তার চাবিগুলো একটা দলকে ন্যুয়ে দিতো	وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ
মাওলা শব্দটি দ্বারা অভিভাকত্ব বোঝালেও এখানে বিদ্রুপ ইঙ্গিত করা হয়েছে	তোমাদের স্থান হলো আগুন। সেটাই তোমাদের দেখভালকারী	مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ
শাস্তির সুসংবাদ দ্বারা এখানে বিদ্রুপ ইঙ্গিত করা হয়েছে	সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও	فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

৪। اَلْخَبَرُ খবর

খবর হলো এমন বিষয় যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। খবর তিন প্রকার,

সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে। শ্রোতার অস্বীকার করার সম্ভাবনা কম তাই জোর দেওয়া হয়নি।	লোকটি ঘরের মধ্যে	الرَّجُلُ فِي البَيْتِ	اَلْإِبْتِدَاءُ
সন্দেহ আছে। শ্রোতা সামান্য দ্বিমত করতে পারে তাই কিছুটা জোর দেওয়া হয়েছে।	আজ বৃষ্টি নামতে পারে	قَدْ يَنْزِلُ الْمَطَرُ اليَوْمَ	طَلَبِيٌّ
কোন সন্দেহ নাই। শ্রোতা অস্বীকার করতে পারে তাই জোর দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এখানে মৃত্যুর পরের জীবনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা কাফিররা অস্বীকার করতো।	অতঃপর নিশ্চয়ই তোমরা তার পরে মৃত্যুবরন করবে	ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ	إِنْكَارِيٌّ

ইংগিতপূর্ণ খবর

যাকারিয়া (আ) জানতেন যে তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এটা আল্লাহ জানেন। খবর দ্বারা তার আশ্চর্য হওয়া প্রকাশ পেয়েছে।	সে বলল, হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার হাড় নরম হয়ে গেছে আর আমার মাথা সাদা হয়ে গেছে	قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
মারিয়াম (আ) এর মাতাও জানতেন যে তিনি প্রসব করেছেন আল্লাহ তা জানেন। তার এই খবর দ্বারা পূর্ব আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ পেয়েছে	সে বলল, হে আমার রব নিশ্চয়ই আমি কন্যা প্রসব করেছি	قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ

নুহ (আ) জানতেন যে তিনি দিন রাত দাওয়াত করেছেন তা আল্লাহ জানে। তার এই খবর দ্বারা আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে	সে বলল হে আমার রব নিশ্চয়ই আমি দিন রাত আমার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছি	قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

৫। الإِنْشَاءُ ইনশা

ইনশা হলো এমন বিষয় যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারেনা। যেমন আদেশ, নিষেধ, প্রশ্ন, আশ্চর্য, আশা , আশংকা ইত্যাদি।

ক) আদেশ

আক্ষরিক অর্থে আদেশ	ফেরাউনের কাছে যাও নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে	اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ
আদেশ (প্রার্থনা)	সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন	قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
আদেশ (উপদেশ)	অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
আদেশ (সতর্কতা)	তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা কর।	اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

খ) নিষেধ

আক্ষরিক অর্থে নিষেধ	তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
নিষেধ (প্রার্থনা)	যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না।	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
নিষেধ (উপদেশ)	হে মুমিণগন, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

গ) প্রশ্ন

আক্ষরিক অর্থে প্রশ্ন	জিজ্ঞেস করলেন" হে মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?	قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا
প্রশ্ন (অস্বীকৃতি)	তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে?	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
প্রশ্ন (আশ্চর্য)	কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ
প্রশ্ন (প্রশংসা)	যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
প্রশ্ন (বিদ্রূপ)	তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত?	قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

গ) আকাঙ্ক্ষা, আশা, শপথ

আকাঙ্ক্ষা	যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব।	لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
আশা	সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন।	عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا
শপথ	আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম।	تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
প্রশংসা ও নিন্দা	তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল	لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
গঠনগত অর্থে খবর কিন্তু অর্থের চাহিদার দিক দিয়ে ইনশা	যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৬। الإِيجَازُ সংক্ষিপ্তকরণ

সংক্ষিপ্তকরণ বাক্যের মধ্যে দুই ভাবে হতে পারে ১. কম শব্দে অধিক অর্থ প্রকাশ এটাকে বলা হয় إِيجَازُ الْقَصْرِ ২. বাক্য থেকে কোন শব্দ কমিয়ে ফেলা বা কোন শব্দ থেকে কোন অক্ষরকে কমিয়ে দেয়া এটাকে বলা হয় إِيجَازُ الحَذْفِ ।

ক) শব্দ সংক্ষিপ্তকরণ

নিরাপত্তা হলো শান্তি থেকে। কিন্তু কি থেকে নিরাপত্তা সেটা আয়াতে বিস্তারিত বলা নাই	যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ** وَهُم مُّهْتَدُونَ
হারফ জার ইলা বাদ ; ক্রিয়াটি “হাদা ইলা”	আমাদেরকে সরল পথ দেখাও	اهْدِنَا ** الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
মুদাফ বাদ; বাছুরের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে মাহাব্বাতু বাদ	তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল	وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ** الْعِجْلَ
মুদাফ ইলাইহি বাদ; প্রত্যেক কি? কুল্লু নাফসিন	প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।	كُلٌّ ** إِلَيْنَا رَاجِعُونَ
মানউত বাদ ; রেশমের কাপড় কিন্তু এখানে কাপড় উল্লেখ নাই	তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে।	يَلْبَسُونَ مِن** سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ
মুবতাদা বাদ; হুয়া আজুজুন আকিম	বললঃ সে তো বৃদ্ধ, বন্ধ্যা	وَقَالَتْ** عَجُوزٌ عَقِيمٌ
খবর বাদ; তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এটা খবর	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে..... আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ** إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
ফেল বাদ; نَاقَةَএখানে মাফউলুন বিহি কিন্তু এর ফেল উল্লেখ নাই	অতঃপর আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিলেনঃ আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক	فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ** نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

	থাক।	
মাফুলুন বিহি বাদ; কাকে মৃত্যু দেন, জীবন দেন সেই মাফুল্লুন বিহি উল্লেখ নাই	তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন।	لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ **
জাওয়াবু শর্ত বাদ ; "অপরাধীদের বলতে দেখতে" এটা শর্তের জওয়াব ছিলো	যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হবে..., হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম।	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ** رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

আমরা প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করি যে এটা হলো إِيجَازُ الْقَصْرِ কারণ এখানে ظُلْمٍ ব্যাখ্যা মূলক শব্দ এটা দ্বারা শিরিক বুঝানো হয় আর আমরা জানি শিরক এর অনেক প্রকার রয়েছে সুতরাং এটা একটা বড় আলোচনা কিন্তু এখানে যুলুম শব্দ দ্বারা এটা খুব সংক্ষেপে বুঝানো হয়েছে। একই ভাবে الْأَمْنُ (নিরাপত্তা) কিন্তু কিসের নিরাপত্তা সেটা বলা হয়নি। সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এখানে কম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সেটা আরো ব্যাখ্যার দাবি রাখে। অর্থাৎ শব্দ চয়ন কম হলেও এটার অর্থটা বিস্তারিত।

আমরা দ্বিতীয় উদাহরণটি লক্ষ করি যে এখানে মূলত ছিল اهْدِنَا إِلَى (হিদায়েতের দিকে পথ দেখান) এখানে হারফে জারকে বাদ দেয়া হয়েছে। এটা হলো إِيجَازُ الحَذْفِ ।

খ) বর্ণ সংক্ষিপ্তকরণ

ن বাদ; أَكُ < أَكُن	মরিয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না	وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
ت বাদ;	যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে	إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ

تَوَفَّا< تَتَوَفَّا		ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ
ت বাদ; تَنَزَّلُ < تَتَنَزَّلُ	এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।	تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم
ت বাদ; تَذَكَّرُونَ < تَتَذَكَّرُونَ	তোমরা কি অনুধাবন কর না?	أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
ت বাদ; اسْطَاعُوا < اتسْطَاعُوا	অতঃপর তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে ও সক্ষম হল না।	فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا
ت বাদ; تَسْطِع < تَسْتَطِع	আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা।	ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا
ي বাদ; عِبَادِ < عِبَادِ	হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর।	يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ
ي বাদ; يَهْدِيَنِ < يَهْدِيَنِي	আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথ নির্দেশ করবেন।	عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا
ي বাদ; دَعَانِ < دَعَانِي	তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।	أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

৭। الإِطْنَابُ অতিরিক্ত শব্দ যোগ

الإِطْنَابُ হলো الإِيجَازُ এর বিপরীত, অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য যোগ করা।

একই শব্দের পূনব্যবহার	এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে। অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
সতর্কতার জন্য سُبْحَانَهُ অতিরিক্ত যোগ	তারা আল্লাহর জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে-তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্যে ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়।	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ
একই ধরনের বাক্যের সংযুক্তি	বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
ফেরেশতার কথা উল্লেখ করার পর সুনির্দিষ্ট করে রুহ; আমের পর খাস	এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।	تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم
“هُمْ” অতিরিক্ত সর্বনাম	এবং এরাই সফলকাম।	وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৮। الإِبْدَالُ বদল

ক) تَ এর পরবর্তী বর্নের সাথে বদল হয়

يَصَّدَّقُوا < يَتَصَدَّقُوا	এবং রক্ত বিনিময় সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়...	وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا
يَضَّرَّعُونَ < يَتَضَرَّعُونَ	পাকড়াও করেছি সে জনপদের অধিবাসীদিগকে কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে।	أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ
الْمُدَّثِّرُ < الْمُتَدَثِّرُ	হে চাদরাবৃত	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
الْمُصَّدِّقِينَ < الْمُتَصَدِّقِينَ	নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়	إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يَخِصِّمُونَ < يَخْتَصِمُونَ	তাদের পারস্পরিক বাকবিতন্ডাকালে।	وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
يَهِدِّي < يَهْتَدِي	নাকি যে পথ পায় না তাকে পথ দেখানো ছাড়া	أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ

খ) মাদীর ক্ষেত্রে তা এর বদলে তাশদিত আসে তাই উচ্চারণ করা যায় না। এক্ষেত্রে হামজাহ আসে

وَازَّيَّنَتْ < وتزَيَّنَتْ	এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
ادَّارَكَ < تَدَارَكَ	বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে	بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ

اطَّيَّرْنَا > تَطَيَّرْنَا	তারা বলল, তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ

৯। التَّقْدِيمُ و التَّأخِيرُ শব্দের স্থান পরিবর্তন

মাফুলুন বিহি আগে	বরং আল্লাহরই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।	بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ
খবর আগে	নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।	لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
মুতায়াল্লাক আগে	আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী	وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
মাফুলুন বিহি আগে	আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

১০। الْمُنَاسَبَةُ যথাযথ শব্দ

প্রথম তিন লাইনে هُوَ আছে কারন তাতে জোর দেওয়ার দরকার আছে। পক্ষান্তরে শেষে هُوَ নাই কারণ জোর দেওয়ার দরকার ছিলো না	যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন	الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

জান্নাতে অনেকের সাথে থাকবে তাই خَالِدِينَ	এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য।	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
জাহান্নামে একাকিত্বে থাকবে তাই خَالِدًا	যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।	وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
اصطفى শব্দটি আসে স্পেসিফিক কারনে সিলেকশনের জন্য।	আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন।	اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ
আর اجتبى আসে নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে সিলেক্ট করার জন্য	তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।	هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
কুরআনের ক্ষেত্রে ধীরে তাই نَزَّلَ তাওরাত একসাথে তাই أَنزَلَ	তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের।	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ
وَالْكِتَابِ একবচন কারন সকল কিতাবের মেসেজ একই	সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে,	لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

	ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর,	وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
যখন "দারিদ্র্যতার কারণে" তখন তোমাদের আর তাদের	স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই,	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
যখন"দারিদ্রতার ভয়ে" তখন তাদের ও পরে তোমাদের।	দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি।	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِلَيْنَا যখন উপহার স্বরূপ অথবা রহমত	তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি	قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
عَلَيْنَا যখন তখন এটা ফরজ হিসেবে	বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর	قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
ভুলের ক্ষেত্রে অতীতকাল قَتَلَ কারন একবারই ভুল হয়	মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পন করবে	وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن

	তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়।	يَصَّدَّقُوا
ইচ্ছাকৃত ক্ষেত্রে বর্তমান কাল يَقْتُلْ কারন কয়েকবার হতে পারে	যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে।	وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا এটা তখন যখন এটা প্রতিষ্ঠিত দেশ ছিলো না	যখন ইব্রাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! একে তুমি শান্তির স্থান কর এবং এর অধিবাসীদের রিযিক দান কর	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ
اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ তখন যখন ইতোমধ্যে দেশ হয়েছে	যখন ইব্রাহীম বললেনঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا

১১। কিছু শব্দের ব্যতিক্রমি ব্যবহার

বিপরীত অর্থে ইসমুল ইশারা	এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই।	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ
উচ্চ মর্যাদার জন্য ইশারাবাচক সর্বনাম	এসব লোকই তাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে আগত হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম।	أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
নিম্ন মর্যাদার জন্য ইশারাবাচক সর্বনাম	তারাই দোযখের অধিবাসী।	أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
অনির্দিষ্ট “আল”	আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, ব্যাঘ্র তাঁকে	وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

	খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে।	

১২। অনির্দিষ্টতার বিভিন্ন অর্থ

কম অর্থে	তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে।	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
তুলনার জন্যে	অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত,...... অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব,	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ......وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
সম্মানের জন্য	অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা	رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
ছোট করার জন্য	তোমাদের বাপ-দাদারা যার ইবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়।	مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ

১৩। বিপরীত লিঙ্গের কর্তা

সঙ্খ্যা কম বেশি বা তীব্রতা বোঝাতে	একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে।	فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ
কঠোরতার জন্য	আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে	وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

সংখ্যায় কমের জন্য	নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়।	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا
বেশি সংখ্যার জন্য	মরুবাসীরা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুনঃ তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا

১৪। الجِنَاس একই শব্দের একাধিক প্রয়োগ

একই শব্দ বা কাছাকাছি শব্দ এনে অন্ত্যমিল তৈরী করা

যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহুর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি।	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ
অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।	وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
আমি তাদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ভীতিপ্রদর্শণ করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে।	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে।	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ
তারা বলবেঃ আল্লাহ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন।	وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

প্রথম উদাহরণটি আমরা লক্ষ করি যে سَاعَةٍ শব্দটি দুইবার ব্যবহার করে বাক্যে একটা সৌন্দর্য্য আনা হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে يَحْسَبُونَ শব্দটির কাছাকছি শব্দ يُحْسِنُونَ আনা হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণটিতে مُنذَرِينَ এবং مُّنذِرِينَ একই টাইপের দুটি শব্দ আনা হয়েছে।

১৫। السَّجْعُ ছন্দ মিল

আমরা যদি খেয়াল করি কুরআনের অনেক সুরাতে ছন্দমিল ঠিক রেখে আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, সুরা তাকউইরে আমরা খেয়াল করি,

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

একইভাবে সূরা আল-কমার, ৫৪ :আয়াত সংখ্যা :৫৫ এখানে খেয়াল করি, শেষ বর্ণগুলো এমন,

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
رٍ	رَ	رٍ	رَ	رٍ	رْ	رَ	رٌ	رٌ	رٍ	رُ	رٌ	رٌ	رٌ	رُ

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
رِ	رَ	رٌ	رْ	رُ	رٌ	رٍ	رِ	رٍ	رِ	رٍ	رٍ	رِ	رٍ	رِ
45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
رَ	رٌ	رِ	رٍ	رُ	رٍ	رِ	رٌ	رِ	رِ	رَ	رٍ	رِ	رٍ	رِ
					55	54	53	52	51	50	49	48	47	46
					رٍ	رٍ	رٌ	رِ	رٍ	رِ	رٍ	رَ	رٍ	رُ

সূরা আল-জিন, ৭২:আয়াত সংখ্যা : ২৮ এখানে খেয়াল করি, শেষ বর্ণগুলো এমন,

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
بًا	دًا	قاً	بًا	دًا	دًا	دًا	بًا	دًا	قاً	بًا	طاً	دًا	دًا	بًا
		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		دًا	دًا	دًا	دًا	دًا	دًا	دًا	دًا	دًا	دًا	دًا	دًا	قاً

সূরা নূহ, ৭১:আয়াত সংখ্যা : ২৮ এখানে খেয়াল করি, শেষ বর্ণগুলো এমন,

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
قاً	رًا	رًا	رًا	رًا	رًا	رًا	رًا	رًا	رًا	رًا	نَ	نِ	نٌ	مٌ
		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		رًا	رًا	رًا	رًا	لاً	رًا	رًا	رًا	جًا	طاً	جًا	تاً	جًا

১৬। الطِّبَاقُ والْمُقَابَلَةُ বিপরীত অর্থের শব্দ প্রয়োগ

জাগ্রত, ঘুমন্ত	তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত।	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ
হাসি, কান্না	এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান	وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ
তাদের জন্য, তাদের বিরুদ্ধে	সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।	لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

প্রথম উদাহরণটিতে أَيْقَاظًا ও رُقُودٌ দুটি বিপরীত শব্দ। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে أَضْحَكَ ও أَبْكَىٰ দুটি বিপরীত শব্দ। তৃতীয় উদাহরণটিতে لَهَا ও عَلَيْهَا দুটি বিপরিত শব্দ। لَهَا (তাদের জন্য), عَلَيْهَا (তাদের বিরুদ্ধে)

১৭। التَّهَكُّمُ ঠাট্টা বিদ্রুপ

আযাবের সুসংবাদ	সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।	بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
জাহান্নামের দিকে পথ দেখানো	অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে	فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ
আযাবের সুসংবাদ	অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।	فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

প্রথম উদাহরণটিতে আমরা লক্ষ করছি যে এখানে আযাবের সুসংবাদকে কথা বলা হয়েছে। অথচ আযাবের সুসংবাদ হয়না বরং আযাবের সতর্কবার্তা হয় কিন্তু এখানে মুনাফিকদের বিদ্রুপ করার জন্য সুসংবাদের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে আমরা লক্ষ করছি যে এখানে জাহান্নামের দিকে পথ দেখানোর কথা বলা হয়েছে, অথচ আমরা পথ দেখানো দ্বারা সাধারণত সঠিক পথ বা ভালো কিছুর দিকে পথ দেখানোর কথা বলে থাকি কিন্তু এখানে জাহান্নামের দিকে পথ দেখানোর কথা বলেছে। এটাও একধরনের বিদ্রুপ।

১৮। أُسلُوبُ الحَكِيمِ অবাক করা উত্তর

কাফিররা ফেরেশতা দেখতে চাইছিলো কিন্তু মহান আল্লাহ বললেন যে ফেরেশতা দেখেও কোন লাভ নাই।	যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে দেখি না কেন?	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ
	যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না	يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ

১৯। الإِلْتِفَاتُ দৃষ্টি আকর্ষণ

ক) আয়াতের মধ্যে পুরুষের পরিবর্তন ঘটিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়।

প্রথম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষ	নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন।	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

তৃতীয় পুরুষ থেকে দ্বিতীয় পুরুষ	যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব, মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে পারবে।	لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
দ্বিতীয় পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষ	এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল	حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا
তৃতীয় পুরুষ থেকে দ্বিতীয় পুরুষ	তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,	عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ

প্রথম উদাহরণটি লক্ষ করি যে أَعْطَيْنَاكَ (আমি আপনাকে দান করেছি) এখানে আল্লাহ তায়ালা নিজের ব্যপারে প্রথম পুরুষ এনছেন, এরপর আল্লাহ তায়ালা বলছেন فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন) এখানে আল্লাহ তায়ালা لِرَبِّكَ (আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে) না বলে لَنَا (আমার উদ্দেশ্যে) বলতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা প্রথম আয়াতে প্রথম পুরুষ এবং পরের আয়াতে তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করেছেন মনোযোগ আকর্ষনের জন্য।

খ) আয়াতের মধ্যে ইরাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় বা স্পেশালিটি বোঝানো হয়।

وَالصَّابِرِينَ মানসুব	এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী	وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالْمُقِيمِينَ মানসুব	ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে	وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

	যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী	إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
حَمَّالَةَ মানসুব	এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে	وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

প্রথম উদাহরণটি দেখি যে এখানে الْمُوفُونَ (সম্পাদনকারী) এটা মারফু অবস্থায় আছে আর তার পরবর্তিতে الصَّابِرِينَ (ধৈর্য্য ধারণকারী) এটা মানসুব আনা হয়েছে। অথচ এটা আগের শব্দের সাথে মিল রেখে الصَّابِرُونَ মারফু আনতে পারতেন কিন্তু এটা না করে মানসুব এনে স্পেশালিটি বোঝানো হয়েছে।

অধ্যায়-৩২ (এক নজরে আরবি ভাষা)

ভাষার মৌলিক উপাদান হলোঃ বর্ণ (Letter), শব্দ (Word), ও বাক্য (Sentence)। তাই নয় কি? আরবী ভাষাটাও এর ব্যতিক্রম নয়। আসুন দেখি আরবি শিখতে হলে আমাদের মৌলিকভাবে কি কি শিখতে হয়।

১। বর্ণ حَرْفٌ

আরবীতে বর্ণ আছে حَرْفٌ ২৯ টি।

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي

হারফগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটা হলো حَرفٌ صَحِيحٌ বা ব্যঞ্জনবর্ণ আরেকটা হলো حَرفُ عِلَّةٍ বা স্বরবর্ণ। ا و ي এই তিনটা হলো স্বরবর্ণ। বাকিগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ।

উচ্চারণের দিক থেকে বর্ণগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটা হলো حُرُوفٌ شَمْسِيَّةٌ বা সূর্যবর্ণ আরেকটা হলো حُرُوفٌ قَمَرِيَّةٌ বা চন্দ্রবর্ণ। সূর্যবর্ণগুলোতে ال থাকলে ل উচ্চারিত হয় না। যেমন, التَّاجِرُ আত্তাজিরু। এগুলো ১৪ টি। যথাঃ ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

বাকিগুলো চন্দ্রবর্ণ। অর্থাৎ ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ء ي এগুলোতে ال থাকলে সেই ل উচ্চারিত হয়। যেমন, اَلْبَابُ আল বাবু।

এছাড়া স্বরধ্বনি বা حَرَكَةٌ আছে তিনটি। ১) ضَمَّةٌ পেশ ُ বা ু -কার। ২) فَتْحَةٌ যবর َ বা া-কার ৩) كَسْرَةٌ যের ِ বা ি-কার। হরকতের অনুপস্থিতিকে সুকুন ْ বলে। যেমন مِنْ، مَسْجِدٌ

২। শব্দ كَلِمَةٌ

শব্দ তিন প্রকারের। اِسْمٌ বা নামপদ (Noun), حَرْفٌ বা অব্যয়পদ (Particle), এবং فِعْلٌ বা ক্রিয়াপদ (Verb)।

اِسْمٌ বা নামপদ

اِسْمٌ বা নামপদগুলো মুলত দুই প্রকার। একটা হলো اِسْمُ الجَامِدِ মৌলিক ইসম (Fundamental)। যেগুলো কোন কিছু থেকে উদ্ভুত নয়। যেমন, বিভিন্ন নাম (Name), সর্বনাম (Pronoun), প্রশ্নবোধক শব্দ (Interrogative), স্থান ও কালবাচক শব্দ (Adverb of place and time) ইত্যাদি।

মৌলিক ইসম اِسْمُ الجَامِدِ		
উদাহরণ	**বাংলা নাম**	**আরবি নাম**
الله، مَرْيَمُ، زَيْدٌ	ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, সময়ের নাম	اِسْمُ العَلَمِ
رَبٌّ، نَاسٌ، جَبَلٌ، قَلَمٌ	জাতীবাচক নাম	اِسْمُ الْجِنْسِ
هُوَ، هُمْ، كَ، كُمْ،	সর্বনাম	الضَّمِيْرُ
هٰذَا، هٰذِهِ، ذٰلِكَ، أُولٰئِكَ	ইশারাবাচক বিশেষ্য	اِسْمُ الإِشَارَةِ
الَّذِي ، الَّذِينَ	সম্বন্ধসূচক বিশেষ্য	الاِسْمُ الْمَوْصُولُ
كَيفَ، مَتَى، مَا، مَنْ	প্রশ্নবোধক বিশেষ্য	اِسْمُ الإِسْتِفْهَام
بَيْنَ، فَوْقَ، بَعْدَ، قَبْلَ	স্থান ও কালবাচক শব্দ	الظَّرْف
هَيْهَاتَ، آهْ، آمِيْنَ ، هَيْتَ	ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশক ইসম	اسمُ الفِعْل

আরেকটা হলো الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ ক্রিয়া উদ্ভুত ইসম। যেমন ক্রিয়ার নাম (Verbal Noun), কর্তার নাম (Name of Doer), কর্মের নাম (Name of object), ক্রিয়া উদ্ভুত বিশেষণ (Derived adjective), স্থান ও কালের নাম (Name of place and time), তুলনামূলক নাম (Comparatives), তীব্রতা প্রকাশক নাম (Neme of Extended Meaning) ইত্যাদি।

ক্রিয়া উদ্ভুত ইসম الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ		
উদাহরণ	**বাংলা নাম**	**আরবি নাম**
حَمْدٌ، نَصْرٌ، شِرْكٌ، خُرُوْجٌ	ক্রিয়া বিশেষ্য	الْمَصْدَر**
رَاحِمٌ، نَاصِرٌ، مُحَدِّثٌ، خَالِقٌ	কর্তার নাম	اِسْمُ الْفَاعِلِ
مَحْمُودٌ، مَغْضُوبٌ، مُحَمَّدٌ	কর্মের নাম	اِسْمُ الْمَفْعُولِ
مَشْرَبٌ، مَسْجِدٌ، مَدْرَسَةٌ،	সময় ও স্থানের নাম	اِسْمُ الزَّمانِ والْمَكانِ
مِفْتَاحٌ، مِيْزَانٌ، مِصْبَاحٌ	উপকরণ বিশেষ্য	اِسْمُ الآلَةِ
غَفَّارٌ، غَفُوْرٌ، عَلِيْمٌ، رَحْمَانُ،	তীব্রতা প্রকাশক নাম	اِسْمُ الْمُبالَغَةِ
كَرِيمٌ، عَظِيْمٌ، حَسَنٌ، شُجَاعٌ	ক্রিয়া উদ্ভুত বিশেষণ	الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَة
أَحْسَنُ، أَكْبَرُ ، أَحْكَمُ	তুলনাবাচক বিশেষ্য	اِسْمُ التَّفْضِيلِ

** লিঙ্গ ও বচনভেদে ইসম তিন প্রকার,

الْمَصْدَر	الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ	الِاسْمُ الجَامِد
যার লিঙ্গ বচন হয় না	লিঙ্গ বচন উভয়ই হয়	এর লিঙ্গ হয় না, বচন হয়
الإسلامُ	مُسْلِمٌ – (مث) مُسْلِمَةٌ – (ج) مُسْلِمُونَ	قَلَمٌ (ج) أقلامٌ
ইসলাম	একজন মুসলিম-মুসলিমাহ-মুসলিমরা	কলম-কলমগুলো

حَرْفٌ বা অব্যয়পদ

حَرْفٌ বা অব্যয় পদগুলো কয়েক প্রকার যেমন, পদান্বয়ী অব্যয় (Prepositions), সংযোজক অব্যয় (Conjunctions), প্রশ্নবোধক অব্যয় (Interrogations), আশ্চর্যবোধক অব্যয় (Exclamations) ইত্যাদি।

অব্যয় حَرْفٌ		
উদাহরণ	**বাংলা নাম**	**আরবি নাম**
بِ، لِ، مِنْ، فِي، إِلَىٰ ، عَنْ، عَلَى	যের দানকারী অব্যয়	حَرْفُ الْجَرِّ
إِنَّ، أَنَّ، لَعَلَّ، لَيْتَ، كَأَنَّ، فَ	যবরদানকারী অব্যয়	حَرْفُ النَّصْبِ
فَ، لَا، وَ، ثُمَّ	সংযোজক অব্যয়	حَرْفُ العَطْفِ
يَا، اَيُّهَا، هَيَا، أَيَا	সম্বোধনের অব্যয়	حَرْفُ النِّدَاءِ
مَا، لا ، لَمْ ، لَنْ	না বাচক অব্যয়	حَرْفُ النَّفِيْ
أَلَا، أَمَا، هَا	সাবধানকারী অব্যয়	حَرْفُ التَنْبِيْهِ
أَ، هَلْ	প্রশ্নবাচক অব্যয়	حَرْفُ الإِسْتِفْهَامِ
لَوْ، إِنْ ، مَا	শর্তসূচক অব্যয়	حَرْفُ الشَّرْطِ
قَدْ، لَ ، إِنَّ	জোর প্রদানের অব্যয়	حَرْفُ التَّأْكِيدِ

فِعْلٌ বা ক্রিয়াপদ

فِعْلٌ বা ক্রিয়াপদগুলো কয়েকরকম হয়, যেমনঃ কাল অনুযায়ী অতীত (Past) এবং বর্তমান বা ভবিষ্যৎ (Present and future) কালের ক্রিয়া। অনুজ্ঞাবাচক যেমন আদেশ নিষেধ (Imperative)। বাচ্য অনুযায়ী কর্তৃবাচক (Active verb) ও কর্মবাচক ক্রিয়া (Passive verb) ইত্যাদি।

ক্রিয়া فِعْلٌ		
উদাহরণ	**বাংলা নাম**	**আরবি নাম**
رَحِمَ ، نَصَرَ، خَلَقَ، قَتَلَ، قَرَأَ	অতীত কাল	الفِعْلُ الْمَاضِيْ
يَرْحَمُ، يَنْصُرُ، يَخْلُقُ، يَقْتُلُ،	বর্তমান কাল	الفِعْلُ الْمُضَارِعُ
اِرْحَمْ، ، اُنْصُرْ، اُخْلُقْ، اِقْرَأْ،	আদেশ	فِعْلُ الأَمرِ
لَا تَنْصُرْ، لَا تَذْهَبْ، لَا تَقْتُلْ،	নিষেধ	النَّهِي
يُوْلَدُ ، قُتِلَ، نُصِرَ, خُلِقَ	কর্মবাচ্য ক্রিয়া	الفِعْلُ الْمَجْهُولُ

৩। বাক্য جُمْلَةٌ

বাক্যকে আরবীতে বলা হয় جُمْلَةٌ । গঠনানুযায়ী বাক্য দুই প্রকারঃ নামপ্রধান বাক্য (Nominal sentence) ও ক্রিয়াপ্রধান বাক্য (Verbal sentence)। অর্থানুযায়ী বাক্য প্রধানত দুই প্রকারঃ সংবাদমূলক আর রচনামূলক। এদের মধ্যে রয়েছে যেমন, সাধারণ হা বাচক বাক্য (Affirmative sentence), না বাচক বাক্য (Negative sentence), আদেশ সূচক বাক্য (Imperative sentence), প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative sentence), আশ্চর্যজনক বাক্য (Exclamatory sentence), শর্তসূচক বাক্য (Conditional sentence) , তুলনামূলক বাক্য (Comparative sentience), আলংকারিক বাক্য (Rhetorical sentence) ইত্যাদি।

বাক্য جُمْلَةٌ		
উদাহরণ	**বাংলা নাম**	**আরবি নাম**
اللّٰهُ أَحَدٌ	নামপ্রধান বাক্য	الجُمْلَة الاسْمِيَّة
خَلَقَ الْإِنسَانَ	ক্রিয়া প্রধান বাক্য	الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّة

اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ	আদেশ	الأَمْر
لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ	নিষেধ	النَّهِي
مَا الْقَارِعَةُ ؟	প্রশ্নসূচক বাক্য	الجُمْلَةُ الإِسْتِفْهَامِيَّةُ
اللهُ أَكْبَرُ	তুলনা বাচক বাক্য	جُمْلَةُ التَّفْضِيْلِ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ	ব্যতীত সূচক বাক্য	الجُمْلَةُ اَلْإِسْتِثْنَائِية
قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ	আশ্চর্যবাচক বাক্য	جُمْلَةُ التَّعَجُّبِ
إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ	শর্তসূচক বাক্য	الجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ
إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ	জোরপ্রদানমূলক বাক্য	الجُمْلَةُ التَّأْكِيْدِيَّةُ
الرَّجُلُ كَأَسَدٍ	আলংকারিক বাক্য	الجُمْلَةُ البَلاغِيَّةُ
يا الله	আহবান সূচক বাক্য	الجُمْلَةُ النِّدَائِيَّةُ
أَلَا تُسَافِرُ مَعَنَا	অনুযোগসূচক বাক্য	الجُمْلَةُ العَرَضِيَّةُ
لَيتَ زيدًا حَاضِرٌ	আকাংখাবাচক বাক্য	الجُمْلَةُ االتَّمَنِّيَةُ
لَعَلَّ عَمْرًا حَاضِرٌ	আশাব্যঞ্জক বাক্য	الجملة التَرَجِّيةُ
والله لأَضْرِبَنَّ زيدًا	শপথসূচক বাক্য	الجملة القَسَمِيةُ

অধ্যায়-৩৩ (কুরআন থেকে নির্বাচিত ইরাব ও অনুবাদ)

১। নির্বাচিত ইরাব

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন ইসমের একাধিক ইরাব হতে পারে। এখানে আমরা যে ইরাবগুলো উল্লেখ করেছি তা অনুশীলন করলে কুরানের বিভিন্ন আয়াত বুঝতে কঠিনতা অনেকটাই কমে যাবে ইনশা আল্লাহ।

মন্তব্য	আয়াত	রেফারেন্স
مفعول به	فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ	২/১৭
مفعول به, حال	كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا	২/২৫
مفعول به, نعت, بدل	أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً	২/২৬
تمييز	مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا	২/২৬
حال	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا	২/২৯
صفة لمفعول مطلق محذوف أي أكْلًا	وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا	২/৩৫
صفة لمفعول مطلق محذوف أي سَومًا	يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ	২/৪৯
مفعول به ثان	وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً	২/৫১
حال\صفة لمفعول مطلق محذوف	فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا	২/৫৮

٢/٥٨	وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا	حال
٢/٥٨	وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ	خبر لمبتدأ محذوف أي شأننا حطة
٢/٥٩	فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ	بدل
٢/٦٠	كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	حال
٢/٦٥	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ	خبر كان أول و ثان
٢/٦٧	قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا	مفعول به ثان
٢/٧٤	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً	تمييز
٢/٨٣	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ	صفة لمفعول مطلق محذوف
٢/٩٠	بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ	مفعول له
٢/٩١	وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ	حال
٢/٩٤	قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً	حال

	مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ	
٢/٩٦	وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ	مفعول به ثان
٢/٩٩	وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍ بَيِّنَٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ	نعت (جمع لغير عقل)
٢/١٠١	نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ	مفعول به
٢/١٠٩	وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم	مفعول به
٢/١٠٩	لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم	مفعول له
٢/١٢١	ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ	صفة لمفعول مطلق محذوف
٢/١٣٥	قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِۦمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ	حال
٢/١٤٣	وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ	لام الجحود
٢/١٦١	إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ	منصوب لتأكيد
٢/١٦٧	كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ	حال \ مفعول به ثان
٢/٢٢٤	وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ	أن تبروا بمعنى أن لا تبروا
٢/٢٣١	أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا	مفعول له

	لِّتَعْتَدُواْ ج	
২/২৩৬	لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ	ما المصدرية ظرفية
২/২৩৬	وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًا بِٱلْمَعْرُوفِ صلے حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ	حال
২/২৩৯	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا صلے ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ	حال
২/২৪৭	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ج	حال
২/২৪৭	قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ صلے	مفعول به ثان \ تمييز
২/২৪৯	كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ	مفعول به
২/২৬৫	كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ	حال
২/২৭৪	ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً	حال
২/২৮৩	ۚ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ ج وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ	ইসম ফায়েলের ক্রিয়ার ব্যবহার
২/২৮৫	وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا صلے غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ	مفعول مطلق
৩/4	مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ	حال
৩/৩৪	ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ قلے وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	بدل \ حال

৩/৬৪	يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ	সাওয়া শব্দটা স্ত্রী হয় না
৩/১১৮	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا	مفعول به ثان
৩/১৩০	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً	حال
৩/১৪৫	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا	مفعول مطلق
৩/১৮০	وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم	ضمير الفصل، مفعول به ثان
৩/১৯৫	وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ	مفعول مطلق\حال\تمييز
৪/৫	وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا	حال
৪/৬	وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ	حال \ مفعول له
৪/৬	وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا	تمييز
৪/১০	إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا	مفعول مطلق \ حال \ مفعول له
৪/১২	مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ	مفعول مطلق

۴/۱۴	وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا	مفعول به ثان، حال
۴/۱۹	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا	حال
۴/۲۴	وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ	مفعول مطلق
۴/۲۵	وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ	مفعول به
۴/۲۵	فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ	حال
۴/۴۵	وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا	فاعل، حال / تمييز
۴/۵۶	إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ	مفعول به ثان
۴/۵۷	وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا	حال، ظرف

۴/۵۹	ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا	تمييز
۴/۶۰	وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا	مفعول مطلق
۴/۶۱	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا	مفعول مطلق
۴/۶۴	وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا	مفعول به ثان
۴/۷۱	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا	حال
۴/۷۵	رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا	نعت يعمل عمل فِعلٍ، فاعل
۴/۷۷	قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا	صفة لمفعول مطلق محذوف
۴/۷۹	وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا	حال
۴/۷۹	وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا	تمييز \ حال
۴/۹۲	فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ	مفعول مطلق \ حال
۴/۹۵	فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً	تمييز \ مفعول مطلق
۴/۹۶	دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	بدل
۴/۹۷	إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ	حال

	فِيمَ كُنتُمْۖ قَالُواْ	
تمييز	فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا	٤/٩٧
مفعول مطلق، حال/ مفعول مطلق	وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا	٤/١٢٢
تمييز	وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا	٤/١٢٢
تمييز	وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ	٤/١٢٥
حال	لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا	٤/١٢٥
مفعول مطلق	أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا	٤/١٥١
حال \ مفعول مطلق	فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً	٤/١٥٣
إن + إلا	وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ	٤/١٥٩
أي يكون الإيمانُ خيرا لكم	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ	٤/١٧٠
مفعول مطلق	إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ	٤/١٧١
أي أن لا تضلوا	يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ	٤/١٧٦
حال	أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ	٥/١
حال	وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا	٥/٣
أي اغسلوا أرجلكم	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ	٥/٦

	وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ	
۵/۳۸	فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ	مفعول له، مفعول له\بدل
۵/۶۳	لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ	مفعول به للمصدر كمثل الفعل
۵/۶۴	وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا	مفعول به ثان
۵/۷۰	فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ	مفعول به مقدم
۵/۹۵	وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ	حال
۵/۹۵	ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ	مفعول مطلق\حال، نعت
۵/۹۶	أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ	مفعول له
۵/۹۷	جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَٰمًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَٰٓئِدَ	مفعول به، بدل
۵/۹۷	جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَٰمًا لِّلنَّاسِ	حال \ مفعول به ثان
۵/۱۰۰	قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ	مذكر فعل للمؤنث فاعل

	ٱلْخَبِيثِ	
۵/۱۰۷	مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ	فاعل
۶/۱۴	قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ	بدل
۶/۲۷	فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ	و أن لا نكذب
۶/۳۹	وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ	يشاءْ > يشأْ ثم التقاء الساكنين
۶/۵۲	وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ	الفاء السببية
۶/۷۰	وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّ	أن لا تبسل
۶/۷۴	وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً	بدل، مفعول به ثان
۶/۷۸	فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّى هَٰذَآ أَكْبَرُ	هذا لأن مراده رب
۶/۹۸	وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ	مستقر يعني أرض و مستودع يعني مقبر
۶/۱۱۲	وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ	مفعول به
۶/۱۱۲	يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا	حال \ مفعول له
۶/۱۱۵	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا	تمييز\مفعول له \ حال

۶/۱۴۲	وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا	مفعول به
۶/۱۴۵	فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	حال
۶/۱۵۴	ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ	حال
۶/۱۵۴	وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ	حال
۷/۲۹	وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ	مفعول به
۷/۴۳	لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	مخففة نب أنّ أو حرف تفسير
۷/۴۴	قَالُوا۟ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ	مخففة نب أنّ أو حرف تفسير
۷/۴۶	وَنَادَوْا۟ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ	مخففة نب أنّ أو حرف تفسير
۷/۴۷	وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُوا۟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ	ظرف
۷/۵۲	وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ	مفعول له \ حال
۷/۵۵	ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً	حال أي متضرعا

حال أي خائفًا	وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا	٧/٥٦
حال	وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ	٧/٥٧
مفعول به	حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ	٧/٥٧
حال	قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً	٧/٧٣
ابن> بنون> بنين> بني	قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ	٧/١٠٥
تمييز	سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ	٧/١٧٧
تمييز	وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ	٨/٢
صفة لمفعول مطلق محذوف	أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَـٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ	٨/٤
حال	إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ	٨/١٥
حال \ مفعول له	وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ	٨/٤٧
خبر ثان	فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	٨/٥٢

৮/৫৩	ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ	خبر كان
৮/৫৩	ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ	مفعول به
৮/৫৮	وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ	فَٱنۢبِذْ عهدَهم
৯/৩৬	وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً	حال
৯/৫৮	وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ	إذا الفذائية
৯/৯২	تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ	مفعول له
৯/১১০	لَا يَزَالُ بُنْيَٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ	خبر لا يزال
৯/১১১	يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ	مفعول مطلق
৯/১২০	مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ	لِأن يتخلفوا : لام الجحود
১০/২৭	وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا	صفة أولى، صفة ثانيه

১০/২৮	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ	اِلزموا مكانكم
১০/২৯	فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَٰفِلِينَ	تمييز \ حال
১০/১০৫	وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ	أن تفسير
১০/১০৫	وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ	حال
১১/৭২	قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِى شَيْخًا	حال
১১/৭৭	وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا	تمييز
১১/৯২	قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا	حال
১১/১০৫	يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ	ت محذوف
১২/২	إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	مفعول به ثان\حال
১২/১৩	وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ	অনির্দিষ্ট মাজাযী
১২/১৯	قَالَ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً	مفعول به ثان
১২/২০	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ	بدل
১২/২৯	وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ	ٱلْخَاطِئِينَ لِلمؤنث

ت পরিচিত হলে	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ	১২/৩০
اذتكر > ادكر	وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ	১২/৪৫
حال	قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا	১২/৪৭
حال \ تمييز	قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا	১২/৬৪
ما كان	وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ	১৪/৪৬
حال	وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ	১৫/৪৭
تمييز \ حال\مفعول له	وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا	১৭/৩৭
مضاف إليه	نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ	১৭/৪৭
حال \ تمييز	قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا	১৭/৬১
تمييز \ حال\مفعول مطلق	مْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا	১৭/৬৩
حال	قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ	১৮/২
تمييز	وَلَا لِءَابَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ	১৮/৫

١٨/٦	إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا	مفعول له
١٨/٧	إِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَةً	مفعول له \ مفعول به ثان
١٨/١٣	إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدًى	تمييز \ مفعول به ثان
١٨/١٨	لَوِ ٱطَّلَعۡتَ عَلَيۡهِمۡ لَوَلَّيۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارًا	مفعول مطلق
١٨/١٨	وَلَمُلِئۡتَ مِنۡهُمۡ رُعۡبًا	تمييز
١٨/٣٢	وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيۡنِ جَعَلۡنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيۡنِ مِنۡ أَعۡنَٰبٍ	بدل
١٩/٤	قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأۡسُ شَيۡبًا	تمييز
١٩/٤٦	يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَۖ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا	ظرف زمان
١٩/٨٤	فَلَا تَعۡجَلۡ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عَدًّا	مفعول مطلق
١٩/٨٥	يَوۡمَ نَحۡشُرُ ٱلۡمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ وَفۡدًا	حال
١٩/٩٠	وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا	حال
١٩/٩٧	فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمًا لُّدًّا	حال
٢٠/١٢	إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَۖ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوًى	بدل
٢٠/٢٢	وَٱضۡمُمۡ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخۡرُجۡ بَيۡضَآءَ مِنۡ غَيۡرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخۡرَىٰ	حال

২০/২২	وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ	حال
২০/৬৯	إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَٰحِرٍ	এখানে মা কাফফা নয় মাওসুলাহ
২১/৩১	وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ	حال، مفعول به
২১/৩৫	وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً	مفعول له
২২/২৩	إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا	مفعول به لفعل محذوف
২২/৩৫	ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ	إضافة
২৩/১৪	ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا	مفعول به أول وثان
২৪/৫১	إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا	خبر كان مقدم واسم كان مؤخر
২৫/8	فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا	حال كي ظالمين
৩৩/৬৬	يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠	الألفات السبع
৩৬/১৩	وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ	مفعول به أول ثان أو بدل

٣٦/٣٢	وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ	لما بمعنى إلا
٣٧/٦	إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ	عطف البيان
٣٧/١٦٣	إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ	صاليْ
٣٧/١٦٧	وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ	مخففة من الثقلة
٤٦/٢٨	فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً	مفعول له \ حال، مفعول به
٥٠/١٠	وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	حال
٥١/١٧	كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ	ما زائدة
٥٢/٤٦	يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ	مفعول به
٧٣/٢٠	وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا	مفعول به
٧٧/١	وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا	حال \ مفعول مطلق \ مفعول له
٧٨/٢٩	وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا	حال
٧٨/٣٦	جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا	بدل
٧٨/٣٨	يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا	مفعول مطلق
١٠٠/١	وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا	مفعول مطلق \ حال

২। নির্বাচিত অনুবাদ

কুরান অনুবাদকালে কিছু আয়াতের অনুবাদ খানিকটা কষ্টকর লাগতে পারে। নিচে এ ধরণের কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো। এগুলোর অনুবাদকালে অনেক সময় তাফসির দেখতে হবে।

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ	২/২৩৭
وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ	৭/১৭৫
كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً	৯/৮
ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ	৯/৩০
إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟	৯/৩৭
يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ	৯/৩৭
لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا۟ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَٰرِهُونَ	৯/৪৮
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ	৯/১২০
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	৯/১২১
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ	১০/২১

১১/৫	أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
১১/৯৮	يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ
১১/৯৯	وَأُتْبِعُواْ فِى هَٰذِهِۦ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ
১২/৩৩	وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ
১২/৩৫	ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُاْ ٱلْءَايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ
১২/৮৫	قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَٰلِكِينَ
১৩/৪	وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ
১৩/১০	وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُۢ بِٱلنَّهَارِ
১৩/১৩	وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ
১৩/১৭	فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً
১৩/৩০	قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمٌ لِّتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ
১৪/২১	سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ
১৪/৪৩	مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ
১৫/৭৫	إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ
১৬/৯	وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ
১৭/২৭	وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا
২২/৭২	يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا
১৭/৭৩	وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذًا لَّٱتَّخَذُوكَ

	خَلِيلًا
১৭/৬০	إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ
১৯/৮৩	أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا
২০/৮৭	قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ
২১/১১	وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً
২১/৪২	قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ
২২/১৫	مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ
২৩/১০৮	قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ
২৪/৮	وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ
২৪/১১	إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ
২৪/১৭	يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
২৪/২০	وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
২৪/৫০	أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
২৪/৬৩	لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	
قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا	২৫/৭৭
أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ	২৬/১২৮
لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا	৩৩/৬০
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَۖ سِيرُواْ فِيهَا	৩৪/১৮
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ	৩৬/১২
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ	৩৮/৩
مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْءَاخِرَةِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ	৩৮/৭
وَمَا يَنظُرُ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ	৩৮/১৫
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ	৩৯/২৯
إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِيٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ	৪০/৭১
فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ	৪০/৭২
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَخْزَىٰۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ	৪১/১৬
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ	৪৬/১০

৪৬/১৭	وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
৪৮/২৫	هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
৫০/১৯	وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ
৫০/১৯	وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ
৫০/২৩	وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ
৫০/৪০	وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَٰرَ ٱلسُّجُودِ
৫১/১-৪	وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرْوًا - فَٱلْحَٰمِلَٰتِ وِقْرًا -فَٱلْجَٰرِيَٰتِ يُسْرًا- فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا
৫১/৫-৭	إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ -وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٌ- وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ
৫১/৩১	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ
৫২/৩০	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ
৫৫/২৯	يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ
৫৬/৭৬	وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
৫৬/৮৯	فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ
৫৭/২৮	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل

	لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৫৮/১	قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ
৫৯/৩	وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَاۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ
৫৯/১২	لَئِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ
৬২/৩	وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
৭৬/২৮	نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا
৯৮/১	لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ
৩/১৫৩	إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ